দ্য গার্ল অন দি ট্রেন

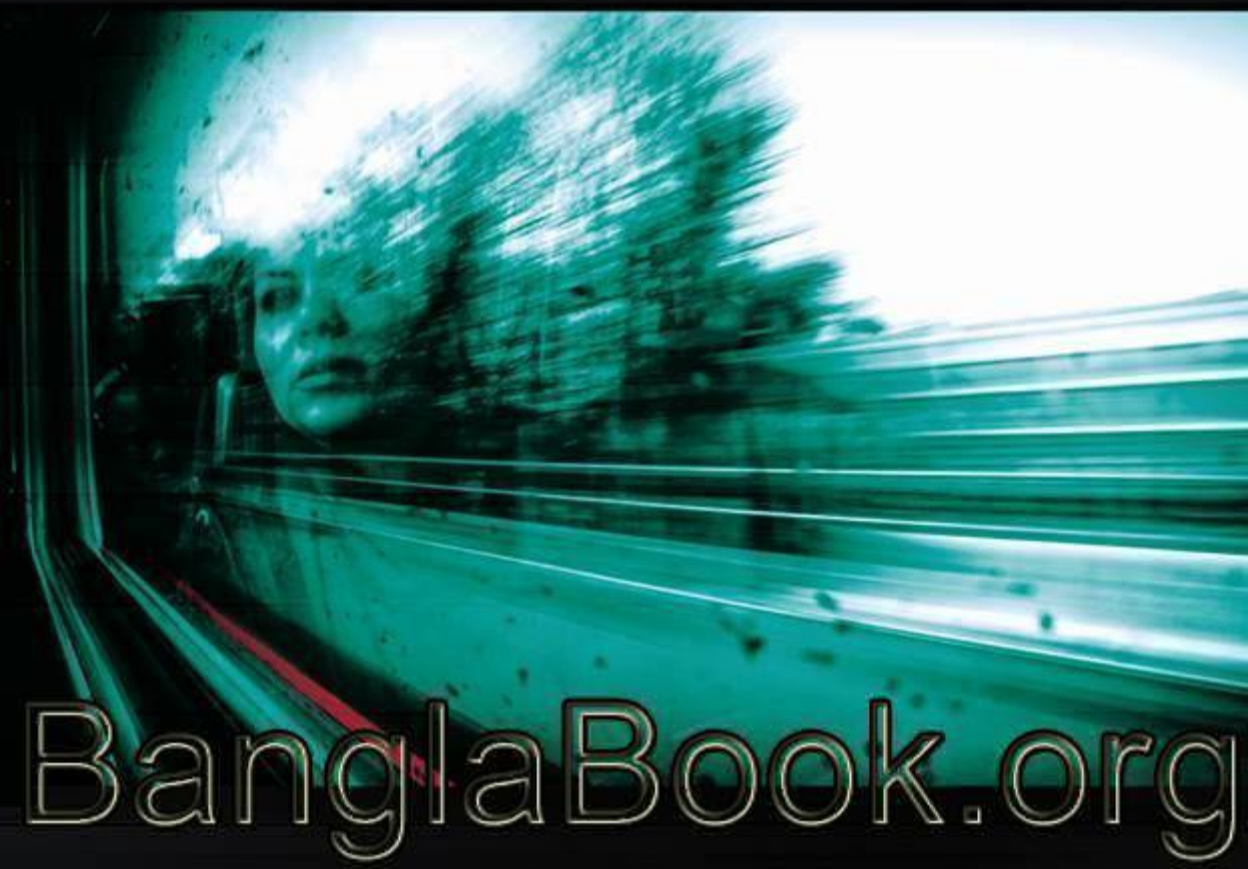

BanglaBook.org

পলা হকিন্স

অনুবাদ: কিশোর পাশা ইমন

রাচেল প্রতিদিন একই কমিউটার ট্রেনে করে যাতায়াত করে আর চলতে চলতে কিংবা সিগন্যালে থেমে গেলে পথের দু-ধারে থাকা পথঘাট, বসতবাড়ি দেখে নানান স্মৃতিতে আক্রান্ত হয়। এমনই এক বাড়ির এক দম্পতিকে ছাদে কিংবা বারান্দায় দেখে রোজ রোজ। এসব দেখতে দেখতে তার মনে হয় সে ওদের চেনে। ওই দু-জনের নাম দেয় 'জেস' আর 'জেসন' হিসেবে। তার দৃষ্টিতে ওদের জীবন একদম নিখুঁত–যেটা তার বর্তমান জীবনের সাথে পুরোপুরি বেমানান।

তারপরই একদিন সিগন্যালে থেমে থাকা ট্রেন থেকে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে একটা দৃশ্য দেখে ভড়কে যায়, বদলে যায় সব কিছু। ব্যাপারটা চেপে না গিয়ে পুলিশকে জানায় সে, জড়িয়ে পড়ে ঘটনাটার সাথে। সত্যটা না জেনে থাকতে পারে না রাচেল। তাহলে কি পুলিশকে জানিয়ে ভুল করলো–ভালো চাইতে গিয়ে ক্ষতির কারণ হয়ে উঠলো সে?

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় আর সমালোচকদের প্রশংসায় ধন্য এই সাইকোলজিক্যাল থৃলার *দ্য গার্ল অন দি ট্রেন*। মর্মস্পর্শি আবেগ আর হিচককিয় রোমাঞ্চ পাঠককে আবিষ্ট করে রাখবে।

'প্রতিটি পাতা অনিবার্যভাবে উত্তেজনা বাড়িয়ে তুলেবে'

–দ্য অবজারভার

'গন গার্ল-এর চেয়েও দারুণ আর উঁচুমানের এই *গার্ল অন দি ট্রেন*'

–দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস

'ট্রেনের মতোই একই লাইনে ছুটে চলা লন্ডন নগরির এইসব মানুষের গল্পগুলো বিস্ফোরিত হয় পাঠকের কাছে...পাতা না উল্টিয়ে উপায় থাকে না'

–পিপল

'এই সাইকোলজিক্যাল থৃলারটি চিরতরের জন্য অন্য মানুষের প্রতি আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেবে'

–বুক ওয়ার্ল্ড

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni

ISBN 984872981-X

9 789848 729816

গ্ল্যামার অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত বৃটিশ লেখিকা পলা হকিন্সের জন্ম জিম্বাবুয়ে হলেও সতেরো বছর বয়সে চলে আসেন মাতৃভূমি ইংল্যান্ডে। অক্সফোর্ডে দর্শন, অর্থনীতি আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা সমাপ্ত করে টাইমস্‌ের সাংবাদিক হিসেবেও কাজ করেছেন বেশ কিছুদিন, তারপর বিভিন্ন প্রকাশনীতে ফ্রি-ল্যান্সার হিসেবে লেখালেখি শুরু করেন তিনি। প্রথম বই ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে উপদেশমূলক দ্য মানি গডেস। ২০০৯-এর দিকে 'অ্যামি সিলভার' ছদ্মনামে রোমান্টিক কমেডি লেখা শুরু করেন তিনি। উপন্যাসগুলো বাজারে তেমন সফল হতে পারেনি। একটু বিরতি নিয়ে টানা ছয়মাস ধরে লিখে যান *দ্য গার্ল অন দি ট্রেন*। এই সাইকোলজিক্যাল-থ্রিলারটি অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে বইয়ের ইতিহাসে অন্যতম সফলতার প্রতীক হয়ে ওঠে, পাল্টে দেয় তার ভাগ্য। সঙ্গত কারণেই হলিউড *দ্য গার্ল অন দি ট্রেন* উপন্যাসটি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করে দিয়েছে কয়েক মাস আগে। খুব শীঘ্রই মুক্তি ছবিটি।

বর্তমানে তিনি দক্ষিণ লন্ডনে বসবাস করছেন, ব্যস্ত আছেন পরবর্তি উপন্যাস লেখার কাজে।

দ্য গার্ল অন দি ট্রেন

পলা হকিন্স

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অনুবাদ : কিশোর পাশা ইমন

উৎসর্গ :

কেইটকে

পুরনো রেললাইনের পাশে একটি সিলভার বার্জ গাছের নীচে নামফলকবিহীন কবরে শায়িত আছে সে। আমি চাইনি তার চিরনিদ্রায় শায়িত স্থানটি মানুষজনের নজরে পড়ুক, কিন্তু তাকে স্মরণ না করেও আমি পারিনি। একখণ্ড পাথর রেখে দিয়েছি তার কবরের শিয়রে।

ওখানে সে শান্তিতে ঘুমাবে, কেউ তাকে বিরক্ত করবে না, রেললাইনের পাশ দিয়ে ছুটে চলা ট্রেনের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ পৌছাবে না তার কানে।

র‍্যাচেল

• • •

শুক্রবার, ৫ই জুলাই, ২০১৩

সকাল

রেললাইনের ওপর একগাদা কাপড় স্তূপাকারে পড়ে আছে। হাল্কা-নীলাভ কাপড়। খুব সম্ভবত একটা শার্ট, সাদা রঙের নোংরা কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। হতে পারে আবর্জনা, ব্যাংকের দিকের জঙ্গলে যেগুলো ফেলা হয় তাদের একাংশ। লাইনে ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করছিলো, তাদেরও কেউ ফেলে যেতে পারে এগুলো। মাঝে মাঝে এদিকে ওরা আসে।

অথবা ওটা শার্টই নয়, অন্য কোন কিছু হবে।

মা বলতেন আমার কল্পনাশক্তি একটু বেশিই প্রখর। টমও বলতো এমন। অবশ্য আমার আর কী করার আছে? নোংরা টি-শার্টের সাথে পড়ে থাকা একটামাত্র জুতো দেখলে দ্বিতীয় জুতোটা নিয়ে ভেবে চলি আমি। জুতোর ভেতরে পা ঢোকাতো যে মানুষটা তাকে কল্পনা করার চেষ্টা করি।

মৃদু ঝাঁকি খেয়ে কিচকিচ শব্দ করে নড়ে উঠলো ট্রেন। কাপড়ের স্তূপ চোখের সামনে থেকে সরে গেলো, আবারও লন্ডনের পথে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। জগিং করার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে ট্রেন। পেছনের সিট থেকে কেউ একজন নিস্ফল বিরক্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলল। গন্তব্য অ্যাশবুরি থেকে ইউস্টন। আটটা চারের ধীরগতির এই ট্রেন নিয়মিত যাতায়াত করা মানুষগুলোর ধৈর্যের চরম পরীক্ষা নিতে পারে। চুয়ান্ন মিনিটের একটা ভ্রমণ হওয়ার কথা, কোনদিনও হয় না। ট্রেন লাইনের এই অংশটুকু প্রাচীন, জীর্ণ, আর ত্রুটিযুক্ত একটি সিগন্যাল আছে, ওদিকে ইঞ্জিনিয়ারদের কারিগরি যেন অনন্তকাল ধরে চলছে!

রেললাইনের উপর দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলো ট্রেন। ঝকঝক শব্দ করে পার হয়ে যাচ্ছে ওয়্যারহাউজ আর পানির ট্যাংকি, ব্রিজ আর ছাউনি, চমৎকার সব ভিক্টোরিয়ান হাউজ। ট্রেন এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বাড়িগুলো পেছনদিকে সরে যেতে থাকলো।

ট্রেনের কামরার জানালায় মাথা ঠেকিয়ে রেখেছি। বাড়িগুলোকে ছায়াছবিতে দেখানো ট্র্যাকিং শটের মতো গড়িয়ে সরে যেতে দেখলাম। অন্যরা এভাবে দেখে না, এমন কি বাড়িগুলোর মালিকও এমন আঙ্গিকে তাদের দেখেছে বলে মনে হয় না। দিনে দু-বার করে অন্য কোন মানুষের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করি আমি। অচেনা কেউ নিজের বাড়িতে নিরাপদে আছে, এই ভাবনাটাই স্বস্তিদায়ক।

BanglaBook.org

কারও ফোন বাজছে, রঙচঙে গানের রিংটোন। ফোন ধরতে দেরি হচ্ছে তার, আমার চারপাশে সঙ্গিতের মূর্ছনা ছড়িয়ে গেলো। আশেপাশে আর সব সহযাত্রিদের নিজেদের সিটের মধ্যে নড়ে চড়ে ওঠা টের পেলাম, খবরের কাগজের খচমচে শব্দ, ল্যাপটপের কিবোর্ডে তাদের আঙুলের আছড়ে পড়া। বাঁকের কাছে পৌছে দুলে উঠলো ট্রেন। না তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করলাম, হাতের পত্রিকায় মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করছি। স্টেশনে ঢোকার পর আমার হাতে এটা ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সম্পূর্ণ ফ্রি। চোখের সামনে শব্দগুলো ঝাপসা হতে থাকলো। আগ্রহ পাচ্ছি না। মাথায় এখনও ঘুরছে কাপড়ের ওই পরিত্যক্ত, ছোট্ট স্তুপটি।

সন্ধ্যা

জিন অ্যান্ড টনিক ছলকে উঠলো, চুমুক দেওয়ার জন্য মুখের কাছে নিয়ে এসেছি ক্যান। ঝাঁঝালো গন্ধ আর ঠাণ্ডা। টমের সাথে প্রথম ছুটির স্বাদের মতো। ২০০৫ সালে বেস্ক কোস্টের কাছে এক জেলে-গ্রামে গেছিলাম আমরা। প্রতি সকালে আধ-মাইল সাঁতরে ছোট্ট দ্বীপটা পর্যন্ত যেতাম সবাই, সৈকতের নির্জন কোন জায়গায় প্রেম করতাম। বিকেল হলে চলে যেতাম বারে, শক্তিশালি আর তেতো জিন-টনিক নিয়ে বসতাম। সৈকতে বিচ ফুটবলারদের দেখা যেতো, প্রতি দলে পঁচিশজন হয়ে যেতো। সবাই খেলতে চাইতো, দলে নেওয়াও হতো সবাইকে।

আরও দু-বার চুমুক দিয়ে ক্যানটার অর্ধেক শেষ করে ফেললাম। মাইন্ড করার কিছু নেই, পায়ের কাছে প্লাস্টিকের ব্যাগে আরও তিনটা বোতল আছে। আজ শুক্রবার, কাজেই ট্রেনে বসে মদ্যপান করার মধ্যে খারাপ কিছু দেখলাম না। টিজিআইএফ (থ্যাংকস গড ইট'স ফ্রাইডে)। মজার কেবল শুরু।

চমৎকার একটা উইক-এন্ড হতে যাচ্ছে এটা। অন্তত আবহাওয়া রিপোর্টে এমনটাই বলা হচ্ছে। রোদ ঝলমলে দিন, মেঘমুক্ত আকাশ। পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে গেলো। করলি উডে ড্রাইভ করে চলে যেতাম আমরা। পিকনিক সরঞ্জাম নিয়ে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পুরো বিকেলটা কাটিয়ে দিতাম, সূর্যের আলো অনিয়মিতভাবে পড়ত, ওয়াইন চলতো। অথবা, বাড়ির পেছনে বারবিকিউ পার্টি করতাম আমরা। অথবা, চলে যেতাম রোজের বাড়িতে, বিয়ার গার্ডেনে বসে বিকেলের পর পর চেহারা ঝলসাতাম সূর্যের আলো আর অ্যালকোহলে, তারপর ফিরে আসতাম বাড়ির দিকে। হাতে হাত রেখে, সোফার ওপর আছড়ে পড়েই ঘুম।

রোদ ঝলমলে দিন, মেঘমুক্ত আকাশ, খেলার মতো কেউ নেই, করার কিছু নেই। এই মুহূর্তে যেভাবে আছি সেভাবে গ্রীষ্মকালটা কাটানো কঠিন। এত বেশি আলো চারপাশে, এত বেশি আনন্দ, তিরোহিত হয়েছে অন্ধকার, সেখানে তাদের সাথে যোগ না দিতে পারলে মনটাই খারাপ হয়ে যায়।

BanglaBook.org

আর এখানে এই উইক-এন্ড! সামনের আটচল্লিশটা ঘণ্টা পার করতে হবে। মুখের কাছে ক্যানটা তুললাম আবারও। খালি, একটা ফোঁটাও নেই তাতে।

সোমবার, ৮ই জুলাই, ২০১৩
সকাল

আটটা চারের ট্রেনে ফিরে আসাটা এক ধরণের স্বস্তি। লন্ডনে ফিরে গিয়ে নতুন সপ্তাহ শুরু করার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছিলাম না আমি। আসলে, লন্ডনেই যেতে হবে এমন নয়। জানালা দিয়ে আসা সূর্যের গরম আলো উপভোগ করতে চাইছিলাম। চাইছিলাম নরম সিটে গা এলিয়ে দিতে, ট্রেনের কামরায় বসে বসে দুলুনি অনুভব করতে। ট্রেন-লাইনের স্বস্তিদায়ক ছন্দ। এখানে বসে বসে লাইনের পাশের বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকাই বেছে নেবো, দুনিয়ার আর কোন জায়গায় আমি থাকতে চাই না।

লাইনের ওখানে অর্ধেক-মতো পথ পার হওয়ার পর একটা সিগন্যাল আছে, আমার ধারণা সিগন্যালটা নষ্ট। কারণ প্রায় সব সময় সেটা লাল হয়ে থাকে। প্রতিবারই ট্রেনটা সেখানে দাঁড়াবে। কখনও কয়েক সেকেন্ড, কখনও মিনিটের পর মিনিট। সাধারণত ঘ-বগিতে বসে থাকি আমি, আর ট্রেনটা দাঁড়ায় ওই সিগন্যালে। কাজেই আমার প্রিয় বাড়ি নাম্বার ফিফটিনের নিখুঁত ভিউ পাই।

নাম্বার ফিফটিন রেললাইনের পাশে দাঁড়ানো আর সব বাড়ির মতোই। সেমি-ভিক্টোরিয়ান, দোতলা। সংকীর্ণ তবে সাজানো একটা বাগান আছে সামনে। বিশ ফিটের মতো বাগানের পর বেড়া, তারপর ট্রেন লাইন পর্যন্ত সামান্য জায়গা নিয়ে নো-ম্যানস-ল্যান্ড।

প্রতিটা ইটকে চিনি আমি, দোতলার বেডরুমের পর্দার রঙ পর্যন্ত জানি (হলদে-বাদামি, সাথে ঘন নীল প্রিন্ট), জানি বাথরুমের জানালার গরাদের রঙ চটে গেছে, ছাদের ডানদিকে একাংশের চারটা টালি নেই।

আমার জানা আছে গ্রীষ্মের এমন গরম দিনগুলোতে বাড়ির দুই অধিবাসী বের হয়ে আসবে। জেসন আর জেস, কখনও রান্নাঘরের এক্সটেনশনের ছাদে উঠে বসে ওরা। নিখুঁত, স্বর্ণ-যুগল। ছেলেটার মাথায় কালো চুল, সুগঠিত শরীর, যত্নশীল, রক্ষণসুলভ, হাসিটা চমৎকার। মেয়েটি পাখির মতো ছোটখাটো, ফ্যাকাসে চামড়া আর সোনালী চুল ছোট করে ছাঁটা। চুলের কাটিংয়ের সাথে মুখের গঠন পুরোপুরি মিলে গেছে। তীক্ষ্ণ চোয়ালের হাঁড় আর চমৎকার থুতনি।

সিগন্যাল ছেড়ে যাওয়ার আগে তাদের দিকে তাকাই আমি। জেস মাঝে মাঝে সকালেও আসে। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে কফি খায় বাইরে বসে। মাঝে মাঝে তাকে যখন দেখি, আমার মনে হয় আমাকেও দেখছে সে। মাঝে মাঝে মনে হয়, সরাসরি

BanglaBook.org

আমার দিকে তাকিয়ে আছে। হাত নাড়তে ইচ্ছে করে খুব। জেসনকে অবশ্য নিয়মিত দেখা যায় না। হয়তো বাইরে কোথাও কাজে ব্যস্ত থাকে সে। কিন্তু যখন তারা ওখানে থাকে না তখনও আমি তাদের নিয়ে ভাবি। ছুটিয়ে দেই কল্পনার ঘোড়া। হয়তো আজ সকালে তাদের দু-জনেরই ছুটি। বিছানা থেকে ওঠেনি জেস। নাস্তা বানাচ্ছে জেসন। অথবা, দু-জন হয়তো কোথাও দৌড়াতে গেছে একসাথে।

টম আর আমিও একসাথে দৌড়াতাম। আমি স্বাভাবিক গতির চেয়ে সামান্য জোরে। টম তার স্বাভাবিকের অর্ধেক গতিতে। একসাথে দৌড়ানোর জন্য এমনটা করতে হতো আমাদের।

অথবা জেস হয়তো দোতলায় আছে, ছবি আঁকছে। কিংবা, একসাথে গোসলে ঢুকেছে তারা। টাইল্‌সের সাথে হাত চেপে রেখেছে জেস, আর জেসন তার কোমর জড়িয়ে আছে।

সন্ধ্যা

জানালার দিকে তাকিয়ে থেকে চেনিন ব্ল্যাংকের একটা বোতল খুললাম। হিউস্টনের হুইসলস্টপে কিনেছিলাম কয়েকটা। ঠাণ্ডা পাওয়া যায়নি তবে কাজ চলবে। প্লাস্টিকের কাপে সামান্য ঢেলে বোতলের মুখ বন্ধ করে ফেললাম। ব্যাগের মধ্যে চালান হয়ে গেলো বোতল। সোমবারে ট্রেনে বসে ড্রিংক করাটা শুক্রবারের মতো গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে। পাশে আরেকজন সঙ্গি থাকলে হতে পারতো। তবে এখানে একাই ড্রিংক করছি আমি।

ট্রেনের মধ্যে প্রচুর পরিচিত মুখ দেখি, সারা সপ্তাহে যাদের সাথে দেখা হয়েছে তাদের কেউ কেউ। এদিক ওদিক ঘুরছে। তাদের চেহারায় চিনতে পারি আমি, হয়তো আমাকেও চেনে তারা। তবে আমার প্রকৃত চেহারা তারা দেখতে পায় কি-না জানি না।

দুর্দান্ত একটা সন্ধ্যা, উষ্ণ তবে অসহ্য মাত্রার নয়। সূর্য ধীরে ধীরে হেলে পড়তে শুরু করেছে। লম্বা হচ্ছে ছায়াগুলো। গাছগুলোকে কেমন এক সোনালী আস্তরণের নিচে নিয়ে যাচ্ছে তারা। ট্রেন ঝকঝক করে এগিয়ে যাচ্ছে। জেসন আর জেসের বাড়ির পাশ দিয়ে পার হয়ে গেলাম আমরা। প্রায়শ না হলেও, বগির এই অংশ থেকে মাঝে মাঝে তাদের দেখতে পাই আমি। অন্য পাশের লাইন ধরে যদি বিপরীত দিকে কোন ট্রেন না চলাচল করে, অথবা যদি আমরা যথেষ্ট ধীরে চলি, তখন। মাঝে মাঝে তাদের ছাদের সামান্য অংশ চোখে পড়ে আমার। আর যদি অতটুকুও না পাই (আজকের মতো) তাহলে তাদের কল্পনা করে নিতে পারি। ছাদের ওপর টেবিলে পা তুলে বসে আছে জেস। এক হাতে ওয়াইনের গ্লাস। জেসন তার পেছনে, কাঁধে হাত রেখেছে। ছেলেটার হাতও কল্পনা করতে পারি আমি। তার ওজন, রক্ষণসুলভ স্পর্শ।

BanglaBook.org

মাঝে মাঝে মনে করার চেষ্টা করি শেষ কবে আরেকজন মানুষের সাথে অর্থপূর্ণ কোন শারীরিক সংস্পর্শে এসেছি আমি। আলিঙ্গন অথবা হাত ধরে আল্‌তো চাপ। বুকের ভেতরে ঝাঁকি দিয়ে ওঠে আমার।

মঙ্গলবার, ৯রা জুলাই, ২০১৩
সকাল

গত সপ্তাহ ধরে পড়ে থাকা কাপড়ের স্তূপ এখনও ওখানেই আছে। কিছুদিন আগের তুলনায় আরও নোংরা দেখাচ্ছে ওটাকে। কোথাও পড়েছিলাম, ট্রেনের নীচে পড়লে জামা-কাপড় সব ছিঁড়ে নিয়ে চলে যায়। ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু অস্বাভাবিক কিছু নয়। দু-তিনশ লোক এভাবেই মারা যায় প্রতিবছর। তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, প্রতি দু-দিনে একজন করে মারা যাচ্ছে ট্রেনে কাটা পড়ে। এদের মধ্যে কতগুলো অ্যাকসিডেন্ট তা আমি অবশ্য বলতে পারবো না। ট্রেন এগিয়ে যাচ্ছে, সাবধানে তাকালাম। কাপড়ে রক্তের দাগ খোঁজার চেষ্টা করছি। পেলাম না।

সিগন্যালে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে গেলো। ফ্রেঞ্চ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম জেসকে। উজ্জ্বল রঙের জামা পরেছে মেয়েটা, নগ্ন পা। মাথা ঘুরিয়ে ঘরের ভেতরে তাকিয়ে আছে সে। খুব সম্ভবত জেসনের সাথে কথা বলছে, রান্নাঘরে আছে হয়তো ছেলেটা। ট্রেন চলতে শুরু করেছে তখনও জেসের দিকে তাকিয়ে রইলাম। অন্য কোন বাড়ির দিকে তাকাতে চাই না আমি। বিশেষ করে সামনের চতুর্থ বাড়িটার দিকে তো একদমই না। বাড়িটা একসময় আমার ছিলো।

ব্লেনহাইম রোডের তেইশ নম্বর বাড়িটাতে বাস করতাম আমি। পাঁচ বছর ছিলাম সেখানে, প্রথমে অত্যন্ত সুখি আর তারপরে মাত্রাতিরিক্ত ভগ্নদশায়। এখন ওটার দিকে তাকাতেও পারি না আমি। প্রথম বাড়ি ছিলো আমার। বাবা-মার বাড়ি নয়, অন্য কোন ছাত্র-ছাত্রির সঙ্গে ফ্ল্যাট শেয়ার করা নয়, আমার নিজের প্রথম বাড়ি ছিলো ওটা। কিভাবে তাকাতে পারি ওটার দিকে?

আসলে, তাকাতে পারি আমি। কিন্তু তাকাতে ইচ্ছে করে না। চেষ্টা করি চোখ সরিয়ে রাখতে, কিন্তু তা হয় না। প্রতিদিনই নিজেকে বলি না তাকাতে, প্রতিবার নিজেকে মনে করিয়ে দেই গতবার তাকানোর পর কতোটা খারাপ লেগেছিলো আমার। কিন্তু প্রতিবারই বাড়িটাকে চোখে পড়ে আমার। তাকিয়ে দেখি দোতলার বেডরুমের ঘিয়ে রঙের পর্দা উধাও হয়ে গেছে। কোমল গোলাপি রঙের পর্দা দিয়ে পরিবর্তন করা হয়েছে তাদের। অ্যানাকে গোলাপের ঝাড়গুলোতে প্রথমবারের মতো পানি দিতে দেখে কতোটা দুঃখ পেয়েছিলাম তা এখনও মনে পড়ে আমার। মেয়েটার টি-শার্ট তার পেটের কাছে ফুলে টাইট হয়ে ছিলো, এত জোরে ঠোঁট কামড়ে ধরেছিলাম সেদিন, রক্ত বের হয়ে গেছিলো।

BanglaBook.org

চোখ বন্ধ করে দশ পর্যন্ত গুণলাম। পনেরো, বিশ। পার হয়ে গেছে বাড়িটা। উইটনি স্টেশনে ঢুকেছি আমরা এবার। উপশহর থেকে দক্ষিণ লন্ডনের দিকে ঢুকছি, ট্রেনের গতি বাড়ছে। ছাদযুক্ত বাড়িগুলোর বদলে এখন দেখা যাচ্ছে টানা-সেতু আর ভাঙা জানালার খালি বিল্ডিং। ইউস্টনের যত কাছে এগিয়ে যাচ্ছি ততই বাড়ছে আমার দুশ্চিন্তা। রক্তচাপ বাড়ছে সেই সাথে, আজকের দিনটা কেমন যাবে? রেললাইনের ডানদিকে পাঁচশ মিটার দূরে একটা বাড়ির দেওয়ালে কেউ রঙ দিয়ে লিখেছে 'জীবন কেবলমাত্র একটি অধ্যায় নয়।'

রেল লাইনের পাশে পড়ে থাকা একগাদা কাপড়ের স্তূপের কথা মনে পড়ে গেলো আমার। গলা বুজে এলো সেই সাথে। জীবন অনুচ্ছেদ নয়, আর মৃত্যুও প্রথম বন্ধনি নয়।

সন্ধ্যা

সন্ধ্যায় যে ট্রেনটা ধরলাম পাঁচটা ছাপান্নতে ছাড়লো ওটা। সকালের ট্রেনের চেয়ে কিছুটা ধীরগতির। একঘণ্টা এক মিনিট লাগলো গন্তব্যে পৌছাতে। সকালের ট্রেনটা থেকে পুরো সাত মিনিট বেশি, অথচ কোন স্টেশনে থামেনি এই ট্রেন। মাইন্ড করার কিছু দেখলাম না। সকালে লন্ডনে পৌছানোর জন্য যেমন কোন তাড়া ছিলো না, তেমনি সন্ধ্যায় অ্যাশবুরিতে পৌছাতেও কোন তাড়া নেই আমার।

অ্যাশবুরি শহরটার অবস্থাও খুব একটা সুবিধের না। ১৯৬০ সালের নতুন শহর, বাংকিমহামশায়ারের মধ্যে টিউমারের মতো বিস্তার করে চলেছিলো শহরটা। তার মতো আরও দশ-বারোটা শহরের চেয়ে মোটেও 'কম খারাপ' নয়। টাউন সেন্টার ভর্তি ক্যাফে আর মোবাইল-ফোনের দোকানে। জেডি স্পোর্টস শপও চোখে পড়ার মতো। উপশহরের বন্ধনিতে আটকে পড়া শহর, সিনেমা হল আর শপিংমলে ঠাসা।

আমি থাকি (প্রায়) স্মার্ট (প্রায়), নতুন একটা ব্লকে। বাণিজ্যিক কেন্দ্র থেকে ঠিক যেখানে আবাসিক এলাকার শুরু। কিন্তু ওটা আমার বাড়ি নয়। আমার বাড়ি রেল লাইনের পাশের সেই সেমি-ভিক্টোরিয়ান। ওটার আংশিক মালিকানা আমার। অ্যাশবুরিতে আমি কোন বাড়ির মালিক নই, ভাড়াটে পর্যন্ত না। আমি লজিং করে থাকি। ক্যাথির শান্ত, স্নিগ্ধ ডুপ্লেক্সের ছোট্ট সেকেন্ড বেডরুমে উঠে পড়েছি।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্যাথি আর আমার বন্ধুত্ব। তবে সেটাকে আধা-বন্ধুত্ব বলা যেতে পারে। কোনদিনও ঘনিষ্ঠ ছিলো না আমাদের সম্পর্ক। প্রথম বর্ষে আমার হলের সামনে দিকে থাকতো সে, একই কোর্স করছিলাম, কাজেই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কয়েক সপ্তাহের ভয়ঙ্কর সময়টা আমরা একসাথে কাটিয়েছিলাম। স্বাভাবিকভাবেই একধরণের মিতালি গড়ে উঠেছিলো এভাবে। আমাদের পরিচয় হওয়ার আগে যাদের সাথে মিশতাম তারা একই সার্কেলের ছিলো। পরবর্তিতে অবশ্য

BanglaBook.org

কিছু বিয়ের অনুষ্ঠান বাদে খুব একটা দেখাসাক্ষাৎ হয়নি আমাদের। তবে প্রয়োজনের মুহূর্তে তার একটা বেডরুম খালি ছিলো, ভাগ্য ভালো বলতে হবে। তখন নিশ্চিত ছিলাম মাস দুয়েকের বেশি দরকার হবে না ওখানে থাকার। খুব বেশি হলে ছ-মাস। এছাড়া আর কি করা যায় আমার জানা ছিলো না। একা একা থাকিনি কোনদিনও। প্রথমে বাবা-মা, তারপর ফ্ল্যাটমেট আর শেষে টমের সঙ্গে থেকে এসেছি। স্বাভাবিকভাবেই ক্যাথির খালি বেডরুমের প্রস্তাবে 'হ্যাঁ' বলেছিলাম। তারও প্রায় দু-বছর হয়ে গেলো।

খুব বাজে কোন ব্যাপার নয় এটা। ক্যাথি চমৎকার একজন মানুষ। বলা চলে একধরণের চমৎকার মানুষ। তার ভদ্রতাবোধ আপনার চোখে পড়তে বাধ্য করবে সে। বেচারির একমাত্র গুণ এটা আর সেটা সবাইকে না জানালে চলে না। প্রতিদিনই এর শিকার হতে হয় আমাকে, মাঝে মাঝে ব্যাপারটা ক্লান্তিকর। তবে ততটা খারাপও নয়। এর চেয়েও শতগুণ জঘন্য ফ্ল্যাটমেটের সঙ্গে থাকতে হয়েছে আমাকে।

উঁহু, ক্যাথি অথবা অ্যাশবুরি না, ওরা আমার নতুন এই অবস্থার জন্য দায়ি নয় (যদিও নতুন বলছি, কিন্তু পেরিয়ে গেছে প্রায় দু-বছর)। ক্যাথির বাড়িতে নিজেকে সব সময় অতিথি বলে মনে হয়। রান্নাঘরের মধ্যে ব্যাপারটা টের পাই আমি, ধাক্কাধাক্কি করে কাজ করতে হয় সেখানে। তার পাশে সোফায় বসলেও টের পাই, রিমোট শক্ত মুঠোয় ধরে থাকে মেয়েটা। একমাত্র যে জায়গাটিকে নিজের বলে মনে করতে পারি তা হলো, আমার ছোট্ট বেডরুম। একটা ডাবল বেড আর একটিমাত্র টেবিল চেপে ঢোকানো হয়েছে সেখানে। তারপর হাটার মতো জায়গা থাকে না আর। তবুও এরমধ্যেই থাকতে চাই আমি। থাকতে চাই ওখানে। লিভিংরুম অথবা কিচেন টেবিলে দুর্বল আর অসহায় হয়ে বসে থাকার চেয়ে ওই ঘরটাই আমার বেশি ভালো লাগে। সবকিছু থেকে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছি আমি, মাথার ভেতরের ছোট্ট জায়গাটা থেকেও হয়তো।

বুধবার, ১০রা জুলাই, ২০১৩
সকাল

বাড়িটাই গরম। এখনও সাড়ে আটটা বাজেনি, এরমধ্যেই প্রখরভাবে রোদ ছড়াচ্ছে সূর্য। বাতাস আর্দ্রতায় ভারি হয়ে আছে। প্রার্থনা করলাম যেন ঝড় হয়। কিন্তু আকাশ শূন্য, ফ্যাকাসে, তরল একধরণের নীল রঙ। ঠোঁটের ওপর থেকে ঘাম মুছলাম। পানির বোতল কিনতে মনে থাকলে ভালো হতো।

আজ সকালে জেসন আর জেসকে দেখা গেলো না বলে হতাশার অনুভূতিটা চাপা দিয়ে রাখা গেলো না। বোকার মতো হবে কাজটা জানি, তারপরও বাড়িটার প্রতি ইঞ্চি পরীক্ষা করলাম। দেখার মতো কিছু নেই। নিচতলার পর্দাগুলো সরানো,

BanglaBook.org

ফ্রেঞ্চ দরজাগুলো বন্ধ। দোতলার বড় জানালাটাও বন্ধ। জেসন মনে হচ্ছে কাজে গেছে। ও একজন ডাক্তার। বিদেশী কোন সংস্থার জন্যও হতে পারে, ভাবলাম। মাঝে মাঝেই কল পেয়ে থাকে সে, ওয়ারড্রোবের ওপর এজন্য একটা ব্যাগপ্যাক করা আছে নিশ্চয়। ইরানের কোথাও ভূমিকম্প হলে অথবা এশিয়াতে একটা সুনামি হলে সবকিছু ফেলে ওই ব্যাগের দিকে হাত বাড়ায়। তারপর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৌছে যায় হিথরোতে। উড়াল দেওয়া এবং জীবন বাঁচানোর জন্য সব সময় প্রস্তুত সে।

গাঢ় প্রিন্ট আর কনভার্স ট্রেইনার, চমৎকার অ্যাটিচিউড আর সৌন্দর্য নিয়ে জেস কাজ করে এক ফ্যাশন হাউজে। অথবা, মিউজিক বিজনেসে কিংবা অ্যাডভার্টাইজিং ফার্মে–স্টাইলিস্ট অথবা ফটোগ্রাফারও হতে পারে সে। ছবিও ভালো আঁকে, আর্টিস্টিক ফ্লেভার ভালোই দেয়।

এখন তাকে দেখতে পাচ্ছি। দোতলায় স্পেয়ার রুমে আছে সে। মিউজিক বাজছে সমানে, জানালা খোলা। একটা ব্রাশ তার হাতে, দেওয়ালের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা বিশাল ক্যানভাস। ছবি আঁকার সময় তাকে বিরক্ত করে না জেসন।

আসলে, আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমি জানি না মেয়েটা ছবি আঁকে কি-না, জেসনের হাসিটা চমৎকার কি-না অথবা, জেসের চোয়ালের হাঁড় উন্নত কি-না। এত দূর থেকে কারও চোয়ালের হাঁড় দেখা যায় না। জেসনের কণ্ঠ শোনা হয়নি আমার। কাছে থেকে ওদের কখনও দেখিনি। যখন আমি ওখানে থাকতাম তখন ওরা ছিলো না। আমি চলে যাওয়ার পর এসেছে। কতদিন পর তা অবশ্য জানি না। এক বছর আগ থেকে ওদের খেয়াল করতে শুরু করে আমি। যতই দিন গেছে তারা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

তাদের নামও জানা নেই আমার। তাই নাম দুটো আমাকেই দিতে হয়েছে। জেসন, কারণ ছেলেটির চেহারা কোন এক ব্রিটিশ ফিল্ম-স্টারের মতো। তাই ডেপ অথবা পিট নাম দেওয়া হয়নি তাকে। আর জেস নামটা জেসন থেকেই নেওয়া হয়েছে। নামটি যায়ও তার সাথে। মেয়েটার সাথে বেশ যায় নামটা, সুন্দর আর খামখেয়ালি। তারা চমৎকার একটি জুটি, দু-জন মিলে একটা সেট। আমি এখান থেকেই বলতে পারি, তারা সুখি। একটা সময় এমনটা আমিও ছিলাম তো তাই জানি। পাঁচ বছর আগে আমার আর টমের যে অবস্থা ছিলো তাদেরও তেমনই। আমি যা হারিয়েছি আর যেমনটা হতে চাই তার সবকিছুই এখন তাদের জীবনে বিরাজ করছে।

সন্ধ্যা

বুকের কাছে টানটান হয়ে আছে শার্ট। বগলের আর কনুইয়ের কাছে ঘামে ভিজে আছে। চোখ আর গলা ব্যথা করছে, এই সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার জন্য উদগ্রিব হয়ে

BanglaBook.org

আছি আমি। পোশাক খুলে শাওয়ারের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। যেখানে কেউ আমাকে দেখতে পাবে না।

আমার সামনে বসে থাকা মানুষটার দিকে তাকালাম। আমার বয়সি হবে, পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। কপালের কাছে ধূসর হয়ে এসেছে ঘন কালো চুল। পাণ্ডুবর্ণের ত্বক, পরেছে সুট। জ্যাকেট খুলে ফেলেছে অবশ্য, পাশের সিটে ফেলে রেখেছে ওটা। সামনে কাগজের মতো পাতলা একটি ম্যাকবুক। টাইপিং স্পিড বেশি নয় তার। ডানহাতে রূপালী একটা ঘড়ি পরেছে, বেশ বড়। দামি মনে হলো, ব্রিটলিং হতে পারে। মুখের মধ্যে কিছু একটা চিবুচ্ছে সে, হয়তো নার্ভাস। অথবা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। নিউ ইয়র্কের কোন কলিগের কাছে গুরুত্বপূর্ণ কোন মেইল পাঠাচ্ছে হয়তো। অথবা গার্লফ্রেন্ডকে ব্রেকআপ মেসেজ লিখছে হয়তো। আচমকা আমার দিকে চোখ তুলে তাকালো সে, চোখাচোখি হয়ে গেলো। আমার শরীরের ওপর দিয়ে ঘুরে গেলো তার চোখ। থামলো সামনের টেবিলে রাখা ওয়াইনের ছোট বোতলটার ওপর। চোখ সরিয়ে নিলো সাথে সাথে। তার চেহারায় যে অভিব্যক্তিটা ফুটে উঠেছে তাকে আমরা অরুচি বলি। আমাকে অরুচিকর মনে হয়েছে তার।

আগের মতো নেই আমি। মানুষ আর এখন আমাকে পেতে চায় না। কোন এক দিক থেকে অনাকাঙ্খিত হয়ে গেছি আমি। এমন না যে আমার ওজন খুব বেড়ে গেছে হঠাৎ, অথবা বেশি ড্রিংক করায় আমার মুখ ফুলে একাকার হয়ে গেছে। তবে লোকজন আমার ধ্বংসপ্রাপ্ত অংশটুকু দেখতে পায়। আমার দেহে লেখা আছে যেন সেটা। আমার আচরণ, চলাফেরায় মিশে গেছে।

গত সপ্তাহের একরাতে ঘর থেকে এক গ্লাস পানি নেওয়ার জন্য বের হয়েছিলাম। লিভিংরুম থেকে ফিরে যাওয়ার সময় ক্যাথির ঘর থেকে কথার শব্দ শুনতে পাই। বয়ফ্রেন্ড ডেমিয়েনকে বলছিলো, "ও একা থাকে সব সময়। আমার চিন্তা হয় খুব। সব সময় একাকি থাকা তো ভালো নয়। তোমার অফিসে একটু দেখো না, অথবা রাগবি ক্লাবে?"

ডেমিয়েন উত্তর দিয়েছিলো, "র‍্যাচেলের জন্য ছেলে দেখবো? উপহাস করছি না, ক্যাট, তবে আমার মনে হয় না, যেনতেন মেয়ে হলেই চলে–এরকম মরিয়া কোন ছেলের সাথে আমার পরিচয় আছে।"

বৃহস্পতিবার, ১১ই জুলাই, ২০১৩
সকাল

তর্জনি থেকে ছোট্ট ব্যান্ডেজটা খুলছি। ভেজা ভেজা ভাব, কফি মগ ধুচ্ছিলাম সকালে, তখনই এই অবস্থা হয়েছে ওটার। ভোরের দিকে পরিষ্কারই ছিলো, এখন নোংরা দেখাচ্ছে। খুলতে চাইনি, ক্ষতটা গভীর। বাড়ি ফিরে আসার পর ক্যাথিকে দেখিনি।

BanglaBook.org

কাজেই বের হয়ে গিয়ে দু বোতল ওয়াইন কিনে এনেছিলাম। প্রথমটা খেয়ে শেষ করতে করতে মনে হলো সুযোগটা কাজে লাগানো যাক। রান্না করা যাবে আজকে, মাংস আর লাল পেঁয়াজের রেলিশ। সাথে গ্রিন সালাদ। চমৎকার আর স্বাস্থ্যকর খাবার।

পেঁয়াজ কাটতে গিয়েই আঙুল কেটে ফেলি। বাথরুমে গিয়ে ওটা পরিস্কার করে সোজা নিজের বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ওখানেই। দশটার দিকে ঘুম ভাঙল ক্যাথি আর ডেমিয়েনের চেঁচামেচিতে। ডেমিয়েন বলছিলো রান্নাঘরের অবস্থা এমন করে রাখা খুবই খারাপ স্বভাবের লক্ষণ।

দোতলায় উঠে এসে ভদ্রভাবে দরজা ফাঁক করলো ক্যাথি। মুরগির মতো মাথাটা ঢুকিয়ে দিয়ে জানতে চাইলো আমি ঠিক আছি কি-না। প্রতিত্তুরে আমি তার কাছে দুঃখপ্রকাশ করলাম, কোন্ বিষয়ে করলাম তা অবশ্য আমি জানি না। ক্যাথি জানালো ওসব কোন ব্যাপার নয়। তারপর সে আবারও বিনীতভঙ্গিতে জানতে চাইলো রান্নাঘরটা আমি পরিস্কার করতে যেতে পারবো কি-না। চপিং বোর্ডে রক্ত পড়ে আছে, ঘরটা কাঁচা মাংসের গন্ধে ভরে আছে। মাংসের টুকরো পড়ে আছে তাকের ওপরে। ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে সেটা। ডেমিয়েন আমাকে হ্যালো পর্যন্ত বলল না। আমাকে দেখে দু-পাশে মাথা নাড়লো সে, তারপর উঠে গেলো ক্যাথির বেডরুমের দিকে।

দু-জনেই ওপরে উঠে যাওয়ার পর মনে পড়লো আরেকটা বোতল এখনও খোলা হয়নি। কাজেই সোফায় বসে খুললাম ওটা। টেলিভিশন ছাড়লাম, ভলিউম কমিয়ে রাখতে হলো যাতে ওদের কানে না যায়। কি দেখছিলাম আমি মনেও করতে পারি না। তবে একটা সময় নিজেকে খুব একাকি অথবা দুখি অথবা আর কিছু মনে হচ্ছিলো। কারও সাথে কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিলো আমার। কারও সাথে সামান্য যোগাযোগ করার জন্য ভেতরটা আকুলি-বিকুলি করছিলো, কিন্তু টম ছাড়া আর কারও সাথে কথা বলার উপায় নেই।

আসলে, টম ছাড়া কথা বলার কেউ নেই। আমার মোবাইলের কল লগ বলছে চারবার ফোন করেছি ওকে, ১১:০২, ১১:১২, ১১:৫৪, ১২:০৯। কল ডিউরেশন থেকে বোঝা গেলো দুটো ভয়েস মেসেজ রেখেছি আমি, অথবা হয়তো রিসিভ করেছিলো ও। তবে আমি ওকে কি বলেছি তা মনে করতে পারলাম না। প্রথম মেসেজটা রাখার কথা মনে পড়লো। হয়তো ওকে কলব্যাক করতে বলেছিলাম ওটাতে। দ্বিতীয় মেসেজেও যদি ওটাই বলে থাকি, তাহলে খুব একটা খারাপ কিছু হয়নি মনে হয়।

লাল সিগন্যালের কাছে ট্রেনটা দাঁড়ালো। জেসকে দেখতে পেলাম, উঠানে বসে আছে সে, হাতে এক কাপ কফি। টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে পেছন দিকে হেলিয়ে দিয়েছে মাথাটা। রোদ পোহাচ্ছে। তার পেছনে একটা ছায়া দেখলাম বলে মনে হলো। জেসন, তাকে দেখার জন্য বেশ কয়েকটা দিন অপেক্ষা করেছি আমি।

BanglaBook.org

এক মুহূর্তের জন্য তার হ্যান্ডসাম মুখটা দেখতে ইচ্ছে করছিলো। চাইছিলাম সে বাইরে আসুক, জেসের পেছনে এসে দাঁড়াক আগের মতো, চুমু খাক তার কপালে।

বাইরে এলো না জেসন। জেসের মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লো। আজকে তার নড়াচড়ার মধ্যে কিছু অসঙ্গতি আছে বলে মনে হলো আমার। ওজন যেন বেড়ে গেছে রাতারাতি, নুয়ে পড়েছে সে। পারলে জেসনকে ধরে বের করে আনতাম আমি, কিন্তু ট্রেন ছেড়ে দিলো। একা পড়ে থাকলো মেয়েটা, দুলকি চালে আমরা সামনে এগিয়ে গেলাম। কিছু ভাবার আগেই আমার নিজের বাড়ির দিকে চোখ পড়লো। অন্যদিকে তাকাতে পারলাম না, সরাসরি তাকিয়ে থাকলাম বাড়িটার দিকে। ফ্রেঞ্চ দরজা দুটোই হা করে খোলা। রান্নাঘরে আলোর বন্যা। আমি জানি না আসলেই দেখছিলাম না কল্পনা করছিলাম? কিচেন টেবিলের ওপর দেখলাম নাকি ওকে? একটা ছোট্ট মেয়ে বসে আছে, দোল খাওয়া বাচ্চাদের চেয়ারে।

চোখ বন্ধ করলাম। বেদনার কালো ছায়া আমাকে আটকে ধরলো না, তারচেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু মনে পড়ে গেছে। একটা স্মৃতি। গতকাল রাতে ফোন করে টমকে কি বলেছিলাম মনে পড়েছে। উঁহু, কল ব্যাক করতে বলিনি শুধু। মনে করতে পারছি এখন, কাঁদছিলাম আমি, বলছিলাম তাকে এখনও ভালোবাসি। সব সময় বাসবো। *প্লিজ টম, প্লিজ, তোমার সাথে কথা বলা দরকার আমার। আমি মিস করি তোমাকে।* না না না না না না না!

স্বীকার করতেই হলো এটাকে ঝেড়ে ফেলা যাবে না। সারাটা দিন বিচ্ছিরি একধরণের অনুভূতি হবে আজ। স্রোতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে দুঃখানুভূতি, তারপর কমে যাবে, তারপর আসবে আরও জোরে। তলপেটের মধ্যে গিঁট লেগে যাওয়ার মতো তীব্র লজ্জা, মুখ গরম হয়ে ওঠা, শক্ত করে চোখ বন্ধ করে থাকা, যেন এতেই সব উধাও হয়ে যাবে। সারাদিন নিজেকে বলতে থাকবো এটা সবচেয়ে খারাপ কাজ নয়। মানুষের সামনে পড়ে যাইনি আমি, অচেনা কোন পথচারির সাথে চিল্লাফাল্লা লাগিয়ে দেইনি। কাজেই, এরচেয়ে লজ্জাজনক কাজ করার রেকর্ড আছে আমার।

একরাতে ঝগড়ার পর তার ওপর গল্‌ফ ক্লাব নিয়ে হামলা চালানোর মতো কিছু তো ঘটেনি গতকাল, তারপর বেডরুমের বাইরে হলের দেওয়ালের প্লাস্টার খসানো হয়নি। তিন ঘণ্টা ধরে লাঞ্চ করার পর অফিসে হোঁচট খাওয়ার মতো ঘটনাও নয় এটা, সবাই তাকিয়েছিলো সেবার। মার্টিন মাইল্‌স এককোণে সরিয়ে নিয়ে গেছিলো আমাকে। *আমার মনে হয় তোমার এখন বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত, র‍্যাচেল।*

একবার এক বইয়ে পড়েছিলাম একজন প্রাক্তন অ্যালকোহলিক নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছিলো। দু-জন পুরুষের সাথে ওরাল সেক্স করেছিলো সে। লন্ডনের ব্যস্ত রাস্তার ওপর এক রেস্তোরাঁয় ওটা করার সামান্য আগে দু-জনের সঙ্গে মাত্র পরিচিত হয়েছিলো সেই অ্যালকোহলিক।

অতটা খারাপ অবস্থায় যাইনি এখনও।

BanglaBook.org

সারাটা দিন ভাবলাম জেসের কথা। অন্য কোন কিছুতে মন বসলো না। সকালে যা দেখেছি আমাকে ভাবাচ্ছে খুব। কেন যেন মনে হচ্ছে কোথাও কোন সমস্যা হচ্ছে। দূর থেকে তার মুখের অভিব্যক্তি টের পাইনি, তবে একটা অনুভূতি হচ্ছে। খুব বেশি নিঃসঙ্গ মনে হয়েছে তাকে আমার। নিঃসঙ্গতার চেয়েও খারাপ, তাকে দেখে মনে হয়েছে বড় একা হয়ে গেছে সে। হয়তো একাই আছে, হয়তো জেসন এখন বাইরে কোথাও আছে। মধ্যপ্রাচ্যের গরম কোন দেশে অসুস্থ লোকজনের জীবন বাঁচাচ্ছে সে। স্বভাবতই জেসের দুশ্চিন্তা করার কারণ আছে। জেসন হয়তো এমন কাজে মাঝে মাঝেই যায়, তারপরও নারীর সহজাত দুশ্চিন্তা কাজ করতেই পারে।

অবশ্যই তাকে মিস করে সে, আমার মতো। ছেলেটার মধ্যে কোমলতা আর কঠোরতার মিশ্রণ আছে, যেমনটা স্বামিদের হওয়া উচিত। দু-জন মিলে চমৎকার জুটি তারা। জেসনের শক্ত ধাঁচ, সদা-সতর্ক আচরণের অর্থ এই না যে, মেয়েটা দুর্বল। অন্য সব দিকে আছে জেসের শক্তি। এমন কিছু বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়, মুগ্ধ বিস্ময়ে হা হয়ে যায় জেসন। যে কোন সমস্যার তড়িৎ সমাধান দিতে পারে সে। জটিল একটা সমস্যাকে ব্যবচ্ছেদ করে পর্যালোচনা করে ফেলতে অন্য যে কোন মানুষের জন্য 'শুভ সকাল' বলতে যতটুকু সময় লাগে অতটুকুই দরকার জেসের। পার্টিগুলোতে মাঝে মাঝে জেসনের হাত ধরে সে, বছরের পর বছর একসাথে থাকার পরও একে অন্যকে সম্মান করে তারা। কখনও একজন আরেকজনকে হতাশ করে না।

সন্ধ্যার দিকে বিধ্বস্ত হয়ে গেলাম। মদের প্রভাব মাত্র কেটেছে, ঠাণ্ডা হয়ে গেছি একেবারে। কোন কোন দিন এমন মুহূর্তগুলো এত খারাপ লাগে, আবারও ড্রিংক করতে হয় আমাকে। আজকে মদের কথা মনে পড়তে পেটটা মোচর দিয়ে উঠলো। তারপরও সন্ধ্যার ট্রেনে ফেরার পথে মদ না খেয়ে থাকাটা আসলেই একটা চ্যালেঞ্জ। এই মুহূর্তের গরমের জন্য কথাটা দ্বিগুণ সত্য। শরীরের প্রতি ইঞ্চিতে ঘাম বেয়ে বেয়ে নামছে, মুখের ভেতরটা খসখসে ঠেকল, চোখ ব্যথা করছে, মাসকারা ধুয়ে চলে গেছে এক কোণে।

ব্যাগের মধ্যে ফোন ভাইব্রেট করলে অনেকটা লাফিয়ে উঠলাম আমি। আমার বগির দুটো মেয়ে আমার দিকে তাকালো, তারপর নিজেদের দিকে ফিরে মুচকি হাসলো। কি ভেবে করলো কাজটা তা আমি জানি না, তবে এটা যে আমার সম্পর্কে কোন ভালো ধারণা করে নয়, তা আমার জানা আছে। প্রচণ্ড জোরে হৃদপিণ্ড ধাক্কা দিচ্ছে বুকের ভেতর, তার মধ্যেই ফোনটা বের করে আনলাম। জানি, এটাও খুব ভালো কোন খবর নিয়ে আসছে না। খুব সম্ভবত ক্যাথির ফোন। খুবই বিনীতভাবে জানতে চাইবে সন্ধ্যায় মদ না খেয়ে আসতে পারবো কি-না? অথবা, মা হতে পারে, বলবে আগামি সপ্তাহে লন্ডনে আসতে যাচ্ছে সে। অফিসে দেখা করে যাবে, আমরা একসাথে লাঞ্চ করতে পারবো।

BanglaBook.org

স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ফোনটা করেছে টম। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে রিসিভ করলাম।

"র‍্যাচেল?"

পাঁচ বছর ধরে চিনি ওকে, তবে কোনদিনও *র‍্যাচেল* ছিলাম না আমি। ও আমাকে ডাকত 'র‍্যাচ' বলে। কোন কোনদিন 'শেলি।' নামটাকে সহ্য করতে পারতাম না তো, তাই। বিরক্তিতে আমার মুখ বেঁকে গেলে হেসে ফেলতো ও, আমিও নিজেকে ধরে রাখতে পারতাম না। যোগ দিতাম হাসিতে।

"র‍্যাচেল, আমি বলছি।" ভারি হয়ে আছে তার গলা, "শোনো, এসব বন্ধ করতে হবে তোমাকে, ঠিক আছে?"

আমি কিছুই বললাম না। ট্রেন আস্তে আস্তে থেমে যাচ্ছে। আমার পুরনো বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে। ওকে বলতে ইচ্ছা করলো, *বাইরে আসো। লনের ওপর কিছুক্ষণ দাঁড়াও, দেখতে দাও তোমাকে।*

"প্লিজ, র‍্যাচেল। সব সময় এমন কাজ করতে পারো না তুমি। নিজেকে কিভাবে সামলাতে হয় সেটা শিখতে হবে তোমাকে।"

গলায় দলা পাকিয়ে গেলো যেন, মসৃণ আর শক্ত। ঢোক গিলতে পারলাম না আমি, পারলাম না কথা বলতে।

"র‍্যাচেল, তুমি কি এখনও আছো লাইনে?" বলল টম, "জানি তোমার সময়টা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না। তোমার জন্য আমার খারাপ লাগে। সত্যি লাগে। কিন্তু আমি তো তোমাকে সাহায্য করতে পারবো না আর। তোমার এই ফোনকলগুলো অ্যানার মন খারাপ করে দিচ্ছে। ঠিক আছে? তোমার আর কোন সাহায্যে আসতে পারবো না আমি। প্রয়োজন হলে 'অ্যালকোহলিক অ্যানোনিমাস, মানে ডবল-এ'র মিটিংয়ে যেতে পারো। প্লিজ, র‍্যাচেল। আজকের অফিস শেষ করে ওখান থেকে মিটিং করে এসো।"

হাত থেকে নোংরা প্লাস্টারটা খুলে আঙুলের দিকে তাকালাম। ফ্যাকাসে, অমসৃণ। রক্ত শুকিয়ে আটকে আছে নখের ফাঁকে। বুড়ো আঙুল দিয়ে কাটা অংশটা চেপে ধরলাম। চড় চড় করে খুলে যাচ্ছে ক্ষতমুখ। তীক্ষ্ণ আর তীব্র একটা ব্যথা। দম আটকে ফেলতে হলো। রক্ত ছিটকে বের হয়ে এলো ওখান থেকে। সামনে বসা মেয়ে দুটো আমার দিকে তাকিয়ে আছে এখনও।

শূন্য চেহারায় তাকিয়ে আছে তারা।

BanglaBook.org

মেগান

• • •

এক বছর আগের কথা
বুধবার, ১৬ই মে, ২০১২

সকাল

ট্রেন আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছি, প্রতিটা ছন্দ মুখস্ত আমার। নর্থকোট স্টেশন থেকে গতি বাড়তে বাড়তে এগিয়ে আসে ওটা। তারপর বাঁকের কাছে শব্দের ধারা পাল্টে যায়। গতি কমতে থাকে, ঝকঝক শব্দ থেকে নেমে আসে মৃদু ছন্দে। মাঝে মাঝে ব্রেক কষার কিচকিচ শব্দ শোনা যায় ওটার। বাড়ি থেকে মাত্র কয়েক শ' গজের মধ্যে এসে থেমে যায়। আমার কফি ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে আছে টেবিলের ওপর। আরামদায়ক একটা উষ্ণতায় ডুবে আছি। উঠে গিয়ে আরেক কাপ বানিয়ে নেওয়ার স্পৃহা নেই।

কোন কোন দিন ট্রেনটিকে পাশ দিয়ে যেতেও দেখি না, শুধু শব্দটা শুনি। সকালে ওখানে বসে বসে শুনি, চোখ বন্ধ করে, সূর্যের আলো চোখের পাতার ওপর পড়ে আমার পৃথিবীটা কমলা করে রাখে। যে কোন জায়গাতে থাকতে পারি তখন আমি। স্পেনের দক্ষিণে, সৈকতের ওপর অথবা ইতালির *চিক তার*-এ, যেখানে অসংখ্য রঙিন বাড়ির মধ্যে ট্রেনগুলো নিয়মিত টুরিস্টদের এখান থেকে ওখানে নিয়ে যাচ্ছে। হল্কহ্যামেও ফিরে যেতে পারি আমি, সিগালদের কর্কশ চিৎকারের পাশাপাশি জিহ্বাতে লবণের স্বাদ। ভুতুড়ে কোন ট্রেন আধ মাইল দূর থেকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।

ট্রেনটা আজকে দাঁড়ালো না। ধীরে ধীরে পার করে গেলো আমাকে। বিভিন্ন বিন্দুতে চাকাগুলো কেমন শব্দ করছে তা-ও টের পেলাম আমি। দুলুনিটাও অনুভব করছিলাম প্রায়। যাত্রিদের মুখ আমি দেখতে পাই না। জানা আছে তারা ইউস্টনে নানা ধরণের চাকরি করে। যাচ্ছে অফিসের ডেস্কের পেছনে বসে পড়ার জন্য। তবে আমি স্বপ্ন দেখতে পারি। আরও অদ্ভুত কোন যাত্রার স্বপ্ন দেখতে পারি। সীমানার শেষ প্রান্তের কোন অ্যাডভেঞ্চার বা তার থেকেও দূরের কিছু। আমার ভাবনাতে অবশ্য বার বার হল্কহামে ফিরে যাই। এত সকালে এত বেশি ভালোবাসা নিয়ে জায়গাটার কথা ভাবা একটু অদ্ভুত। কিন্তু আমি ভাবি। ঘাসের সমুদ্রে বাতাসের প্রবাহ, পাহাড়ের ওপর বিশাল ফলকের মতো একটা আকাশ, ইঁদুরে ভর্তি বাড়িটার পতন, মোমবাতি, ধূলো আর বাজনায় নিমজ্জিত। আমার কাছে পুরোটা স্বপ্নের মতো লাগে।

টের পেলাম হৃদপিণ্ড আগের চেয়েও দ্রুত বাজছে। সিঁড়ির ওপর পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। আমার নাম ধরে ডাকছে সে।

BanglaBook.org

"আরেকটা কফি নেবে, মেগ্‌স?"

জাদুর রেশ কেটে গেলো যেন, জেগে উঠেছি আমি।

সন্ধ্যা

বাতাসের শীতলতায় ঠাণ্ডা হয়ে গেছি, গরম করছে মার্টিনির মধ্যে দুই আঙুল ভদকা। ছাদের ওপর বসে আছি এখন। স্কট বাড়ি ফিরে আসবে সেই প্রতীক্ষা। তারপর *ইতালিয়ানে* ডিনারের জন্য ওকে ধরে নিয়ে যাবো। কিংলি রোডে রেস্তোরাঁটি। কতো যুগ ধরে যে আমরা বের হই না।

আজকে করার মতো খুব বেশি কাজ নেই। সেন্ট মার্টিনের ফ্যাব্রিকস কোর্স করতে একটা অ্যাপ্লিকেশন করবো, সেটা রেডি করতে হবে। নিচতলায় বসে কাজটা মাত্র শুরু করেছিলাম, বাইরে একটা তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনি সে সময়। প্রথমে মনে হলো কেউ একজন খুন হয়ে যাচ্ছে। দৌড়ে বারান্দাতে গেলাম, তবে কিছু দেখা গেলো না।

এখনও শুনতে পাচ্ছি চিৎকার, জঘন্য এক ধরণের শব্দ। আমাকে ভেদ করে চলে যাচ্ছে, শীতল আর মরিয়া একটা কণ্ঠ।

"কি করছো তুমি? আমার মেয়েটাকে নিয়ে কি করছো তুমি? দাও? ওকে দাও আমার কাছে!"

মনে হলো অনন্তকাল ধরে চলছে ব্যাপারটা, কিন্তু মাত্র কয়েক মুহূর্ত পেরিয়েছে। দৌড়ে ওপরে উঠে আসলাম। ছাদে এসে দাঁড়াতে গাছপালার ফাঁকে দেখতে পেলাম ওদের। বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে দু-জন মহিলা। একজন কাঁদছে, অথবা কাঁদছে দু-জনই। ছোট একটা বাচ্চা আছে তাদের সাথে। গলা ফাঁটিয়ে চেঁচাচ্ছে সে-ও।

পুলিশে ফোন দেওয়ার কথাটা মাথায় এলো, তবে প্রায় সাথে সাথেই সব চুপচাপ হয়ে গেলো নিচে। যে মহিলা চিৎকার করছিলো, আচমকা দৌড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো সে। দ্বিতীয়জন দাঁড়িয়ে রইলো ওখানে। বাড়ির দিকে কিছুটা দৌড়ে গেলো সে, তারপর হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো। উঠে দাঁড়িয়ে এবার বাগানের চারপাশে বৃত্তাকারে হাটতে শুরু করলো। অদ্ভুত ব্যাপার। ঈশ্বর জানেন পেছনের ঘটনাটা কি ছিলো। তবে এই সপ্তাহে এর চেয়ে অবাক করা কোন কিছু এই তল্লাটে ঘটেনি।

গ্যালারিটা হারানো পর থেকে দিনগুলো একাকি কাটে আমার। অনেক মিস করি ওটাকে। মিস করি শিল্পীদের সাথে কথা বলা, বিরক্তিকর মানুষগুলোকে পর্যন্ত মিস করি এখন। স্টারবার্ক হাতে নিয়ে আসতো তারা, ছবিগুলো নিয়ে আজেবাজে মন্তব্য করতো, বন্ধুদের উদ্দেশ্য বলতো ছোট্ট জেসিও এর চেয়ে ভালো ছবি আঁকতে পারে।

মাঝে মাঝে মনে হয় পুরনো দিনগুলোর কোন একজন বন্ধুর সাথে আবারও সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারি আমি। তারপর চিন্তা আসে, তাদের সাথে কি নিয়ে কথা

BanglaBook.org

বলবো এখন? আমি আর উপশহরে বিয়ে করে সুখি হওয়া সেই মেগান নেই। অতীতের দিকে তাকানো যাবে না। আইডিয়াটা ভালো কিছু আনবে না আমার জন্য। গ্রীষ্মটা পার হওয়ার আগেই আমাকে একটা চাকরির খোঁজে বের হতে হবে। লম্বা গ্রীষ্মকালীন দিনগুলো অপচয় করাটা একরকম লজ্জার কথা। এখানে হোক বা আর কোথাও, চাকরি একটা খুঁজে নেবোই আমি।

মঙ্গলবার, আগস্ট ১৪, ২০১২
সকাল

ওয়ারড্রোবের সামনে দাঁড়িয়ে সুন্দর জামাগুলো বের করে এনেছি। মনে হয় একশবারের মতো তাকালাম তাদের দিকে। ছোট কিন্তু চলমান একটা আর্ট গ্যালারির ম্যানেজারের ছাপ সবকিছুতে। কোথাও 'আয়া' শব্দটা মানাচ্ছে না এখানে। খোদা, শব্দটা চিন্তা করতেও দম বন্ধ হয়ে এলো আমার।

একটা জিনসের ওপর টি-শার্ট গায়ে চাপালাম। পেছনে বেঁধে নিয়েছি চুল। মেকআপ দেওয়ার ঝামেলায় গেলাম না। অহেতুক সময় নষ্ট। ছোট্ট একটা বাচ্চার জন্য নিজেকে সুন্দর দেখানোর বিশেষ কোন মানে দেখি না।

লাফিয়ে নিচতলায় নেমে এলাম। ঝগড়ার মুডে আছি। রান্নাঘরের কফি বানাচ্ছিলো স্কট। আমার দিকে তাকিয়ে চওড়া হাসি উপহার দিলো সে। নিমেষেই মনটা ভালো হয়ে গেলো আমার। বিরক্ত মুখটায় তাড়াতাড়ি হাসি ফুটিয়ে আনলাম। এক কাপ কফি আমার হাতে তুলে দিয়ে আমাকে চুমু খেলো সে।

বেচারাকে দোষ দেওয়ার মতো কিছু পেলাম না। আমার নিজের আইডিয়া ছিলো ওটা। বাচ্চাদের সাথে কিছু সময় কাটিয়ে দেখা যাক আর কি। তখন মনে হয়েছিলো ব্যাপারটা বেশ মজারও হতে পারে। একেবারেই পাগলামি আসলে। বিরক্ত, পাগল আর কৌতুহলি–তিনটা একসাথেই হয়েছিলাম খুব সম্ভব। বাগানের ওই ঘটনা দেখার পর থেকে পুরো ঘটনাটা জানা দরকার ছিলো আমার। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়, তাই না?

স্কট আমাকে উৎসাহই দিয়েছিলো। তার মনে হয়েছিলো বাচ্চাদের সাথে থাকলে আমার জন্য ভালো হবে। বাস্তবে পুরোপুরি উল্টোটা ঘটেছে। ওদের বাড়ি থেকে বের হয়ে দৌড়ে নিজের বাড়িতে চলে আসি আমি। শরীর থেকে কাপড়গুলো খুলে ফেলে শাওয়ারের নিচে দাঁড়ানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ি। বাচ্চা-প্রজাতির গন্ধ শরীর থেকে দূর করা আমার প্রথম কাজ।

গ্যালারির দিনগুলো ফিরে পাওয়ার জন্য উদগ্রিব হয়ে থাকি আমি। চমৎকার পোশাক পরে চুল আঁচড়ে দাঁড়াতে, প্রাপ্তবয়স্ক একদঙ্গল মানুষের সাথে শিল্প বা ছায়াছবি বা আর কিছু নিয়ে কথা বলতে। যে কোন কিছুই অ্যানার সাথে কথা বলার চেয়ে একধাপ ওপরের জিনিস হবে।

BanglaBook.org

ঈশ্বর, প্রচণ্ড বিরক্তিকর মহিলা সে। কোন একটা সময় হয়তো তার নিজেকে নিয়ে বলার মতো কিছু ছিলো। এখন বাচ্চাটা ছাড়া আর কিছু নিয়ে কথা বলে না। ওকে কি গরমে রাখা হয়েছে? খুব বেশি গরমে রাখা হয়নি তো? কতটুকু দুধ খেতে দিয়েছো ওকে? ইত্যাদি!

পুরোটা সময় ওখানেই থাকে সে। বাচ্চার সাথে ছায়ার মতো লেগে থাকে। মহিলাকে বাড়তি একটা অংশ হিসেবে ধরে নিয়েছি অবশ্য। অ্যানা যখন বিশ্রাম নেবে তখন বাচ্চাটাকে দেখার কথা ছিলো আমার। কিছুক্ষণের জন্য মহিলাকে ছাড় দেওয়া। কিসের থেকে ছাড় দেওয়া, আসলে? অদ্ভুত রকমের নার্ভাস একটা মহিলা সে। পাশ দিয়ে কোন ট্রেন গেলেও কেঁপে ওঠে। ফোন বাজলেও লাফিয়ে ওঠে।

"বাচ্চারা খুবই নাজুক," মাঝে মাঝে বলে সে। দ্বিমত করার কিছু দেখি না।

বাড়ি থেকে বের হয়ে হেটেই যাই আমি। ব্লেনহাইম রোড ধরে পঞ্চাশ গজের মতো এগিয়ে যেতে হয়। আজকে মহিলা দরজা খুললো না। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে তার স্বামি, টম। স্যুট-বুট পরা, অফিসে যাচ্ছে খুব সম্ভব। বেশ হ্যান্ডসাম দেখাচ্ছে তাকে। স্কটের মতো নয় অবশ্য, তার চেয়ে খাটো আর ফ্যাকাশে টম। কাছ থেকে দেখলে তার চোখদুটোকে পরস্পরের বেশি কাছাকাছি মনে হয়। কিন্তু খুব একটা খারাপ বলা যাবে না তাকে। আমার উদ্দেশ্যে চওড়া ধরণের টম-ক্রুজ-হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বের হয়ে গেলো সে। এখন আমি, মহিলা আর তার বাচ্চা ছাড়া কেউ নেই এখানে।

BanglaBook.org

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ১৬, ২০১২
বিকাল

চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি।

এত ভালো অনেকদিন লাগেনি আমার। এখন আমি মুক্ত।

ছাদের ওপর বসে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি। মাথার ওপর আকাশ কালো হয়ে গেছে। বাতাসে আর্দ্রতা টের পাচ্ছি। স্কট বাসায় ফিরবে আর এক ঘণ্টা পর। চাকরি ছাড়ার ব্যাপারে ওকে জানাতে হবে। দুই-এক মিনিট রাগ করে বসে থাকবে ও, তবে সেটা আমি ভাঙাতে পারবো। সারাদিন বাড়িতে বসে থাকবো না, প্ল্যান করেছি। ফটোগ্রাফি কোর্স করতে পারি, মার্কেটে স্টল দিতে পারি, গয়না বিক্রি করবো। রান্না করা শিখতে পারি।

স্কুলের একজন শিক্ষক আমাকে একবার বলেছিলেন, আমি হলাম নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করায় পটু। তখন ব্যাপারটা বুঝিনি ঠিক, তবে এখন উনার কথাটা পরিস্কার। প্রেমিকা, স্ত্রি, ওয়েট্রেস, গ্যালারি ম্যানেজার, আয়া আর এগুলোর মাঝের আরও অনেক কিছু হতে পেরেছি আমি। আগামিকাল কি হতে চলেছি?

চাকরিটা ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছে আমার ছিলো না ঠিক, মুখ থেকে শব্দগুলো বের হয়ে গেলো কী করে যেন। ডাইনিং টেবিলের বসে ছিলাম আমরা। অ্যানার কোলে তার বাচ্চাটি, টম একটা কিছু আনতে ফিরে এসেছিলো বাড়িতে। টেবিলে ছিলো সে-ও। এক কাপ কফি পান করছিলো। জঘন্যতম ব্যাপারটা হলো ওখানে আমার থাকার কোন দরকার বা কারণ ছিলো না। অস্বস্তি হচ্ছিলো খুব, যেন আমি তাদের পারিবারিক মুহূর্তে বাধা দিচ্ছি।

"আরেকটা চাকরি পেয়ে গেছি আমি। এখানে বেশিদিন থাকতে পারবো না আর।" বললাম হঠাৎ করেই।

আমার দিকে ঘুরে তাকিয়েছিলো অ্যানা। পরিষ্কার বুঝলাম আমার কথা বিশ্বাস হয়নি তার। মুখে শুধু বলল, "ওহ্, খারাপ হলো ব্যাপারটা।"

এটাও সে মন থেকে বলল বলে মন হলো না। ভাগ্যিস জানতে চায়নি কোন সেই চাকরি। এধরণের মিথ্যা বলার ক্ষেত্রে আমি কোনদিনও ভালো ছিলাম না।

টমকে দেখে মনে হলো ভীষণ অবাক হয়েছে। বলল, "আমরা তোমাকে মিস করবো।"

এটাও একটা মিথ্যা, অবশ্যই।

শুধুমাত্র যে মানুষটা সত্যিকার অর্থেই হতাশ হবে সে হলো স্কট। কাজেই তাকে কিছু একটা বলার মতো ঠিক করতে হবে আমাকে। হয়তো বলতে হবে টম আমাকে থাপ্পর মেরেছিলো। তাহলে আর কোন কথা হবে না এটা নিয়ে।

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২০, ২০১২
সকাল

সাতটা বেজেছে একটু আগে, বাইরে বেশ ঠাণ্ডা। তবে এর মধ্যে আলাদা রকমের একটা সৌন্দর্য আছে। বাগানগুলো পাশাপাশি অপেক্ষা করছে, তারাও ঠাণ্ডা। সূর্যালোকের আঙুল কখন এসে তাদের স্পর্শ করবে সে প্রতীক্ষায় আছে যেন। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে জেগে আছি আমি, ঘুম আসছে না। গত কয়েকদিন ঘুমাতে পারিনি। ঘৃণা করি এটাকে। ইনসমনিয়া ঘৃণা করি। চুপচাপ শুয়ে থাকা শুধু, মস্তিষ্কের ভেতরে কিছু একটা ঘুরছে। টিক টিক টিক টিক। চুলকাচ্ছে খুব। চুলগুলো সব কেটে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

ছুটতে ইচ্ছে করছে আমার, কনভার্টিবলে করে রোড-ট্রিপ দিতে ইচ্ছে করছে। ছাদ খোলা থাকবে অবশ্যই। সৈকত বরাবর ড্রাইভ করতে ইচ্ছে করছে, যে কোন সৈকতে। আমার আর ভাইয়ার এমন কিছু পরিকল্পনা ছিলো। বেন আর আমি। বেশ, ওগুলো বেশিরভাগই বেনের প্ল্যান ছিলো। স্বপ্নালু একজন মানুষ ছিলো সে। প্যারিস থেকে কোত দাজু পর্যন্ত মোটরসাইকেলে করে যাওয়ার ইচ্ছে ছিলো তার, অথবা পুরো

BanglaBook.org

প্যাসিফিক কোস্ট ধরে সিয়াটল থেকে লস অ্যাঞ্জেলেস পর্যন্ত যাওয়ার। চে গুয়েভারার পথ ধরে বুয়েনোস আইরেস থেকে কারাকাস। হয়তো আমি এগুলো সবই করতে পারতাম, তবে এখানে থাকতাম না তখন। অথবা, ওসব অ্যাডভেঞ্চারের পরও এখানেই থাকতাম আমি, তবে পুরোপুরি সন্তুষ্ট থাকতাম নিজের জীবনের প্রতি। কিন্তু আমি ওসবের কিছুই করিনি। কারণ, বেন প্যারিস পর্যন্তও পৌছতে পারেনি। আসলে কেম্ব্রিজ পর্যন্তই পৌছাতে পারেনি, এ-টেনে মারা যায় সে। বিশাল এক লরির চাকার তলে তার খুলি গুঁড়িয়ে গেছিলো।

ওকে মিস করি আমি, যে কোন কিছুর চেয়ে বেশি। আমার জীবনের বড় একটা শূন্যতা বেন। একদম আত্মার মধ্যে। অথবা ওর অ্যাকসিডেন্টই প্রথম ফুটোটা করে দিয়েছিলো, পরে শুধু বর্ধিত হয়েছে ওটা। কে জানে, আমি আসলে জানিও না সবকিছুর পেছনে বেনের ব্যাপারটা দায়ি, নাকি তারপর যা ঘটেছিলো সেগুলো? আমি শুধু জানি এ মুহূর্তে আমার চেয়ে সুখি মানুষ আর কেউ নেই এই পৃথিবীতে। পরমুহূর্তে সব ছেড়েছুড়ে পালিয়ে যাওয়ার প্রবল একটা ইচ্ছে আমাকে চেপে ধরে। পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছি যেন আমি। পিছলে যাচ্ছি, সরে যাচ্ছি যেন সব কিছু থেকে।

তাহলে আমি একজন থেরাপিস্টের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি! এর চেয়ে আশ্চর্যের জিনিস আর কী হতে পারে। সব সময় ভেবে এসেছিলাম ক্যাথলিকদের দারুণ মজা। তারা চার্চে গিয়ে নিজের পাপের বোঝা আরেকজনকে শুনিয়ে হালকা করে ফেলতে পারে। সেই আরেকজন, অর্থাৎ যাজক যখন বলেন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে তখন স্লেটটা মুছে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলতে পারে তারা। একই কাজ করতে যাচ্ছি আমিও।

ক্যাথলিক যাজক আর থেরাপিস্ট–দুটো অবশ্য এক জিনিস নয়, তবে আমি মোটামুটি নার্ভাস। স্কট আমার সাথে এসব নিয়ে কথা বলতে চেয়েছিলো। পরিচিত মানুষদের সাথে এটা নিয়ে কথা বলতে আমার ভালো লাগে না। আসলে স্কটকে এসব খুলে বলার চেষ্টা করিনি তা নয়, তবে পারিনি। স্কট একমত হয়েছে, থেরাপিস্টের কাছে যাওয়ার জন্য আরও দরকারি একটা কারণ দিয়েছে আমাকে। *এটাই তো বলছি, অচেনা কাউকে যা ইচ্ছে তাই বলতে পারবে তুমি।*

বেচারা স্কট। কথাটা পুরোপুরি সত্য নয় সেটা জানে না ও। যা ইচ্ছে তাই বলা যায় না অচেনা মানুষকে। আমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসে সে। এতটাই ভালোবাসে যে যন্ত্রণা অনুভব করি আমি। জানি না কিভাবে এতটা ভালোবাসে। পাগল হয়ে যাই আমি।

কিন্তু একটা কিছু আমার করা দরকার। ফটোগ্রাফির কাজ হোক আর কুকারি কোর্স, সময় ঘনিয়ে আসলে আমার কাছে সবকিছুই অর্থহীন মনে হয়। যেন আমার বাস্তব জীবনটাকে একটা খেলা হিসেবে নিয়েছি আমি। যাপন করছি না জীবনটা,

BanglaBook.org

খেলছি। আমার এমন একটা কিছু খুঁজে বের করা দরকার যেটা আসলেই করতে চাই আমি। করতেই হবে আমাকে এমন কিছু, যেটা এড়িয়ে যাওয়া চলবে না মোটেও। শুধুমাত্র একজনের স্ত্রি হয়ে থাকতে পারছি না আমি আর। কিভাবে যে অনেক মেয়ে এভাবেই জীবন পার করে দেয়!

অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু নেই এই জীবনে। একজন পুরুষের বাড়ি ফিরে আসার অপেক্ষা, তার প্রেমের অপেক্ষা। অথবা, আর কিছু খুঁজে যাওয়া, যেটা তাদের মনোযোগ অন্য কোন দিকে সরিয়ে নিতে পারে।

সন্ধ্যা

অপেক্ষা করতে বাধ্য করা হচ্ছে এখন আমাকে। আধঘণ্টা আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা হয়েছে, অথচ এখনও বাইরের রিসিপশন রুমে বসে আছি। উঠে দাঁড়িয়ে বের হয়ে যাবো কি-না ভাবছি। শুনেছিলাম ডাক্তারদের প্রচুর অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকে, কিন্তু থেরাপিস্টেরও এমনটা থাকে? ছায়াছবিগুলোতে দেখি ত্রিশ মিনিট পার হয়ে গেলে থেরাপিস্টের চেম্বার থেকে বের করে দেওয়া হয়। ধরে নিলাম হলিউডে অবশ্যই ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস থেকে রিকমেন্ড করা থেরাপিস্টদের দেখানো হয় না।

রিসিপশনিস্টের দিকে গিয়ে বলতে যাচ্ছিলাম, যথেষ্ট হয়েছে বাপু। আমি গেলাম। তখনই খুট করে খুলে গেলো অফিসের দরজা, লম্বা, ঢেঙা এক লোক বের হয়ে এলো। চোখেমুখে ক্ষমাপ্রার্থনার চিহ্ন। হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আমার দিকে।

"মিসেস হিপওয়েল, আপনাকে অপেক্ষায় রাখার জন্য দুঃখিত," বলল সে।

তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললাম, ঠিক আছে। সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। থেরাপিস্টের সঙ্গ পেয়েছি কয়েক মুহূর্তমাত্র, এতেই নিজেকে বেশ শান্ত মনে হচ্ছে আমার।

সম্ভবত তার কণ্ঠ এখানে ভূমিকা রেখেছে। কোমল আর নিচু। কোন ধরণের বাচনভঙ্গি আছে, আশা করেছিলাম এমনই। কারণ ভদ্রলোকের নাম ড. কামাল আবদিক। ত্রিশের কোঠায় বয়স, তবে ঘন মধুর মতো চামড়ায় তাকে আরও তরুণ দেখাচ্ছে। তার হাত আমার শরীরে কল্পনা করতে পারলাম। শুধু কল্পনা নয়, প্রায় অনুভব করলাম আমার ত্বকে।

কোন বিশেষ কিছু নিয়ে কথা হলো না আমাদের। ইন্ট্রোডাক্টরি সেশন। পরিচিত হওয়াটাই এখানে মুখ্য ব্যাপার। কোন বিষয় নিয়ে ঝামেলায় আছি তা জানতে চাইলো সে। ঘন ঘন প্যানিক অ্যাটাক আর ইনসমনিয়ার কথা বললাম। সারা রাত জেগে থাকি, ঘুমাতে পারি না ভয়ে। এ প্রসঙ্গে আরও কিছু বলতে অনুরোধ করলো সে। কিন্তু আমি তখনও প্রস্তুত নই। জানতে চাইলো আমি কোন ধরণের মাদক অথবা ড্রিংক করি কি-না। জবাবে জানালাম আমার অন্য ধরণের পাপ রয়েছে।

BanglaBook.org

চোখে চোখে তাকিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলাম কথাটার অর্থ। তারপর মনে হলো আরেকটু সিরিয়াসলি নেওয়া দরকার বিষয়টিকে। কাজেই আমার গ্যালারির বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা বললাম। বললাম আমার দিকবিহীনভাবে ভেসে বেড়ানোর কথা। খুব বেশি কথা বলল না আমার থেরাপিস্ট। হুঁ-হা করে গেলো খালি। কিন্তু আমি চাইছিলাম কথা বলাতে। প্রশ্ন করলাম তার বাড়ি কোথায়।

"মেইডস্টোন," বলল সে, "কেন্টে। কিন্তু করলিতে থাকছি গত কয়েক বছর ধরে।" সে জানতো এটা আমি জানতে চাইনি। নেকড়ের মতো একটা হাসি উপহার দিলো আমাকে।

বাড়িতে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলো স্কট। আমার হাতে একটা বোতল ধরিয়ে দিলো সে। যা হয়েছে ওখানে সব শুনতে চায়। আমি বললাম, সবকিছু ঠিকমতোই এগুচ্ছে। থেরাপিস্টের ব্যাপারে প্রশ্ন করলো সে। তাকে আমার পছন্দ হয়েছে কি-না, লোক কেমন? আমি আবারও বললাম সবকিছুই ঠিক আছে বলে আমার মনে হয়েছে। কারণ, আমি যে যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছি তা স্কটকে জানাতে চাইছিলাম না। বেনের ব্যাপারে কথা হয়েছে কি-না জানতে চাইলো ও, স্কটের ধারণা সবকিছু বেনের সাথেই সম্পর্কযুক্ত।

হয়তো ঠিকই ভাবে ও। হয়তো যতটা ভাবি তার চেয়েও বেশি বোঝে ও আমাকে।

banglabook.org

মঙ্গলবার, ২৫ শে সেপ্টেম্বর, ২০১২
সকাল

আজ সকালে দ্রুত ঘুম ভেঙে গেলো। তবে কয়েক ঘণ্টা ঘুম অন্তত হয়েছে। গত সপ্তাহের থেকে ভালো একটা উন্নতি বলতেই হবে। বিছানা থেকে নামার সময় নিজেকে সতেজ মনে হলো। ছাদের ওপর বসে না থেকে খানিক হেটে আসতে ইচ্ছে করলো আজ। গত কয়েক দিন ধরে শুধুমাত্র দোকান, পিল্যাটে ক্লাস আর থেরাপিস্টের অফিস ছাড়া আর কোথাও যাওয়া হয়নি। আর মাঝে মাঝে টেরার ওখানে গেছি। বাকি সময়ের পুরোটা বাড়িতেই ছিলাম। ক্লান্ত মনে হবে এতে আর আশ্চর্যের কী

বাড়ি থেকে বের হয়ে ডানদিকে রওনা দিলাম। তারপর বাঁয়ে মোড় নিয়ে কিংলি রোডে উঠে এলাম। *দ্য রোজ* পাবটিকে পাশ কাটালাম। এখানে সব সময় আসা হতো আমাদের। কেন যেন বন্ধ করেছিলাম এই পাবে আসা, মনে করতে পারলাম না। জায়গাটা আমার খুব বেশি পছন্দের ছিলো না। প্রেমিকযুগলদের একটা বড় সড় দল থাকতো ভেতরে। পান করতেই আসতো তারা, সেই সাথে আরও ভালো সঙ্গির খোঁজে নাক গলাতো এখানে। আমার সন্দেহ আছে তাদের সেই সাহস ছিলো কি-না,

তবে হয়তো এজন্যই এখানে আসা বন্ধ করে দিয়েছিলাম আমরা। পাব আর দোকানগুলোকে পার হয়ে এলাম। বেশিদূর যাওয়ার ইচ্ছে নেই। ছোটখাট বৃত্তচাপ এঁকে বাড়ি ফিরে যাবো। পা-গুলো একটু সঞ্চালিত হোক।

সকাল সকাল বের হওয়ার মধ্যে আলাদা ধরণের আনন্দ আছে। স্কুল শুরু হয়নি, চাকরিজীবিরা বের হয়নি অফিসের উদ্দেশ্যে। রাস্তাগুলো পরিষ্কার। দিনের শুরু কেবল, অসীম সম্ভাবনা এই দিনটি শেষ করার জন্য। বামদিকে মোড় নিলাম। ছোট্ট খেলার মাঠের মাঝ দিয়ে হেটে গেলাম। সবুজকে টিকিয়ে রাখতে হবে–এই শ্লোগানে পাড়ায় এতটুকু মাত্র জায়গা রাখা হয়েছে। এখন জায়গাটি জনশূন্য। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অসংখ্য বাচ্চা, তাদের মা আর *অউ পেয়ারস* এসে ছেয়ে ফেলবে জায়গাটি। পিল্যাটে ক্লাসের অর্ধেক মেয়ে এখানে চলে আসবে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত থাকবে সুয়েটি বেটির পোশাক। প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার মতো করে অনুশীলন শুরু করবে তারা।

পার্কটা পার হয়ে রোজবেরি অ্যাভিনিউয়ের দিকে রওনা দিলাম। ডানদিকে গেলে আমার গ্যালারির পাশ দিয়ে যেতে পারবো। এখন শূন্য এক দোকানের জানালা ছাড়া আর কিছুই নয় ওটা। ওদিকে যেতে চাই না আমি। এখনও আমাকে কষ্ট দেয় স্মৃতিগুলো। গ্যালারির ব্যবসা সফল করার জন্য কতো চেষ্টাই না করেছিলাম! ভুল জায়গা, ভুল সময়ে...উপশহরে শিল্পের কোন বিশেষ মর্যাদা নেই। অন্তত অর্থনীতির এই অবস্থায়। কাজেই উল্টোদিকে মোড় নিলাম, টেসকো এক্সপ্রেসের পাশ দিয়ে অন্য আরেকটি পাব। এখানে স্টেটের জনগণ গিয়ে থাকে। ওটাকেও পার করে বাড়ি পৌছে গেলাম।

প্রজাপতিদের অস্তিত্ব টের পাচ্ছি পেটের ভেতর। নার্ভাস লাগছে নিজেকে। ওয়াটসনদের পরিবারের কারও সাথে দেখা হয়ে যাওয়ার ভয় কাজ করছে মনে। এখন তাদের দেখলেই এমনটা হয়। কারণ, এটা শতভাগ নিশ্চিত যে আমার নতুন কোন চাকরি নেই, আর আমি মিথ্যেটা বলেছি কেবলমাত্র তাদের সাথে কাজ না করার জন্য।

হয়তো, ভয়টা আমাকে চেপে ধরে ওই মহিলাকে দেখতে পেলে। টম তো আমাকে পাত্তাই দেয় না। কিন্তু অ্যানা সবকিছু ব্যক্তিগতভাবে নিয়েছে। সে ধরেই নিয়েছে আমার আয়া হিসেবে কাজ ছেড়ে দেওয়ার পেছনে সে অথবা তার বাচ্চার কোন ত্রুটিপূর্ণ দিক দায়ি।

প্রকৃতপক্ষে, চাকরি ছাড়ার পেছনে সে বা তার সন্তান মোটেও মুখ্য বিষয় ছিলো না। কারণ, ওই বাচ্চা যত চেঁচায় মহিলা তাকে ততই ভালোবাসে। এটা আরও জটিল একটা ব্যাপার। সবচেয়ে বড় কথা, মহিলাকে ব্যাপারটা বোঝাতেই পারবো না আমি। এই একটা কারণে আমার ইচ্ছে করে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। ওয়াটসনদের দেখতে ইচ্ছে করে না আমার, আশা করি তারা আর কোথাও তল্পিতল্পা

BanglaBook.org

গুটিয়ে সরে যাবে। মহিলার এই জায়গাটি ভালো লাগে না তা আমার জানা আছে। বাড়িটাও ঘৃণা করে সে, টমের প্রথম স্ত্রির অসংখ্য স্মৃতির মধ্যে থাকাটা সে ঘৃণা করে, ঘৃণা করে ট্রেনগুলোকে।

মোড়ে এসে আন্ডারপাসের দিকে তাকালাম। ঠাণ্ডা আর ময়লার গন্ধ ভেতরে। মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল একটা অনুভূতি চলে গেলো। অনেকটা কোন এক পাথর তুলে তার নিচে উঁকি মারার মতো বিষয়টা। মস, পোকামাকড় আর মাটি। মনে করিয়ে দেয় আমার ছেলেবেলার স্মৃতি। বাগানে খেলতাম তখন। পুকুরের কাছে গিয়ে ব্যাঙ খুঁজতাম আমি আর বেন। হেটে চললাম আমি। রাস্তাটা খালি। টম অথবা অ্যানার কোন চিহ্নও নেই।

আমার ভেতরের **একটা অংশ নাটকীয়ভাবে বড়ই হতাশ হলো।**

সন্ধ্যা

স্কট ফোন করে জানালো ফিরতে রাত হবে তার। এমন কোন খবর শোনার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। এমনিতেই খুব একটা ভালো লাগছে না আমার। সারা দিন অস্থির হয়ে ছিলাম, এখনও আছি। চাইছিলাম দ্রুত বাড়ি ফিরে আসুক ও, আমাকে শান্ত করে দিক। আর এখন যেহেতু ওর আসতে আরও কয়েক ঘণ্টা দেরি আছে আমার মাথায় বার বার ঘুরতে থাকলো একটি মাত্র কথা। আরেকটি নিদ্রাহীন রাত এগিয়ে আসছে।

BanglaBook.org

এখানে বসে বসে ট্রেন দেখলে চলবে না আমার। স্নায়ুর ওপর ভীষণ চাপ পড়ছে, হার্টবিটের শব্দ শুনে মনে হচ্ছে বুকের মধ্যে কিছু একটা ঝাপটাচ্ছে। কোন এক পাখি যেন খাঁচা থেকে বের হয়ে আসতে চাইছে। পায়ে স্যান্ডেল গলিয়ে নিচতলায় নেমে এলাম। সামনের দরজা দিয়ে বের হয়ে ব্লেনহাইম রোডে পা রাখলাম। সাড়ে সাতটা বাজে এখন, অনেকেই অফিস থেকে ফিরে আসছে বাড়িতে। আর কেউ নেই পথে। দূরে বাড়িগুলোর পেছনের বাগানে বাচ্চারা খেলছে। ওদের চিৎকার শোনা যায় একটু কান পাতলে। গ্রীষ্মের শেষ উষ্ণতাটুকু নিজেদের শরীরে মাখানোর সুযোগ ছাড়তে তারা নারাজ। রাতের খাবারের জন্য ডাক পড়ার আগে পর্যন্ত খেলবেই শিশুরা।

রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলাম স্টেশনের দিকে। তেইশ নাম্বারের সামনে এসে একটু অপেক্ষা করলাম। ইচ্ছে করছিলো ডোর বেল বাজাতে, কিন্তু কী বলবো তাদের? চিনি ফুরিয়ে গেছে? দু-চারটা সুখদুঃখের গল্প করতে এসেছি? জানালার শার্সি আধখোলা, ভেতরে কাউকে দেখা গেলো না।

মোড়ের দিকে এগিয়ে গেলাম আবার। কোনরকম চিন্তা-ভাবনা না করেই আন্ডারপাসের ভেতরে ঢুকে পড়লাম। মাঝামাঝি পর্যন্ত এসেছি, ট্রেনটা মাথার ওপর দিয়ে চলে গেলো। চমৎকার একটা অনুভূতি। অনেকটা ভূমিকম্পের মতো, তবে কম্পনের পুরো অনুভূতিটা পাওয়া গেলো শরীরের ঠিক মাঝখানে। রক্তের প্রতিটা ফোঁটায়। নিচের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করলাম কিছু একটা পড়ে আছে। বহুল ব্যবহারে ঢিলে হয়ে যাওয়া গাঢ় বেগুনি রঙের একটি হেয়ারব্যান্ড। ছুটে যাওয়ার সময় কেউ ফেলে গেছে হয়তো। চিন্তাটা আমাকে শীতল করে দিলো। দ্রুত বের হয়ে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম হঠাৎ করেই।

রাস্তা ধরে ফিরে আসার সময় গাড়িতে করে আমার পাশ কাটিয়ে গেলো মানুষটা। আমাদের চোখাচোখি হলো এক সেকেন্ডের জন্য। মুচকি হাসলো সে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

র‍্যাচেল

• • •

শুক্রবার, ১২ই জুলাই, ২০১৩

সকাল

সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত এখন আমি, ঘুমে মাথা ভারি হয়ে আসছে। মদ গেলার পর ঘুম খুব একটা হয় না। ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে থাকি এক-দুই ঘণ্টা, তারপর জেগে যাই। ভীতি নিয়ে ক্লান্ত, নিজেকে নিয়ে ক্লান্ত। আবার যেদিন মোটেও মদ স্পর্শ করি না সেই রাতগুলো পার হয় অচেতনভাবে। সকালে ঠিকমতো জেগেও উঠতে পারি না। ঘুম তাড়াতে পারি না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার সাথে লেগে থাকে ঘুম। সারাটা দিন।

আজকে আমার বগিতে খুব বেশি মানুষ নেই, অন্তত আমার ধারে-কাছে কেউ নেই। কেউ দেখছে না আমাকে। জানালায় হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করলাম।

ট্রেনের চাকার কিচকিচ শব্দ আমার ঘুম ভেঙে দিলো। সিগন্যালের কাছে চলে এসেছি আমরা। বছরের এই সময়, সকালের এই মুহূর্তগুলোতে সূর্য সরাসরি আলো ছড়ায় লাইনের পাশের বাড়িগুলোর ওপর। আলোর বন্যায় ভেসে যায় ওগুলো, এখনও চাইলে মনে করতে পারি সবকিছু। মুখের ওপর আলোর ছটা, ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে আছি আমি, সামনে টম। আমার খালি পা তার পায়ের ওপর তুলে দিয়েছি। সব সময় ওর পা আমার চেয়ে গরম থাকতো কেন জানি। আমার চোখ পত্রিকার ওপর, টের পাচ্ছি টম আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে। বুক থেকে ঘাড় পর্যন্ত লজ্জার একটা বিচ্ছুরণ টের পাচ্ছি, কিছু কিছু ভঙ্গিতে টম আমার দিকে তাকালে এমনটা হতো।

জোরে জোরে কয়েকবার চোখের পাতা ফেললাম। টম উধাও হয়ে গেছে। সিগন্যালে থেমে আছে ট্রেন। জেসকে বাগানে দেখলাম। তার পেছনে একজন মানুষ বের হয়ে এলো বাড়ি থেকে। কিছু একটা বহন করে আনছে সে, সম্ভবত কফির মগ। একবার তাকিয়েই বুঝলাম, এটা জেসন নয়। তার থেকেও লম্বা, গায়ের রঙ জেসনের চেয়ে কালো। পারিবারিক বন্ধু হতে পারে। হতে পারে জেস বা জেসনের ভাই। নিচু হয়ে মগ দুটো টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো সে। অস্ট্রেলিয়া থেকে এসেছে হয়তো, তাদের চাচাতো ভাই। কয়েক সপ্তাহ থাকবে। জেসনের পুরনো বন্ধুও হতে পারে। হয়তো বিয়ের সময় বেস্ট-ম্যান হিসেবে দাঁড়িয়েছিলো সে।

জেস তার দিকে এগিয়ে গেলো, লোকটার কোমরে হাত জড়িয়ে তার ঠোঁটে চুমু খেলো সে। দীর্ঘ আর গভীর, প্রেমময় এক চুম্বন।

তারপর ট্রেনটা সরে এলো ওখান থেকে।

BanglaBook.org

বিশ্বাস করতে পারলাম না আমি নিজের চোখকে। এমনটা কেন করবে মেয়েটা? জেসন ভালোবাসে তাকে। আমি দেখলেই বুঝতে পারি সেটা। একসাথে তারা সুখি। আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না জেসনের সাথে এমনটা করতে পারলো সে!

ছেলেটা এমন প্রতারণা ডিজার্ভ করে না। সত্যিকারের হতাশা অনুভব করলাম এবার। মনে হলো আমাকে ঠকানো হচ্ছে। পরিচিত একটা অনুভূতি আমার ভেতরে ধাক্কা দিয়ে গেলো। অবশ্যই আগের চেয়েও জোরে। ব্যথাটির ধরণ সম্পর্কে আমার ধারণা আছে। এসব ভোলা যায় না।

আমি টমের প্রতারণা কিভাবে ধরেছিলাম মনে পড়ে গেলো। ইদানিং সবাই যেভাবে ধরে আর কি, একটা ইলেকট্রনিক স্লিপ। কেউ ধরে টেক্সট মেসেজ থেকে, কেউ বা ভয়েস মেইল। আমার ক্ষেত্রে ওটা ছিলো ইমেইল। কলারের ওপর লিপস্টিকের দাগের আধুনিক রূপ। আমার চোখে অবশ্য ওই মেইল দুর্ঘটনাবশত পড়ে গেছিলো। আমি ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতাম না তাকে। টমের কম্পিউটারের কাছে যাওয়া আমার জন্য নিষেধ ছিলো। ও ভয় পেতো আমি গুরুত্বপূর্ণ কিছু ডিলিট করে দেবো। অথবা না জেনে ক্লিক করে কোন ভাইরাস ঢুকিয়ে দেবো ওতে।

"টেকনোলজি তোমার বিষয় না, তাই না র‍্যাচ?" বেচারার ইমেইল অ্যাড্রেস বুকের সব কন্ট্যাক্ট নাম্বার মুছে ফেলার পর আমাকে বলেছিলো সে। কাজেই ল্যাপটপটা আমার ধরার কথা ছিলো না। তবুও ওর কম্পিউটারে বসেছিলাম আমি, কারণ বসতে হতোই। আমাদের সম্পর্কের চতুর্থ বার্ষিকি এগিয়ে আসছিলো। ওকে নিয়ে একটা ট্রিপে যাওয়ার ইচ্ছে ছিলো আমার। সারপ্রাইজ ট্রিপ। কাজেই ওর ওয়ার্ক শিডিউল কখন খালি তা আমাকে জানতে হয়েছিলো।

ওকে ধরার কোন উদ্দেশ্য আমার ছিলো না। যেসব স্ত্রি তাদের স্বামিদের পকেট হাতড়ায় সব সময়–ওদের একজনের মতো হওয়ার ইচ্ছে আমার ছিলো না। একবার ও শাওয়ার করার সময় একটা ফোন আসে, তখন ফোনটা রিসিভ করেছিলাম আমি। ও আমাকে বলেছিলো আমি নাকি ওকে বিশ্বাস করি না। ওর মুখ দেখে খুব মায়া হয়েছিলো আমার, কষ্ট পেয়েছিলো টম। এরপর থেকে ওর কোনকিছুতে হাত দেই নি আমি।

আমার শুধু ওর ওয়ার্ক শিডিউল জানা দরকার ছিলো। ল্যাপটপটাও অন অবস্থায় পেলাম। একটা মিটিংয়ে দেরি হয়ে গেছিলো, তাই অন রেখেই চলে গেছিলো ও। সব মিলিয়ে দারুণ একটা সুযোগ। ওর ক্যালেন্ডারে ঢুকে কয়েকটা তারিখের দিকে খেয়াল করলাম। তারপর একটা কাগজে তারিখগুলো তুলে নিলাম। ক্যালেন্ডার উইন্ডো ক্লোজ করে দিতেই ওর ইমেইলটা ওপনে হয়ে গেলো। লগ ইন করা ছিলো। সবার ওপর aboyd@cinnamon.com-এর একটা মেইল। ক্লিক করে ওপেন করলাম। XXXXX এতটুকুই। একলাইন ভর্তি X। প্রথমে ভেবেছিলাম কোন ধরণের স্প্যাম। পরমুহূর্তে বুঝলাম ওগুলো চুমু।

BanglaBook.org

কয়েক ঘণ্টা আগে আমি যখন বিছানায় শুয়েছিলাম তখন ওগুলো তার একটা মেসেজের রিপ্লাই হিসেবে এসেছে।

> গতকাল রাতে তোমাকে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। স্বপ্নে দেখলাম তোমার চোখে চুমু খাচ্ছি, চুমু খাচ্ছি তোমার স্তনে, উরুতে। সকালে তোমাকে ভাবতে ভাবতে ঘুম থেকে উঠেছি, পাগল হয়ে ছিলাম তোমাকে স্পর্শ করার জন্য। আমার মাথা ঠিক থাকবে এমনটা ভেবো না। তোমাকে ছাড়া মাথা ঠিক থাকবে না।

ওর মেসেজগুলো এবার একে একে পড়লাম। একটা ফোল্ডারে লুকিয়ে রাখা হয়েছিলো সবগুলো। ফোল্ডারের নাম 'অ্যাডমিন।' আবিষ্কার করলাম মেয়েটার নাম অ্যানা বয়েড। আমার স্বামি তাকে ভালোবাসে। মাঝে মাঝেই এমনটা বলেছে সে তাকে। বলেছে, আগে এমনটা কোনদিনও লাগেনি তার। একসাথে থাকার জন্য আর অপেক্ষা করতে পারছে না সে।

টম তাকে বলেছে, খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতেও হবে না।

আমার সেদিন কেমন লেগেছিলো তা বলার মতো ভাষা নেই। কিন্তু এখন, ট্রেনে বসে, তীব্র রাগ আচ্ছন্ন করে ফেললো আমাকে। হাতের তালুতে কেটে বসলো নখ। চোখ বেয়ে ঝরঝর করে নেমে এলো পানি। আমার কাছ থেকে যেন কিছু একটা কেড়ে নেওয়া হয়েছে এমন লাগছে এখন। কিভাবে পারলো মেয়েটা? জেস কিভাবে পারলো এমন একটা কাজ করতে? সমস্যাটা কি তার? কি দারুণ একটা জীবন ছিলো তাদের! আমি বুঝি না কিছু মানুষ শুধুমাত্র মনমতো জীবনযাপন করার জন্য এমন ক্ষতি কেন করে নিজেদের? কে বলেছে মন মতো কাজ করা খুব ভালো জিনিস? এটা পুরোই ইগোজনিত কথাবার্তা। স্বার্থপরের মতো জয়ি হওয়া। ঘৃণা ভাসিয়ে নিয়ে গেলো আমাকে। সামনে ওই মহিলা পড়লে, সামনে জেস পড়লে তার মুখে থুতু মারতাম আমি। চোখ তুলে নিতাম আঙুল দিয়ে।

সন্ধ্যা

রেইললাইনে কী যেন সমস্যা হয়েছে। পাঁচটা ছাপ্পান্নর স্টোকের ট্রেনটা বাতিল ঘোষিত হয়ছে। ওই ট্রেনের সব প্যাসেঞ্জার আমাদের ট্রেনে এসে উঠেছে তাই। অনেকে দাঁড়িয়েও যাচ্ছে। আমার কপাল ভালো, একটা সিট পেয়ে গেছি। তবে পথের পাশে, জানালার ধারে নয়। অনেকের শরীর আমার কাঁধে, হাটুতে ঘষা

BanglaBook.org

খাচ্ছে, আমার জায়গায় চলে আসছে তারা। ইচ্ছে করলো উঠে দাঁড়িয়ে তাদের একটা ধাক্কা দিতে।

বিল্ডিংয়ের তাপ আমার ভেতরে ঢুকে পড়েছে যেন, মনে হলো একটা মুখোশের ভেতর থেকে নিঃশ্বাস নিচ্ছি। প্রত্যেকটা জানালা খোলা, ট্রেনও ছুটে চলেছে। তারপরও আমার মনে হলো এক ফোঁটা বাতাস নেই ভেতরে। বদ্ধ ধাতব কোন বাক্স, ফুসফুসে যথেষ্ট অক্সিজেন নিতে পারছি না। অসুস্থ অনুভব করলাম। কফি শপের সামনের দৃশ্যটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না। মনে হতে থাকলো এখনও ওখানে আছি আমি, ওদের মুখ দেখতে হচ্ছে এখনও।

জেসকে দোষ দিয়ে গেলাম আমি। আজ সকালেই জেস আর জেসনকে নিয়ে কতো সুন্দর ভাবতে পারছিলাম, আর তারপর? কি কাজটাই না করলো মেয়েটা। ছেলেটাই বা কিভাবে নেবে এটাকে? যখন সব কিছু ফাঁস হয়ে যাবে তখন জেসনের মনে হবে না পৃথিবীটা আলাদা হয়ে গেছে, ছিঁড়ে খুড়ে গেছে সবকিছু? আমার মতো?

ঘোরগ্রস্তের মতো হাটছিলাম আমি, কোথায় যাচ্ছি তা নিজেও জানি না। কোন কিছু না ভেবেই ঢুকে পড়লাম একটা কফিশপে। হান্টিংডন হোয়াইটলির প্রায় সবাই এখানে আসে। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার সাথে সাথে ওদের দেখতে পেলাম। ঘুরে দাঁড়িয়ে বের হওয়ার জন্য বেশি দেরি হয়ে গেছে। সেকেন্ডের ভগ্নাংশের জন্য চোখাচোখি হয়ে গেছে তাদের সাথে। সেকেন্ডের ওই ভগ্নাংশটা ওরা ব্যবহার করলো বড় বড় হয়ে যাওয়া চোখগুলোকে হাসিতে রূপান্তর করতে। মার্টিন মাইল্‌স, সাথে সাশা আর হ্যারিয়েট। অবাক করা ব্যাপার, হাত নেড়ে আমাকে ওদিকে ডাকলো সে।

"র‍্যাচেল!" মার্টিন বলল, দু-পাশে হাত ছড়িয়ে দিয়েছে। আমাকে আলিঙ্গন করলো। এটা আশা করিনি, আমার দু-হাত আটকা পড়ে গেছে। সাশা আর হ্যারিয়েট মুচকি হাসলো। বাতাসের ভেতর দিয়েই চুমু দিলো তারা আমাকে। খুব বেশি কাছে আসতে নারাজ।

"কি করছো তুমি এখানে?"

লম্বা একটা মুহূর্তের জন্য কথা খুঁজে পেলাম না। মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর হঠাৎ খেয়াল করলাম আমার মুখে নানা রকম রঙ খেলা করছে। পুরো বিষয়টাকে আরও জঘন্য করে তুলছে ব্যাপারটা। নকল হাসি দিতে হলো একটা, তারপর দ্রুত বললাম, "ইন্টারভিউ, ইন্টারভিউ।"

"ওহ্," মার্টিন তার বিস্ময় লুকাতে পারলো না, সাশা আর হ্যারিয়েট মাথা দুলিয়ে হাসলো, "কোথায়?"

একটা পাবলিক রিলেশনস ফার্মের নামও মনে করতে পারলাম না আমি। একটাও না। একটা প্রোপার্টি কোম্পানির নামও মনে এলো না, আর যে কোন বাস্তব নাম দূরে থাকুক। খাম্বার মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম ওখানে, নিচের ঠোঁট তর্জনি দিয়ে

BanglaBook.org

ঘষতে ঘষতে মাথা নাড়ছিলাম। কাজেই মার্টিনকে বলতে হলো, "টপ সিক্রেট? তাই না? কিছু কিছু ফার্ম এমন উদ্ভট প্রসিডিউর মেনে চলে। কন্ট্রাক্ট সাইন হওয়ার আগপর্যন্ত আমাদের কিছু বলবে না, তাই তো?"

সে নিজেও জানে সবকিছুই মিথ্যা। তারপরও আমাকে রক্ষা করতে কথাগুলো বলল সে, কেউ বিশ্বাস করলো না অবশ্যই। কিন্তু সবাই এমনভাবে মাথা দোলাল যেন এর চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য আর কিছুই হয় না। হ্যারিয়েট আর সাশা একবার দরজার দিকেও তাকালো। আমার আচরণে যথেষ্ট লজ্জা পেয়েছে তারা। ভাগার একটা রাস্তা খুঁজছে।

"গিয়ে একটা কফির অর্ডার করিগে বরং," বললাম আমি, "দেরি হয়ে যাক তা চাচ্ছি না।"

আমার বাহুর ওপর হাত রাখলো মার্টিন, "তোমার সাথে দেখা হয়ে দারুণ লাগলো, র‍্যাচেল।" ওর করুণা এতটাই স্পষ্ট ছিলো আরেকটু হলে চোখেই দেখতে পেতাম আমি। গত দু এক বছর আগে কোনদিনও জানতাম না কেউ করুণা করলে কতোটা লজ্জা লাগে।

থিওব্যাল্ডস রোড ধরে হলবর্ন লাইব্রেরিতে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিলো আমার। তবে সেদিকে যাওয়ার আর মুখ নেই এখন। রিজেন্ট পার্কের দিকে রওনা দিলাম। যতদূর যাওয়া সম্ভব এগিয়ে গেলাম ভেতরে। চিড়িয়াখানার কাছাকাছি পর্যন্ত গিয়ে একটা সাইকামোর গাছের ছায়ায় বসলাম। সামনের কর্মহীন কয়েক ঘণ্টার কথা মনে পড়ছে। কফি শপের আমাদের কথোপকথনটা মনে করলাম বার বার। যখন আমাকে গুড-বাই বলেছিলো, মার্টিনের চেহারার অভিব্যক্তির কথা মনে পড়লো।

আধঘণ্টা পার হওয়ার আগেই মোবাইল ফোন বেজে উঠলো। আবারও টম, এবার বাড়ির নাম্বার থেকে ফোন করেছে সে। ওকে কল্পনা করার চেষ্টা করলাম। ল্যাপটপে বসে কাজ করছে, রৌদ্রালোকিত রান্নাঘরে বসে আছে হয়তো। কিন্তু কাজটা সহজ হলো না, ব্যাকগ্রাউন্ডে বার বার মহিলার চেহারা ভেসে আসছে। নিঃসন্দেহে আশেপাশে আছে সে। চা বানাচ্ছে অথবা বাচ্চাটাকে খাওয়াচ্ছে। মহিলার ছায়া টমের ওপর থেকে সরে যাবে না। কলটাকে ভয়েস মেইলে চলে যেতে দিলাম। ব্যাগের মধ্যে ফোনটা ঢুকিয়ে এড়িয়ে যেতে চাইলাম ওটাকে। আজকের জন্য যথেষ্ট হয়েছে। যথেষ্ট বাজে ঘটনা ঘটেছে একদিনের জন্য।

অথচ এখনও সকাল এগারোটা বাজেনি। আরও তিন মিনিট ওভাবেই বসে রইলাম। তারপর ফোন বের করে ভয়েস মেইলে ডায়াল করলাম আমি। ওর কণ্ঠটা শোনার কষ্ট সহ্য করতেই হলো। একটা সময় যে কণ্ঠটা আমার সাথে হাসিমুখে কথা বলতো, হাল্কা আর নিচু ছিলো যে কণ্ঠটা। আর এখন সেটা হয়ে গেছে সান্ত্বনা অথবা করুণামিশ্রিত, শুধু আমার জন্য।

কিন্তু আজ ফোনের অন্যপাশের কণ্ঠটা তার নয়।

BanglaBook.org

"র‍্যাচেল, অ্যানা বলছি।"

কেটে দিলাম কলটা।

নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম না, পারছিলাম না মস্তিষ্কের দ্রুতগতিতে ছুটে চলা আর শরীরের ঘিন ঘিনে ভাব বন্ধ করতে। উঠে দাঁড়িয়ে টিকফিল্ড স্ট্রিটের মোড়ের দোকান থেকে চারটা জিন আর টনিক কিনে ফিরে এলাম। পার্কে বসে প্রথম ক্যানটি খুলে যত দ্রুত সম্ভব গলায় চালান করে দিলাম ওটা। তারপর দ্বিতীয়টা। একটু ঘুরে বসলাম যাতে জগারশ্রেণি, বাচ্চা এবং তাদের মায়েরা আমার চোখে না পড়ে। ছোটবেলার মতো মনে হচ্ছিলো আমার চোখে তারা না পড়লে তারাও আমাকে দেখতে পাবে না। তারপর ভয়েস মেইল আবারও অন করলাম আমি।

"র‍্যাচেল, অ্যানা বলছি।" দীর্ঘ বিরতি, "তোমার সাথে ফোনকলগুলো নিয়ে কথা বলা দরকার।" আরেকটা লম্বা বিরতি, আমার সাথে কথা বলতে বলতে আর কিছু করছে মনে হয় সে। মাল্টি টাস্কিং হচ্ছে! ব্যস্ত গৃহিণী আর মায়েরা যেমনটা করে, চুল বাঁধতে বাঁধতে ওয়াশিং মেশিন চালানো।

"দেখো, আমি জানি তোমার সময়টা খুব ভালো যাচ্ছে না।" যেন এতে তার কোন ভূমিকাই নেই! "কিন্তু তুমি প্রতিদিন রাতে আমাদের ফোন করতে পারো না।" তার কণ্ঠ বিরক্তিকর ঠেকছে আমার কাছে। "অসময়ে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দাও তুমি, এটাই যথেষ্ট বাজে একটা ব্যাপার হতে পারতো, কিন্তু আমাদের সাথে ইভির ঘুমেরও বারোটা বেজে যায় তোমার ফোনকলে। এসব মেনে নিতে পারবো না আমি, বুঝলে? এমনিতেই ওকে ঘুম পাড়াতে আমাদের অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়।"

ওকে ঘুম পাড়াতে আমাদের অনেক ঝামেলা পোহাতে হয়! *আমাদের।* আমরা। আমাদের ছোট্ট পরিবার। আমাদের সমস্যা, আমাদের রুটিন!

কুত্তি কোথাকার! পুরাই কোকিল, আমার বাসায় গিয়ে ডিম পাড়ছে। আমার কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়েছে, তারপর ফোন করেছে, আমার যন্ত্রণা তার জন্য মেনে নেওয়ার মতো কি-না তা শোনাচ্ছে।

দ্বিতীয় ক্যানটা শেষ করে তিন নম্বরটার মুখ খুললাম। কয়েক মিনিটের জন্য আমাকে ধাক্কা দিয়ে গেলো অ্যালকোহল, রক্তের প্রবাহ বাড়িয়ে দিয়েছে। তারপর অসুস্থ লাগলো নিজেকে। খুব দ্রুত যাচ্ছি আমি, গতি কমিয়ে আনতে হবে। গতি কমিয়ে আনতে না পারলে এমন কিছু করে বসবো যার জন্য পরে আক্ষেপ করতে হবে আমাকে। আমি তাকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম, ফোন করে বলতে যাচ্ছিলাম তার কোন কিছু নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই, তার ফ্যামিলি কিংবা তার বাচ্চা প্রতিরাতে চমৎকার ঘুম পাচ্ছে কি-না তা জানার কোন ইচ্ছে আমার নেই। বাকি জীবন তাকে মাঝরাতে জেগে থাকতে হলেও আমার কোন আক্ষেপ নেই, আমি মহিলাকে ফোন করে টমের লাইনগুলোই ব্যবহার করতে যাচ্ছিলাম। যে লাইনগুলো সে বলেছিলো ওই মেয়েকে–*আমার মাথা ঠিক থাকবে এমনটা ভেবো না।*

BanglaBook.org

ঠিক এমনটা আমাকেও বলেছিলো সে। যখন প্রথমবার আমরা একসাথে ছিলাম। আমাকে একটা চিঠিতে লিখেছিলো। তার অমর প্রেমের গভীর বর্ণনা দিয়েছিলো তাতে। তাছাড়া এটা তার নিজেরও লাইন না, উক্তিটা সে চুরি করেছে। হেনরি মিলারের কাছে থেকে চুরি করা একটা লাইন ওটা।

মহিলা ভেবেছে কি? যা পাচ্ছে সে সবকিছুই সেকেন্ডহ্যান্ড। এটা বলার পর তাকে প্রশ্ন করবো সবকিছু সেকেন্ড হ্যান্ড পেতে কেমন লাগছে তার? ফোন করে ঠিক যে কথাগুলো বলবো, *কেমন লাগছে, অ্যানা? আমার বাড়িতে থাকতে, আমার কেনা ফার্নিচারের মাঝে বাস করতে, টমের সাথে যে বিছানায় একসাথে ছিলাম সেখানেই ঘুমাতে, তোমার বাচ্চাকে ওই টেবিলে খাওয়াতে যেখানে আমরা নিয়মিত পাগলের মতো সেক্স করতাম?*

এখনও ওরা এখানে থাকে এটাই আমার জন্য বড় ধরণের আশ্চর্যের ব্যাপার। ওই বাড়িতে, আমার বাড়িতে। প্রথমে যখন ও আমাকে বলেছিলো আমি বিশ্বাস করতেই পারিনি। বাড়িটাকে ভালোবাসতাম আমি। আমিই ওকে রাজি করিয়েছিলাম যেন কেনে ওটা। বাড়ির অবস্থান রেললাইনের পাশে, সবাই কিনতে চায় না এমন বাড়ি। ট্রেনের শব্দ। লাইনের পাশের বাড়িগুলোর যা হয় আর কি।

আমার কাছে শব্দটা ভালো লাগতো। ট্রেনের যাওয়া আসা দেখতে ভালো লাগতো আমার। ইনার-সিটি ট্রেনগুলোর বিকট শব্দ নয়, পুরনো আমলের ট্রেনের ঝকঝকাঝক।

টম আমাকে বলতো, "সব সময় লাইনগুলো এমন থাকবে না, তারা একটা সময় আপগ্রেড করবে। তখন ফাস্ট ট্রেনগুলো অশ্রাব্য শব্দ করে পার হবে তোমার বাসার পাশ দিয়ে।"

আমি বিশ্বাস করিনি কোনদিন এমনটা হবে। হাতে যথেষ্ট টাকা থাকলে তার কাছ থেকে বাড়িটাই কিনে নিতাম আমি। টাকা অবশ্য আমার ছিলো না। ডিভোর্সের পর ভালো দামে কিনবে এমন কোন ক্রেতাও পাইনি আমরা। কাজেই সে আমাকে কিছু টাকা ধরিয়ে দিয়ে নিজের করে নিয়েছিলো বাড়িটা। বলেছিলো, ভালো ক্রেতা পেলে বিক্রি করে দেবে ওই বাড়ি। তখন আমাকে টাকা দিয়ে দেবে দাম অনুযায়ি।

দেখা যাচ্ছে আজ পর্যন্ত কোন ভালো ক্রেতা পায়নি সে। মাঝ থেকে অ্যানাকে বাড়িতে তুলে ফেললো, মহিলাও পছন্দ করে ফেললো বাড়িটা, আমার মতো। তারপর একসাথে থাকা শুরু করলো ওখানেই। নিজের কাছে মনে হয় খুবই সুরক্ষিত মহিলা। আরেকজন নারী তার স্বামির সাথে ওই একই জায়গায় থেকে গেছে সেটা নিয়ে তার কোন ধরণের সমস্যা হয় বলে তো মনে হয় না। আমাকে কোন ধরণের হুমকিও ভাবে না সে, এটাও নিশ্চিত।

টেড হিউয়ের কথা মনে পড়ে গেলো, এশিয়া উইভিলকে সেই বাড়িতে ডেকে এনেছিলো, যেটাতে সিলভিয়ার সাথে থাকতো সে। সিলভিয়ার পোশাক পরত মহিলা,

BanglaBook.org

একই চিরুণি দিয়ে চুল আঁচড়াতো। অ্যানাকে ফোন করে মনে করিয়ে দিতে ইচ্ছে হলো এশিয়ার শেষ পরিণতি হয়েছিলো ওভেনের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে মৃত্যু।

আমি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জিন আর গরম সূর্য শান্ত করে দিয়েছিলো আমাকে। ঘুম ভাঙার পর দ্রুত হাত বাড়িয়ে হ্যান্ডব্যাগটা খুঁজলাম, ওখানেই পেলাম ব্যাগটা। চামড়ায় শিহরণ জেগেছে, বেঁচে আছি আমি। বেঁচে আছি পিঁপড়াদের সাথে। আমার চুল, ঘাড় আর বুকে উঠে গেছে ওরা। লাফিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ালাম। থাবা চালিয়ে ঝাড়ছি ওদের। বিশ গজ দূরে দু-জন টিনএজ ছেলে ফুটবল পাস দিচ্ছিলো একে অন্যকে। আমার অবস্থা দেখে হাসতে হাসতেই বাঁকা হয়ে গেলো ওরা।

ট্রেনটা থামলো। আমরা জেস আর জেসনের বাড়ির প্রায় উল্টোপাশে। বাড়ির ভেতরে চোখ পড়লো না, প্রচুর মানুষ বগির ভেতরে। ওরা কি বাইরে বসে আছে এখনও? জেসন কি সত্যটা জানতে পেরেছে? নাকি এখনও মিথ্যায় ডুবে থাকা এক জীবনে বসবাস করছে সে?

শনিবার, ১৩ই জুলাই, ২০১৩
সকাল

ঘড়ির দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারলাম সাতটা চল্লিশ থেকে আটটা পনেরোর মাঝে কিছু একটা বাজে। বাইরের আলো আর শব্দের পরিমাণ থেকে সময়টা আন্দাজ করে নিতে পারলাম অনায়াসে। তাছাড়া ঠিক আমার রুমের বাইরের হলওয়েতে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে ঘরদোর সাফ করছে ক্যাথি। প্রতি শনিবার সকালে উঠে বাড়ির প্রতিটা ঘর পরিষ্কার করে ক্যাথি। দুনিয়ায় যা-ই চলতে থাকুক, এই কাজটা সে করবেই। এমনকি তার জন্মদিন কোন শনিবারে পড়লেও এই নিয়ম পাল্টাবে না।

তার মতে এটা তাকে পরিশুদ্ধ করে। শুরুটা পরিচ্ছন্নতা দিয়ে শুরু করা গেলে চমৎকার একটি উইক-এন্ড কাটানোর মতো মুড আসে। তাছাড়া, যেহেতু শরীর খাটিয়ে ঘরগুলো পরিষ্কার করে, আলাদা করে আর জিমে যেতে হয় না তাকে।

সকালের এই ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে পরিষ্কার করা আমার জন্য কোন সমস্যা না। এমনিতেও শুয়ে থাকতাম না এখন। সকালে আমি ঘুমাতে পারি না। বেলা বারোটার আগে ওই কাজ করা হয়ে ওঠে না আমার। আচমকা ঘুম ভাঙার কারণে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস চলছিলো, ধুকপুক করছে হৃদপিণ্ড, বিস্বাদ হয়ে আছে মুখের ভেতরটা। ঘুম ভেঙেছে কি-না নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করছি। শুয়ে শুয়ে ক্যাথির অত্যন্ত প্রয়োজনিয় ব্যস্ততার শব্দ শুনতে থাকলাম। রেললাইনের ধারে পড়ে থাকা কাপড়গুলো আর সকালের আলোতে জেসের গোপন প্রেমিককে চুমু খাওয়ার দৃশ্য দুটো ভাবলাম।

BanglaBook.org

সামনে পুরো দিনটা পড়ে আছে, একটা মিনিটও খরচ করা হয়নি। দিনটা কাটাতে কি কি করা যেতে পারে সেটা নিয়ে মনে মনে একটি তালিকা তৈরি করলাম।

ফার্মার'স মার্কেটে গিয়ে হরিণ আর শুয়োরের মাংস কিনে আনতে পারি।

দিনটা রান্না করে কাটানো যেতে পারে।

সোফায় এক কাপ চা নিয়ে বসে টিভিতে *স্যাটারডে কিচেন* প্রোগ্রামটা দেখতে পারি।

জিমে যেতে পারি।

আমার সিভি লিখতে পারি নতুন করে।

বাড়ি থেকে ক্যাথির বের হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে পারি, তারপর দুই বোতল হোয়াইট ওয়াইন কিনে আনতে পারি।

আমার আগের জীবনেও সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতাম। আটটা চারের ট্রেন কানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে চোখ খুলতাম, কান পেতে জানালার পাশে বৃষ্টির শব্দ শুনতাম। আমার পেছনে ওকে অনুভব করতাম, ঘুমন্ত, উষ্ণ, শক্ত। তারপর ও পেপার নিয়ে বসতো, আমি ডিম ভাজতাম, বারান্দায় বসে চা খেতাম একসাথে। দেরিতে দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য যেতাম পাবে, ঘুমাতাম আবার, টিভির সামনে একে অন্যের শরীর জড়িয়ে থাকতাম।

মনে হয় ওর জন্যও সবকিছু অন্যরকম এখন। অলস শনিবারের সেক্স অথবা ভাজা ডিম নয়, অন্য কোন ধরণের আনন্দ আছে টমের বর্তমান জীবনে। ছোট্ট একটা মেয়ে তার আর তার স্ত্রির মাঝে শুয়ে থাকে। এতদিনে নিশ্চয় কিছু কিছু কথা বলতে শিখেছে বাচ্চাটা। 'বাব' কিংবা 'মা'জাতীয় শব্দগুলো, আর কিছু গোপন দুর্বোধ্য ভাষা–যেগুলো বাবা-মা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না।

যন্ত্রণাটা নিরেট আর ভারি। বুকের ঠিক মাঝখানে বসে আছে যেন। ক্যাথির বাইরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলাম না।

সন্ধ্যা

জেসনের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।

সারাটা দিন বিছানায় পড়ে ছিলাম, ক্যাথি কখন বাইরে যায় সেই অপেক্ষা। ও বাইরে গেলেই মদ খেতে পারবো আমি। কিন্তু বাইরে গেলো না সে। লিভিংরুমে পর্বতের মতো বসে রইলো। বিকেলের শেষ দিকে একঘেয়েমির বন্দিত্ব আর সহ্য হলো না। ক্যাথিকে বললাম একটু হেটে আসছি। হুইটশেফে গেলাম, হাই স্ট্রিটের বড় এক পাব, তিনটা বড় গ্লাস ভর্তি ওয়াইন গিললাম ওখানে। তারপর জ্যাক ডেনিয়েল'সের দুটো শট। এরপর স্টেশনে হেটে এলাম, জিন অ্যান্ড টনিকের দুটো ক্যান কিনে উঠে পড়লাম ট্রেনে।

BanglaBook.org

জেসনের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। ঠিক দেখা করতে নয়, দরজায় গিয়ে টোকা দেবো এমন কোন পাগলামি করতে যাচ্ছি না আমি। শুধু পাশ কাটাবো তার বাড়িটাকে, ট্রেনের ভেতরে বসে। আর কিছু করার নেই তো আমার। তাছাড়া বাড়ি ফিরে যাওয়ার কোন তাড়াও নেই। আমি ওকে দেখতে চাই। দেখতে চাই ওদের।

খুব ভালো কোন কাজ হতে যাচ্ছে না এটা। মোটেও না। কিন্তু কার কী ক্ষতি হবে এতে?

ইউস্টনে যাবো, স্টেশনে নেমে ঘুরে দাঁড়াবো, তারপর ফিরে আসবো। (আমি ট্রেন পছন্দ করি, তাতে কোন সমস্যা? ট্রেনগুলো দারুণ না?)

আগে যখন আমি আমার মধ্যে ছিলাম, মাঝে মাঝে টমের সাথে রোমান্টিক ট্রেন জার্নি করার স্বপ্ন দেখতাম (আমাদের পঞ্চম বিয়ে বার্ষিকির জন্য বারজেন লাইন, ওর চল্লিশতম জন্মদিনের জন্য ব্লু ট্রেন।)

আর একটু, তারপর তাদের পার করে যাবো আমি।

উজ্জ্বল আলো, কিন্তু খুব ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না (দুটো করে দেখছি সব। এক চোখ বন্ধ করলাম, আগের চেয়ে ভালো!)

ওই তো ওরা! জেসন না ওটা? ওরা ছাদে বসে আছে। সাথে জেস না?

আরও কাছে যেতে ইচ্ছে হলো আমার। দেখতে পাচ্ছি না। ওদের আরও কাছে যেতে ইচ্ছে করছে।

ইউস্টনে যাবো না আমি, উইটনিতে নেমে পড়বো। (উইটনিতে নামা আমার জন্য উচিত হবে না। বিপজ্জনক একটা কাজ হয়ে যাবে। টম অথবা অ্যানা যদি আমাকে দেখে ফেলে?) আমি উইটনিতেই নামবো। ভালো কোন কাজ হতে যাচ্ছে না। খুব বাজে হবে ব্যাপারটা।

ট্রেনের অন্যপাশে বালিরঙা চুলের একজন মানুষ বসে আছে, জুলফির কাছে পাঁক ধরেছে চুলে। আমার দিকে তাকিয়ে অমায়িক হাসি দিলো সে। তার উদ্দেশ্যে একটা কিছু বলতে চাইলাম, কিন্তু আমার কণ্ঠ থেকে শব্দগুলো বাষ্পীভূত হয়ে গেলো। স্বাদ পেলাম ওদের। মিষ্টি ছিলো ওরা, নাকি তেতো?

লোকটা কি আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিলো? নাকি বিদ্রুপ করেছিলো?

আমি ঠিক বলতে পারবো না।

রবিবার, ১৪ই জুলাই, ২০১৩
সকাল

হৃদপিণ্ডটা মনে হচ্ছে গলার কাছে উঠে এসেছে, অস্বস্তিদায়ক উচ্চস্বরে বাজছে যেন। মুখ শুকিয়ে গেছে, ঢোক গিলতে কষ্ট হলো। জানালার দিকে ফিরে শুলাম, শার্সি নামানো আছে। বন্ধ শার্সির ফাঁক থেকে যতটুকু আলো আসছে তা-ও চোখে লাগছে।

BanglaBook.org

দুই হাত দিয়ে মুখ ঢাকলাম। চোখের ওপর দুটো আঙুল চেপে ধরলাম, ব্যথা ঘষে সরিয়ে দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা। নখের মধ্যে ময়লা জমে আছে।

কিছু একটা ঠিক নেই। একটা মুহূর্তের জন্য আমার মনে হলো ওপর থেকে পড়ে যাচ্ছি আমি, বিছানাটা যেন আচমকা শরীরের নিচে উদয় হলো। গতকাল রাতে কিছু একটা ঘটেছিলো। ফুসফুসে তীক্ষ্ণভাবে খোঁচা দিচ্ছে প্রতিবার টেনে নেওয়া নিঃশ্বাস। দ্রুত উঠে বসলাম, বুকের ভেতরে ঘোড়ার মতো লাফাচ্ছে হৃদপিণ্ড। মাথা দপ দপ করছে।

স্মৃতিশক্তি ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করলাম। মাঝে মাঝে সময় লাগে। আবার কখনও সেকেন্ডের মধ্যে চোখের সামনে চলে আসে তারা। কখনও একদমই হারিয়ে যায়।

কিছু একটা ঘটেছিলো, বাজে কিছু। ঝগড়া হয়েছিলো কারও সাথে। গলা তুলেছিলো কেউ। ঘুষিও দিয়েছিলো নাকি? আমি জানি না, মনে পড়ছে না। পাবে গিয়েছিলাম, তারপর ট্রেনে, তারপর নেমেছিলাম স্টেশনে। রাস্তায় হাটছিলাম, ব্লেনহাইম রোড। ব্লেনহাইম রোডে গেছিলাম আমি।

কালো একধরণের আতঙ্ক আমাকে চেপে ধরলো।

একটা কিছু ঘটে গেছে গতকাল, আমি জানি সেটা। শুধু মনে করতে পারছি না। অনুভবে আসছে, মুখের ভেতরটা ব্যথা করছে। গালে কামড় লেগেছিলো যেন। জিহ্বাতে রক্তের স্বাদ পাচ্ছি এখনও। বমি বমি লাগছে, ঘোরগ্রস্তদের মতো। চুলে হাত বোলালাম। শিউরে উঠলাম। খুলির ওপরটা ফুলে আছে একটা জায়গা, মাথার ডানদিকে ব্যথা করছে। চুলের ভেতরে জট পাকিয়ে আছে রক্ত।

তাহলে হোঁচট খেয়েছিলাম, তাই তো? উইটনি স্টেশনের সিঁড়িতে? মাথায় বাড়ি খেয়েছিলাম নাকি? ট্রেনের ওপর উঠেছিলাম এতটুকু আমার মনে আছে, তারপর সব অন্ধকার। শূন্যতা। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছি, হার্ট রেট কমিয়ে আনার চেষ্টা করছি। বুকের ভেতর যে ভয়টা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে তাকে নামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি।

চিন্তা করো। কি করেছি আমি? পাবে গেছি, ট্রেনে উঠেছি, তারপর সেখানে একটা লোক ছিলো। মনে পড়ছে এখন। লালচে চুল। আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিলো সে, মনে হচ্ছে আমার সাথে কথাও বলেছিলো। কিন্তু কি বলেছিলো তা মনে করতে পারছি না। আরও কিছু ছিলো এই মানুষটাকে নিয়ে। স্মৃতি নয় শুধু, আরও কিছু। পৌছাতে পারছি না স্মৃতির সে অংশটা পর্যন্ত। অন্ধকারে হারিয়ে গেছে সেটা।

ভয় পাচ্ছি আমি। ঠিক নিশ্চিত হতে পারছি না কিসের এই ভয়? একই কারণে ভয়টা বেড়ে যাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। ভয় পাওয়ার মতো কোন কিছু আদৌ আছে কি? ঘরের চারপাশে তাকালাম, বেডসাইড টেবিলে আমার ফোনটা নেই। হাতব্যাগটা মেঝেতে নয়, সাধারণত যেখানে রাখি সেই চেয়ারের পেছনেও ঝুলছে না। তবে আমি

যেহেতু বাড়ির ভেতরে, ব্যাগটাও এখানেই থাকা উচিত। তার মানে আমার চাবিগুলোও হারায়নি।

বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালাম। সম্পূর্ণ নগ্ন আমি। ওয়ারড্রোবের বড় আয়নাতে নিজের দিকে তাকালাম। হাত দুটো কাঁপছে, মাসকারা মেখে গেছে চোয়ালের সাথে। নিচের ঠোঁটে কাটাদাগও আছে একটা। পায়ে কালশিটে। বিছানায় উঠে বসে দু-পায়ের মাঝে মাথা ডুবালাম। বমি বমি ভাবটা দূর করার চেষ্টা করছি। তারপর নেমে এলাম মেঝেতে, ড্রেসিং গাউন তুলে নিয়ে বেডরুমের দরজা সামান্য একটু ফাঁক করলাম। সম্পূর্ণ নীরব আমার ফ্ল্যাট। কোন একটা কারণে মনে হলো ক্যাথি নেই বাড়িতে। ও কি বলেছিলো ডেমিয়েনের বাড়িতে থাকবে? আমার মনে হয় বলেছিলো। তবে কবে এই কথাটা বলেছে তা মনে করতে পারলাম না। বের হওয়ার আগে? নাকি ফিরে আসার পর?

পা টিপে টিপে হলওয়েতে চলে এলাম। ক্যাথির বেডরুমের দরজা খোলা দেখা যাচ্ছে। সাবধানে একবার উঁকি দিলাম ভেতরে। বিছানা চমৎকার করে গোছানো। হতে পারে সকাল সকাল ঘুম ভেঙেছে তার। বিছানা গুছিয়ে বের হয়েছে। অথবা এখানে রাতে ঘুমায়নি সে।

আমার মনে হলো পরেরটাই হবে। কিছুটা স্বস্তি ফিরে এলো মনে। এখানে যদি সে রাতে না থাকে তাহলে আমাকে গতকাল দেখেনি। সুতরাং এখনও সে জানে না কতোটা খারাপ আমি। জানলেও কোন কিছু এসে যাবে এমন নয়, তারপরও বিষয়টা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কোন একটা ঘটনার লজ্জা শুধু সেই ঘটনার গভীরতারই সমানুপাতিক নয়, কতোজন সাক্ষি হলো সেটাও একটা ব্যাপার।

সিঁড়ির ওপরে উঠে আবারও মাথা ঘুরতে শুরু করলো আমার। শক্ত করে ধরলাম রেলিং। সবচেয়ে ভয় আমার এটা–লিভার পচে যাওয়ার পর পেটের ভেতর রক্তক্ষরণ শুরু হবে সেটা বাদে–সিঁড়ির ওপর থেকে পড়ে যাবো একদিন, তারপর ঘাড় ভাঙবো। ব্যাপারটা চিন্তা করেই অসুস্থ বোধ করতে শুরু করলাম। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমার ব্যাগটা খুঁজে বের করা দরকার। ফোনটা ওখানে আছে কি-না জানা দরকার। অন্তত এতটুকু নিশ্চিত হওয়া দরকার ক্রেডিট কার্ডটা হারাইনি। কাকে আর কখন ফোন করেছিলাম সেটাও জানা দরকার। আমার ব্যাগটা পড়ে আছে হলওয়ের মেঝেতে, আমার দরজার ঠিক ভেতরে। জিনস আর আন্ডারওয়্যার পড়ে আছে ওটার কাছেই, সিঁড়ির নিচ থেকেই প্রস্রাবের মৃদু গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

ব্যাগের ভেতর হাত দিলাম, ফোনটা ভেতরেই আছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। কয়েকটা দোমড়ানো মোচড়ানো বিশ ইউরো আর রক্তমাখা ফেসিয়াল টিস্যুর পাশেই আছে ওটা। বমি বমি ভাবটা ফিরে এসেছে আগের চেয়েও প্রবলভাবে। জিহ্বার পেছনে বমির স্বাদ টের পালাম, বাথরুমের দিকে দৌড়ালাম সাথে সাথে। পৌছাতে পারলাম না, সিঁড়ির দিকে অর্ধেকটা গিয়েই হড় হড় করে বমি করে ফেললাম কার্পেটে।

BanglaBook.org

শুতে হবে আমাকে। শুতে না পারলে অজ্ঞান হয়ে যাবো। পড়ে যাবো আমি। বমির ময়লা পরেও পরিষ্কার করা যাবে।

দোতলাতে ফোনে চার্জার লাগিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। পা দুটো তুললাম, সাবধানে, পরীক্ষা করে দেখছি। হাটুর ওপর কালশিটের দাগ আছে, মদ-জনিত দাগ বলা চলে। টলোমলো হয়ে হাটতে গিয়ে যেগুলো হয়ে থাকে। হাতের ওপরের দিকে আরও বাজে দাগ আছে। আঙুলের ছাপের মতো মনে হলো, এগুলোও নতুন কিছু নয় আমার কাছে। সাধারণত পড়ে যেতে যেতে যখন কেউ ধরে ফেলে তখন এগুলো হয়। মাথা ব্যথা করছে প্রচণ্ড, অবশ্য মাথার এই ব্যথা কোন গাড়িতে উঠতে গিয়েও হতে পারে। হয়তো গতকাল ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম আমি।

ফোন তুলে নিলাম, দুটো মেসেজ আছে। প্রথমটা ক্যাথির, পাঁচটার ঠিক পর পর পাঠিয়েছে সে। জানতে চেয়েছে কোন চুলোতে আছি আমি, ডেমিয়েনের সাথে রাতে থাকবে। আমাদের দেখা হবে আগামিকাল। আশা করছে আমি একা একা ড্রিংক করতে শুরু করবো না।

দ্বিতীয় মেসেজটা টমের। আরেকটু হলে হাত থেকে ফোনটা পড়েই গেছিলো। চিৎকার করছে সে।

"হায় ঈশ্বর! র‍্যাচেল তোমার সমস্যাটা কি? যথেষ্ট হয়েছে আমার, বুঝলে? একঘণ্টা ড্রাইভ করে তোমাকে খুঁজলাম, কোথায় তুমি? এবার আসলেই অ্যানাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছো তুমি। ও ভেবেছিলো তুমি বোধহয়...পুলিশকে যাতে ও ফোন না দেয় সেজন্য বুঝিয়ে কোনমতে থামিয়েছি। আমাদের থেকে দূরে থাকো। আমাকে ফোন দেওয়া বন্ধ করো। আমাদের চারপাশে ঘুর ঘুর করো না। আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই না, বুঝতে পারছো? আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাই না। তোমাকে দেখতে চাই না আমি। আমার পরিবারের ধারেকাছেও দেখতে চাই না তোমাকে। তোমার জীবন নষ্ট করে তুমি চুলোতে নিয়ে যেতে পারো, তবে আমার জীবনে এর প্রভাব পড়তে দেবো না আমি। আর না...তোমাকে আর রক্ষা করার চেষ্টা করবো না। শুধু আমাদের থেকে দূরে থাকো।"

আমি জানিও না আমি কি করেছি! কি করেছি আমি? পাঁচটা থেকে দশটা পনেরোর মধ্যে একটা কিছু করেছি। কেন টম আমাকে গাড়ি নিয়ে খুঁজছিলো? অ্যানাকে কি করেছি? কেন ভয় পেয়েছিলো অ্যানা?

মাথার ওপর লেপটা টেনে নিলাম, শক্ত করে বন্ধ করেছি চোখ। কল্পনায় দেখলাম তাদের আর প্রতিবেশির বাগানের মাঝ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি বাড়িটার দিকে। বেড়া টপকালাম। কাঁচের দরজা খুললাম নিঃশব্দে, বিন্দুমাত্র শব্দ না করে চলে এলাম রান্নাঘরে। টেবিলের ওপর বসেছিলো অ্যানা। পেছন থেকে ধরে ফেললাম তাকে। তারপর তার লম্বা সোনালিচুলের ভেতরে হাত নিয়ে মুঠো করে ধরলাম, পেছনের

BanglaBook.org

দিকে টেনে মেঝেতে আছড়ে ফেললাম, ঠাণ্ডা নীল টাইল্‌সের সাথে ঠুকে দিচ্ছি ওর মাথা।

সন্ধ্যা

কেউ একজন চিৎকার করছে। বন্ধ জানালার দিকে তাকালাম। যে কোণ থেকে আলো এসে পড়ছে তাতে করে বলতে পারি অনেকক্ষণ ধরেই ঘুমাচ্ছি আমি। এখন মনে হয় শেষ বিকেল। অথবা সন্ধ্যার শুরু। মাথা এখনও ব্যথা করছে। বালিশের ওপর রক্ত, নিচ থেকে কারও চেঁচানোর শব্দ কানে আসছে।

"বিশ্বাস করতে পারছি না আমি এটা...ওহ্ খোদা!...র‍্যাচেল! অ্যাই র‍্যাচেল..."

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম! ওহ্ গড...সিঁড়ির বমি পরিস্কার করিনি আমি। হলওয়েতে এখনও পড়ে আছে আমার জামা-কাপড়।

ঈশ্বর!

দ্রুত ট্র্যাকস্যুট পায়জামার সাথে টি-শার্ট গায়ে দিলাম। দরজা খুলতেই ক্যাথিকে দেখা গেলো। আমার বেডরুমের ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে সে। আমাকে দেখামাত্র ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো তার চেহারা।

"কি সমস্যা তোমার?" বলতে বলতে হাত তুললো ও। "আসলে, র‍্যাচেল, আমি দুঃখিত। আমার শোনার ইচ্ছে নেই তোমার সমস্যাটা কি। এসব আমার বাড়িতে আর চলতে দিতে পারি না। আমি আসলে..." কথা বন্ধ হয়ে গেলো ওর, হলের দিকে তাকিয়েছে। সিঁড়ির দিকে।

"আমি দুঃখিত," দ্রুত বললাম, "আমি অনেক দুঃখিত, আমার শরীরটা ভালো ছিলো না, আমি পরিস্কার করতে চেয়েছিলাম সব—"

"তুমি অসুস্থ ছিলে না, র‍্যাচেল। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে এসেছিলে তুমি। এইসব করেছো হ্যাংওভারে থেকে। এসব আমি আর মেনে নিতে পারবো না। এভাবে বাস করার ইচ্ছে আমার নেই। তোমাকে যেতে হবে, ঠিক আছে? তোমাকে চার সপ্তাহ সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে নতুন কোন জায়গা খুঁজে নাও।" নিজের রুমের দিকে এগিয়ে গেলো সে, শেষ প্রান্তে গিয়ে ঘুরে তাকালো, "আর খোদার কসম লাগে, ময়লাটা পরিস্কার করবে তুমি?"

সশব্দে দরজা লাগিয়ে দিলো সে।

ওসব পরিস্কার করার পর আবারও ঘরে ফিরে এলাম। ক্যাথির দরজা এখনও লাগানো। বাইরে থেকেই টের পেলাম ভেতরে বসে নীরবে ফুঁসছে সে। ওকে দোষ দিতে পারি না আমি। এটা যদি আমার বাড়ি হতো, ফিরে এসে দেখতাম প্রস্রাবে ভেজা জামা-কাপড় আর বমি দিয়ে কেউ আমার বাড়ি ভাসিয়ে দিয়েছে, একই রকম রেগে উঠতাম আমি।

BanglaBook.org

ল্যাপটপ নিয়ে বসলাম এবার। মেইল অ্যাকাউন্টে ঢুকেছি। মায়ের উদ্দেশ্যে একটা মেইল কম্পোজ করতে হবে। মনে হয় এবার সময় হয়েছে। বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে হয়তো। আমার জন্য বিষয়টা ভালো হবে। বাড়ি ফিরে গেলে আমার জীবনযাত্রায় পরিবর্তন করতে হবে। এমন ছন্নছাড়া জীবনযাপন চলবে না তখন আর। মদ-টদ ছাড়তে হবে।

কি লিখবো বুঝতে পারলাম না। মাকে বোঝাতে হলে কোন্ শব্দগুলো ব্যবহার করতে হবে আমার মাথায় আসছে না। ইমেইলটা পাওয়ার পর মায়ের চেহারাটা কেমন হবে তা টের পাচ্ছি অবশ্য। মনের চোখে দেখতে পাচ্ছি পরিষ্কার। সাহায্যের আবেদন জানাতে দেখে হতাশ হবে সে, রাগ ফুটবে মুখে। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলবে বড় করে। মায়ের দীর্ঘশ্বাস এখানে বসেই যেন শুনতে পেলাম।

ফোন বিপ্ দিয়ে উঠলো আবার। একটা মেসেজ। কয়েক ঘণ্টা আগে এসেছে। আমি তখন মরার মতো ঘুমাচ্ছিলাম। টমের নামটা দেখে আঁতকে উঠলাম। ওর কোন কথা শোনার ইচ্ছে নেই আমার। এড়িয়ে যেতে চাইলেও পারলাম না, টমকে এড়িয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মেসেজটা ওপেন করতে করতে ভয়ঙ্কর কিছু শোনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম।

"র‍্যাচেল, আমাকে ফোন করবে, প্লিজ?" এখন ওর কণ্ঠে কোন রাগ নেই, আমার হৃদস্পন্দন কমে এলো কিছুটা, "তুমি ঠিকমতো বাড়ি ফিরেছো তো? গতকাল তোমার অবস্থা খুব একটা ভালো ছিলো না।" মন খারাপ করা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে, "দেখো, তোমার সাথে গতকাল চেঁচিয়ে কথা বলার জন্য দুঃখিত। পরিস্থিতি একটু গরম হয়ে গেছিলো, বুঝতেই পারছো। তোমার জন্য আমার খারাপ লাগে, র‍্যাচেল, সত্যিই লাগে। কিন্তু এসব থামাতে হবে তোমাকে।"

দ্বিতীয়বার মেসেজটা শুনলাম আমি। ওর গলার দয়ালু ভাব মনোযোগ দিয়ে শুনলাম। তারপর ভেঙে পড়লাম কান্নায়। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদলাম এবার, অনেকদিন এভাবে কাঁদা হয় না। তারপর একটা টেক্সট মেসেজে লিখলাম :

আমি এখন বাড়িতে। আমি দুঃখিত।

সমস্যা হলো আমি কেন দুঃখিত সেটাই জানি না। অ্যানার সাথে ঠিক কী করেছি তা-ও জানা নেই আমার। কেন সে ভয় পেয়েছিলো জানি না। এমন না যে, আমি ওই মহিলার ভয় পাওয়া না পাওয়ার পরোয়া করি, তবে টমের দুঃখ পাওয়ার কারণ হতে চাইনি কখনও। আমি ওকে সুখি দেখতে চাই। জীবনে সুখি হওয়ার অধিকার তার আছে। ওর সুখ কেড়ে নিতে চাইনি কোনদিনও, শুধু চেয়েছিলাম আমার সাথে সুখি হোক সে।

BanglaBook.org

শুয়ে পড়লাম বিছানায়, লেপের নিচে ঢুকে পড়লাম। কি ঘটেছে তা জানতে হবে আমাকে। গতকালকের স্মৃতির টুকরোগুলো মনে করার জন্য চেষ্টা করছি প্রাণপনে। একটা ঝগড়ার মাঝে ছিলাম সেটা নিশ্চিতভাবে মনে করতে পারলাম। তবে ঝগড়া করছিলাম কারও সাথে? নাকি শুধুই সাক্ষি হয়েছিলাম ওরকম কোন ঘটনার? অ্যানার সাথে নয়তো? মাথার ক্ষত আর ঠোঁটের কাটাদাগটার ওপর আঙুল বোলালাম, যা ঘটেছিলো তা দেখতে পাচ্ছি যেন। প্রায় শুনতে পাচ্ছি শব্দগুলো। কিন্তু বার বার সরে যাচ্ছে আমার কাছ থেকে। ধরতে পারছি না একটুর জন্য। প্রতিবার মনে হচ্ছে এবার ধরে ফেলতে পারবো।

কিন্তু স্মৃতিগুলো আমার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে প্রতিবারই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

মেগান

• • •

মঙ্গলবার, ২রা অক্টোবর, ২০১২

সকাল

বৃষ্টি পড়বে যে কোন সময়। অনুভব করতে পারছি বৃষ্টির আগমন। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে আমার। আঙুলের ডগাগুলো সাদা হয়ে আছে। নীলাভ সাদা। ভেতরে ঢুকবো না আমি। বাইরে বসে থাকতেই ভালো লাগছে। ঔষধের মতো কাজে দেবে বৃষ্টি। বরফে গোসল করার মতো পরিষ্কার করে দেবে আমাকে। স্কট এসে আমাকে পাঁজাকোলা করে ভেতরে নিয়েই যাবে, এটা আমার জানা আছে। যেন ছোট্ট কোন শিশু আমি!

গতকাল বাড়ি ফেরার পথে একবার প্যানিক অ্যাটাকের শিকার হয়েছিলাম। রাস্তা ধরে হেটে আসছিলাম, ফুটপাতের ওপর দুই মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলো। মোটরবাইকের ইঞ্জিন গর্জে ওঠার শব্দ হচ্ছিলো কাছে, একটা লাল গাড়ি বিপরীত দিক থেকে ছুটে আসছিলো। আরেকটু হলেই আমাকে চাপা দিয়েছিলো ওটা। মহিলা দুটোর জন্য ফুটপাতে উঠতে পারিনি, দেখতেই পাইনি গাড়িটাকে।

ড্রাইভার রেগে গিয়ে কিছু একটা বলেছিলো আমাকে, তবে সেটা শোনার মতো অবস্থা আমার ছিলো না। হৃদপিণ্ড প্রচণ্ড জোরে লাফাচ্ছিলো বুকের ভেতরে। পিল নেওয়ার পর যেমন রক্তের গতি বেড়ে যায়, একই সাথে অসুস্থ আর উত্তেজিত করে দেয়, অ্যাড্রেনালিনের প্রভাবে এর পরে আসে তীব্র আতঙ্ক। অনেকটা ওরকমই ছিলো ব্যাপারটা।

দৌড়ে বাড়িতে ফিরে এসেছিলাম তারপর। রেললাইনের ঠিক পাশে বসে ছিলাম অনেকক্ষণ। ট্রেন আসবে তার অপেক্ষা করছিলাম। ট্রেনের শব্দ ঢেকে দেবে আর সব শব্দকে। স্কটের জন্যও অপেক্ষা করছিলাম আমি, চাইছিলাম বাড়ি ফিরে আমাকে শান্ত করে দেবে সে। কিন্তু বাড়িতে ও ছিলো না। আমার ইচ্ছে করছিলো বেড়া টপকে লাইনের অংশে ঢুকে যেতে। ওখানে যেতে পারে না কেউ, নিষেধ আছে। ট্রেন দুর্ঘটনা এড়ানোর প্রচেষ্টা সরকারের। বেড়া বেয়ে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে হাত কেটে ফেললাম। বাড়ি ফিরে এলাম অগত্যা।

বাড়িতে আসার পর হাত কিভাবে কেটেছে জানতে চাইলো স্কট। ওকে মিথ্যে বলতে হলো। বললাম, বাসন ধোয়ার সময় একটা গ্লাস পড়ে ভেঙে গেছিলো। হাত ওভাবেই কেটেছে আমার। বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করলো না স্কট। ওর মুখে বেদনার ছাপ দেখতে পেলাম পরিষ্কার।

রাতে ঘুম ভেঙে গেলো আমার। স্কট তখনও ঘুমাচ্ছে, সাবধানে ওর পাশ থেকে

BanglaBook.org

উঠে আসলাম আমি। মানুষটার নাম্বারে ফোন করলাম। রিসিভ করলো সে, মনোযোগ দিয়ে ওর কণ্ঠ শুনলাম আমি। প্রথমে ঘুমজড়িত কোমল কণ্ঠ, তারপরই পুর্ণ সজাগ হয়ে গেলো, গলা উঁচুতে বেড়েছে, উদ্বেগ সেখানে। কিছুটা রেগেও গেছে। ফোন রেখে দিলাম, ভেবেছিলাম কলব্যাক করবে সে কিন্তু করলো না। কাজেই আবারও ফোন করলাম। তারপর বেশ কয়েকবার। এবার ভয়েস মেইল পেলাম। যান্ত্রিক, ব্যবসায়িদের মতো মাপা কণ্ঠে সে জানালো যত দ্রুত সম্ভব কল ব্যাক করা হবে আমাকে।

প্র্যাকটিসের ওখানে ফোন করে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্টের দিনটা এগিয়ে নেবো কি-না ভাবলাম। কিন্তু অটোমেটেড সিস্টেম রাতের বেলায় অন থাকে বলে মনে হয় না। বিছানায় ফিরে আসলাম আবার। এক ফোঁটা ঘুম হলো না সে-রাতে।

করলি উডে যাওয়া উচিত সকালে। কিছু ছবি তোলা যেতে পারে। জায়গাটা তখন কুয়াশাচ্ছন্ন থাকবে, অন্ধকার একটা পরিবেশ। কিছু ভালো ছবি উঠতে পারে। ছোট ছোট কার্ডের কথা ভাবলাম তারপর। ওগুলো বানিয়ে কিংলি রোডের গিফট শপে বিক্রি করা যেতে পারে। স্কট অবশ্য আমাকে অনেকবার বলেছে আমার কোন কাজ করার দরকার নেই। শুধু বিশ্রাম নেবো আমি। যেন আমার মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে!

বিশ্রামের কোন প্রয়োজন নেই। আমার দরকার কাজ। যে কোন কিছু, যাতে আমার প্রতিদিনের অবসর মুহূর্তগুলো দখল করে নিতে পারে সেই ব্যস্ততা।

অন্যথায় কি হতে পারে সে-ব্যাপারে আমার সম্যক ধারণা আছে।

BanglaBook.org

সন্ধ্যা

ড. আবদিক কামাল, গতকাল রাতে যাকে ফোন করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম আমি, পরামর্শ দিলো একটা ডায়েরি লেখার জন্য। আরেকটু হলেই বলে ফেলেছিলাম এটা আমি করতে পারবো না। স্কট পড়ে ফেলতে পারে সে ঝুঁকি নিতে পারি না আমি। তবে শেষতক বললাম না। কথাটা এমন শোনাবে যে আমি স্কটের বিশ্বাস রাখতে পারিনি।

মিথ্যে কোন কথা নয় অবশ্য। যেসব অনুভূতি আমার হয় তা কোনদিনও ডায়েরিতে লিখতে পারবো না। যেসব কাজ করে বেড়াই তা-ও ডায়েরিতে লেখার মতো না। তার ওপর গতকাল বাড়ি ফিরে আসার পর আমার ল্যাপটপটা গরম অবস্থায় পেয়েছিলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে বের হওয়ার সময় বন্ধ করে গেছি। অর্থাৎ স্কট অন করেছিলো। আমার ইমেইল ঘেঁটেছে সে।

স্কট জানে কিভাবে ব্রাউজার হিস্টোরি ডিলিট করতে হয়। নিজের যান্ত্রিক পদচিহ্ন লুকানো তার জন্য কোন ব্যাপার নয়। আবারও আমার ইমেইল পড়েছে সে।

কিছু মনে করলাম না অবশ্য। পড়ার মতো তেমন কিছু নেই ওখানে। (বিভিন্ন রিক্রুটমেন্ট কোম্পানি থেকে একগাদা স্পাম মেসেজ। আর পিল্যাটের একটা মেয়ে, জেনির আবদার। তারা বৃহস্পতিবার রাতে সাপার ক্লাবে যাচ্ছে। আমি যেতে চাই কি-না। ওখানে একে অন্যকে ডিনার রেঁধে খাওয়াবে তারা। এর চেয়ে মরে যাওয়া ভালো।)

আমি কিছু মনে করলাম না, কারণ আমার ইমেইল ঘাটলেই স্কটের মনে হবে সব কিছু ঠিক আছে। আমি তাকে ঠকাচ্ছি না। যেটা আসলে সত্যি নয়। তবে সত্য কথা জানার দরকার কি সবার? আমার এবং তার জন্য সম্পূর্ণ সত্য না জানাই ভালো। আমাদের সম্পর্কের জন্য ভালো এটা। ওর ওপর রাগ করতেও পারলাম না, সন্দেহ করার মতো অনেক কারণ তাকে আমি দিয়েছি অতীতে। সম্ভবত ভবিষ্যতেও দেবো। আমি আদর্শ স্ত্রি নই। হতে পারবো না। ওকে যতই ভালোবাসি, যথেষ্ট হবে না সেটা।

শনিবার, ১৩ই অক্টোবর, ২০১২
সকাল

গত রাতে পাঁচ ঘণ্টা ঘুমালাম। গত কয়েকদিনের মধ্যে দীর্ঘতম ঘুম আমার। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো গতকাল বাড়ি ফিরে আসার সময় একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে ছিলাম। কয়েকমাস আগে নিজেকে বলেছিলাম এমনটা আর হবে না ভবিষ্যতে। গতবারের পর থেকে আর নয়। কিন্তু ওকে দেখার পর থেকে ওর শরীরে পেতে ইচ্ছে করছিলো আমার। আর তখন মনে হলো, কেন নয়? আমি এটা বুঝি না কেন নিজেকে বেঁধে রাখতে হবে আমার? অনেকেই রাখেন না। পুরুষ প্রজাতিটার কথাই বলা যায় উদাহরণ হিসেবে। কাউকে দুঃখ দিতে চাই না আমি, তবে নিজের কাছে নিজেকে সত্য বলতে হবে, তাই না? আমি সেটাই করছি। নিজের প্রকৃত সত্তার কাছে সত্য বলছি। যে সত্তাটিকে কেউ চেনে না, না স্কট, না কামাল, কেউ না!

আমার পিল্যাটে ক্লাস শেষ হওয়ার পর টেরাকে বললাম আগামি সপ্তাহে আমার সঙ্গে এক রাতে সিনেমা দেখতে যাবে কি-না। তারপর ওকে বললাম আমার জন্য একটু কাভার দিতে হবে।

"ও যদি ফোন করে, শুধু বলবে আমি তোমার সাথে আছি। বাথরুমে গেছি, ফিরে এসেই ফোন ব্যাক করবো। তারপর আমাকে ফোন করে জানাবে। তখন আমি ওকে ফোন করবো। ঠিক আছে?"

মুচকি হেসে রাজি হলো সে। জানতেও চাইলো না কোথায় যাচ্ছি অথবা কার সাথে যাচ্ছি। সত্যিই আমার বন্ধু হতে চায় সে।

BanglaBook.org

ওর সাথে দেখা করলাম করলির সোয়ানে। আমাদের জন্য একটা ঘর ভাড়া করেছিলো সে। সাবধান থাকতে হতো আমাদের। ধরা পড়তে পারবো না আমরা। তার জন্য বিষয়টা ভয়ঙ্কর হবে। ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়ে যাবে একেবারে। আর আমার জন্যও সুখকর কিছু ঘটবে না। স্কটের জন্য কেমন হবে তা আমি ভাবতেও চাইলাম না।

সবকিছু শেষ হওয়ার পর আমার সাথে কথা বলতে চাইলো সে। ছেলেবেলার সেসব স্মৃতি মনে করতে বলল। যখন নরউইচে থাকতাম আমি, তখন কি ঘটেছিলো ইত্যাদি। আগেও ওকে সামান্য আভাস দিয়েছিলাম। গতকাল রাতে সে বিশদ শুনতে চাইলো। কাজেই বলে গেলাম আমি, অনেককিছুই বললাম ওকে, তবে কোনটাই সত্য নয়। ঠিক যেমনটা শুনতে চাইলো, তেমনটাই শোনালাম ওকে। মজার একটা ব্যাপার। মিথ্যে বলতে আমার খারাপ লাগে না। আমি শতভাগ নিশ্চিত, সে-ও মিথ্যে বলে।

বিছানায় শুয়ে ছিলো, আমাকে পোশাক পরতে দেখলো। তারপর বলল, "এসব আর ঘটবে না, মেগান। তুমি জানো এসব নিয়মিত চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।"

ঠিকই বলেছে সে। আমিও জানি আমরা চালিয়ে যেতে পারি না। করা উচিত নয়। না করাই ভালো। কিন্তু আমরা আবার করবো। এটা শেষবারের মতো নয়।

সে আমাকে না বলতে পারবে না।

বাড়ি ফেরার পথে এটাই ভাবছিলাম আমি। পুরো ব্যাপারটার মধ্যে এটাই আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। কারও ওপর কর্তৃত্ব করার নেশা ধরিয়ে দেয় জিনিসটা।

BanglaBook.org

সন্ধ্যা

রান্নাঘরে একটা ওয়াইনের বোতল খুলছি, পেছন থেকে এসে আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরলো স্কট। আলতো করে চাপ দিতে দিতে জানতে চাইলো, "থেরাপিস্টের সঙ্গে কেমন চলছে?"

জানালাম সব কিছু দারুণ এগুচ্ছে। আমার উন্নতি হচ্ছে। আমার কাছে বর্ণনা জানতে চাওয়া অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছে সে।

"টেরার সাথে গতকাল সময় কেমন কাটলো?"

আমার পেছনে দাঁড়িয়ে ও। শুধু কণ্ঠস্বর থেকে বুঝতে পারলাম না সত্যিই প্রশ্নটা করলো নাকি সন্দেহ করে জানতে চাইলো।

"চমৎকার মহিলা সে," বললাম আমি, "তোমার সাথে ওর পরিচয় হওয়া দরকার। ভালো জমবে তোমাদের। আগামিকাল সিনেমা দেখতে যাচ্ছি আমরা। ডিনারের জন্য ধরে নিয়ে আসবো নাকি ওকে?"

"আমি সিনেমাতে আমন্ত্রিত নই?" জানতে চাইলো সে।

"সুস্বাগতম তোমাকে।" ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর মুখে চুমু খেলাম, "কিন্তু ও সন্ড্রা বুলোকের একটা মুভি দেখতে যাচ্ছে, কাজেই..."

"আর বলতে হবে না। সিনেমা শেষ হলে আমাদের এখানে নিয়ে এসো ওকে।" বলল সে। আমার কোমরের নিচে হাত চলে গেছে তার, আল্‌তো করে চেপে ধরেছে ওখানে।

ওয়াইন ঢেলে বাগানে বের হয়ে আসলাম। গোড়ালি ডুবে আছে ঘাসে।

"বিবাহিতা সে?" জানতে চাইলো স্কট।

"টেরা? না, সিঙ্গেল।"

"বয়ফ্রেন্ড নেই?"

"উম, আমার মনে হয় না।"

"গার্লফ্রেন্ড?" চোখ নাচিয়ে জানতে চাইলো সে, **হাসলাম আমিও। "বয়স কেমন হবে তার?"**

"চল্লিশের মতো।"

"এই বয়সেও একা একা থাকে? দুঃখজনক না?"

"হুঁ, একাকি বলা চলে তাকে।"

"একাকি মানুষগুলো তোমাকে টানে বেশি, তাই না?" জানতে চাইলো সে। "তাহলে মহিলার কোন বাচ্চাকাচ্চাও নেই?"

জানি না আমার কল্পনা কি-না, তবে মনে হলো একটা ঝগড়া শুরু হতে যাচ্ছে। ওর কণ্ঠস্বর ধারালো হয়ে উঠেছে। সন্তানাদির প্রসঙ্গ আসলেই এমনটা হয় দেখেছি। ঝগড়া করার কোন মুড নেই আমার, কাজেই উঠে দাঁড়ালাম, তারপর ওকে গ্লাস নিয়ে আসতে বললাম। আমরা বেডরুমে যাবো।

আমাকে অনুসরণ করে আসছে সে। সিঁড়ি পর্যন্ত এসে সব পোশাক খুলে ফেললাম। বেডরুমে পৌঁছে আমাকে ধাক্কা দিয়ে বিছানায় ফেলে দিলো। এই মুহূর্তে আমার মস্তিষ্কে স্কট নেই, কিন্তু সেটা কোন ব্যাপার নয়। ও তো আর জানে না এটা।

ও মনে করলো শুধু তার কথাই ভাবছি আমি।

BanglaBook.org

র‍্যাচেল

• • •

সোমবার, ১৫ই জুলাই, ২০১৩

সকাল

ফ্ল্যাট থেকে বের হচ্ছি, পেছন থেকে ডাক দিলো ক্যাথি। শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো আমাকে, এক মুহূর্তের জন্য ভেবেছিলাম মত পরিবর্তন করেছে সে। আমাকে হয়তো লাথি মেরে এই বাড়ি থেকে বের করে দিচ্ছে না শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আমার হাতে আলগোছে একটা টাইপরাইটার দিয়ে লেখা কাগজ ধরিয়ে দিলো সে। আমার বিদায় হওয়ার আনুষ্ঠানিক নোটিশ। ঘর ছেড়ে দেওয়ার একটা তারিখও আছে দেখা গেলো। আমার চোখে চোখ রাখতে পারলো না বেচারি। মায়া হলো তার জন্য, আসলেই।

"তোমার সাথে এমনটা করতে খুব খারাপ লাগছে আমার," দুঃখি একটা হাসি দিয়ে বলল সে, "সত্যিই লাগছে, র‍্যাচেল।"

খুবই অদ্ভুত মনে হলো পুরো ব্যাপারটা। আমরা হলওয়েতে দাঁড়িয়ে আছি, আমার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার পরও অসুস্থ একটা গন্ধ আসছে সিঁড়ির কাছ থেকে। কান্না পেলো আমার, কিন্তু ক্যাথির মন এতে আরও বেশি খারাপ হয়ে যাবে। তাই কাঁদতে পারলাম না। ফূর্তির সাথে হাসছি এমন ভঙ্গিতে দাঁত বের করলাম।

"আরে, কোন ব্যাপার না। সত্যিই কোন সমস্যা নেই," বললাম তাকে। যেন আমাকে ছোটখাটো কোন সাহায্য করার অনুরোধ জানিয়েছে সে।

ট্রেনে উঠে বসার পর চোখে জল চলে এলো। লোকজন আমাকে দেখছে কি-না তা নিয়ে ভাবলাম না। তাদের মনে কি চলছে আমার জানা আছে। হয়তো আমার কুকুর গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে। অথবা মরণঘাতি কোন রোগ ধরা পড়েছে ডায়াগনসিসে। অথবা আমি একজন বাঁজা, তালাকপ্রাপ্তা মহিলা, আর কটা দিন পর যার মাথার ওপর একটা ছাদও থাকবে না!

জঘন্য একটা পরিস্থিতি। আমি এখানে এলাম কি করে তা ভেবে বের করার চেষ্টা করলাম। কোথা থেকে শুরু হয়েছিলো আমার পতন? কোন সিদ্ধান্তে এসে ভুল দিকে মোড় নিয়েছিলাম আমি? যখন টমের প্রেমে পড়েছিলাম তখন?

না, তখন আমি মুষড়ে পড়েছিলাম খুব। বাবার মৃত্যুর বেশিদিন পরের কথা নয় এসব। আমাকে টম রক্ষা করেছিলো একরকম।

তাহলে? বিয়ের সিদ্ধান্তটা কি ভুল ছিলো? না, আমরা তখন ভাবনাহীন প্রেমের সমুদ্রে হাবুডুবু খাওয়া এক নবদম্পতি। সমস্যা ওখানে ছিলো না। তাহলে তেইশ নম্বর বাড়িটিতে ওঠাই কি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল পদক্ষেপ? না, মনে হয়। এখনও মনে পড়ে কি উত্তেজিতই না ছিলাম নিজেদের বাড়িতে ওঠা নিয়ে।

BanglaBook.org

প্রথম দিন জুতো খুলে হাতে নিয়ে কাঠের মেঝেতে উঠেছিলাম। আরামদায়ক উষ্ণতা অনুভব করছিলাম পায়ের পাতায়। প্রথম কয়েকটা দিন পার করেছিলাম শূন্য ঘরগুলোর কোথায় কোন ফার্নিচার বসবে সেটা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করে। আমি আর টম কতো পরিকল্পনা করছিলাম। ফুলের বাগানে কি কি চারা লাগানো হবে। এই ঘরের রঙ কি হবে। বাবুর ঘর কোনটা হবে।

হয়তো এটাই সেই মুহূর্ত যেখান থেকেই সবকিছু ভুল দিকে যেতে শুরু করেছিলো। ঠিক যে মুহূর্ত থেকে আমাদের আর দম্পতি হিসেবে দেখিনি, দেখেছি একটা পরিবার হিসেবে। স্বীকার করছি, ওটা ছিলো ভুল। আমার মাথায় তখন অনেক ছবি এসেছিলো, তাতে আমরা দু-জন ছিলাম না, ছিলো আমাদের অনাগত সন্তানও।

এখানেই কি টম আমার থেকে দূরে সরে গেছিলো? ওকে আমি একটা বিশেষ অনুভূতি চাপিয়ে দিয়েছিলাম। বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আমরা দু-জন কখনই যথেষ্ট হবো না। সে বুঝেছিলো আমার জন্য শুধুমাত্র সে যথেষ্ট নয়।

নর্থকোট পার হওয়ার আগ পর্যন্ত চোখের পানি ফেললাম আমি, তারপর সামলে নিলাম নিজেকে। চোখ মুছে একটা লিস্ট বানালাম ক্যাথির দেওয়া কাগজটার উল্টোপিঠে।

হলবর্ন লাইব্রেরি ভ্রমণ
মাকে ইমেইল করা
মার্টিনকে ইমেইল করা, রেফারেন্স চাইবো?
সেন্ট্রাল লন্ডন বা অ্যাশবুরিতে একটা 'ডাবল-এ' মিটিং খুঁজে বের করা।
ক্যাথিকে জানাবো আমার চাকরি চলে গেছে?

ট্রেন যখন সিগন্যালে থেমে গেলো, জেসনকে ছাদে দেখলাম। নিচের দিকে তাকিয়ে আছে, লাইনের দিকে। এক সেকেন্ডের জন্য মনে হলো সরাসরি আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। অদ্ভুত একটা শিহরণ টের পেলাম, মনে হলো আমাকে দেখছে সে। কল্পনা করলাম আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে জেসন। কোন এক অদ্ভুত কারণে ভয় লাগলো খুব।

ঘুরে দাঁড়ালো ও, এগিয়ে গেলো আমাদের ট্রেন।

সন্ধ্যা

ইউনিভার্সিটি কলেজ হাসপাতালের ইমার্জেন্সি রুমে বসে আছি। গ্রেস ইন রোড পার হতে গিয়ে ট্যাক্সির তলে পড়েছিলাম। বেশি গিলিনি আজ, তা-ও কিভাবে যেন ঘটে গেলো দুর্ঘটনা। ডান চোখের ওপরের ক্ষতচিহ্নটা সুন্দর করে সেলাই করে দিলো মাথা নষ্ট করা সুদর্শন এক ডাক্তার। সেলাই শেষ করে মাথার ক্ষতটার দিকে নজর পড়লো তার।

BanglaBook.org

"নতুন নয় ক্ষতটা।" তাকে জানালাম।

"যথেষ্ট নতুন বলেই মনে হচ্ছে," বলল সে, "আজকের নয় অবশ্য। কি ব্যাপার বলুন তো, যুদ্ধে নেমেছেন নাকি?"

"গাড়িতে উঠতে গিয়ে মাথায় বাড়ি লেগেছিলো।"

বেশ কয়েক সেকেন্ড ধরে মাথার ক্ষতচিহ্নটা দেখলো সে, তারপর সন্দেহগ্রস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো, "তাই নাকি?" আমার চোখে তাকালো, "তেমন মনে হচ্ছে না। কিছু দিয়ে আপনাকে মেরেছে কেউ।"

ঠাণ্ডা হয়ে এলো আমার ভেতরটা। গতকাল থেকেই মনে হচ্ছিলো কারও আঘাত এড়াতে চেষ্টা করছি আমি, মাথা নিচু করে ওপর দিয়ে চলে যেতে দিচ্ছি কোন অস্ত্র। হাত দিয়ে ঠেকানোর চেষ্টা করছি। এগুলো তাহলে বাস্তব ঘটনা?

ডাক্তার আরও কাছ থেকে দেখলো ক্ষতটা, "ধারালো কিছু দিয়ে, খাঁজকাটা কিছু।"

"না।" শক্ত গলায় বললাম, "গাড়িতে লেগেছিলো। ঢুকতে গিয়ে ছাদে মাথা ঠুকে গেছিলো আমার।" তাকে নয়, আমার নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আমি।

"বেশ তো।" সুন্দর করে হাসলো সে, এক পা পিছিয়ে গেছে। সামান্য একটু ঝুঁকে আমার চোখে চোখ রাখলো, "আপনি কি ঠিক আছেন এখন," হাতের নোটগুলো দেখে আমার নামটা বের করলো, "র‍্যাচেল?"

"হ্যা।"

লম্বা একটা সময় আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো সে। একফোঁটা বিশ্বাস করেনি আমার কথা। চিন্তায় পড়ে গেছে নিঃসন্দেহে। ধরেই নিয়েছে স্বামিপ্রবর পেটায় আমাকে।

"বেশ। তবে আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি ক্ষতটা। নোংরা হয়ে আছে। কাউকে ফোন করার আছে? আপনার স্বামিকে করতে পারেন?"

"আমি ডিভোর্স্ড।" জানিয়ে দিলাম তাকে।

"আর কাউকে?" পাত্তাও দিলো না আমি ডিভোর্স্ড কি-না।

"আমার বান্ধবিকে। আমার জন্য চিন্তা করবে ও।"

ক্যাথির নাম আর নাম্বার দিলাম। ক্যাথি আমার জন্য মোটেও চিন্তা করবে না। তাছাড়া বাড়ি ফেরার সময়ও হয়নি এখন। একটা আশাতেই নাম্বার দিলাম, আমার অবস্থা শুনে ওর যদি একটু মায়া হয়! আমাকে যাতে তাড়িয়ে না দেয়। আমার মনে হলো ট্যাক্সির সাথে অ্যাকসিডেন্ট করেছি শুনলেও ও বলবে মদ খেয়ে এসব ঘটিয়েছি। ডাক্তাররা একটা সার্টিফিকেট দিতে পারে না? মদ আমি খাইনি তা প্রমাণ করা যেত তাহলে। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে সুন্দর করে হাসলাম। কিন্তু আমার দিকে মনোযোগ নেই তার, হাতের কাগজে কিছু একটা লিখছে।

আমার দোষেই ঘটেছিলো দুর্ঘটনা, ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দোষ দেওয়া চলে না

BanglaBook.org

মোটেও। হঠাৎ করে ডানদিকে পা বাড়িয়েছিলাম...সত্যি কথা বলতে ডানদিকে দৌড়েছিলাম আমি। একদম ট্যাক্সির সামনে এসে পড়েছিলাম তখন। কেন দৌড়েছিলাম তাও মনে পড়লো না আমার। কোথায় যাচ্ছিলাম দৌড়ে তা-ও জানি না। কেন কাজটা করলাম এখনও বুঝতে পারছি না। নিজেকে নিয়েও ভাবছিলাম না আমি। ভাবছিলাম জেসের কথা। তার আসল নাম জেস নয়। মেগান হিপওয়েল। খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না তার।

লাইব্রেরিতে গিয়ে মাত্রই মাকে ইমেইল করেছিলাম (আমার অবস্থা নিয়ে কিছু লিখিনি সেখানে। মায়ের মন মেজাজ কেমন সেটা জানার জন্য একটা মেইল শুধু। এই মুহূর্তে আমার প্রতি তার মাতৃস্নেহ কতোটা উপচাচ্ছে তা জানার জন্য) ইয়াহু অ্যাকাউন্ট থেকে। লগ আউট করার পর ইয়াহুর প্রথম পাতা বের হয়ে পড়লো। বেশ কিছু খবর ছিলো সেখানে, আর একটা নোটিশ : হারানো বিজ্ঞপ্তি।

পোস্টকোড লিখে দিয়েছে তারা, ওটাতেই আমার চোখ আটকায় প্রথমে। পরিচিত পোস্টকোড, আমার পোস্টকোড! তার নিচে মহিলার একটা ছবি। জেস। আমার জেস, নিখুঁত সোনালিচুলো। হেডলাইনের ঠিক পাশে তার ছবি। পরিচয় দেওয়া হয়েছে 'উইটনির মেয়ে' বলে।

প্রথমে আমি বুঝিনি বিষয়টা। আরও একবার ভালো করে দেখে নিশ্চিত হলাম, ঠিক যেমন কল্পনা করেছিলাম তেমনই ওর চেহারা। নিচে স্টিট নাম্বার দেখে শতভাগ নিশ্চিত হয়ে গেলাম ব্যাপারটা।

বাকিংহ্যামশায়ার পুলিশের উদ্বেগ প্রতিমুহূর্তে বাড়ছে, ঊনত্রিশ বছরের এক মহিলা হারিয়ে গেছে, নাম মেগান হিপওয়েল, উইটনির ব্লেনহাইম রোডে থাকতেন। তাকে শেষ দেখেছিলেন স্বামি স্কট হিপওয়েল। তিনি জানিয়েছেন শনিবার রাত সাতটার দিকে এক বান্ধবির সাথে দেখা করার জন্য বের হয়েছিলো মেগান। তার উধাও হয়ে যাওয়ার বিষয়টা ভদ্রমহিলার চরিত্রের সঙ্গে মোটেও যায় না বলে জানিয়েছেন মি. হিপওয়েল। মিসেস হিপওয়েলের পরনে ছিলো জিন্স আর লাল-টিশার্ট। তার সম্পর্কে যে কোন তথ্য যদি কেউ জেনে থাকেন, দয়া করে বাকিংহ্যামশায়ার পুলিশের কাছে জানিয়ে দিন।

হারিয়ে গেছে ও। জেস হারিয়ে গেছে? মেগান হারিয়ে গেছে শনিবার থেকে। গুগলে সার্চ করে দেখলাম। খবরটা *উইটনি আরগাসেও* এসেছে। কিন্তু এর চেয়ে বেশি তথ্য দিলো না কেউ। সকালে জেসনকে ছাদে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম, মনে পড়ে গেলো। দ্রুত আমার ব্যাগটা তুলে নিয়ে বের হয়ে এসেছিলাম লাইব্রেরি থেকে। এরপরই রাস্তায় নেমে ধাক্কা খেলাম হতচ্ছাড়া এক কালো ক্যাবের সঙ্গে।

"র‍্যাচেল? র‍্যাচেল?" চমৎকার চেহারার ডাক্তারটি বলল, "আপনার বান্ধবি এসে পড়েছেন।"

BanglaBook.org

মেগান

• • •

বৃহস্পতিবার, ১০রা জানুয়ারি, ২০১৩

সকাল

মাঝে মাঝে কোথাও যেতেও ইচ্ছে করে না। মনে হয় আর কোনদিন ঘরের বাইরে একটা পা না রাখতে পারলেও ভালো হতো। চাকরি করা মিস্ করি না আর, স্কটের সাথে নিরাপত্তা আর উষ্ণতায় ডুবে থাকতে চাই বিঘ্নহীনভাবে।

আবহাওয়াটা ঠাণ্ডা আর জঘন্য, কাজে আসলো দুটোই। অঝোর বৃষ্টি আমার পক্ষে কাজ করলো। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ঝড়েই চলেছে। ঝড়ো বাতাস গাছের ফাঁকে গর্জন করে যাচ্ছে। এত জোরে, ট্রেনের শব্দও শোনা যাচ্ছে না। নিরুদ্দেশ যাত্রার জন্য আমাকে টানতে পারছে না ঝকঝক শব্দ।

আজকে আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে না, রাস্তা ধরে হাটতে পর্যন্ত না। এখানে বসে থাকতে চাই আমি, আমার স্বামির সঙ্গে গর্তবাসি হবো। টিভি দেখবো, আইসক্রিম খাবো, ফোন করে ওকে অফিস থেকে দ্রুত চলে আসতে বলবো যাতে বিকেলে সেক্স করতে পারি আমরা।

তারপরে বের হতে হবে অবশ্য, আজকে কামালের সাথে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। স্কটের ব্যাপারে কথা বলেছি তার সাথে। আমার জীবনের ভুল দিকগুলো খুলে বলেছি তাকে। স্ত্রি হিসেবে আমার ব্যর্থতার কথা জানিয়েছি। কামাল বলেছে নিজেকে সুখি করার জন্য কোন একটা পথ বেছে নিতে হবে আমাকে। বাইরের পুরুষের কাছে সুখ খুঁজলে চলবে না আমার। কথাটা সত্য সেটা আমি জানি। মাঝে মাঝে কিছু মুহূর্তের জন্য বিশ্বাস হয়ও। তারপর মনে হয় চুলোয় যাক সব, জীবনটা খুব ছোট।

শেষবার পারিবারিক ছুটি কাটাতে গেছিলাম সান্তা মার্গারিটাতে। ইস্টারের স্কুল হলিডে ছিলো। আমার তখন মাত্র পনেরো বছর বয়স, সৈকতে এক লোকের সাথে পরিচয় হয়েছিলো সেখানে। আমার দ্বিগুণ বয়স হবে তার। ত্রিশের ঘরে। চল্লিশের ঘরেও হতে পারে। পরের দিকে আমার সাথে নৌকাভ্রমণে যেতে আমন্ত্রণ জানালো সে। আমার সাথে বেনও ছিলো, তাকেও দাওয়াত দিলো লোকটা। তবে রক্ষণশীল বড়ভাই আমার, বেন বলল আমাদের যাওয়া ঠিক হবে না।

লোকটাকে বিশ্বাস করতে পারেনি সে। তার কাছে লোকটাকে মনে হয়েছিলো থলথলে বুকে হাটা এক প্রাণি। খুব ভুল কিছু বলেনি সে অবশ্যই। কিন্তু আমার রাগ উঠে গেছিলো। আবার কবে কোন ধনী লোকের প্রাইভেট ইয়টে করে লিগুরিয়ান সি-

BanglaBook.org

তে নৌবিহার করতে পারবো আমরা? বেন বলেছিলো আমরা এমন সুযোগ আরও অনেক পাবো। আমাদের জীবন অ্যাডভেঞ্চারে ভরে যাবে। তারপর আমরা সেই লোকের ইয়টে উঠিনি। আর সেই গ্রীষ্মেই বেন মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এ-টেন হাইওয়েতে মারা গেলো। এরপর আমাদের আর নৌবিহারে যাওয়া হয়নি।

আমাদের একসাথে থাকাটা মিস করি আমি। আমি আর বেন, আমরা ছিলাম নির্ভিক।

কামালকে বেনের ব্যাপারে সবকিছুই বলেছি। এখন অন্য কিছুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কথাবার্তা। সত্যটার দিকে। ম্যাকের সাথে আগে-পরে কি ঘটেছে। কামালকে বলা অবশ্য নিরাপদ। পেশেন্ট কনফিডেনশিয়ালিটির কারণে কাউকে বলতে পারবে না সে।

অন্তত আমার ধারণা, সে বলবে না। তাকে বিশ্বাস করি আমি, সত্যিকারের বিশ্বাস। কিন্তু এটা আসল কারণ নয়। পুরো সত্যটা তাকে না জানানোর পেছনে প্রকাশ হওয়ার ভয়টা মূল কারণ নয়। সে তথ্যটা দিয়ে কি করবে সেই ভয়ও নয়। সে আমাকে কি ভাববে সেটাও নয়। স্কটের জন্য বলতে পারছি না আমি। আমার মনে হচ্ছে স্কটকে ঠকানো হচ্ছে। স্কটকে বলতে পারবো না এমন কোন কথা যদি কামালকে বলে ফেলি, সেটা তাকে ঠকানোরই নামান্তর।

অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকতাগুলো খুবই সামান্য ঘটনা। কেন যেন এই লুকোলুকির ব্যাপারটাই আমাকে বেশি যন্ত্রণা দিচ্ছে। কারণ, অতীতের ওই ঘটনাগুলো খেলা নয়। আমার জন্য খুব বেশি বাস্তব। আর আমার জন্য বাস্তব কিছু আমি স্কটকে বলতে পারছি না? কামালকে বলছি?

এখনও আমি নিজেকে ধরে রেখেছি। যা অনুভব করছি তা আমি বলতে পারছি না। আমি জানি থেরাপির উদ্দেশ্যই এটা। তারপরও পারছি না। সবকিছু অস্পষ্ট রাখতে হবে আমাকে। প্রতিটা পুরুষকে বিভ্রান্তিতে রাখতে হবে। প্রেমিক আর প্রাক্তন প্রেমিক–সবাইকে। কিন্তু আমার কাছে এগুলো ব্যাপার নয়। তাদের পরিচয় আমার কাছে কোন অর্থ বহন করে না। তারা আমাকে কেমন অনুভব করায় সেসব ধর্তব্যের মধ্যে রাখি না আমি। আসল জিনিসটা দিতে পারে না কেউ। শ্বাসরোধ করা, ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত একধরণের আবেগ চাই আমি। কেন পাই না? তারা ওসব কেন দিতে পারে না?

মাঝে মাঝে দিতে পারে অবশ্য। আবার মাঝে মাঝে শুধু স্কটকে চাই আমি, আর কাউকে নয়। এই অনুভূতিটা ধরে রাখার কোন উপায় যদি আমার জানা থাকতো, এই মুহূর্তে যেমনটা লাগছে আমার। যদি ছোট্ট এই মুহূর্তে মনোযোগ দিতে পারতাম, উপভোগ করতে পারতাম, পরের পরিবর্তনটা কেমন আসবে তা নিয়ে না ভাবতে পারতাম, তাহলে হয়তো সব কিছু ঠিক থাকতো।

BanglaBook.org

কামালের সাথে থাকা পুরো সময়টা মনোযোগ অখণ্ড রাখতে হবে আমাকে। কাজটা কঠিন। আমার দিকে সিংহের মতো চোখদুটো দিয়ে তাকিয়ে আছে ও, দু-হাত কোলে রাখছে মাঝে মাঝে, লম্বা পা দুটো হাটুর কাছে ভাঁজ করে আছে, এখানে আমরা একা। আমরা দু-জন মিলে এই একাকিত্বের সুযোগে কি কি করতে পারি তা কল্পনা থেকে সরিয়ে রাখাটা খুবই কঠিন কাজ।

মনোযোগ ধরে রাখতে হবে আমাকে। বেনের শেষকৃত্যের পর কি ঘটেছিলো তা নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা। বাড়ি থেকে বের হয়েও গেছিলাম আমি, ইপসুইচে ছিলাম কিছুদিন। সেখানেই প্রথমবারের মতো ম্যাকের সাথে দেখা হয় আমার। পাব বা আর কিছুতে কাজ করতো সে। আমাকে বাড়ি ফেরার পথে তুলে নিয়েছিলো। আমার জন্য মন খারাপ হয়েছিলো তার।

"সে আমার কাছে ওসব চায়নি...জানেনেই তো কিসের কথা বলছি।" হাসলাম আমি, "ওর ফ্ল্যাটে এসে টাকা চেয়ে বসলাম। আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিলো যেন পাগল হয়ে গেছি একদম। ওকে বললাম আমার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করলো না। ষোলোতম জন্মদিনের জন্য অপেক্ষা করলো সে। ততদিনে বাড়ি পাল্টেছে, হল্কহামের কাছে একটা বাড়িতে উঠেছে। কানাগলির শেষ মাথায় এক পাথুরে কটেজ, চারপাশে কিছু জমি ছিলো। সৈকত থেকে আধমাইল দূরে মাত্র। জায়গাটার একপাশ দিয়ে পুরনো এক রেললাইন ছিলো, আমরা প্রচুর সিগারেট খেতাম তখন। রাতগুলো জেগে থাকতাম, মাঝে মাঝে কল্পনা করে নিতাম লাইনটা দিয়ে ট্রেন আসছে। কল্পনাটুকু আমাকে এত পেয়ে বসেছিলো, আসলেই ট্রেন আসছে কি-না দেখার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়ে যেতাম মাঝে মাঝে। ট্রেনের আলো দেখার চেষ্টা করতাম।"

চেয়ারে নড়ে উঠলো কামাল। কিছু বলল না, মাথা দোলাল শুধু। আমাকে কথা বলে যাওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে।

"ওখানে ম্যাকের সাথে আমি সুখি ছিলাম। একাকি ওর সাথেই থাকতাম, গড, তিন বছর ছিলাম ওর সাথে। শেষে যখন আমি বের হয়ে আসি, আমার বয়স ঊনিশ। ঊনিশ..."

"আপনি সুখি ছিলেন। তাহলে ছেড়ে আসলে কেন ওকে?" জানতে চাইলো সে। আমরা চলে এসেছি প্রসঙ্গটায়। যতটা ভেবেছিলাম তার আগেই চলে এসেছি। সময় পাবো ভেবেছিলাম, নতুন কিছু বানিয়ে বলার মতো সময়। এখন পাচ্ছি না। খুব দ্রুত হয়ে গেলো বিষয়টা।

"ম্যাক আমাকে ছেড়ে গেছিলো। মন ভেঙে দিয়েছিলো আমার।" কথাটা সত্যি। কিন্তু মিথ্যাও। ওকে পুরো সত্যটা বলার মতো প্রস্তুত হতে পারিনি এখনও।

BanglaBook.org

ফিরে আসলাম যখন, বাড়িতে স্কট ছিলো না। ল্যাপটপ বের করে গুগল করলাম প্রথমবারের মতো, গত দশ বছরে প্রথম। ওকে পাওয়া গেলো না অবশ্য। কয়েকশ ক্রেইগ ম্যাককেঞ্জি আছে পৃথিবীতে। তাদের কেউ আমার ম্যাক বলে মনে হলো না।

শুক্রবার, ৮রা ফেব্রুয়ারি
সকাল

বনের মধ্যে হাটছি। ভোরের আলো ফোটার আগেই বের হয়েছিলাম। দোয়েলের ডাক ছাড়া পুরো এলাকাটা নিস্তব্ধ। ওরা আমাকে দেখছে, টের পেলাম। গুটির মতো চোখ মেলে দেখছে আমাকে, হিসেব করছে। দোয়েলরা নাকি খবর নিয়ে আসে। একটা দোয়েল মানে দুঃখ, দুটো হলে খুশির খবর, তিনটে মানে একটি মেয়ে, চারটে দোয়েলের অর্থ একটি ছেলের জন্ম হবে, পাঁচটি হলে রূপা, ছয়টি হলে সোনা। সাতটা হলে এক গোপন খবর যেটা কাউকে বলা যাবে না। আর আমার কাছে এমন খবর প্রচুর আছে।

স্কট এখানে নেই, সাসেক্সে একটা কোর্স করতে গেছে। গতকাল সকালে বের হয়েছে, আজ রাতের আগে ফিরবে না। মানে মধ্যবর্তি সময়টা আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি। ওকে আগেই বলেছিলাম আজকের সেশনের পর টেরার সাথে সিনেমা হলে যাবো। ফোন হয়তো বন্ধ থাকবে। টেরার সাথেও কথা বলে নিয়েছি। সে জানে স্কট আমাকে খুঁজতে পারে। এবার আমাকে প্রশ্নটা করেই ফেললো ও, ঠিক কি করছি আমি। চোখ টিপে হাসলাম। টেরাও হাসলো আমার সাথে। তাকে আমার একাকি মনে হয় খুব, হয়তো জীবনে একটু লুকোচুরি থাকাটা তার কাছে কোন পাপ নয়।

কামালের সাথে আজকের সেশনে স্কট আর আমার ল্যাপটপের কথা তুললাম। এক সপ্তাহ আগে ঘটেছে ব্যাপারটা। আমি ম্যাকের ব্যাপারে খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেছি। ও কোথায় আছে কি করছে এইসব বের করার চেষ্টা করেছি। ইন্টারনেটে আজকাল সবার ছবিই পাওয়া যায়। ওর মুখটা দেখার ইচ্ছে ছিলো আমার। কয়েকভাবে সার্চ করেছি ওর নাম। কিন্তু খুঁজে পাইনি ওকে। সেদিন সকাল সকাল বিছানায় গেছি, স্কট জেগে ছিলো। টিভি দেখছিলো। আমার ব্রাউজার হিস্টোরি ডিলিট করতে ভুলে গেছিলাম আমি। বোকার মতো ভুল করেছি। আমার কম্পিউটার বন্ধ করার আগে শেষ কাজ ওটাই করে থাকি। যেটা নিয়েই ব্রাউজারে সার্চ করি না কেন তা ব্যাপার নয়, হিস্টোরি ডিলিট করতেই হবে, এটাই আমার রুটিন। স্কট অবশ্য তারপরও আমার কাজগুলো খুঁজে বের করতে পারে। টেকনোলজির দিক থেকে সে যথেষ্ট দক্ষ। কিন্তু ওসবে সময় লাগে প্রচুর। সাধারণত এত ঝামেলা করতে যায় না সে।

BanglaBook.org

যাই হোক, সেদিন ডিলিট করতে ভুলে গেছিলাম আমি। পরের দিন প্রবল ঝগড়া হলো আমাদের। কালশিটে ফেলার মতো ঝগড়াগুলোর একটা। ও জানতে চাইছিলো ক্রেইগ ম্যাক কে, তার সাথে কতদিন ধরে আমার পরিচয়, কোথায় দেখা হয়েছিলো আমাদের, আমার জন্য সে কি এমন করেছে যা স্কট করেনি? আমি ওকে এবার উত্তর দিয়েছিলাম, ম্যাক আমার পুরনো দিনের বন্ধু। যেটা আরও খারাপের দিকে নিয়ে গেলো ঝগড়াটা।

এমন সময় চট করে প্রশ্ন করলো কামাল, আমি কি স্কটকে ভয় পাই? হঠাৎ করেই মেজাজটা খারাপ হয়ে গেলো আমার।

"ও আমার স্বামি।" হিসিয়ে উঠে বললাম আমি, "অবশ্যই তাকে ভয় পাই না আমি।"

কামালকে দেখে মনে হলো ধাক্কা খেয়েছে একটা। আসলে ধাক্কাটা ও নয়, আমি খেয়েছি। নিজের রাগের পরিমাণ দেখে নিজেই অবাক হয়েছি। স্কটের পক্ষে সাফাই দিতে এতটা তৎপর আমি?

"অনেক মহিলাই তাদের স্বামিকে ভয় পায়, মেগান।" একটা কিছু বলতে গেলাম, এক হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিলো সে, "যেমন আচরণ আপনি বলছেন, আপনার ল্যাপটপ চেক করা, ইমেইল পড়া, ইন্টারনেট ব্রাউজার হিস্টোরি ঘাটা, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে সবাই এটা করে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এটা স্বাভাবিক নয়, মেগান। এই পর্যায়ে কারও প্রাইভেসিতে হানা দেওয়া স্বাভাবিক না। ইমোশনাল অ্যাবিউজের মধ্যে পড়ে এসব।"

এতেঠই নাটকিয় শোনাচ্ছিলো ওর কথা, হেসে ফেললাম। "এটা কোন অ্যাবিউজ না।" ওকে বললাম, "যার জিনিসপত্র ঘাঁটা হচ্ছে সে মাইন্ড না করলে কিভাবে অ্যাবিউজ হয়? আর আমি মাইন্ড করি না।"

আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো সে, কিছুটা দুঃখি হাসি, "আপনার কি মনে হয় না মাইন্ড করা উচিত?"

কাঁধ ঝাঁকালাম, "হয়তো। কিন্তু করি না যে। আসলে ওর খুব হিংসা। আমাকে দখল করে রাখতে চায়। ও এরকমই। এজন্য ওকে ভালোবাসবো না, তা তো না। আর কিছু ঝগড়া থাকে যেগুলো না করাই ভালো। আসলে, এটা কোন ব্যাপার না কারণ আমি সাধারণত সাবধানেই থাকি। সব কিছু এমনিতেই মুছে রাখি।"

দেখা যায় না এমনভাবে দু-পাশে মাথা নাড়লো সে।

"আমার মনে হয় না আমাকে বিচার করার মতো কোন অবস্থান আপনার আছে।" বলতেই হলো তাকে।

সেশন শেষ হওয়ার পর ওকে প্রস্তাব দিলাম আমার সাথে এক গ্লাস খাবে কি-না। ও বলল এটা ঠিক হবে না। অশোভন দেখাবে।

BanglaBook.org

কাজেই ওর পিছু নিয়ে বাড়ি পর্যন্ত গেলাম। প্র্যাকটিসের ওখান থেকে বরাবর রাস্তা ধরে এগুলেই তার ফ্ল্যাট। ওর দরজায় মৃদু টোকা দিলাম। দরজা খুলে গেলো।

জানতে চাইলাম, "এটা কি শোভনিয়?"

ঘাড়ের পেছনে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কাছে টানলাম ওর মাথা, চুমু খেলাম ঠোঁটে।

"মেগান," ও বলল, মখমলের মতো গলায়, "এমন কোরো না। আমি পারবো না এসব করতে। কোরো না এমন।"

সূক্ষ্ম একটা টান। লালসা আর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দ্বন্দ্ব। অনুভূতিটা চলে যাক চাচ্ছিলাম না। ওটাকে ধরে রাখার জন্য মরিয়া হয়ে ছিলাম আমি।

সকালের দিকে ঘুম ভেঙে গেলো আমার। মাথা ঘুরছিলো, অনেকগুলো ঘটনা সেখানে। চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারলাম না। জেগে উঠলাম একাকি। নেওয়ার মতো কতগুলো সুযোগ আছে তা বিবেচনা করলাম। তারপর পোশাক পরে হাটতে বের হলাম।

এরপর নিজেকে বনের মধ্যে আবিষ্কার করলাম আমি। হাটছি আর ভাবছি। কামালের বলা কিছু কথা মাথায় ঘুরছে। সে বলেছিলো প্রলোভন আর মুক্তি, দুটোর একটা বেছে নিতে হবে আমাকে। কিছু একটার অভাব বোধ করছি আমি, কি সেটা? যদি সে জিনিস কোনদিনও পাওয়া সম্ভব না হয়?

ফুসফুসের ভেতর বাতাসটুকু খুব ঠাণ্ডা মনে হলো। আঙুলের ডগাগুলো নীল হয়ে এসেছে। মনের একটা অংশ চাইছিলো ওখানেই, পাতার বিছানায় শুয়ে পড়তে। ঠাণ্ডা এসে আমাকে নিয়ে যাক। তবে শুতে পারলাম না। যাওয়ার সময় হয়েছে। ব্রেনহাইম রোডে পৌছাতে পৌছাতে নয়টা বেজে গেলো।

মোড়ে পৌছাতেই দেখা হয়ে গেলো মহিলার সাথে। ট্রলির ভেতর তার মেয়ে ঠেলে ঠেলে আনছে ওকে। প্রথমবারের মতো বাচ্চাটিকে শান্ত হয়ে বসে থাকতে দেখলাম। আমাকে দেখে মৃদু মাথা দোলাল সে, ছোট্ট আর দুর্বল একটা হাসি উপহার দিলো। অন্য যেকোন সময় হলে ভদ্রতার খাতিরে পাল্টা হাসি দেবার ভান করতাম আমিও, তবে আজ পারলাম না। আজ সকালে নিজের প্রকৃত সত্তায় ঢুকে পড়েছি বলে মনে হচ্ছে। নেশাগ্রস্তের মতো লাগলো নিজেকে, চাইলেও কপট ভদ্রতা করতে পারবো না এখন।

বিকেল

বিকেলের দিকে ঘুমিয়ে গেছিলাম। ঘুম ভাঙল জ্বর, আতঙ্ক আর অপরাধবোধ নিয়ে। সত্যিই অপরাধি মনে হলো নিজেকে, তবে যথেষ্ট অপরাধি নয়। গতকাল মাঝরাতে চলে গেছিলো সে। আরেকবারের মতো বলছিলো এমনটা করতে পারবে না আর।

BanglaBook.org

এটাই শেষবার। একদম শেষবার এটা। পোশাক পরছিলো, জিন্স পায়ে গলাচ্ছে তখন, আমি হাসলাম। আগেও সে বলেছে ওই কথা। এর আগের বার, তারও আগের বার। তারও তার আগেরবার। আমার দিকে একটা দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলো সে, ঠিক রাগ নয়, একধরণের হুশিয়ারি।

অস্বস্তি লাগছে আমার, বাড়ির ভেতরেই পায়চারি করলাম। স্থির হতে পারছি না, মনে হচ্ছে আমি যখন ঘুমিয়েছিলাম আর কেউ এসেছিলো এখানে। কোন কিছুই তার জায়গা থেকে সরেনি, কিন্তু বাড়িটা দেখতে অন্যরকম মনে হচ্ছে এখন। যেন কেউ স্পর্শ করেছে সবকিছু। চোখে না পড়ার মতো সামান্য সরিয়েছে জিনিসপত্র। মনে হচ্ছিলো কেউ একজন ঢুকেছে এখানে। সবকিছু এদিক ওদিক করেছে। আমার চোখের আড়ালে আছে সে, তাই দেখতে পাচ্ছি না।

ফ্রেঞ্চ ডোরের তালাটা তিনবার পরীক্ষা করলাম। বন্ধ। স্কটের জন্য অস্থির হয়ে আছি আমি। ওকে দরকার আমার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

র‍্যাচেল

• • •

মঙ্গলবার, ১৬ই জুলাই, ২০১৩

সকাল

আটটা চারের ট্রেনে উঠেছি, তবে আজ লন্ডন যাচ্ছি না। উইটনিতে নামবো। আশা করছি এতে করে আমার স্মৃতিশক্তি ফিরে আসবে। স্টেশনে নামলে হয়তো সবকিছু মনে পড়ে যাবে আমার। সময়েই জানা যাবে অবশ্য। খুব বেশি আশা করছি না আমি। কিন্তু আর কিছু করার আছে বলেও মনে হচ্ছে না। টমকে ফোন করতে পারবো না আমি, খুব বেশি লজ্জা পেয়েছি সেদিন। ও একটা ব্যাপার স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে, আমার থেকে কোনরকম যোগাযোগ আশা করে না।

মেগান এখনও নিখোঁজ। ষাট ঘণ্টা ধরে তার কোন পাত্তা নেই। ঘটনাটা জাতীয় পর্যায়ের খবর হয়ে গেছে। বিবিসির ওয়েবসাইট আর ডেইলি মেইলে এসেছে আজ সকালে। আরও কিছু সাইটেও এর উল্লেখ করা হচ্ছে।

বিবিসি আর ডেইলি মেইলের খবর দুটো প্রিন্ট করে বের করে এনেছি আমি। সাথে করে নিয়ে এসেছি এখন। দুটো খবর থেকে যতদূর জানা গেলো তার একটা সারাংশ বের করেছি :

মেগান আর স্কট শনিবার সন্ধ্যায় ঝগড়া করেছে। একজন প্রতিবেশি রিপোর্ট করেছে তাদের উঁচুস্বরে কথা বলতে শুনেছে সে। স্কট একমত হয়েছে তথ্যটার ব্যাপারে, তারা ঝগড়া করেছিল বটে। তার ধারণা ছিলো শনিবার রাতটি তার স্ত্রি এক বান্ধবির সাথে কাটিয়েছে। টেরা এপস্টেইন, করলিতে থাকে মহিলা।

মেগান অবশ্য কখনই টেরার বাড়িতে যায়নি, টেরা বলেছে মেগানকে শেষ দেখেছে শুক্রবার বিকেলে। ফিজিক্যাল ফিটনেসের ক্লাসে এসেছিলো সে। (আমি আগেই জানতাম মেগান এরকম 'পিল্যাট-ক্লাস' করে) মিসেস এপস্টেইনের মতে, "ওকে দেখে মনে হলো ভালো আছে, স্বাভাবিক আছে। ওর মনও ভালো ছিলো, সামনের মাসে ওর ত্রিশতম জন্মদিন। সে ব্যাপারে আলোচনা করছিলাম আমরা।"

একজন সাক্ষি মেগানকে উইটনি ট্রেন স্টেশন বরাবর হাটতে দেখেছিলো, শনিবার সন্ধ্যা সাতটা পনেরর দিকে। এলাকাতে মেগানের আর কোন আত্মীয় নেই। বাবা এবং মা আগেই গত হয়েছে, চাকরিও করতো না মেয়েটা। উইটনির একটা আর্ট গ্যালারি চালাতো একসময়, তবে গত বছর এপ্রিলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ওটা। (জানতাম, মেগানের শিল্পের দিকে ঝোঁক আছে।)

স্কট একজন স্ব-উদ্যোগি আইটি কনসালট্যান্ট (আমি বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না ও একজন আইটি কনসালট্যান্ট) মেগান আর স্কটের বিয়ের তিন বছর হয়েছে। এই বাড়িতে থাকা শুরু করেছে ২০১২-এর জানুয়ারি থেকে।

BanglaBook.org

ডেইলি মেইলের দেওয়া তথ্য অনুযায়ি, তাদের বাড়িটির মূল্য চার লাখ পাউন্ড।

খবর দুটো পড়ে বুঝতে পারলাম অদূর ভবিষ্যতে স্কটের কপালে খারাবি আছে। শুধু ওই ঝগড়ার কারণে নয়, যে কোন মেয়ের কোন ক্ষতি হলেই পুলিশ প্রথমে সন্দেহ করে কাকে? স্বামি অথবা প্রেমিককে। তবে এই কেসে পুলিশের হাতে সব তথ্য নেই। তারা শুধুই স্বামিকে সন্দেহ করছে এখন। প্রেমিকের কথা বোধহয় জানেও না।

সম্ভবত আমিই একমাত্র মানুষ যে জানে তার একজন প্রেমিকেরও অস্তিত্ব আছে। ব্যাগের মধ্যে এক টুকরো কাগজের জন্য হাতড়ালাম, দুই বোতল ওয়াইনের কার্ড স্লিপ পাওয়া গেলো। ওটার অন্যপাশে মেগান হিপওয়েলের উধাও হয়ে যাওয়ার সম্ভাব্য কারণগুলো লিখে ফেললাম।

১. প্রেমিকের সাথে ভেগে গেছে সে, এখন থেকে প্রেমিককে 'বি' বলে ডাকবো আমি।

২. 'বি' তার কোন ক্ষতি করেছে।

৩. স্কট তার ক্ষতি করেছে।

৪. হয়তো স্বামিকে ফেলে রেখে আর কোথাও চলে গেছে সে। আর কিছুই না।

৫. 'বি' আর স্কট বাদে অন্য কেউ ক্ষতি করেছে মেয়েটার।

BanglaBook.org

প্রথম সম্ভাবনাটাই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হলো আমার কাছে। চার নম্বরটাও বেশ শক্ত কারণ মনে হলো। মেগান যথেষ্ট স্বাধীনচেতা মেয়ে। ইচ্ছেশক্তি প্রচুর। তার ওপর করছিলো প্রেম। হয়তো মাথাটা পরিষ্কার করার জন্য একটু দূরত্ব দরকার ছিলো তার। পঞ্চম সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দিলাম একরকম। অচেনা কেউ খুন করেছে এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

মাথাব্যথাটা বেড়ে গেছে আমার। ঝগড়া শুনতে পাচ্ছি আবারও, দেখেছিলাম অথবা কল্পনা করেছিলাম অথবা স্বপ্ন দেখেছিলাম, শনিবার রাতে। মেগান আর স্কটের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মুখ তুলে তাকালাম। পনেরো নাম্বারের জানালাগুলো সকালের আলো প্রতিফলিত করছে, দৃষ্টিহীন চোখের মতো দেখাচ্ছে তাদের।

সন্ধ্যা

আমার চেয়ারে মাত্র বসেছি, ফোন বেজে উঠলো। ক্যাথি। ভয়েস মেইলে চলে যেতে দিলাম ফোনকলটা।

মেসেজটা এমন "হাই র‍্যাচেল, ফোন করলাম তোমার খবর নিতে।" ট্যাক্সির ঘটনার পর থেকে আমার ব্যাপারে চিন্তায় পড়ে গেছে সে, "আমি যে দুঃখিত সেটা বলতে আর কি। মানে, আগের দিনের ওই ঘটনার জন্য। ওই যে, তোমাকে

বলেছিলাম চলে যাওয়ার কথা, ওভার রিঅ্যাক্ট করেছিলাম আসলে। তুমি যতদিন ইচ্ছে থাকতে পারো আমার এখানে।" লম্বা একটা বিরতি, "ফোন দিও আমাকে, ওকে? সরাসরি বাড়িতে চলে এসো, র‍্যাচ। পাবে যে-ও না আবার।"

আমার যাওয়ার ইচ্ছে নেই ওখানে। দুপুরের খাওয়ার সময় একটা ড্রিংক নেওয়ার ইচ্ছে ছিলো। সকালে উইটনিতে যা হয়েছে তারপর থেকে একটু ড্রিংক করার জন্য ভেতরটা অস্থির হয়ে আছে। করিনি অবশ্য, আমার মাথা পরিষ্কার রাখতে হবে। অনেকদিন পর মাথা পরিষ্কার রাখার মতো একটা বিষয় পাওয়া গেছে।

সকালে আমার উইটনিতে যাওয়ার ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত ছিলো। আমার মনে হয়েছে এখানে কয়েক যুগ ধরে আসা হয়নি আমার। আসলে মাত্র কয়েকদিন আগেই ওখানে গেছিলাম আমি। অথচ সম্পূর্ণ আলাদা কোন জায়গা মনে হচ্ছিলো ওটাকে। অন্য কোন স্টেশন, অন্য কোন শহর। শনিবার রাতে ওখানে পা রেখেছিলো যে, আমি যেন সে নই। আলাদা কেউ। আজকের আমি দৃঢ় আর শান্ত। চারপাশের প্রতিটা শব্দ সম্পর্কে সচেতন, কারও চোখে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সতর্ক। ট্রেসপাসিং করছিলাম, এমনই লাগলো সকালে। কারণ, এলাকাটা এখন ওদের। টম-অ্যানা আর স্কট-মেগানের এলাকা। আমি বাইরের লোক। আমি ওখানকার কেউ নই তবুও সব কিছু কি ভীষণ পরিচিত আমার!

স্টেশনের কংক্রিটের ধাপগুলো থেকে রোজবেরি অ্যাভিনিউয়ের পত্রিকার দোকান। তারপর টি-জাংশনের আধ-ব্লক পর্যন্ত। এরপর বাঁক নিয়ে ডানদিকে চলে গেছে পথ, একটা আন্ডারপাস আছে ওখানে। বামদিকে গ্রেনহাইম রোড, সংকীর্ণ আর গাছের সারি দিয়ে ঘেরা। অনেকটা বাড়ি ফিরে আসার মতো একটা অনুভূতি। যে কোন বাড়িও নয়, শৈশব কাটানো বাড়ি যেন। বহুদিন আগে ফেলে যাওয়া কোন স্থান, সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় জানা আছে ঠিক কোন ধাপগুলো মচমচ করে উঠবে।

পরিচয়টা শুধু আমার মাথার ভেতরে নয়, হাঁড়ে হাঁড়ে টের পেলাম, পেশিতে লুকিয়ে থাকা স্মৃতি। আজ সকালে যখন অন্ধকার টানেলের মুখে ঢুকে আন্ডারপাসে নেমে আসলাম, হঠাৎই দ্রুত হয়ে গেলো গতি। আমাকে কিছু ভাবতে হলো না, নিজে থেকে নড়ে উঠলো পেশিগুলো, কারণ আগেও এখানে এসে গতি বাড়াতাম আমি। চট করে ডানদিকে একবার তাকিয়ে নিতাম, শুধুমাত্র নিশ্চিত হতে। কোনদিনও কাউকে দেখিনি অবশ্য। আগের কোন রাতেও না, আজও না। আচমকা নিজেকে দেখতে পেলাম তখন, কয়েক মিটার দূরে দেওয়ালের সাথে ধাক্কা খাচ্ছি! তারপর দু-হাতে মাথা চেপে ধরে আছি, মাথা আর হাতদুটো থেকেই রক্ত গড়িয়ে পড়ছে সমানে।

গলার কাছে উঠে এলো যেন আমার হৃদপিণ্ড। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছি ওখানেই। সকালের অফিস যাত্রিরা আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে থাকে। দুয়েকজন বিরক্ত হয়ে তাকালও আমি নড়তে পারলাম না। এখানে কি করতে এসেছিলাম আমি সেদিন? আন্ডারপাসে? যেখানে সব সময় অন্ধকার আর প্রস্রাবের গন্ধ?

BanglaBook.org

ওখান থেকেই স্টেশনের দিকে রওনা দিয়েছিলাম আজ সকালে। একটা মুহূর্তও থাকতে চাই না ওই পোড়া জায়গায়। স্কট আর মেগানের দরজায় গিয়ে টোকা দিতে চাই না আমি। ওখান থেকে সরে আসতে হবে আমাকে। জানি বাজে একটা কিছু ঘটেছিলো সেখানে!

টিকেটের টাকা পরিশোধ করে দ্রুত স্টেশনের ধাপগুলো পার হলাম, তখন আরেক ঝলকের জন্য মনে পড়লো। এবার আর আন্ডারপাস নয়, সিঁড়িগুলো। প্রতিটা ধাপে হোঁচট খাচ্ছিলাম আমি। একজন লোক আমার হাত চেপে ধরে সাহায্য করছিলো। ট্রেনের লোকটা, লালচে চুল যার, তাকে দেখতে পেলাম কল্পনাতে। অস্পষ্ট একটা ছবি, তবে কোন কথা মনে করতে পারলাম না। হাসির শব্দ শুনতে পেলাম, তবে আমার উদ্দেশ্যেই হাসলো কি কেউ? নিশ্চিত নই। হতে পারে লোকটার কোন কথায় হেসে উঠেছিলো অন্য কোন মানুষ। আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেছিলো সে, এটা আমি নিশ্চিত। অথবা, প্রায় নিশ্চিত। ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটেছে পেছনে। তবে তার সাথে এই মানুষটার সম্পর্ক নেই মনে হয়।

ট্রেনে উঠে সরাসরি লন্ডনে গেলাম এবার। লাইব্রেরিতে ঢুকে একটা কম্পিউটার টার্মিনালে বসে পড়ালাম। মেগানের ব্যাপারে আরও খবর খুঁজছি। *টেলিগ্রাফ* ওয়েবসাইটে সামান্য আরেকটু খবর পাওয়া গেলো। ওখানে বলা হয়েছে ত্রিশ বছরের একজন পুরুষ পুলিশকে তদন্তে সাহায্য করছে। সম্ভবত স্কট।

মেগানের গায়ে হাত তুলবে সে এমনটা আমি বিশ্বাস করি না। আমি জানি এমনটা সে করবে না। একসাথে দেখেছি ওদের, নিজেদের সঙ্গ উপভোগ করে ওরা।

ওয়েবসাইটে একটা ক্রাইমস্টপার নাম্বারও দেওয়া ছিলো। কারও কাছে যদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থেকে থাকে ওই নাম্বারে পরিচয় গোপন রেখে জানাতে পারে। বাড়ি ফেরার সময় ওদের ফোন করবো বলে ঠিক করলাম। 'বি'-এর ব্যাপারে বলে দেবো তাদের। সেদিন যা দেখেছিলাম বলবো পুলিশকে।

অ্যাশবুরিতে পৌছাতে পৌছাতে আমার ফোন বেজে উঠলো। আবারও ক্যাথি। বেচারি আসলেই আমাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তা করছে।

"র‍্যাচ? তুমি কি ট্রেনে উঠেছো? বাড়ি আসছো তো?" উদ্বিগ্ন শোনালো ওর গলা।

"হ্যা, বাড়ির পথে আমি। পনেরো মিনিট লাগবে হয়তো।"

"পুলিশ এসেছে, র‍্যাচেল," বলল সে। কথাটা শুনে আমার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। "ওরা তোমার সাথে কথা বলতে চাইছে।"

বুধবার, ১৭ই জুলাই, ২০১৩
সকাল

মেগানকে এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। আর পুলিশকে ক্রমাগত মিথ্যা বলে চলেছি আমি।

BanglaBook.org

গতকাল রাতে বাড়ি ফিরে আসার সময় তীব্র আতঙ্কে ছিলাম। হয়তো ট্যাক্সি অ্যাকসিডেন্টের জন্য এসেছে পুলিশ, নিজেকে বোঝাতে বলেছিলাম। কিন্তু ঠিক যুক্তিতে খাটলো না ব্যাপারটা। ঘটনাস্থলেই এক পুলিশের সাথে কথা হয়েছিলো আমার, পরিষ্কারভাবে দোষটা সম্পূর্ণ আমার ছিলো। ওটা না, আর কিছু করে এসেছি আমি। শনিবার রাতে কিছু করেছি কি? ভয়ঙ্কর কিছু? তারপর ভুলে গেছি সব!

অস্বাভাবিক শোনাচ্ছে জানি, তবে কি করে থাকতে পারি আমি? ব্রেনহাইম রোডে গিয়ে মেগান হিপওয়েলকে খুন করে ফেলেছি? তারপর কোথাও তার লাশ গুম করে দিয়ে ভুলে গেছি সব? শুনতেই হাস্যকর বলে মনে হচ্ছে। অসম্ভব, এমন কিছু ঘটেনি। তবে শনিবার কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছে। রেললাইনের নিচে কালো অন্ধকারে ঢাকা টানেলের দিকে তাকালেই মনে পড়ছে আমার, ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছিলো সে রাতে। শিরার মধ্যে আমার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

স্মৃতিভ্রষ্টতা মাঝে মাঝে ঘটে থাকে। পাব থেকে ফেরার পরদিন সকালে আগের দিন কি নিয়ে হাসাহাসি হচ্ছিলো সেটা মনে না পড়ার মতো নয় বিষয়টা। অন্যরকম। পুরোপুরি অন্ধকার, কয়েক ঘণ্টা হারিয়ে গেছে যেন, আর কোনদিনও ফিরে পাওয়া যাবে না তাদের।

এর ওপর একটা বই কিনে দিয়েছিলো টম। বই কিনে দেওয়ার ঘটনাটা খুব রোমান্টিক কিছু ছিলো না। প্রতিদিন সকালে উঠে ওকে দুঃখিত বলতাম, কিন্তু মনে করতে পারতাম না কেন আমি দুঃখিত। ভুলে যাওয়ার বাতিক শুরু হয়েছিলো আমার। মনে হয় বইটা দিয়ে ও বোঝাতে চেয়েছিলো আমার অবস্থা এখন কোন পর্যায়ে। একজন ডাক্তার লিখেছিলেন বইটি। তবে আমার মনে হয় না খুব সঠিক তথ্য দেওয়া হয়েছিলো ওতে। লেখক দাবি করেছিলেন স্মৃতিভ্রষ্টতা শুধুমাত্র কি ঘটেছে সেটা ভুলে যাওয়া নয়, পুরো স্মৃতিটাই হারিয়ে ফেলা। স্মৃতি না থাকলে আর ভোলার প্রশ্ন আসছে কি করে?

উনার থিওরি হলো, স্মৃতিভ্রষ্টতা মস্তিষ্কের একটা অবস্থা, যখন নতুন করে আর কোন স্মৃতি উৎপন্ন হয় না। যতক্ষণ মস্তিষ্ক এমন অবস্থায় থাকে, ততক্ষণ স্বাভাবিক আচরণ করে না রোগি। শেষ যে চিন্তাটা এসেছিলো সে অনুযায়ি প্রতিক্রিয়া করে তখন সে, কারণ নতুন কোন স্মৃতি তো তৈরি করতে পারছে না আর। সে তো জানেই না শেষ স্মৃতি আসলে কোনটা। কিছু গপ্পোও ফেঁদেছেন তিনি। সতর্কতামূলক কাহিনী, একজন স্মৃতিভ্রষ্ট মদ্যপের গল্প।

নিউ জার্সিতে একজন ফোর্থ অব জুলাইয়ে মাতাল হয়েছিলো। তারপর গাড়িতে উঠে কয়েক মাইল ধরে রাস্তার উল্টো দিকে ড্রাইভ করেছে সে, অবশেষে একটা ভ্যানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো গাড়ি। সাতজন যাত্রি ছিলো ওতে, মারা গেছে ছয়জন। ভ্যানে আগুন লেগে বিস্ফোরণ ঘটেছিলো। মাতাল লোকটার কিচ্ছু হয়নি। সব সময় এরা বেঁচে যায় কিভাবে যেন। পরে সে বলেছিলো, গাড়িতে ওঠা আর ড্রাইভ করার কোন স্মৃতি মনে করতে পারছে না।

BanglaBook.org

আরেকজন লোক ছিলো, এখনকার সময়ে নিউ ইয়র্কে বাস করে, এক শুঁড়িখানা থেকে বের হয়ে শৈশবকালের বাড়িতে ফিরে গেছিলো, ভেতরের প্রত্যেক বাসিন্দাকে ছুরি মেরে হত্যা করেছিলো, তারপর বাড়ি ফিরে ঘুমিয়ে পড়েছিলো আবার। পরদিন সকালে তীব্র আতঙ্কে ঘুম ভাঙে তার, জামা-কাপড় কোথায় রেখেছে তা ভেবে বের করতে পারছিলো না। বাড়ি ফিরে আসার কোন স্মৃতিও ছিলো না তার। পরবর্তিতে পুলিশ যখন আবিষ্কার করলো কোন কারণ ছাড়াই দু-জন মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছে সে, প্রশ্নগুলোর জবাব পেয়ে গেলো বেচারা মানুষটা।

সুতরাং এই থিওরি পড়ামাত্রই বিশ্বাসের অযোগ্য মনে হয়েছিলো আমার, তবে একদম অসম্ভব তা-ও কিন্তু নয়। গতকাল রাতে বাড়ি পৌছাতে পৌছাতে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি মেগানের উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনায় আমার হাত আছে।

পুলিশ অফিসার দু-জন লিভিংরুমের সোফায় বসে ছিলো। একজন চল্লিশোর্ধ মানুষ, সাদা পোশাকে ছিলো সে। তার চেয়ে কম বয়সি আরেকজন পুলিশ, সে অবশ্য ইউনিফর্ম পরা, ক্যাথি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো। দু-হাত মোচড়াচ্ছিলো, করুণ অবস্থা তার। পুলিশ দু-জন উঠে দাঁড়ালে দেখতে পেলাম, সাদা পোশাকের মানুষটি লম্বা আর তুলনামূলকভাবে শুকনো। আমার সাথে হাত মিলিয়ে নিজের পরিচয় দিলো ডিটেক্টিভ ইন্সপেক্টর গাসকিল হিসেবে। অন্য অফিসারটির নামও বলেছিলো, তবে সেটা আমার মনে নেই। তাদের দিকে আমার মনোযোগ ছিলো না আসলে, নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম না বললেই চলে।

"কি ব্যাপার বলুন তো?" হাঁক ছাড়লাম তাদের উদ্দেশ্যে, "কিছু ঘটেছে কি? মায়ের? টমের?"

"সবাই ঠিক আছে, মিস ওয়াটসন। আসলে, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় আপনি কোথায় ছিলেন তা জানতে এসেছি আমরা," গাসকিল বলল, টেলিভিশনে যেমনটা বলে থাকে। আমার কাছে মনে হলো কিছুই বাস্তব নয়। তারা জানতে চাইছে শনিবার সন্ধ্যায় আমি কি করছিলাম? আসলেই কি বালটা করছিলাম তখন?

"আমাকে বসতে হবে একটু," বললাম তাকে। ডিটেক্টিভ উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বসতে বলল সোফায়। ক্যাথি এক পা থেকে আরেক পায়ের ওপর ওজন চাপাচ্ছে। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছে সে। ক্ষিপ্ত দেখাচ্ছে তাকে।

"আপনি ঠিক আছেন, মিস্ ওয়াটসন?" গাসকিল জানতে চাইলো। চোখের ওপরের ক্ষতটার দিকে ইঙ্গিত করলো সে।

"ট্যাক্সির সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছিলাম," তাকে বললাম, "গতকাল বিকেলের ঘটনা...লন্ডনে। হাসপাতালে গেছিলাম অবশ্য, আপনি যাচাই করে দেখতে পারেন।"

"ঠিক আছে," বলল সে, "তাহলে, শনিবার বিকেলে কোথায় ছিলেন?"

"উইটনিতে গেছিলাম।" নিজের গলার কাঁপন টের পেতে না দেওয়ার চেষ্টা করলাম

BanglaBook.org

"কি করতে?"

ঘাড়ে ব্রনওয়ালা পুলিশ একটা নোটবুক আর পেনসিল বের করলো।

"আমার স্বামির সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম আমি।"

"ওহ্, র‍্যাচেল!" কথাটা আর না বলে থাকতে পারলো না ক্যাথি।

তাকে পাত্তাই দিলো না ডিটেক্টিভ, "আপনার স্বামি? মানে, প্রাক্তন-স্বামি? টম ওয়াটসনের কথা বলছেন?"

"হ্যা, আমি এখনও তার নাম ব্যবহার করছি টেকনিক্যাল কারণে। কিছু সুবিধা আছে এতে। ক্রেডিট কার্ড, ইমেইল অ্যাড্রেস, পাসপোর্ট ইত্যাদি পাল্টানোর ঝামেলা করতে হচ্ছে না আমাকে।" একটু থেমে আবার বললাম, "ঠিকই ধরেছেন। ওর সাথে দেখা করতে গেছিলাম আমি। তবে শেষ পর্যায়ে আমার মনে হচ্ছিলো খুব একটা ভালো কিছু হবে না সেটা। কাজেই বাড়ি ফিরে এসেছিলাম।"

"কয়টা বাজে তখন?" আগের মতোই কণ্ঠ এখন গাসকিলের। চেহারা একদম শূন্য। কথা বলার সময় ঠোঁট একটুও নড়াচ্ছে না সে। ব্রণওয়ালার হাতের পেন্সিল আর কাগজের খসখস শব্দ শোনা যাচ্ছে। টের পেলাম শরীরের সব রক্ত কানে এসে জমা হয়েছে।

"তখন...উম...মনে হয় সাড়ে ছয়টা বাজে। সম্ভবত ছয়টার ট্রেনে ফিরে এসেছিলাম।"

"বাড়ি পৌছেছিলেন কয়টার দিকে?"

"সাড়ে সাতটা?" ক্যাথির দিকে তাকালাম। পরিষ্কার বুঝলাম আমার মিথ্যেটা ধরতে পেরেছে সে। "আরেকটু পরে হয়তো...আটটার দিকে হতে পারে। আসলে আমার মনে হচ্ছে...সময়টা মনে করতে পারছি এখন, আটটার ঠিক পর পরই এসেছিলাম বাড়িতে।"

পরিষ্কার টের পাচ্ছি আমার গাল রক্তিম হয়ে উঠেছে। যদি সামনের এই লোক এতটুকু ধরতে না পারে যে আমি মিথ্যে বলছি, তাহলে পুলিশ ফোর্সে থাকারই যোগ্য নয় সে।

ডিটেক্টিভ ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা চেয়ার খপ করে ধরলো। হ্যাঁচকা টানে আমার সামনে এনে দাঁড় করালো সেটাকে। আক্রমণাত্মক ভঙ্গি, দুই ফিট সামনে বসলো এবার। একদিকে হেলিয়ে রেখেছে মাথা।

"বেশ। তাহলে ছয়টার সময় বের হয়েছেন আপনি। তার মানে সাড়ে ছয়টায় উইটনি স্টেশনে পৌছে যাওয়ার কথা আপনার। কিন্তু এখানে পৌছেছেন আটটার সময়। অর্থাৎ আপনি উইটনি থেকে রওনা হয়েছিলেন সাড়ে সাতটায়। ঠিক তো?"

"ঠিকই তো শোনাচ্ছে।" বিড় বিড় করে বললাম। নিজের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা হয়ে গেলো। এখন সে জানতে চাইবে আমি এই বাড়তি একটা ঘন্টায় কি করেছি, যার জবাব আমার কাছে নেই।

BanglaBook.org

"আর যেহেতু আপনার এক্স-হাজব্যান্ডের সাথে দেখা করেননি, তাহলে ঐ সময়টায় কি করছিলেন উইটনিতে?"

"হেটে বেড়িয়েছি কিছুক্ষণ।"

একটু অপেক্ষা করলো সে, আমি আর ব্যাখ্যা দেই কি-না দেখতে আগ্রহি। আমার মনে হলো একবার যে বলি একটা পাবে ঢুকেছিলাম কিন্তু সেটা বোকামি হবে। পাবগুলোতে জিজ্ঞাসাবাদ করলেই আমার মিথ্যে ধরা পড়ে যাবে। ডিটেক্টিভ প্রশ্ন করবে কোন পাবে ঢুকেছিলাম। তারপর প্রশ্ন করবে আর কারও সাথে কথা বলেছিলাম কি-না। তাকে কি বলবো সেটা নিয়ে ভাবছি, হঠাৎ মনে পড়লো আমাকে প্রশ্নগুলো করার কারণই তো জানতে চাওয়া হয়নি তার কাছে। আচমকা এসে আমার শনিবার সন্ধ্যার অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে কেন? আর আমিও উত্তর দিয়ে যাচ্ছি, যে কেউ মনে করবে আমার দোষ আছে।

"কারও সাথে কথা বলেছিলেন আপনি?" জানতে চাইলো গোয়েন্দা, যেন আমার মনের কথা পড়তে পারছে সে, "কোন দোকানে, বারে ?"

"স্টেশনের একজন মানুষের সাথে কথা হয়েছিলো আমার।" গলা চড়িয়ে বললাম, "এসব জানার দরকার কি আপনার? ঘটনা কি?"

ডিটেক্টিভ ইন্সপেক্টর গাসকিল চেয়ারে হেলান দিলো এবার। "আপনি হয়তো জানেন উইটনিতে এক মহিলা নিখোঁজ হয়েছেন। ব্লেনহাইম রোডে থাকতেন তিনি, আপনার এক্স-হাজব্যান্ডের বাড়ি থেকে কয়েক দরজা পরে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তার ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছিলাম আমরা, সে-রাতে কিছু দেখেছে কি-না সে-ব্যাপারে প্রতিবেশিদের প্রশ্ন করছিলাম। আমাদের তদন্তের এক পর্যায়ে আপনার নাম উঠে আসলো।" এক সেকেন্ডের জন্য চুপ হয়ে গেলো সে, গর্তটা খুঁড়ে নিচ্ছে, "আপনাকে ওই সন্ধ্যায় ব্লেনহাইমের রোডে দেখা গেছে। কাছাকাছি একটা সময়ে মিসেস হিপওয়েলও নিজের বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন, শেষ বারের মতো। মিসেস অ্যানা ওয়াটসন বলেছেন, আপনাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন তিনি। আপনার অবস্থা ঠিক স্বাভাবিক ছিলো না, তিনি ভয় পেয়েছিলেন। পুলিশে ফোন করার কথাও ভেবেছিলেন।"

আমার হৃদপিণ্ড বন্দি পাখির মতো ছটফট করছে, কথা বলতেও পারলাম না। চোখের সামনে ভাসছে রক্তমাখা হাত। আন্ডারপাসে আমি, হাতে রক্ত। আমারই রক্ত তো? নিশ্চয় আমার আমার মনের কথা বুঝে ফেলতে পারে ডিটেক্টিভ, তাই দ্রুত বললাম, "আমি তো কিছু করিনি। আমি শুধু...শুধু আমার হাজব্যান্ডকে একটু দেখতে চাইছিলাম..."

"আপনার এক্স-হাজব্যান্ড।" আমাকে শুধ্‌রে দিলো সে, একটা ছবি বের করে আনলো পকেট থেকে, মেগানের ছবি, "এই মহিলাকে কি আপনি দেখেছেন সে সন্ধ্যায়?"

BanglaBook.org

লম্বা একটা সময় ধরে তাকিয়ে থাকলাম ছবিটার দিকে। ওকে আমার সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করাটা যেন কোন এক পরাবাস্তব ঘটনা। আমার নিখুঁততম সোনালিচুলো মেয়েটি, যার জীবন আমি এতবার মাথার ভেতর গড়েছি, ভেঙেছি। ছবিটা চমৎকার, ক্লোজ-আপ হেডশট। চেহারাটা আরেকটু ভারি, আমার কল্পনায় যতটুকু ছিলো তার চেয়ে বেশি আর কি।

"মিস ওয়াটসন, আপনি কি তাকে দেখেছিলেন?"

আমি জানিও না তাকে দেখেছিলাম কি-না! "আমার মনে হয় না।"

"আপনার মনে হয় না? তার মানে হয়তো দেখেছেন উনাকে?"

"আমি...আমি নিশ্চিত নই।"

"শনিবার সন্ধ্যায় আপনি মদ খেয়েছিলেন? উইটনিতে যাওয়ার আগে?"

মুখে সব রক্ত উঠে এলো আবার। "হ্যা।"

"মিসেস ওয়াটসন, অ্যানা ওয়াটসন আপনাকে যখন জানালা দিয়ে দেখেছিলেন তখন আপনি মাতাল ছিলেন বলে তিনি দাবি করছেন। আপনি কি তখন মাতাল ছিলেন?"

"না।" ডিটেক্টিভের চোখে চোখ রেখে বললাম যাতে ক্যাথির দিকে তাকাতে না হয়। "দুটো ড্রিংক নিয়েছিলাম বিকেলে, তবে মাতাল আমি হইনি।"

গাসকিল দীর্ঘশ্বাস ফেললো। আমার কথায় যথেষ্ট হতাশ হয়েছে। ঘাড়ে ব্রনওয়ালার দিকে তাকালো সে, তারপর ধীরে ধীরে আমার দিকে ফিরিয়ে আনলো দৃষ্টি। উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের নিচে চেয়ারটা ঢুকিয়ে রাখলো।

"শনিবার রাতের কোন ঘটনা যদি মনে পড়ে আমাদের ফোন করে জানাবেন, প্লিজ।" একটা বিজনেস কার্ড ধরিয়ে দিলো সে।

গাসকিল ক্যাথির দিকে আলতো করে মাথা দোলাল, চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আমার হৃদপিণ্ডের গতিবেগ ধীরে ধীরে কমে আসছিলো, তখনই তাকে প্রশ্ন করতে শুনলাম, "আপনি তো পাবলিক রিলেশনে কাজ করেন? হান্টিংডন হোয়াইটলিতে?"

"হ্যা, হান্টিংডন হোয়াইটলিতে," বললাম তাকে।

ভালো করেই জানি, তথ্যটা যাচাই করে দেখা হবে। জানা আছে আমার। মিথ্যে বলেছি জেনে যাবে কাল-পরশু নাগাদ। নিজে নিজে তাকে এটা আবিষ্কার করতে দিতে পারি না আমি। কাজেই ডিটেক্টিভের সাথে আবারও দেখা করতে হবে আমাকে।

কাল সকালে আমার প্রথম কাজ হবে ওটা। পুলিশ স্টেশনে যেতে হবে, সত্য কথাগুলো বলে আসতে হবে। সব বলবো তখন তাকে, আমার চাকরি নেই কয়েক মাস ধরে, শনিবার সন্ধ্যায় কেমন মাতাল হয়েছিলাম আর কিভাবে বাড়ি ফিরেছি সেটা পর্যন্ত মনে নেই, জানাবো ভুল জায়গায় টোকা মারছে তারা। জানিয়ে দেবো, মেগান হিপওয়েল প্রেম করছিলো অন্য একজনের সাথে।

BanglaBook.org

পুলিশ আমাকে স্রেফ ঘাড়ত্যাড়া ভাবলো, ভাবলো অযথা বিরক্ত করতে এসেছি তাদের। একজন পাগল, মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষ আমি। আমার আসলে পুলিশ স্টেশনে যাওয়াই উচিত হয়নি, নিজের নেওয়া প্রতিটা সিদ্ধান্ত আমার অবস্থা আরও খারাপ করে দেয়, এ তো অনেক আগে থেকেই দেখছি। কিন্তু ওখানে আমি গেছিলাম স্কটের কথা ভেবে।

আমার সাহায্য স্কটের প্রয়োজন হবে। পুলিশ নিঃসন্দেহে মনে করবে কাজটা স্কট করেছে, কিন্তু সেটা কোন সত্য কথা হবে না। তাছাড়া আমি ওকে চিনি। পাগলের মতো শোনাচ্ছে কথাটা, তবে দেখা না হলেও সে আমার পরিচিত হয়ে উঠেছে। দেখেছি কিভাবে মেয়েটার সাথে মেশে, কোনদিনও তাকে কষ্ট দিতে পারবে না ও।

বেশ, পুলিশ স্টেশনে ওই মহৎ উদ্দেশ্যেই যাইনি আমি। মাঝপথে ডজনখানেক বার ইচ্ছে করছিলো বাড়ির দিকে রওনা দিতে। দোমনা করতে করতেই কোনমতে পৌছে গেলাম স্টেশনে। ডেস্ক সার্জেন্টের কাছে জানতে চাইলাম ডিটেক্টিভ ইন্সপেক্টর গাসকিলের সাথে কথা বলা যাবে কি-না। আমাকে একটা ওয়ে

টিং রুম দেখিয়ে দিলো সে, এক ঘণ্টা বসে থাকার পর একজন এসে আমাকে উদ্ধার করলো।

ততক্ষণে ঘেমে উঠেছি আমি, কাঁপছি, ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে নিয়ে যাওয়া মহিলারা ঠিক যেমন করে থাকে। অন্য এক ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে। আগেরটার চেয়েও ছোট এই ঘর। জানালা নেই, বাতাস নেই। আধও দশ মিনিট বসে রইলাম সেখানে, তারপর গাসকিল আর আরেক মহিলা এসে উপস্থিত হলো।

দু-জনেই সাদা পোশাকে আছে। ভদ্রভাবে আমার কুশলাদি জানতে চাইলো গাসকিল, আমাকে দেখে মোটেও অবাক মনে হলো না তাকে। ডিটেক্টিভ সার্জেন্ট রাইলির সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলো। বয়সে আমার চেয়েও ছোট সে, লম্বা, রোগা আর কালচে চুল। ধারালো চেহারা, সুন্দরি, শিয়ালের মতো ধূর্তভাব আছে। আমার হাসির জবাবে সে হাসলো না।

আমরা সবাই বসে পড়লাম, তবে কেউ কিছু বলল না। আমার দিকে আশা নিয়ে তাকিয়ে আছে দু-জনেই।

"লোকটাকে মনে পড়েছে আমার," বললাম, "আপনাকে বলেছিলাম স্টেশনে একজনের সাথে দেখা হয়েছিলো, তার বর্ণনা দিতে পারবো আমি।" একটা ভ্রু উঁচু করলো রাইলি, চেয়ারে নড়ে চড়ে বসছে। "মধ্যম উচ্চতা, মাঝারি গড়ন, লালচে চুল। সিঁড়িতে পা পিছলে যাওয়ার পর আমার হাত ধরে আটকেছিলো সে।" সামনের দিকে ঝুঁকে এলো গাসকিল, "ওর পোশাক ছিল...খুব সম্ভব, নীল শার্ট।"

কথাটা সত্য নয়। আমি একজন লোকের কথা মনে করতে পারি ঠিক, তার

BanglaBook.org

লালচে চুল ছিলো এটাও মনে আছে আমার। মনে হয় আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছিলো সে। ট্রেনে ছিলাম তখন আমরা। তবে সে উইটনিতে নেমে গেছিলো, আমার সাথে কথাও বলেছিলো হয়তো, তখন আমি সিঁড়িতে পিছলে যেতেও পারি, ওরকম একটা স্মৃতি আমার আছে।

কিন্তু কোন স্মৃতিটা কোথায় ঘটেছিলো মনে করতে পারি না। শনিবার রাতে? না আর কোনদিন? অনেক বার পিছলেছিলাম আমি, অনেক সিঁড়িতে। কোনটার কথা মনে করার চেষ্টা করছি আমি? লোকটা কি পোশাক পরেছিলো তা আমার জানা নেই।

আমার গাল-গল্প শুনে ডিটেক্টিভ দু-জন মোটেও প্রভাবিত হলো না। রাইলি তো রীতিমতো মাথা নাড়তে শুরু করে দিয়েছে। গাসকিল দু-হাত ছড়িয়ে দিয়েছে দু-পাশে। তালু বাইরের দিকে।

"ওকে। এটাই কি বলতে এসেছেন আপনি, মিস ওয়াটসন?" জানতে চাইলো সে, গলায় রাগের ছোঁয়া নেই বরং উৎসাহ দেওয়ার মতো কণ্ঠ তার। মনে মনে চাইছিলাম রাইলি সরে যাক এখান থেকে। শুধু তার সাথে কথা বলতে পারলে ভালো হয়। গাসকিলকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছি।

"আমি হান্টিংডন হোয়াইটলিতে এখন আর কাজ করি না," বললাম তাকে।

"ওহ্।" পেছনে হেলান দিলো সে। আগের চেয়ে আগ্রহি মনে হচ্ছে।

"তিন মাস আগে চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। আমার ফ্ল্যাটমেট...বেশ, সে আমার বাড়িওয়ালি আসলে, তাকে জানাতে চাই না এসব। আরেকটা চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করছি এখন। ওকে জানাতে চাচ্ছি না, কারণ ভাড়ার টাকা নিয়ে চিন্তা করবে। তবে যাই হোক, সেদিন আপনাকে চাকরি নিয়ে মিথ্যে বলেছি। আমি সেজন্য দুঃখিত।"

সামনে ঝুঁকে এলো রাইলি, ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠেছে, "আচ্ছা? তাহলে আপনি হান্টিংডন হোয়াইটলিতে আর কাজ করেন না, তাই তো? কারও জন্যই কাজ করেন না এখন? বেকার!"

মাথা নেড়ে সায় দিলাম আমি।

"বেশ, তাহলে আপনি কোন বেকারত্বের ভাতা পাওয়ার জন্য রেজিস্টার্ড?"

"না।"

"আর, আপনার ফ্ল্যাটমেট, সে খেয়াল করে না প্রতিদিন আপনি যে বাড়িতে বসে থাকেন?"

"বাড়িতে আমি থাকি না। মানে, অফিসে যাই না ঠিক, তবে প্রতিদিন লন্ডনে যাই আমি। আগের মতোই, একই সময়ে একই উপায়ে। যাতে ও না বুঝে।" রাইলি গাসকিলের দিকে তাকালো একবার। দুচোখের মাঝে সামান্য কুঞ্চন। "অদ্ভুত শোনাচ্ছে জানি..."

বলতে বলতে থেমে গেলাম, কথাটা অদ্ভুত শোনাচ্ছিলো না শুধু, স্রেফ পাগলামি মনে হচ্ছিলো।

"ঠিক। তাহলে আপনি প্রতিদিন অফিসে যাওয়ার ভান করেন।" তার ভ্রুর মাঝেও ভাঁজ পড়েছে। "আপনি চাকরি কেন ছেড়েছিলেন জানতে পারি, মিস ওয়াটসন?"

মিথ্যে বলার কোন মানে হয় না, আমাদের এই কথোপকথনের আগে যদি আমার অফিসে খোঁজ না-ও নিয়ে থাকে, এখন ঠিকই নেবে।

"আমার চাকরি চলে গেছিলো।"

"ছাটাই করে দেওয়া হয়েছিলো আপনাকে," সন্তুষ্ট কণ্ঠে বলল রাইলি, কোন সন্দেহ নেই এমনটা সে আগেই অনুমান করেছে। "কেন?"

গাসকিলের দিকে করুণ চোখে তাকালাম, "এটা কি খুব গুরুত্বপূর্ণ? চাকরি ছেড়েছি কেন তাতে কিছু এসে যায়?"

গাসকিল কিছু বলল না। রাইলি তার হাতে তুলে দিয়েছে কয়েকটা নোট, সেগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখছে সে। তবে আল্‌তো করে দু-পাশে মাথা নাড়লো, রাইলি কথা পাল্টে ফেললো সাথে সাথে।

"মিস ওয়াটসন, শনিবার রাতের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছিলাম। বলবেন, প্লিজ?"

গাসকিলের দিকে আরেকবার তাকালাম। তার সাথে একবার কথা হয়ে গেছে আমার। আবার কেন? গাসকিল আমার দিকে তাকালো না।

"বেশ তো।" মাথায় আল্‌তো করে হাত বুলালাম, চুলকাচ্ছে কতটা। সামলাতে পারলাম না।

"ব্লেনহাইম রোডে কেন গিয়েছিলেন সেটা আমাদের জানাবেন। শনিবার রাতের কথা বলছি। আপনার এক্স-হাজব্যান্ডের সাথে কথা বলতে চেয়েছিলেন কেন?"

"আমার মনে হয় না সেটা আপনার নাক গলানোর মতো কোন ব্যাপার।" শক্ত গলায় বলে উঠলাম, মহিলা আর কিছু বলতে পারার আগেই আবারও বললাম, "এক গ্লাস পানি খাওয়া যাবে?"

উঠে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো গাসকিল। এমনটা চাইনি আমি অবশ্য, রাইলি একটা কথাও বলল না। চুপচাপ আমার দিকে তাকিয়ে আছে সে। ঠোঁটের কোণে অদ্ভুত হাসি। তার চোখে চোখ রাখতে পারলাম না। টেবিলের দিকে তাকালাম। ঘরের চারপাশে তাকাতে থাকলাম আমি। জানি এটা তার একটা চাল। চুপ করে আছে সে, যেন আমি একটা সময় কথা বলতে বাধ্য হই। ইচ্ছে না থাকলেও যাতে বলতে হয় আমাকে।

"কিছু কথা বলার ছিলো তাকে আমার।" বললাম অবশেষে, "ব্যক্তিগত ব্যাপার।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো রাইলি। নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরলাম আমি, গাসকিল ফিরে আসার আগ পর্যন্ত আর কোন কথা বলতে চাই না। ঠিক যখন এক গ্লাস পানি হাতে নিয়ে গাসকিল ঢুকলো, মুখ খুললো মহিলা।

BanglaBook.org

"ব্যক্তিগত ব্যাপার? তা তো বটেই।"

রাইলি আর গাসকিল একে অন্যের দিকে তাকালো। বিদ্রুপের ভঙ্গিতে না হাস্যকর লাগলো তা-ই বুঝলাম না। ওপরের ঠোঁটে ঘামের স্বাদ পেলাম। এক চুমুক পানি খেলাম আমি, বিস্বাদ ঠেকলো। সামনের কাগজগুলো একসাথে করে একপাশে সরিয়ে রাখলো গাসকিল। যেন ওগুলোতে তার কোন আগ্রহই নেই।

"মিস ওয়াটসন, আপনার...আপনার এক্স-হাজব্যান্ডের বর্তমান স্ত্রি, মিসেস অ্যানা ওয়াটসন আপনার ব্যাপারে কিছু তথ্য দিয়েছেন। উনি জানিয়েছেন আপনি বেশ কিছুদিন ধরেই উনাদের বিরক্ত করে আসছেন। বিনা আমন্ত্রণেই তাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ছেন বার বার। একবার..."

নোটের দিকে তাকালো গাসকিল, তবে রাইলি বলল কথাটা। "একবার আপনি চুরি করে উনাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলেন, তারপর তাদের বাচ্চাটাকে নিয়ে বের হয়ে গেছিলেন। মাত্র জন্ম হয়েছিলো তার, ছোট্ট একটা মেয়ে।"

ঘরের মধ্যে যেন একটা ব্ল্যাকহোল খুলে গেলো। আমাকে গিলে ফেললো যেন ওটা, "এটা সত্য না," বলে উঠলাম দ্রুত, "আমি ওদের...এমন কিছু ঘটেনি কোনদিনও, ভুল বলছে সে। আমি...আমি ওকে কখনোই নিইনি।"

খুব মন খারাপ হয়ে গেলো আমার, কেঁদে ফেললাম। কেঁপে উঠছিলাম বার বার। বললাম আমি এখন যেতে চাই। রাইলি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বের হয়ে গেলো ঘর থেকে। গাসকিল আমার হাতে একটা টিস্যু ধরিয়ে দিলো।

"আপনি যখন ইচ্ছে চলে যেতে পারেন। আমাদের সাথে স্বেচ্ছায় কথা বলতে এসেছিলেন আপনি।" হাসলো সে আমার দিকে তাকিয়ে। দুঃখ প্রকাশের হাসি। ওই মুহূর্তেই তাকে বেশ পছন্দ হলো আমার। ইচ্ছে করছিলো ওর হাত ধরে চেপে দিতে, তবে কাজটা অদ্ভুত দেখাবে দেখে করলাম না। "আমার মনে হয় আপনি আমাকে আরও কিছু বলবেন," বলল সে। আরও বেশি ভালো লাগলো কথাটা। সে 'আমাদের' বলেনি। 'আমাকে' বলেছে।

"হয়তো," বলল সে, উঠে দাঁড়িয়েছে, আমাকে দরজার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে এখন, "একটা ব্রেক নিতে চাইবেন আপনি। একটু হাটাহাটি করে আসুন, নাস্তা করে আসুন, তারপর যখন রেডি মনে হবে নিজেকে, এসে বলবেন সবকিছু।"

পুরো জিনিসটা ভুলে গিয়ে বাড়িতে চলে যেতে ইচ্ছে করছিলো আমার। ট্রেন স্টেশনের দিকেই হাটা দিয়েছিলাম আমি। তখনই ট্রেন যাত্রার স্মৃতিগুলো ফিরে এলো। প্রতিদিন ট্রেন থেকে স্কট আর মেগানকে দেখা। প্রতিদিন ওদের বাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়া। যদি মেগানকে কোনদিনও খুঁজে পাওয়া না যায় আর? তখন? স্কটকেই যদি সন্দেহ করে সবাই? কারণ 'বি'র কথা তো জানেই না কেউ। যদি এই মুহূর্তে সে 'বি'র বাড়িতে থাকে? হাত-পা বাঁধা, বেজমেন্টে বসে আছে অসহায়ের মতো। অথবা বাগানে কবর দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে?

BanglaBook.org

গাসকিলের কথামতো কাজ করলাম, একটা হ্যাম আর চিজ স্যান্ডউইচ কিনলাম, সাথে এক বোতল পানি। ওগুলো নিয়ে উইটনির একমাত্র পার্কে চলে গেলাম। ছোট একটা জায়গা, ১৯৩০ সালের বাড়িগুলো দিয়ে ঘেরা। পুরো জায়গাটাই খেলার মাঠে পরিণত হয়েছে। বেঞ্চের এক কোণে বসে বাচ্চা সামলাতে ব্যস্ত মা আর আয়াদের হিমশিম খেতে দেখলাম। আজীবন আমার স্বপ্ন ছিলো এমনটা করার। কয়েক বছর আগ পর্যন্ত অন্তত। কয়েক বছর আগে এখানে আসার স্বপ্ন দেখতাম আমি, অবশ্যই পুলিশ স্টেশনের ইন্টারভিউয়ের মধ্যে হ্যাম আর চিজ স্যান্ডউইচ খাওয়ার জন্য নয়। এখানে আসতে চাইতাম নিজের বাবুটাকে নিয়ে। ট্রলিটা কেমন কিনবো তা চিন্তা করতাম আমি, ট্রটারসে বাচ্চাদের জামাকাপড় পাওয়া যায়, ওদিকে চোখ পড়লে এসবই ঘুরতো মাথায়। আর্লি লার্নিং সেন্টারের অনেকগুলো শিক্ষণীয় খেলনা ছিলো। কল্পনায় দেখতাম এখানে বসে আছি, আমার কোলে নিজস্ব সুখের টুকরো ঝাঁপাঝাঁপি করছে।

এমন কিছু ঘটেনি। কোন ডাক্তার ব্যাখ্যা দিতে পারলো না আমি কেন মা হতে পারছি না। বয়স আমার যথেষ্ট অল্প ছিলো। যথেষ্ট সুস্থ ছিলাম আমি। আমরা চেষ্টা করছিলাম, মদও খেতাম না তেমন। আমার স্বামির বীর্যও সক্রিয় আর যথেষ্ট ছিলো। তারপরও হলো না কেন যেন। মা হতেই পারলাম না আমি।

একদফা আইভিএফ করেছিলাম। ওই একবারই, এরচেয়ে বেশি করার টাকা আমাদের ছিলো না। সেটাও সুখকর হলো না, সফল হলো না। কেউ আমাকে সাবধান করেনি এর পর আমাদের সবকিছু ভেঙে যাবে। কিন্তু গেলো। অথবা আমি নিজেই ভেঙে পড়লাম হয়তো, তারপর ভেঙে ফেললাম আমাদের।

বাঁজা হওয়ার সবচেয়ে বাজে দিকটি হলো, আপনি এ থেকে বের হতে পারবেন না। অন্তত যখন আপনার বয়স মাত্র ত্রিশের ঘরে তখন তো নয়ই। আমার বান্ধবিরা সবাই মা হয়ে গেলো, আমার বান্ধবিদের বান্ধবিরা মা হলো, চারপাশে প্রথম জন্মদিনের হিড়িক পড়ে গেলো, আর সবাই আমাকে সন্তান নেওয়ার কথা জিজ্ঞেস করতে থাকলো আরও বেশি করে। মা, বান্ধবিরা, অফিসের কলিগরা পর্যন্ত। কবে আমার পালা আসবে? একটা সময় প্রতি রবিবার লাঞ্চের পর এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলা অলিখিত নিয়ম হয়ে গেলো। শুধু আমার আর টমের ব্যাপারটা নয়, সাধারণভাবে সব বাঁজা মেয়েদের কথা চলতো সেখানে। আমাদের কি করা উচিত, কি করা উচিত নয়। আমার কি আরেক গ্লাস ওয়াইন খাওয়া ঠিক হচ্ছে?

বয়স তখনও কম আমার, সামনে পড়ে ছিলো প্রচুর সময়, তবে ব্যর্থতা আমাকে একটা আলখেল্লার মতো জড়িয়ে ধরলো। একটা সময় পর্যন্ত আমি আশা করতাম, টমকে আশাবাদি করে তুলতে বাধ্য করতাম। এখন মনে হয় পুরোটাই আমার সমস্যা ছিলো। না-হলে অ্যানা এত দ্রুত মা হলো কি করে? টমের দিক থেকে নিশ্চয় কোন সমস্যা ছিলো না। পুরোটা ছিলো আমার দোষ।

BanglaBook.org

লারা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড, দুটো বাচ্চা হয়ে গেছে তার। দুই বছরের ব্যবধানে প্রথমটা ছেলে, তার পরেরটা মেয়ে। ওদের পছন্দ করি না আমি, ওদের ব্যাপারে কিছু শুনতে চাই না। ওদের কাছেও যেতে চাই না আমি। আমার সাথে লারার কথা বলা বন্ধ হয়ে গেছিলো তার কিছুদিন পর। অফিসের এক মেয়ে আমাকে একদিন বলেছিলো কয়েকদিন আগে সে অ্যাবর্শন করেছে। মেডিকেল পদ্ধতিতে, সার্জিক্যাল পদ্ধতির চেয়ে অনেক কম ব্যথা এতে, অনেক সহজ। এর পর থেকে তার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করেনি আমার। এড়িয়ে চলতাম তাকে। অফিসে ব্যাপারটা সবার চোখে পড়লো।

আমার মতো টমের মানসিক কষ্ট ছিলো না। সমস্যাটা তো তার ছিলো না, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাকে সহ্য করতে হয়নি এসব। আমার মতো তার বাচ্চা নেওয়ার দরকার ছিলো না। তার বাবা হওয়ার ইচ্ছে ছিলো শুধু, আর সেই ইচ্ছে সে পূরণও করেছে। আমি নিশ্চিত তখন সে ছেলের সাথে সামনের বাগানে ফুটবল খেলার দিবাস্বপ্ন দেখতো। অথবা কাঁধে করে তার মেয়েকে নিয়ে পার্কে আসার স্বপ্ন। কিন্তু সন্তানাদি ছাড়াও আমাদের জীবন চমৎকার হতে পারে, এমন একটা ধারণা তার ছিলো।

"আমরা সুখি।" মাঝে মাঝে আমাকে বলতো সে, "আমরা এভাবে সুখি হয়ে থাকতে পারি না?"

আমার আচরণে হতাশ হচ্ছিলো সে। বুঝেনি যেটা কোনদিনও ছিলো না সেটার জন্য দুঃখ করার কী আছে!

আমার যন্ত্রণার সম্পূর্ণটা আমাকেই বহন করতে হতো। একা হয়ে গেছিলাম আমি, মদ খাওয়া শুরু করেছিলাম তখন। একটু একটু। তারপর আরেকটু বেশি। এর পর আরও বেশি একাকি হয়ে গেলাম, মাতালের আশেপাশে থাকতে চায় না কেউ। হারিয়ে গেলাম আমি, ড্রিঙ্ক করে চললাম, ড্রিংক করতে থাকলাম আর হারিয়ে গেলাম। আমার চাকরিটা ভালো লাগতো, কিন্তু ঝলমলে কোন ক্যারিয়ার আমার ছিলো না। আর যদি থেকেও থাকতো, নিজের কাছে সত্য কথা বলি, মেয়েরা দুটো জিনিসের জন্য মূল্যবান শুধু। তাদের চেহারা, আর মা হিসেবে তাদের ভূমিকা। আমি সুন্দর নই দেখতে। আর আমার ছেলেমেয়েও হবে না। তার অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে? আমি অকাজের ধাড়ি ছাড়া আর কিছু নই।

সবকিছুর পেছনে আমার মদ্যপানের অভ্যাসকে দায়ি করতে পারি না আমি। আমার বাবা-মা, শৈশব বা কোন এক নির্যাতনকারী চাচা বা আর কোন দুর্ঘটনাকে দায়ি করতে পারবো না। আমার এই অবস্থার জন্য আমি নিজেই দায়ি। সব সময়ই মদ খাওয়ার দিকে আমার একটা ঝোঁক ছিলো, তারপর অনেক দুঃখি হয়ে গেলাম। আর একটা সময় দুঃখি হয়ে থাকাটাও একঘেয়ে হয়ে গেলো। তখন মাতাল হতে শুরু করলাম আমি। আর মাতলামির চেয়ে একঘেয়েমি আর কোন জিনিসে আছে?

BanglaBook.org

বাচ্চা নিয়ে দুশ্চিন্তার কথা বললে, এখন আগের চেয়ে ভালো অবস্থা আমার। একা হয়ে যাওয়ার পর থেকে ওসব ব্যাপারে অবস্থার ক্রমোন্নতি ঘটেছে। বই আর আর্টিকেল পড়েছি, বুঝতে পেরেছি মনের সাথে শান্তিচুক্তি করতে হবে আমাকে। বিভিন্ন পদ্ধতি আছে এটা করার, আশার আলোও আছে, নিজেকে শান্ত করে সরলভাবে চিন্তা করতে হবে। সব সময়ই দত্তক নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর আমার বয়স এখনও চৌত্রিশ হয়নি। কাজেই সব আশা শেষ হয়ে গেছে–এমন না-ও হতে পারে। কয়েক বছর আগে যেমন ছিলাম তার চেয়ে ভালোই আছি এখন। তখন কোন সুপারমার্কেটে ঢুকে বাচ্চাসহ কোন মাকে দেখলে ট্রলি ওখানে রেখেই বের হয়ে আসতাম আমি। এরকম একটা পার্কের ধারেকাছে ভিড়তাম না তখন। মাতৃত্বের ক্ষুধাটা বেড়ে যেত প্রচণ্ডরকমে। মাঝে মাঝে মনে হতো পাগল হয়ে যাবো।

হয়তো হয়েও গেছিলাম। যেদিনের কথা পুলিশ জানতে চাইছে, সেদিন হয়তো পাগল হয়েই ছিলাম আমি। টম একবার একটা কিছু বলেছিলো, অথবা লিখেছিলো কোথাও। সম্ভবত ফেসবুকে দেখেছিলাম, বাবা হতে চলেছে সে। তখনই জানতাম কি আসতে যাচ্ছে সামনে। সব সময় ভেবে এসেছি, অ্যানার ওই বাচ্চাটা টমের নয়। একদিন দেখলাম বাবুটার সাথে নিজের ছবি আপলোড করেছে সে। নিচে লেখা :

এই হলো ঘটনা! ভালোবাসা এমন হয় কখনও জানতাম না! আমার জীবনে সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত!

তাকে এই লাইনগুলো লেখা অবস্থায় কল্পনা করলাম। সে জানতো আমি দেখবো, দেখতে পাবো তার কথাগুলো। কিন্তু কেয়ার করেনি টম, আসলে বাবা-মা তাদের সন্তান ছাড়া আর কিছু কেয়ার করেও না। আর কোন কিছুরই মূল্য নেই তাদের কাছে। কেউ গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারও কষ্ট বা আনন্দ বাস্তব নয়।

প্রচণ্ড ক্রোধ আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। প্রতিশোধের চেতনাও ভেতরে জ্বলছিলো হয়তো। হয়তো আমি ওদের দেখিয়ে দিতে চেয়েছিলাম আমার কষ্টটুকু বাস্তব। আমি জানি না, বোকার মতোই কাজ করে ফেলেছি হয়তো।

পুলিশ স্টেশনে দু-ঘণ্টা পর ফিরে এলাম। গাসকিলকে বললাম তার সাথে একা কথা বলতে পারবো কি-না। সে জানালো আমাদের সঙ্গে রাইলি থাকবে এমনটাই তার ইচ্ছে। এরপর তাকে আগের চেয়ে কম ভালো লাগলো আমার।

"ওদের বাড়িতে চুরি করে ঢুকিনি আমি। গেছিলাম ওখানে ঠিক, তবে টমের সাথে কথা বলার জন্য। আর কিছু নয়। কেউ কলিংবেলের উত্তর দিলো না..."

"তাহলে ঢুকলেন কিভাবে ভেতরে?" রাইলি জানতে চাইলো।

"দরজা খোলা ছিলো।"

"সামনের দরজা খোলা ছিলো?"

BanglaBook.org

দীর্ঘশ্বাস ফেললাম, "অবশ্যই না। পেছনের স্লাইডিং ডোরটা। বাগানে বের হয়ে আসার যে দরজা আছে..."

"আর আপনি ওই পর্যন্ত পৌঁছালেন কি করে?"

"বেড়া টপকে। রাস্তাটা তো আমার চেনাই।"

"তাহলে বেড়ার ওপর উঠে এক্স-হাজব্যান্ডের বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লেন আপনি?"

"হ্যা। আমরা স্পেয়ার-কি রাখতাম ওখানে, একটা জায়গায় লুকিয়ে রাখতাম চাবিটা। যদি আমরা ভুলে যাই, অথবা চাবি হারিয়ে ফেলি...মোটকথা ইমার্জেন্সির জন্য। কিন্তু আমি চুরি করতে ঢুকিনি ওদের বাড়িতে। টমের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলাম শুধু। ভেবেছিলাম কলিংবেলটা হয়তো কাজ করছে না।"

"মাঝ দুপুরে গেছিলেন আপনি ওখানে। ওয়ার্কিং ডে ছিলো, তাই না? কিভাবে ভাবলেন আপনার স্বামি তখন বাড়িতে থাকবেন? ফোন করেছিলেন কি?" রাইলি বলল।

"ওহ্ গড! আপনি কি আমাকে কথা বলতে দেবেন?" চেঁচিয়ে উঠলাম এবার। দু-পাশে মাথা নাড়লো সে, ঠোঁটে অদ্ভুত হাসিটা ফিরে এসেছে। যেন আমাকে খুব ভালোমতো চেনে, পড়তে পারছে পুরোপুরি।

"বেড়া আমি টপকেছিলাম।" আওয়াজ কমিয়ে আনার চেষ্টা করছি, "কাঁচের দরজায় টোকা দিয়েছিলাম, আধখোলা ছিলো ওটা। কিন্তু তারপরও কোন সাড়াশব্দ পাইনি। মাথা ঢুকিয়ে টমের নাম ধরে চেঁচিয়েছিলাম কয়েকবার। তারপরও কোন সাড়াশব্দ পাইনি। ভেতরে একটা বাচ্চা কাঁদছিলো। আর অ্যানা–"

"মানে, মিসেস ওয়াটসন?"

"হুম। মিসেস ওয়াটসন সোফায় ঘুমাচ্ছিলেন। বাচ্চাটা ট্রলিতে শুয়ে কাঁদছিলো। চেঁচাচ্ছিলো রীতিমতো। মুখ লাল হয়ে ছিলো তার। অনেকক্ষণ কেঁদেছে।" কথাগুলো বলার সময় মনে হলো আমার বলা উচিত ছিলো রাস্তা থেকেই বাচ্চার কান্না শুনতে পেয়েছিলাম আমি। তাই পেছন দিয়ে ঢুকেছিলাম। তাহলে কম পাগলাটে শোনাতো আমার কথা।

"তাহলে শিশুটি চেঁচাচ্ছিলো আর মা পাশে শুয়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছিলো? ঘুম ভাঙেনি তার?" কণ্ঠে কৌতুক ফুটিয়ে জানতে চাইলো রাইলি।

"হ্যা।"

টেবিলে কনুই রেখে মুখের কাছে হাত তুলে রেখেছে, কাজেই তার মনের ভাবটা জানতে পারলাম না আমি। এতটুকু আমি জানি আমাকে মিথ্যেবাদি ভেবেছে সে।

"ওকে কোলে তুলে নিয়ে চুপ করাতে চেয়েছিলাম, এতটুকুই ঘটনা।"

"এতটুকুই? আমার তো মনে হয় না। কারণ ঘুম ভাঙার পর অ্যানা দেখেছিলো আপনি বাচ্চাটাকে নিয়ে রেললাইনের দিকে যাচ্ছিলেন।"

BanglaBook.org

"ওর কান্না বন্ধ হয়নি তো সাথে সাথে, তাই ওকে নিয়ে বের হতে হয়েছিলো আমাকে। কোলে দুলিয়ে চেষ্টা করছিলাম যাতে কান্না থামে।"

"এভাবে দোলাতে দোলাতে একদম রেললাইন পর্যন্ত নিয়ে গেলেন? ওয়াটসনদের শিশুটির কোন ক্ষতি করতে চেয়েছিলেন আপনি?"

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম এবার, অতিমাত্রায় নাটুকে হয়ে যাচ্ছে সবকিছু, তবে তাদের দেখানো দরকার কি জঘন্য ইঙ্গিতই না করেছে রাইলি। গাসকিলকে দেখানো দরকার আমার।

"এসব শুনতে বাধ্য নই আমি। আপনাদের সাহায্য করতে এসেছি এখানে, লোকটার ব্যাপারে বলতে এসেছি, আর এখন আপনারা আমার প্রতি কী অভিযোগ আনছেন? ঠিক কি বলতে চাইছেন, আপনারা?"

গাসকিল কিছু বলল না, প্রভাবিত হয়নি সে। আমাকে বসতে বলল শুধু।

"মিস্ ওয়াটসন...মানে, অ্যানার সাথে আমাদের তদন্তের এক পর্যায়ে কথা বলতে হয়েছে। তখন তিনি বললেন আপনি নাকি বেশ আগ্রাসি আচরণ করছেন। অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করেছে অতীতে। উনি বাচ্চার ঘটনাটা বললেন, আরো বললেন আপনি তাদের বাড়িতে বার বার ফোন করেন।" হাতের নোটগুলোর দিকে তাকালো সে, "নির্দিষ্ট করে বললে, বেশিরভাগ সময় ফোন করেন রাতের বেলায়। বার বার। আপনাদের বিয়েটা যে ভেঙে গেছে সেটা নাকি মেনে নিতে রাজি নন আপনি।"

"সত্যি নয় কথাগুলো," বললাম আমি। একদিক থেকে ঠিকই বললাম, কথাগুলো রঙ চড়িয়ে লাগিয়েছে অ্যানা। আমি মাঝে মাঝে টমকে ফোন দেই ঠিক আছে, তবে প্রতিদিন নয়। এসব বলে লাভ হবে না বুঝলাম, গাসকিল আমার পক্ষে নেই। চোখ ভরে এলো পানিতে।

"আপনার নাম পাল্টে ফেলেননি কেন তাহলে?" রাইলি জানতে চাইলো।

"কী বললেন?"

"এখনও আপনার স্বামির নাম ব্যবহার করছেন কেন? কেউ যদি আরেকজন মেয়ের সাথে চলে যায়, আমি অবশ্যই তার নাম জুড়ে রাখতাম না নিজের নামের সাথে।"

"হয়তো আমি এতটা ছোটলোক নই।" মুখের ওপর বলে দিলাম তাকে। সত্য কথাটা হলো, আমি অতটাই ছোট লোক। অ্যানার নামের সাথে ওয়াটসন আছে এটা আমার এক সেকেন্ডও সহ্য হয় না।

"বেশ বেশ। তবে আঙটিটার ব্যাপারে কি বলবেন? আপনার বিয়ের আঙটি নয় এটা?"

"না।" মিথ্যে বললাম, "এটা হলো...মানে, এটা আমার দাদির ছিলো।"

"তাই নাকি? ঠিক আছে। কিন্তু আমাকে বলতেই হচ্ছে আপনার আচরণ থেকে মনে হয়, মানে মিসেস ওয়াটসন মনে করেন, আপনি ওদের জীবন থেকে সরে যেতে

BanglaBook.org

নারাজ। আপনার এক্সের যে একটা নতুন পরিবার আছে এখনও সেটা মেনে নিতে পারেননি আপনি।"

"আমি বুঝতে পারছি না–"

"এর সাথে মেগান হিপওয়েলের সম্পর্ক কি?" রাইলি এবার আমার কথাটা শেষ করে দিলো, "তবে শুনুন। যে রাতে মেগান নিখোঁজ হয়েছেন, আপনি তখন ঠিক সেখানেই ছিলেন। মাতাল, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকা একজন মানুষ আপনি, আপনাকে দেখা গেছে মেগানের বাড়ির ঠিক সামনে। তার ওপর মেগান আর মিসেস ওয়াটসনের শারীরিক সাদৃশ্য বিবেচনা করলে–"

"ওদের মধ্যে কোন মিলই নেই," রাগে চেঁচিয়ে উঠলাম এবার, "জেস কোনমতেই অ্যানার কাছাকাছি না দেখতে, মেগান আর অ্যানা সম্পূর্ণ আলাদা রকম।"

"দু-জনেই সোনালিচুলো, পাতলা, একহারা গড়ন, ফ্যাকাসে চামড়ার।"

"তাই আমি মেগান হিপওয়েলকে অ্যানা ভেবে আক্রমণ করেছিলাম? এরকম আজগুবি কথা আমি জীবনেও শুনিনি।" বললাম ঠিকই, তবে এখনও আমার স্মৃতিগুলো কালো কোন পাথরের আড়ালে চাপা পড়ে আছে।

"আপনি জানেন, অ্যানা ওয়াটসন আর মেগান হিপওয়েল পূর্বপরিচিত ছিলেন?" গাসকিল প্রশ্ন করলো আমাকে।

আমার চোয়াল ঝুলে পড়েছে, "আমি...কি? না। ওরা একজন আরেকজনকে চেনে না।"

এক মুহূর্তের জন্য হাসি ফুটল রাইলির মুখে তারপর ভোঁতা করে ফেললো মুখ। "জি, তারা পরিচিত ছিলেন। মেগান কিছুদিন ওয়াটসন পরিবারের হয়ে বেবি-সিটিং করেছেন।" নোটের দিকে তাকালো সে, "আগস্ট আর সেপ্টেম্বর, গত বছরের।"

কি বলতে হবে তা বুঝতে পারলাম না। মেগান আমার বাড়িতে, ওই মহিলার সাথে। ওই মহিলার বাচ্চার সাথে...

"আপনার ঠোঁটের ওপরের কাটা দাগ। ওটা কি সেদিনের দুর্ঘটনা থেকে হয়েছে?" গাসকিল জানতে চাইলো।

"হ্যা, পড়ে গেছিলাম যখন...তখন বোধহয়।"

"কোথায় হয়েছিলো ওটা? ট্যাক্সি অ্যাকসিডেন্ট?"

"লন্ডনে। থিওব্যাল্ডস রোডে। হলবর্নের কাছে।"

"আর সেখানে ঠিক কি করতে গেছিলেন আপনি?"

"সরি?"

"সেন্ট্রাল লন্ডনে কি করছিলেন আপনি?"

কাঁধ ঝাঁকালাম, "আগেই বলেছি আপনাকে," ঠাণ্ডা গলায় বললাম, "আমার

BanglaBook.org

ফ্ল্যাটমেট জানে না আমার চাকরি নেই। লন্ডনে আমি প্রতিদিন যাই। লাইব্রেরিগুলো ঘুরি, নতুন আরেকটা চাকরি খুঁজি, আমার সিভি নিয়ে কাজ করি।"

দু-পাশে মাথা নাড়লো রাইলি। সম্ভবত অবিশ্বাসের সাথে। অথবা বিস্ময়ে হয়তো, কেউ একজন এমন দুরবস্থায় কি করে যেতে পারে?

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালাম আমি, বের হয়ে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। যথেষ্ট জেরার সামনে পড়েছি আজকে। গাধার মতো কথা শুনেছি তাদের, পাগলি যেন আমি ট্রাম্প কার্ড খেলার সময় হয়েছে।

"আমি আসলেই জানি না এসব নিয়ে কেন কথা বললাম এতক্ষণ," বললাম তাদরকে, "আপনাদের আরও দরকারি কাজ থাকার কথা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় মেগান হিপওয়েলের নিরুদ্দেশের ব্যাপারটা তদন্ত করা? আপনারা কি তার প্রেমিকের সাথে কথা বলেছেন?"

দু-জন একটা কথাও বলছে না এখন। আমার দিকে তাকিয়ে আছে শুধু। নিশ্চিতভাবেই তাদের জন্য এটা একটা চমক ছিলো। প্রেমিককে চেনে না তাহলে ওরা।

"আপনারা বোধহয় জানেন না, মেগান হিপওয়েল আরেকজনের সাথে প্রেম করছিলো।"

কথাটা বলেই দরজার দিকে পা বাড়ালাম। দরজার হাতল স্পর্শ করার আগেই আমার সামনে এসে পথরোধ করে দাঁড়ালো ডিটেক্টিভ গাসকিল।

"আমি ভেবেছিলাম আপনি মেগান হিপওয়েলকে চেনেন না," বলল সে।

"চিনি না কথাটা সত্যি।" বলে তাকে পাশ কাটাতে চাইলাম।

"বসুন," পথ আটকেই বলল সে।

এবার তাদের খুলে বললাম ট্রেন থেকে আমি কি কি দেখেছি। কিভাবে মাঝে মাঝে মেগানকে ছাদের ওপর বসে থাকতে দেখতাম, রোদে স্নান করতে দেখতাম। সকাল আর সন্ধ্যায় কফি খেতে দেখতাম তাকে। গত সপ্তাহে কিভাবে তাকে একজনের সাথে দেখেছিলাম তা-ও জানালাম। লনের ওপর দাঁড়িয়ে চুমু খাচ্ছিলো তারা, অবশ্যই তার স্বামি নয় সে।

"কখন ঘটেছিলো ঘটনাটা?" গাসকিল হিসিয়ে উঠলো। আমার ওপর বেশ বিরক্ত মনে হচ্ছে তাকে। সকাল থেকে সারাদিন নিজেকে কথা বলে গেছি, সময় নষ্ট করেছি যথেষ্ট। বিরক্ত কিছুটা হওয়ার কথা অবশ্যই।

"তাহলে তার নিখোঁজ হওয়ার আগের দিন আপনি তাকে আরেকজন পুরুষের সঙ্গে দেখেছেন?" কিছুটা রাগন্বিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলো রাইলি। সামনের ফাইলটা বন্ধ করে দিলো সে। গাসকিল চেয়ারে হেলান দিলো, আমার মুখটা পরীক্ষা করছে। রাইলি ধরেই নিয়েছে এসব বানিয়ে বলছি আমি। তবে গাসকিল যথেষ্ট নিশ্চিত নয়।

"তার বর্ণনা দিতে পারবেন?" জানতে চাইলো গাসকিল।

BanglaBook.org

"লম্বা, গাঢ় চামড়া–"

"হ্যান্ডসাম?" বাধা দিলো র‍্যালি।

গাল ফোলালাম আমি, "স্কট হিপওয়েলের চেয়ে লম্বা। আমি জানি কারণ ওদের দু-জনকে একসাথে দেখেছি আমি। জেস, সরি, মেগান আর স্কটকে। আর এই লোকটা আলাদা, যার কথা বললাম। ক্ষীণকায়, বাদামি-চামড়া। সম্ভবত এশিয়ান কেউ হবে।"

"ট্রেনে বসেই একজনের এথনিক গ্রুপ আলাদা করে ফেললেন?" রাইলি বলল, "ইম্প্রেসিভ...জেসটা আবার কে?"

"কি বললেন?"

"একটু আগে কোন এক জেসের কথা বললেন আপনি।"

গাল লালচে হয়ে উঠলো আমার, "কই, না তো।"

উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিলো গাসকিল, "আমার মনে হয়, যথেষ্ট হয়েছে।"

হাত মেলালাম, রাইলির দিকে ফিরেও তাকালামও না। ঘুরে হাটা দিলাম বের হওয়ার জন্য।

"ব্লেনহাইম রোডের ধারেকাছেও যাবেন না আপনি, মিস ওয়াটসন।" পেছন থেকে বলল গাসকিল, "খুব প্রয়োজন না হলে আপনার স্বামির সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করবেন না। অ্যানা ওয়াটসন অথবা তার মেয়ের আশেপাশে যেন আপনাকে দেখা না যায়।"

বাড়ি ফেরার পথে ট্রেনে উঠে সারাদিনের ভুলগুলোর কথা মনে করলাম। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম যতটা খারাপ লাগার কথা ছিলো ততটা খারাপ লাগছে না!

কেন?

বোঝার চেষ্টা করলাম আমার মন কেন খারাপ নয় আজ? গতকাল কোন ড্রিংক করিনি, আজকেও করার ইচ্ছে হচ্ছে না। কয়েক বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো নিজের দুর্দশা ছাড়া আর কোনকিছুতে আগ্রহ খুঁজে পেলাম আমি। একটা উদ্দেশ্য পাওয়া গেছে জীবনের। নিদেনপক্ষে মনোযোগ দেওয়ার মতো কোন ঘটনা!

বৃহস্পতিবার, ১৮ই জুলাই, ২০১৩
সকাল

সকালে ট্রেনে ওঠার আগে তিনটা খবরের কাগজ কিনলাম। চার দিন পাঁচ রাত হলো মেগান নিখোঁজ। খবরটা যথেষ্ট মিডিয়া কাভারেজ পাচ্ছে। ডেইলি মেইল মেগানের বিকিনি-পরা ছবি বের করে এনেছে কোথা থেকে। যা দেখলাম, এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি তথ্য তারাই দিতে পেরেছে।

১৯৮৩ সালে রোচেস্টারে মেগান মিল্‌সের জন্ম। দশ বছর বয়সে বাবা-মার

BanglaBook.org

সাথে নরফোকের কিংস লাইনে চলে আসে। বুদ্ধিদীপ্ত এক শিশু ছিলো সে, চমৎকার ছবি আঁকতো, গান করতো। স্কুলের এক বন্ধু বলেছে তাকে তার 'চমৎকার হাসি, অসম্ভব সুন্দর চেহারা আর পুরোপুরি বন্য' হিসেবে মনে আছে। মেয়েটার বন্যতা বৃদ্ধি পেয়েছিলো ভাইয়ের মৃত্যুর সাথে সাথে। উনিশ বছর বয়সে মোটরবাইক অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছিলো সে, মেগানের বয়স তখন মাত্র পনেরো। এরপর দু-বার অ্যারেস্ট হয়েছিলো সে। একবার চুরির দায়ে, দ্বিতীয়বার অবৈধ যৌন আচরণের জন্য। বাবা-মার সাথে তার সম্পর্ক পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছিলো এরপর। দু-জনই অবশ্য মারা গেছেন কিছুদিন আগে। মেয়ের সাথে সম্পর্ক ঠিক করা হয়ে ওঠেনি তাদের। (এতটুকু পড়ে মেগানের জন্য খুব খারাপ হয়ে গেলো মনটা। আমার থেকে খুব একটা পার্থক্য নেই হয়তো। বিচ্ছিন্নতা আর একাকিত্ব ছিলো তার সঙ্গি, আমারই মতো।)

ষোলো বছর বয়সে এক বয়ফ্রেন্ডের সাথে থাকা শুরু করেছিলো সে, হল্কহামের কাছে বাড়ি ছিলো এই লোকের। স্কুলের এক বান্ধবি বলেছে, "লোকটার বয়স ছিলো অনেক বেশি। মিউজিশিয়ান বা এরকম কিছু হবে। মাদকাসক্ত ছিলো সে, ওরা একসাথে থাকা শুরু করার পর থেকে মেগানকে খুব একটা দেখা যায়নি এদিকে।" বয়ফ্রেন্ডটার নাম অবশ্য দেওয়া হয়নি কোথাও। ডেইলি মেইল তাকে খুঁজে পায়নি নিশ্চয়। এমনও হতে পারে ওরকম কোন মানুষই ছিলো না, নিজের নাম পেপারে দেখার জন্য স্কুলের বান্ধবি বানিয়ে বলেছে।

এরপর কয়েক বছর নিয়ে কোন রিপোর্ট নেই। আচমকা মেগানের বয়স চব্বিশ হয়ে গেলো। লন্ডনে বাস করছে সে, নর্থ-লন্ডন রেস্তোরাঁয় ওয়েট্রেসের কাজ করছে। সেখানেই স্কট হিপওয়েলের সাথে দেখা হলো তার, রেস্তোঁরা ম্যানেজারের বন্ধুটি একজন স্ব-উদ্যোগি আইটি কন্ট্রাক্টর। এরা দু-জন বাজিমাত করে ফেলল, দু-বছর ঘনিষ্ঠভাবে প্রেম করার পর মেগান আর স্কট বিয়ে করে ফেলে, তার বয়স তখন ছাব্বিশ, স্কটের ত্রিশ।

এরপরে আরও কয়েকটা উদ্ধৃতি, এদের মধ্যে টেরা এপস্টেইনের কথা লেখা আছে। এই বান্ধবির সাথেই শনিবার রাতে থাকার কথা ছিলো তার। সে বলেছে "চমৎকার, ভাবনাহীন একটা মেয়ে ছিলো ও," তাকে মনে হয়েছে "প্রচণ্ড সুখি।"

"স্কট কোনদিনও ওর ক্ষতি করবে না," টেরা বলেছে, "অনেক ভালোবাসতো ওকে।" টেরার প্রতিটা কথাই গতানুগতিক। পরিচিত কেউ হারিয়ে গেলে আমি-আপনি একই কথা আউড়াবো। তবে আমার চোখ আটকালো আরেকটা উদ্ধৃতিতে। যে গ্যালারিতে কাজ করতো মেগান সেখানকার একজন শিল্পী রাজেশ গুজরাল বলেছে, "দারুণ একজন মহিলা, ধারালো, কৌতুকপ্রিয় এবং সুন্দরি, খুবই নিভৃত একজন মানুষ, উষ্ণ একটা মন ছিলো তার।" মনে হলো মেয়েটার প্রেমে পড়েছিলো এই লোক। সে ছাড়া ডেভিড ক্লার্ক নামের আরেকজনের উদ্ধৃতি পাওয়া গেলো,

BanglaBook.org

"মেগ্‌স আর স্কট দারুণ এক যুগল। একে অন্যের সান্নিধ্যে বেশ সুখি, একে অন্যকে প্রচণ্ড ভালোবাসে তারা।"

তদন্ত নিয়েও কিছু কথা বলা হয়েছে অবশ্য, তবে পুলিশের স্টেটমেন্ট অল্পের চেয়েও কম। তারা 'বেশ কিছু সাক্ষি'র সাথে কথা বলেছে, তারা 'বেশ কিছু পন্থায়' তদন্ত করছে। ডিটেক্টিভ ইন্সপেক্টর গাসকিলের একটা কথা আমাকে অবাক করলো। সে বলেছে দু-জন লোক তাদের তদন্তে সাহায্য করছে। অর্থাৎ দু-জন সাসপেক্ট আছে তার হাতে। একজন নিশ্চয় স্কট। আরেকজন কে হতে পারে? 'বি' নয়তো? 'বি' কি রাজেশ গুজরাল?

খবরের কাগজে এতটাই মগ্ন ছিলাম যে কতদূর এসেছি খেয়ালও করিনি, মনে হলো ট্রেনে উঠতে না উঠতেই সিগন্যালের কাছে চলে এসেছি আমরা। স্কটের বাড়ির আশেপাশে লোকজন আছে। পেছনের দরজার ঠিক বাইরে দু-জন ইউনিফর্মড পুলিশ। বাগানে বেশ কিছু মানুষ। মাথার ভেতরটা চক্কর দিয়ে উঠলো আমার। কিছু পেয়েছে তারা? বাগানে কি লাশ পুঁতে রেখেছিলো কেউ? অথবা, মেঝের কাঠগুলোর নিচে?

সেদিন রেললাইনের পাশে পড়ে থাকা কাপড়গুলোর কথা মন থেকে সরাতেই পারলাম না আমি। অবশ্য এমনটা ভাবা অর্থহীন। ওই কাপড়ের স্তুপ দেখার অনেকদিন পর নিখোঁজ হয়েছে মেগান। আর যেভাবেই হোক, ক্ষতি যদি তার হয়েও থাকে, স্কটের দ্বারা হবে না। পাগলের মতো তাকে ভালোবাসতো সে, প্রত্যেকে তেমনই বলল।

আলো নেই তেমন, আজকের আকাশে মেঘ। বাড়ির ভেতরটা দেখতে পেলাম না। কি হচ্ছে জানার উপায় নেই, মরিয়া হয়ে উঠলাম। এড়িয়ে যেতে পারি না আমি আর, এখন ঘটনাটির অংশ হয়ে গেছি। আমার জানা দরকার।

অন্তত আমার একটা প্ল্যান আছে।

এক, আমাকে জানতে হবে হারানো স্মৃতি ফিরে পাওয়ার কোন উপায় আছে কি-না। গত শনিবার রাতে কি ঘটেছিলো তা আমাকে জানতে হবে। হিপনো-থেরাপি আমার কোন সাহায্যে আসতে পারে?

দুই, এটা গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশ আমার কথা বিশ্বাস করেছে বলে মনে হয় না। স্কট হিপওয়েলের সাথে দেখা করতে হবে আমাকে। যা দেখেছি খুলে বলতে হবে তাকে। সত্যটা জানার অধিকার তার আছে।

সন্ধ্যা

ট্রেনভর্তি বৃষ্টিতে ভেজা মানুষ। বাষ্প তাদের পোশাক শুকিয়ে দিচ্ছে, জানালাগুলো কনডেন্সারের কাজ করছে। ভেজা মাথাগুলো নুয়ে আছে, শরীর, পারফিউম আর

BanglaBook.org

কাপড় কাচার সাবানের গন্ধ ভেসে আছে বাতাসে। সকালের মেঘ ভারি হয়েছে সারাদিন। বড় আর কালো হচ্ছিলো তারা, বিকেলে অন্ধকার করে দিয়েছিলো প্রকৃতিকে। অফিস ফেরত মানুষগুলোকে ভিজিয়ে একসা করে ফেলেছে। টিউব স্টেশনের সামনে বার বার ছাতা খুলেছে আর বন্ধ করেছে লোকজন।

আমার কাছে ছাতা ছিলো না, কাজেই ভিজতে হয়েছে আমাকেও। মনে হচ্ছে কেউ একজন আমার গায়ে এক বালতি পানি ঢেলে দিয়েছিলো। সুতির ট্রাউজার উরুর সাথে চেপে বসেছে, পাতলা নীল শার্টটা ভিজে গিয়ে লজ্জাজনকভাবে গায়ে সেঁটে আছে। লাইব্রেরি থেকে টিউব ট্রেনের পুরোটা পথ দৌড়ে এসেছি আমি, পুরো ব্যাপারটা অন্যরকম মজার মনে হয়েছে আমার। ট্রেনে উঠে নিঃশ্বাস ফিরে পেতে পেতে হেসেছি খুব। শেষ কবে এভাবে হেসেছি আমার জানা নেই।

সিটে বসার পর থেকে আমার মুখে আর হাসি নেই অবশ্য। মোবাইল বের করে মেগানের কেসের অগ্রগতি হলো কি-না দেখলাম, আমার ভয়টা সত্য হলো এবার।

"উইটনি পুলিশ স্টেশনে সতর্কতার সাথে চৌত্রিশ বছর বয়সি এক যুবককে জেরা করা হচ্ছে।"

এটা স্কট। অর্থাৎ পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেছে। সতর্কতার সাথে? ভালো কোন অর্থ নেই এটার, পুলিশের ধারণা খুনটা স্কটই করেছে। শুধু প্রার্থনা করলাম তারা ওকে নিয়ে যাওয়ার আগে আমার মেইলটা পড়েছিলো সে। অবশ্য পুরো ব্যাপারটা অনর্থকও হতে পারে। মেগান হয়তো এখন কোন এক হোটেলে আছে, সুস্থ আছে। বেলকনিতে পা দুলিয়ে সাগর দেখছে, হাতে কোল্ড ড্রিংক।

চিন্তাটা একই সাথে শিহরিত আর হতাশ করলো আমাকে। তারপর হতাশ হওয়ার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিলাম। মেয়েটার কোন ক্ষতি চাই না আমি। যতই ঠকাক স্কটকে, আমার কল্পনার নিখুঁত দম্পতির ছবিটা নষ্ট করে দিক, তাই বলে তার ক্ষতি আমি চাই না। কারণ, এখন আমি ঘটনাটার অংশ হয়ে গেছি। শুধুমাত্র ট্রেনে বসে থাকা এক মেয়ে নই আমি, উদ্দেশ্যবিহীনভাবে এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশনে যাওয়া মানুষটি নই আর। মেগানকে সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে দেখতে চাই আমি। তবে এই মুহূর্তেই আসুক তেমনটি চাইছি না।

স্কটকে আজ সকালে একটা মেইল পাঠিয়েছি, ওকে খুঁজে বের করা সহজ ছিলো। গুগলে সার্চ করেই পেয়ে গেছি। www.shipwellconsulting.co.uk সাইটে তার বিজ্ঞাপনে এমন তথ্য দেয়া ছিলো :

> কনসাল্টেন্সি ফার্ম। ব্যবসায়িক এবং অলাভজনক সংস্থার জন্য ক্লাউড এবং ওয়েববেইজড সার্ভিস দেয়া হয়।

দেখেই বুঝলাম এটা স্কট। ওর বিজনেস অ্যাড্রেসটাই হোম অ্যাড্রেস। সাইটের কন্ট্যাক্ট অ্যাড্রেসে ছোট্ট একটা মেসেজ পাঠালাম এবার।

BanglaBook.org

প্রিয় স্কট,
আমার নাম র‍্যাচেল ওয়াটসন। আমাকে চিনবেন না আপনি। তবে আপনার স্ত্রির ব্যাপারে আমার কিছু বলার ছিলো। তিনি এখন কোথায় আমার জানা নেই। তার কি হয়েছে তা-ও আমার জানা নেই। তবে আমার মনে হয় আমি এমন কিছু জানি যেটা আপনার কাজে আসবে।
আপনি আমার সাথে কথা বলতে না-ও চাইতে পারেন। আমি সেটা মেনে নিতে প্রস্তুত। তবে যদি কথা বলতে চান, এই অ্যাড্রেসে মেইল করবেন।

আপনার শুভাকাঙ্খি
র‍্যাচেল

আমি জানি না আমার সাথে সে কথা বলবে কি-না। তার জায়গায় আমি থাকলে অবশ্যই বলতাম না। পুলিশের মতো ধরে নিতাম কোন এক উন্মাদের কাজ এটা। খবরের কাগজ পড়ে এসে পণ্ডিতি ফলাচ্ছে। স্কট কি করতো তা জানার উপায় নেই, এর মধ্যেই সে চলে গেছে পুলিশের হেফাজতে। পুলিশের হেফাজতে থেকে আমার মেইল পড়তে পারবে না সে। কেউ যদি পড়ে থাকে তো সেটা হবে পুলিশই। আমার জন্য মোটেও সুখবর কোন ব্যাপার হবে না। তবে আমাকে চেষ্টা করতে হবে।

এখন মরিয়া একধরণের অনুভূতি হচ্ছে আমার। ট্রেনভর্তি মানুষের জন্য অন্যপাশের জানালা চোখে পড়ছে না। আর পড়লেও কাজ হতো না, বাইরে ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, রেললাইনের বেড়ার ওপাশটা দেখা যাবে কি-না সন্দেহ। দরকারি সব সূত্র ধুয়ে মুছে যাচ্ছে বলে মনে হলো আমার, ঠিক এই মুহূর্তে দরকারি সব সূত্র হয়তো হারিয়ে যাচ্ছে চিরতরে। রক্তের ফোঁটা, পায়ের ছাপ, ডিএনএ'যুক্ত সিগারেটের গোড়া। একটা ড্রিংকের জন্য ভেতরটা ছটফট করে উঠলো আমার, ঠোঁটের কাছে ওয়াইনের স্বাদ পর্যন্ত পেলাম। অ্যালকোহল ভেতরে যাওয়ার পর কিভাবে রক্তে ছড়িয়ে পড়ে সেটা মনে করতে চাই আমি।

একটা ড্রিংক চাই আমি, আবার চাইও না। কারণ আজকে মদ না খেয়ে থাকতে পারলে তিন দিন পূর্ণ হবে। শেষ কবে তিনদিন মদ স্পর্শ না করে ছিলাম তা মনে করতে পারি না। মুখের ভেতরে আর কিছুর স্বাদও পেলাম মনে হলো। পুরনো একধরণের জেদ। একটা সময় প্রবল ইচ্ছেশক্তি ছিলো আমার। নাস্তার আগে দশ কিলোমিটার দৌড়াতে পারতাম, প্রতিদিন তেরশ' ক্যালোরি করে খরচ করতাম। আমার মধ্যে যেসব গুণাবলি টম ভালোবাসতো তার মধ্যে এটা ছিলো অন্যতম। আমার জেদ, একগুয়েমি, আমার শক্তি। শেষের দিকের একটা ঝগড়ার কথা মনে

BanglaBook.org

পড়ে গেলো। আমাদের মধ্যে সম্পর্ক চরম বাজে আকার ধারণ করেছে তখন। টম বলছিলো, "তোমার কি হয়েছে, র‍্যাচেল? কবে থেকে এত দুর্বল হয়ে পড়েছো?"

আমি জানি না। সব শক্তি কোথায় হারিয়ে গেছে জানা নেই আমার। হারিয়েছি কিভাবে তা-ও জানি না। আমার মনে হয় সময়ের সাথে ধুয়ে গেছে ওটা। একটু একটু করে। জীবনের নিয়ম অনুযায়ি, বেঁচে থাকার সাথে সাথে।

ট্রেনটা আচমকা থেমে গেলো। ব্রেকগুলো বিপদসঙ্কেতের মতো ক্যাঁচকোঁচ করে উঠলো। বগির ভেতরটা নিচু গলার 'দুঃখিত,' 'মাফ করবেন,' 'কিছু মনে করবেন না'-তে ভরে গেলো, একে অন্যের সাথে ধাক্কা খেয়ে, পায়ে পা চাপা দিয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করছে মানুষগুলো। মাথা সোজা করে তাকাতেই মানুষটার চোখে চোখ পড়লো আমার। পেয়াঁজের মতো লালচে চুল যার। শনিবার রাতে যার সাথে দেখা হয়েছিলো, যে আমাকে সাহায্য করেছিলো দাঁড়াতে। সে-ও আমার দিকে সরাসরি তাকিয়ে আছে। ওর নীল চোখ আমার চোখে আটকে গেছে, কেমন যেন ভয় করলো আমার। হাত থেকে ফোনটা পড়ে গেলো। মাথা নামিয়ে ওটা আবার তুলে নিয়েছি, এবার সরাসরি তাকালাম না আর। ধীরে ধীরে কামরার ভেতরে চোখ বোলালাম, তার দিকে চোখ পড়তেই মুচকি হাসলো লোকটা। মাথা সামান্য বাঁকিয়ে আছে একদিকে।

আমার মুখ পুড়ে যাচ্ছে এমন মনে হলো। তার হাসির প্রতিত্তোরে কি করা উচিত জানি না। কারণ আমি জানি না ওই হাসি কি অর্থ বহন করছে।

এটা কি "ওহ্ হ্যালো, ওই রাতে দেখা হয়েছিলো না? আমার বেশ মনে আছে আপনাকে।" নাকি, "আরে সেই মাতাল মেয়েটা না? ওইদিন রাতে সিঁড়ি দিয়ে পড়ে গেছিলো আর একগাদা আজেবাজে কথা বলেছিলো যে? নাকি আর কেউ?"

জানি না কতটুকু বাস্তব আর কতটুকু কল্পনা, তবে এই মুহূর্তে আমার মনে হলো কানের পাশে তার কণ্ঠও শুনতে পেলাম। "ঠিক আছো তো, মেয়ে?"

মাথা ঘুরিয়ে আবারও জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। পরিষ্কার টের পেলাম আমার দিকে তাকিয়ে আছে সে। লুকিয়ে পড়তে পারলে বাঁচতাম আমি, উধাও হয়ে যেতে পারলে বেশ হতো। কেঁপে উঠে থেমে গেলো ট্রেন। উইটনি স্টেশন চলে এসেছে। সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো সাথে সাথে। একে অন্যের সাথে ধাক্কা খেয়ে নামার প্রস্তুতি নিতে থাকলো তারা, খবরের কাগজ গুটিয়ে, ট্যাবলেট আর ই-রিডার ব্যাগে ঢুকিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সবাই। দেখলাম আমার দিকে আর দৃষ্টি নেই তার। ট্রেন থেকে নেমে যাচ্ছে, স্বস্তির ব্যাপার।

পরমুহূর্তে মনে হলো গাধার মতো কাজ করছি। আমার উঠে দাঁড়িয়ে তার পিছু নেওয়া উচিত। তার সাথে কথা বলা দরকার। আমাকে সে বলতে পারবে সে-রাতে ঠিক কি ঘটেছিলো। অথবা কি ঘটেনি। আমার শূন্য স্মৃতির কিছু অংশ তো বলতে পারবে সে? উঠে দাঁড়ালাম, দ্বিধা যায়নি। জানি অনেক দেরি হয়ে গেছে, দরজা লেগে

BanglaBook.org

যাবে যেকোন সময়। কামরার ঠিক মাঝখানে দাঁড়ানো আমি, ভিড় ঠেলে দরজা পর্যন্ত পৌছাতেও সময় লাগার কথা।

একটা বিপ্‌জাতীয় শব্দের পর লেগে গেলো দরজা। এখনও দাঁড়িয়ে আছি, জানালা দিয়ে দেখলাম বৃষ্টিতে ভিজছে মানুষটা, শনিবার যে আমার সাথে ছিলো। হয়তো আলোকপাত করতে পারতো কিছু। তাকিয়ে দেখছে আমার চলে যাওয়া।

বাড়ির যত কাছে এগিয়ে গেলাম, নিজের ওপর ততই বিরক্ত হলাম। নর্থকোটের কাছে এসে ইচ্ছে করলো ট্রেন বদলে আবারও উইটনিতে যাই, তাকে খুঁজি। বোকার মতো চিন্তা, ঝুঁকিপূর্ণও বটে, গাসকিল মানা করেছে সেখানে যেতে। মাত্র গতকালের কথা, নিষেধ করার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ওদিকে গিয়ে গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়ানোটা শোভনিয় হবে না। কিন্তু গত শনিবারের ঘটনা মনে করার জন্য মরিয়া হয়ে আছি আমি। কয়েক ঘণ্টা ইন্টারনেট রিসার্চের পর আজ বিকেলে নিশ্চিত হতে পারলাম কয়েক ঘণ্টা হারানো স্মৃতির জন্য হিপনোসিস কোন কাজে আসে না। কারণ, আর্টিকেলে বলা হয়েছে, ব্ল্যাকআউটের সময় আমরা স্মৃতি গঠনই করতে পারি না, ফিরিয়ে আনবো কি করে?

সব সময়ই একটা ফাঁটল থেকে যাবে আমার সময়-সুড়ঙ্গে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

মেগান

• • •

বৃহস্পতিবার, ৭ই মার্চ, ২০১৩

বিকেল

ঘরটা অন্ধকার, বদ্ধ বাতাস। আমাদের শরীরের গন্ধে মিষ্টি হয়ে আছে। সোয়ানে ফিরে এসেছি আমরা, ছাদের কাছাকাছি আছি এখন। একটু অন্যরকম এবারের দৃশ্যটি, কারণ এখনও এখানে আছে ও। আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

"কোথায় যেতে চাও তুমি?" জানতে চাইলো ও।

"কোস্টা দ্য লা লাজের সমুদ্রতটের যে কোন বাড়িতে," বললাম তাকে। হাসলো সে।

"আমরা কি করবো সেখানে?"

সশব্দে হাসলাম, "এটা বাদে কি করবো তাই জানতে চাইছো তো?"

আমার পেটের ওপর আঙুল বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে, "হুঁ, এটা বাদে।"

"একটা ক্যাফে খুলব আমরা, শিল্প-প্রদর্শনী করবো, সার্ফিং শিখবো।"

আমার তলপেটের পাশের হাঁড়ে চুমু খেলো সে, "থাইল্যান্ডে গেলে কেমন হয়?"

নাক কুঁচকালাম, "বেশ কয়েক বছরের ধাক্কা হবে। সিসিলি। এগাডি আইল্যান্ড, সৈকতের পাশে বিচ-বার খুলবো, মাছ ধরবো..."

হাসলো সে আবার, আমার ওপর তার শরীর তুলে আনলো। চুমু খেলো আমাকে।

"অপ্রতিরোধ্য," বিড়বিড় করে বলল সে, "অপ্রতিরোধ্য তুমি।"

হাসতে চাইলাম আমি, জোরে বলতে চাইলাম, দেখলে, আমিই জিতলাম। বলেছিলাম এটা শেষবার হবে না। কখনই শেষবার নয় এটা। ঠোঁট কামড়ে ধরে চোখ বন্ধ করলাম। জানতাম আমি সঠিক। তবে মুখে উচ্চারণ করা উচিত নয় এসব কথা। চুপচাপ বিজয় উপভোগ করাই নিয়ম। ওর স্পর্শের কাছাকাছি ধরণের আনন্দ পাই এসব বিজয় থেকে।

পরে, আমার সাথে এমনভাবে কথা বলল যেভাবে আগে কখনও বলতে শুনিনি তাকে। সব সময় তার কাছে আমিই কথা বলি, আজ সে নিজেকে মেলে ধরলো। তার শূন্যতা, পেছনে ফেলে আসা পরিবার, তাদের বেঘোরে হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া। আত্মার সঙ্গি বলে কোন জিনিস আছে বলে বিশ্বাস করি না আমি। তবে কেন যেন মনে হলো আমার সাথে তার যথেষ্ট মিল আছে। আমরা দু-জনই জানি ভেঙে যেতে কেমন লাগে।

BanglaBook.org

শূন্যতা, বুঝতে পারলাম আমি। বুঝতে পারলাম কোনভাবেই এটা ঠিক করা সম্ভব নয়। যতই থেরাপি সেশন নেই, কাজ হবে না। জীবনের এই ফাঁটলগুলো চিরস্থায়ি। তার চারপাশে জন্ম দিতে হবে নতুন কিছু। কনক্রিটের ভেতর গাছের শেকড় মেলার মতো করে, নিজেকে সেই ফাঁটলের মধ্যে গলিয়ে দিতে হবে, যেন সেটা কোন ধরণের ছাঁচ। যা যা আমি জানি তা জোরে বলা চলবে না অবশ্য। এখন নয়।

"কবে যাবো আমরা?" জানতে চাইলাম ওর কাছে।

উত্তর দিলো না সে। ঘুমিয়ে পড়লাম আমিও।

ঘুম ভাঙার পর ওকে দেখলাম না। চলে গেছে।

শুক্রবার, ৮ই মার্চ, ২০১৩

সকাল

ছাদে কফি নিয়ে এলো স্কট।

"গতকাল রাতে ঘুমিয়েছিলে তুমি," বলল সে, বাঁকা হয়ে আমার মাথায় চুমু খেলো। ঠিক পেছনে দাঁড়িয়েছে সে। কাঁধের ওপর হাত রেখেছে, গরম আর নিরেট। মাথা পেছনে হেলিয়ে তার শরীরে ঠেকালাম। চোখ বন্ধ করে ট্রেনের গর্জন শুনলাম চুপচাপ। বাড়ির সামনে থেমে গেলো অবশ্য।

প্রথম যখন এখানে এসেছিলাম, স্কট প্যাসেঞ্জারদের দিকে হাত নাড়তো। আমি হেসে ফেলতাম প্রতিবারই। আমার কাঁধে ওর হাত আরেকটু শক্ত হয়ে আটকেছে। আমার ঘাড়ে চুমু খেলো সে।

"ঘুমিয়েছো তুমি।" আবারও বলল, "তোমার নিশ্চয় ভালো লাগছে আগের চেয়ে?"

"তা লাগছে," বললাম।

"কাজে দিচ্ছে তাহলে?" জানতে চাইলো সে, "থেরাপির কথা বলছি।"

"মানে, আমি সেরে উঠছি কি-না জানতে চাইছো?"

"সেরে ওঠার কথা বলছি না," আহত গলায় বলল সে, "আমি কথাটা ওভাবে বলতে চাইনি।"

"জানি আমি," ঘুরে ওর হাতে চাপ দিলাম, "মজা করে বললাম। আমার মনে হয় থেরাপির ব্যাপারটা একটা প্রক্রিয়া। এত সহজ বিষয়টা। হয়তো একটা সময় আসবে যখন বলতে পারবো আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় আছি।"

কিছুক্ষণ নীরবতা, তারপর আমাকে আরেকটু জোরে চেপে ধরলো সে, "তাহলে চালিয়ে যাবে তুমি?"

BanglaBook.org

একটা সময় ছিলো আমার মনে হতো ও-ই আমার সবকিছু হতে পারবে, লম্বা একটা সময় ধরে ভেবে এসেছিলাম এমনটা। পুরোপুরি ভালোবাসতাম ওকে, এখনও বাসি। তবে এসব আর চাই না আমার। নিজের মতো করে বাঁচতে পারি শুধুমাত্র ওই গোপন সময়গুলোতে। ঘোরগ্রস্ত সেই বিকেলগুলোতে, গতকালকের মতো। ওই তাপ আর অর্ধ-আলোতে নিজেকে জীবিত মনে হয় আমার। তবে কে জানে, পালিয়ে যাওয়ার পর যদি ওটাকেও আমার যথেষ্ট বলে মনে না হয়? শেষ পর্যন্ত যদি এখন যেমন লাগছে তেমনটাই লাগে? তারপর কি আবারও পালাতে চাইবো আমি? তারপর আবারও? একটা চক্রের মধ্যে ঘুরতে থাকবো তখন।

হয়তো। হয়তো না। ঝুঁকিটা তো নিতেই হবে, তাই না?

নিচতলায় গিয়ে ওকে বিদায় জানালাম। অফিসে গেলো সে। আমার কোমর জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেলো।

"ভালোবাসি তোমাকে, মেগ্‌স," বিড়বিড় করে বলল সে।

সেই মুহূর্তে পৃথিবীর জঘন্যতম মানুষ বলে মনে হলো নিজেকে। ওর চলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা না করেই দরজা লাগিয়ে দিলাম। কারণ, আমি জানি এখনই কেঁদে ফেলবো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

র‍্যাচেল

• • •

শুক্রবার, ১৯ শে জুলাই, ২০১৩

সকাল

আটটা চারের ট্রেন প্রায় ফাঁকাই যাচ্ছে। জানালা খোলা আছে, বাতাস ঠাণ্ডা। গতকালের ঝড়ের পর ঝপ করে নেমে এসেছে তাপমাত্রা। প্রায় ১৩৩ ঘণ্টা ধরে নিখোঁজ মেগান।

বেশ কয়েক মাস পর বেঁচে থাকার আনন্দ কোষে কোষে উপভোগ করতে পারছি আমি। আজ সকালে আয়নায় তাকিয়ে মনে হলো চেহারায়ও একটা পরিবর্তন এসেছে। চামড়া পরিষ্কার হয়েছে, চোখদুটো উজ্জ্বল। নিজেকে হালকা মনে হলো অনেক। আমি জানি এক আউন্স ওজনও কমেনি আমার, তবে হাত-পা নড়াতে অনেক কম পরিশ্রম করতে হচ্ছে। নিজের মতো লাগছে এখন নিজেকে। একসময় যে সত্তাটা ছিলো আমার স্বাভাবিক সত্তা।

স্কটের পক্ষ থেকে কোন মেইল আসেনি। ইন্টারনেটে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছি, কোন অ্যারেস্টের খবর আসেনি কোথাও। অর্থাৎ আমার ইমেইলটা এড়িয়ে গেছে সে। হতাশ হলাম আমি, তবে এমনটাই হওয়ার কথা ছিলো।

সকালে গাসকিল ফোন করলো, ঘর থেকে বের হতে যাচ্ছিলাম তখন। জানতে চাইলো আমি আজকে থানায় আসতে পারবো কি-না। মাত্রই আতঙ্কিত হয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম, গাসকিল জানালো কয়েকটা ছবি দেখতে হবে আমাকে। এতটুকুই। ওর সেই নরম কণ্ঠটা ব্যবহার করলো, কাজেই সাহস ফিরে পেলাম। জানতে চাইলাম স্কট হিপওয়েলকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে কি-না।

"কাউকে অ্যারেস্ট করা হয়নি, মিস ওয়াটসন," বলল সে।

"তবে যে লোককে আপনারা সতর্কতার সাথে..."

"ওটা বলার মতো স্বাধীনতা নেই আমার।"

ওর কথা বলার ভঙ্গিটা এত ঠাণ্ডা, এত নিশ্চয়তা দেওয়ার মতো, আবারও পছন্দ হতে শুরু করলো ওকে।

গতকাল সন্ধ্যায় জগিং বটমস আর একটা টি-শার্ট পরে সোফায় বসে ছিলাম। সম্ভাব্য সব পদ্ধতির লিস্ট করছিলাম। যেমন, অফিস ছাড়ার সময় আমি উইটনি স্টেশনে বসে অপেক্ষা করতে পারি। লালচুলো লোকটার সাথে দেখা করার চেষ্টা করা যেতে পারে শনিবার রাতে। তাকে একটা ড্রিংকের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারি, তারপর দেখা যাবে বিষয়টা কোনদিকে গড়ায়। সে কিছু দেখেছে কি-না, অথবা সে-রাতে তার জানামতে আমি কি করেছিলাম তা জানা যেতে পারে।

BanglaBook.org

একটাই বিপদ, টম অথবা অ্যানার সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে। তারা সুন্দর করে আমার নামে রিপোর্ট করে দেবে, পুলিশের সাথে ঝামেলায় (আরও ঝামেলা) পড়ে যাবো তখন আমি। দ্বিতীয় ঝুঁকিটি হলো, আমি নিজেকে বিপদে ফেলে দিতে পারি। সে-রাতে কারও সাথে তর্ক করেছি আমি। কারও সাথে হাতাহাতি পর্যন্ত গেছে বিষয়টা। আমাকে ভালোই আহত করেছে সেই 'কেউ'টা। যদি লালচুলো লোকটাই সেই 'কেউ' হয়ে থাকে? আমাকে যদি আবারও আক্রমণ করে সে?

যেভাবে সে হেসেছে আর হাত নেড়েছে, তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। একজন সাইকোপ্যাথ হতেই পারে সে। তাকে দেখে অবশ্য সাইকোপ্যাথ মনে হয় না। কেন, সেটার ব্যাখ্যা আমি দিতে পারবো না। তবে তার সামনে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার মতো কোন অনুভূতি হয়নি আমার।

স্কটের সাথে আবারও যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে পারি। আমার সাথে কথা বলার জন্য একটা উপযুক্ত কারণ দিতে হবে তাকে। তবে ভয় আছে এখানে, আমার দেখা দৃশ্যটার বর্ণনা শোনার পর আসলেই আমাকে উন্মাদিনি বলে ধরে নেবে সে। উল্টো ভেবে বসতে পারে আমিই মেগানকে গায়েব করে দিয়েছি। তারপর আমার নামে পুলিশের কাছে রিপোর্ট করেও দিতে পারে। তখন বেশ বড়সড় ঝামেলায় পড়ে যাবো আমি।

হিপনোসিস নিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। তবে শতভাগ নিশ্চিত, এর পর আমার কিছু মনে পড়বে না। তারপরও ব্যাপারটা নিয়ে আমার কৌতুহল আছে। ক্ষতি কি?

বসে বসে নোট নিচ্ছি, নতুন নতুন খবরে চোখ রাখছি আর প্রিন্ট করছি। ক্যাথি বাড়ি ফিরে এলো এমন সময়। ডেমিয়েনের সাথে সিনেমা হলে গেছিলো। আমাকে শান্ত অবস্থায় পেয়ে অবাকই হলো সে। কিন্তু ঠিক আন্তরিক নয় তার ব্যবহার। বুধবার পুলিশ বাড়িতে আসার পর থেকে আমাদের কথা হয়নি। ওকে বললাম গত তিনদিন ধরে ড্রিংক করিনি, জড়িয়ে ধরলো আমাকে।

"স্বাভাবিক হয়ে আসছো দেখে খুব ভালো লাগছে," বলল সে, যেন আমার নাড়ির খবর জানে।

"পুলিশের সাথের ব্যাপারটা," বললাম, "একটা ভুল বোঝাবুঝি ছিলো ওটা। আমার সাথে টমের কোনরকম সমস্যা নেই। ওই নিখোঁজ মহিলার ব্যাপারেও কিছু জানি না আমি। তোমাকে আর ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না।"

আমাকে আরেকবার জড়িয়ে ধরলো সে। তারপর দু-জনকেই চা বানিয়ে খাওয়ালো। ক্যাথির ভালো মুডের সুযোগ নিয়ে আমার চাকরি হারানোর কথাটাও বলে দেবো কি-না ভাবছিলাম, তবে সুন্দর সন্ধ্যাটা নষ্ট করতে চাইলাম না। সকালেও আমার ওপর সন্তুষ্ট থাকলো সে। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় আমাকে আরেকবার জড়িয়ে ধরলো।

BanglaBook.org

"তোমার অবস্থা দেখে অনেক সন্তুষ্ট আমি, র‍্যাচ," বলল সে, "নিজেকে গুছিয়ে নিয়েছো। আমাকে তো চিন্তাতেই ফেলে দিয়েছিলে।"

আমাকে জানালো পুরো সাপ্তাহিক বন্ধটা ডেমিয়েনের সাথে কাটাবে সে। এটা শুনে প্রথমেই ভাবলাম, আজকে রাতে দ্রুত বাড়ি ফিরে আসতে পারবো আমি। কারও বিরক্তি সহ্য না করেই ড্রিংক করা যাবে তখন।

সন্ধ্যা

কুইনিনের তেতো স্বাদ, ঠাণ্ডা জিন অ্যান্ড টনিকের মধ্যে এই জিনিসটাই সবচেয়ে ভালো লাগে আমার। টনিকের পানিটা অবশ্যই সোয়াপস থেকে নিতে হবে, কাঁচের বোতল থেকে আসবে সেটা, প্লাস্টিকের নয়। এগুলো কোন ব্যাকরণের মধ্যে পড়ে না, তবে মেনে চলতে হয়। আমি জানি এখন মদ খাওয়া উচিত হচ্ছে না, তবে সারাটা দিনের ছক এর ওপর ভিত্তি করেই কেটেছি।

এক ঘণ্টা ডিটেক্টিভ ইন্সপেক্টর গাসকিলের সঙ্গে একাকি কাটিয়ে এসছি সকালে। এবার থানায় পৌছাতেই সরাসরি তার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমাকে। তার অফিসেই বসেছিলাম আমি, ইন্টারভিউ রুমে নয়। আমাকে কফি সাধলো সে, সায় দিতেই অবাক হয়ে দেখলাম, উঠে গিয়ে নিজের হাতে বানাচ্ছে সেটা। অফিসের এক কোণে ফ্রিজ, তার ওপরে একটা কেতলি আর কিছু নেসক্যাফে রাখা আছে। চিনি না থাকার কারণে আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করলো।

তার সঙ্গ উপভোগ করছিলাম, তার হাতের নড়াচড়া দেখতে ভালো লাগছিলো। অর্থপূর্ণ কোন কাজে নয়, তবে খুব দ্রুত নড়ে তার হাত। এটা আগে খেয়াল করিনি কারণ ইন্টারভিউ রুমে নড়াচড়া করানোর মতো কিছু ছিলো না। অফিসে বসে কফির মগ, স্ট্যাপলার, কলমের কৌটা, কয়েকটা কাগজের স্তুপ নেড়েই যাচ্ছে সে। বড় বড় হাত আর লম্বা আঙুলের সদ্ব্যবহার করছে। আঙুলে কোন বিয়ের আঙটি দেখা গেলো না।

আজ সকালে পরিস্থিতিটা অন্যরকম মনে হলো। আমি এখানে কোন সাসপেক্ট নই। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে ব্যস্ত কোন মেয়ে নই আমি। আমাকে কোন কাজে লাগানোর জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। একটা ফোল্ডার বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো সে, কয়েকটা ছবি আছে সেখানে। স্কট হিপওয়েল, তিনজন মানুষ যাদের কোনদিনও দেখিনি আমি।

তারপরের ছবিটা 'বি'র!

প্রথমে আমি নিশ্চিত ছিলাম না। ছবির দিকে লম্বা সময় ধরে তাকিয়ে থাকলাম। সেদিন ট্রেন থেকে দেখা ছাড়া ছাড়া ছবিগুলো আবারও মাথায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলাম। মাথা ওই ভঙ্গিতেই বেঁকে আছে ছবিতে। মেগানকে জড়িয়ে ধরার আগে যেমনভাবে বাঁকিয়েছিলো তার মাথা, ঠিক সেভাবেই।

BanglaBook.org

"এই তো সেই লোক!" বললাম, "আমার মনে হয় এই মানুষটাই।"

"আপনি নিশ্চিত নন?"

"আমার মনে হয় এটাই সে।"

ছবিটা তুলে নিয়ে এক সেকেন্ডের জন্য ভাবলো সে, "আপনি তাদের চুম্বনরত অবস্থায় দেখেছিলেন, এমনটাই বলেছিলেন না? গত শুক্রবার? এক সপ্তাহ আগে?"

"হ্যা। শুক্রবার সকালে...তারা বাইরে ছিলো...বাগানে।"

"আপনার কোন ভুল হচ্ছে না তো? শুধুই জড়িয়ে ধরা অথবা প্লেটোনিক চুমু–"

"মোটেও কোন প্লেটোনিক চুমু ছিলো না ওটা। কি বলবো...রোমান্টিক ছিলো।"

সামান্য বাঁকালো তার ঠোঁট। হাসলো ডিটেক্টিভ গাসকিল।

"মানুষটা কে?" গাসকিলকে প্রশ্ন করলাম আমি। "ও কি...আপনি কি মনে করেন ওর সাথেই পালিয়েছে মেগান?"

কথাটার উত্তর না দিয়ে দু-পাশে মাথা নাড়লো সে।

"আমি কি কোন উপকারে আসতে পেরেছি?" জানতে চাইলাম।

"জি, মিস্ ওয়াটসন, আপনি বেশ কাজে এলেন আমাদের। এখানে কষ্ট করে আসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।"

আমরা হাত মেলালাম তারপর এক মুহূর্তের জন্য আমার কাঁধের ওপর হাত রাখলো সে। ইচ্ছে করলো ঘুরে ওই হাতে চুমু খেতে। অনেকদিন পর ক্যাথি বাদে আর কেউ কোমলভাবে স্পর্শ করলো আমাকে।

গাসকিল আমাকে এগিয়ে নিয়ে গেলো থানার প্রধান ফটকের দিকে। সামনের অংশে বারো-তেরজন পুলিশ অফিসার ছিলো, দু-একজন আমাদের দিকে তাকালো। তাদের চোখে আগ্রহ না অবজ্ঞা ঠিক বুঝলাম না। অফিসের ভেতর দিয়ে হেটে করিডোরে এসে পৌছাতেই তাকে দেখতে পেলাম।

স্কট হিপওয়েল।

একপাশে হাটছে রাইলি। সামনের দরজা দিয়ে ঢুকেছে সে, মাথা নিচু হয়ে আছে তার। দেখামাত্র চিনতে পারলাম। মাথা তুলে গাসকিলের দিকে তাকিয়ে আল্‌তো করে মাথা দোলাল সে, তারপর আমার দিকে তাকালো। এক সেকেন্ড আমাদের চোখাচোখি হলো। শপথ করে বলতে পারি আমাকে চিনতে পারলো সে, ট্রেনে ওইদিন আমার দিকে তাকিয়েছিলো সেখান থেকে হতে পারে। একে অন্যকে পাশ কাটিয়ে গেলাম আমরা। এত কাছে ছিলো ও যে ইচ্ছে করলেই স্পর্শ করতে পারতাম ওকে। রক্তমাংসে আরও বেশি সুন্দর লাগছিলো ওকে। শূন্যতার একটা ছাপ আছে ওর ভেতর, স্প্রিংয়ের মতো পাকিয়ে আছে ও। নার্ভাস এনার্জির বিচ্ছুরণ ঘটাচ্ছে যেন। মেইন হলওয়ে পর্যন্ত পৌছানোর পর মনে হলো আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

মাথা ঘুরিয়ে দেখলাম স্কট নয়, রাইলি তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

BanglaBook.org

লন্ডনে ফিরে যাওয়ার ট্রেন ধরলাম, সরাসরি লাইব্রেরিতে গিয়ে ঢুকলাম আবার। কেসটার ব্যাপারে কাজে আসবে এমন প্রতিটা আর্টিকেল পড়ে ফেললাম কিন্তু নতুন কিছু জানা গেলো না। অ্যাশবুরির কাছাকাছি বসেন এমন হিপনোথেরাহিস্ট খুঁজলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ এই খোঁজ চালানো গেলো না। একে তো প্রচুর খরচের ব্যাপার হবে এই থেরাপি নেওয়া; দ্বিতীয়ত, কাজে দেবে কি-না তা আমার জানা নেই। বেশ কিছু অভিজ্ঞতা বলেছে তারা হিপনোসিস থেরাপি নিয়ে হারানো স্মৃতি উদ্ধার করেছে। আমার জন্য কাজের হতে পারে না? নাকি ভুলে যাওয়ার চেয়ে মনে করার ভয় বেশি চেপে ধরেছে আমাকে?

শনিবার রাতে কি ঘটেছে সেটা জানার ভয় নয় শুধু। কোন ধরণের বিদঘুটে কাজ করে এসেছি তা আমি নিজেও জানি না। তারপর টম আমার দিকে কিভাবে তাকিয়েছিলো, সেই চেহারা আমার মনে করার ইচ্ছে নেই। ওই অন্ধকারে ঘুরতে যাওয়ার মতো মানসিক শক্তি আমার নেই।

স্কটকে আরেকটা মেইল করা যেতে পারে। তবে এর কোন দরকার আছে বলে মনে হলো না। পুলিশ আমাকে গুরুত্বের সাথে নিচ্ছে। আজকে সকালের মিটিং এটাই প্রমাণ করে। আমার আর কোন ভূমিকা পালন করার মতো অবস্থা নেই। মনে হচ্ছে ওদের একটা কাজ করে দিতে পেরেছি। না-হলে কেন তার নিখোঁজের আগের দিনই বাড়িতে প্রেমিককে নিয়ে আসবে সে?

খুশিমনে এসে জিন অ্যান্ড টনিকের দ্বিতীয় বোতলটা খুললাম। আচমকা উপলব্ধি করলাম আজ সারাদিনে টমের কথা চিন্তাতেও আসেনি আমার। একটু আগে পর্যন্ত নয়। স্কট, গাসকিল, 'বি' আর ট্রেনের মানুষটাকে চিন্তা করছিলাম আমি। টম চলে গেছে পাঁচ নম্বরে।

নিজের এই আশাবাদি পরিবর্তন উদযাপন করার জন্য চুমুক দিলাম ড্রিংকে। বহুদিন পর উদযাপন করার মত কিছু একটা পাওয়া তো গেলো!

আমি জানি সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, আমার অবস্থা উন্নত হবে আরও।

অবশেষে সুখি হবো আমি, বেশিদিন নেই আর।

শনিবার, ২০ শে জুলাই, ২০১৩
সকাল

কখনই আমার শিক্ষা হবে না। ঘুম থেকে ওঠার পর মনে হলো কিছু একটা ভুল করেছি। লজ্জার কোন ঘটনা ঘটিয়েছি। আগের সেই বিরক্তিকর পদ্ধতি অনুসরণ করে মনে করার চেষ্টা করলাম এবার কি করেছি!

একটা ইমেইল পাঠিয়েছিলাম। তাই তো!

গতকাল রাতের কোন এক সময়ে প্রমোশন পেয়ে এক নাম্বারে উঠে এসেছিলো

BanglaBook.org

টম। আর চট করে একটা ইমেইল পাঠিয়ে দিয়েছি আমি তাকে। মেঝেতে আমার ল্যাপটপটা দেখে মনে হলো, অপরাধির মতো আমার দিকে চেয়ে আছে। ওটা টপকে বাথরুমের দিকে গেলাম আমি, সরাসরি ট্যাপ থেকে পানি খেলাম। আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখলাম নিজেকে।

খুব একটা ভালো নয় আমার অবস্থা। তা-ও, তিনদিন ঠেকিয়ে রাখাটা কম নয়। আজ থেকে আবার শুরু করবো। শাওয়ারে দাঁড়িয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে পানির তাপমাত্রা কমালাম। ঠাণ্ডা করতে করতে একদম ঠাণ্ডা হওয়ার আগ পর্যন্ত। সরাসরি ঠাণ্ডা পানির মধ্যে নেমে আসাটা কঠিন, চমকে ওঠার মতো একটা ব্যাপার, অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রক্রিয়া সেটা। তবে ধীরে ধীরে পানির তাপমাত্রা কমিয়ে আনলে গায়ে লাগে না। একটা ব্যাঙকে সিদ্ধ করার প্রক্রিয়ার উল্টোটা। ঠাণ্ডা পানি আমার গা জুড়িয়ে দিলো। মাথা আর চোখের ওপরের কাটা অংশগুলোতে কিছু টের পেলাম না। ব্যথার অনুভূতি ভোঁতা করে দিয়েছে শীতলতা।

ল্যাপটপ নিয়ে নিচতলায় নেমে এলাম। এক কাপ চা বানিয়ে আনলাম নিজের জন্য। একটা সুযোগ আছে, ক্ষীণ একটা সুযোগ। আমি মেইল লিখেছিলাম ঠিক তবে শেষ পর্যন্ত ওটা টমকে পাঠাইনি। মেইল অ্যাকাউন্টে ঢুকে প্রথমে কোন নতুন মেসেজ না দেখে তেমনটাই ভেবেছিলাম আমি। কিন্তু সেন্ট মেইলে যেতেই আশাটুকু নিভে গেলো। মেসেজ আমি ঠিকই পাঠিয়েছি তাকে। গতকাল এগারোটার দিকে, ততক্ষণে মাতলামি করার মতো অ্যাড্রেনালিন শরীরে ছিলো না আর। মেইলে ক্লিক করলাম।

> তোমার বউকে কি বলবে, আমার নামে পুলিশকে মিথ্যে না বলতে? আচ্ছা ছোটলোকি তো, আমাকে ঝামেলায় ফেলতে চাইছে সে...পুলিশকে বলতে গেছে আমি নাকি ও আর ওর কুৎসিত জন্তুটা নিয়ে অবসেস্‌ড। নিজেকে কি মনে করা শুরু করেছে সে? ওকে বলবে, আমাকে যেন আর বিরক্ত করতে না আসে।

চোখ বন্ধ করে সশব্দে ল্যাপটপটা বন্ধ করে দিলাম। আক্ষরিক অর্থেই সঙ্কুচিত হচ্ছি আমি। ছোট হয়ে যেতে চাইছি, উধাও হয়ে যেতে চাইছি। ভয়ও পাচ্ছি আমি। টম যদি এটা পুলিশকে দেখায়, আসলেই ঝামেলা হয়ে যাবে। এমনিতেই আমাকে অবসেসিভ প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে অ্যানা। এটা একটা ভালো প্রমাণ হবে আমার বিরুদ্ধে।

আর আমিই বা তার বাচ্চাকে নিয়ে কথা বলতে গেলাম কেন? কোন্ ধরণের মানুষ শিশুদের নিয়ে এমন কথা বলতে পারে? আমার কোন খারাপ উদ্দেশ্য ছিলো না। কোন বাচ্চার ক্ষতি করার কথা আমি ভাবতেও পারি না। আর টমের বাচ্চার ক্ষেত্রে তো প্রশ্নই ওঠে না। মাঝে মাঝে আসলে নিজেকেই বুঝতে পারি না আমি।

BanglaBook.org

কেমন যেন এক মানুষে পরিণত হয়েছি আমি। খোদা, আমাকে নিশ্চয় ঘৃণা করে সে। আমার এই সংস্করণকে ঘৃণা করাই স্বাভাবিক, তাতে দোষের কিছু দেখছি না। যে সংস্করণ গতকাল তাকে মেইল লিখেছে, তাকে তো আমার চেনা র‍্যাচেলের মতো মনে হচ্ছে না। আমি এতটা ঘৃণ্য নই।

আসলেই কি নই? আমার বাজে দিনগুলোর কথা মনে করতে চাইলাম না। কিন্তু এমন মুহূর্তগুলোতে মাথার ভেতর ওরকম সব স্মৃতি ঝাঁপিয়ে পড়ে এসে। আরেকটা লড়াই, ঘুম ভাঙার পর, পার্টির পরে, ব্ল্যাকআউটের পরে, টম বলছিলো আমি তার আগের রাতে কেমন আচরণ করছিলাম, তাকে লজ্জা দিচ্ছিলাম আবারও, তার কোন এক কলিগের স্ত্রিকে অপমান করেছিলাম সেবার। পার্টির সবার সামনে চেঁচিয়ে বলেছিলাম আমার স্বামির সাথে ফ্লার্ট না করতে।

"তোমার সাথে আর কোথাও যাচ্ছি না আমি," আমাকে বলেছিলো সে। "তুমি কি জানো আমার বন্ধুদের আর বাড়িতে ডাকি না কেন? জানো, কেন আমি ওই পাবে আর যাই না? জানতে চাও সত্যটা? তোমার জন্য। তোমাকে সাথে নিয়ে ঘুরতে আমার লজ্জা হয়।"

হাতব্যাগ আর চাবি তুলে নিলাম। লন্ডিসে যাচ্ছি। কেবল নয়টা বাজে, তবে এসব বিবেচনা করার মতো ধৈর্য নেই আমার। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি আমি, চিন্তা করার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। কিছু পেইনকিলারের সাথে একটা ড্রিংক নিতে হবে, তাহলে অচেতন হয়ে পড়ে থাকব। সারাদিন ঘুমাতে পারবো। ঘুম ভাঙার পর এসব নিয়ে ভাবা যাবে। আমার হাত দরজার ওপর এসে থেমে গেলো।

আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করতে পারি। এখনই যদি টমের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করি তাহলে সবকিছু ঠিক থাকবে। অ্যানা বা পুলিশকে জানানো থেকে বিরত রাখতে পারবো হয়তো। এই প্রথমবার ওই মহিলার কবল থেকে আমাকে রক্ষা করেনি সে।

শেষ গ্রীষ্মে টম আর অ্যানার বাড়িতে গিয়ে যা করেছিলাম, তার সত্য বর্ণনা পুলিশকে দেইনি আমি। ডোরবেল বাজাইনি সেদিন, এটা দিয়ে শুরু করা যায়। সরাসরি রাস্তা ধরে এগিয়ে গেছি, তারপর টপকেছিলাম বেড়া। চারপাশে কোন শব্দ ছিলো না, কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না আমি। স্লাইডিং ডোরের কাছে গিয়ে ভেতরে উঁকি দেই। অ্যানা আসলেই ঘুমাচ্ছিলো, তাকে অথবা টমকে ডেকে ওঠাইনি। আমি চাইনি মহিলার ঘুম ভাঙুক।

বাচ্চাটা কাঁদছিলো না। তার দোলনায় চমৎকারভাবে ঘুমাচ্ছিলো সে। সুন্দর করে তাকে তুলে নিয়ে বাইরে চলে এসেছিলাম আমি, ওকে নিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিলাম বেড়ার দিকে। তখনই হারামজাদি চেঁচিয়ে উঠে কাঁদতে শুরু করে। কি করছিলাম তা আমিও জানি না, বেড়া পর্যন্ত পৌছে গেছিলাম ততক্ষণে। কি করবো বুঝতে না পেরে আমার বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরেছিলাম তাকে।

ততক্ষণে সত্যিকারের কান্না শুরু করেছে সে, একেবারে চিৎকার বলা যায়

BanglaBook.org

যেগুলোকে। তারপর আরেকটা শব্দ শুনতে পেলাম। ট্রেনের শব্দ, এগিয়ে আসছিলো ট্রেন। বেড়ার দিক থেকে ঘুরে তাকিয়েছিলাম তখনই দেখতে পেয়েছিলাম অ্যানাকে। আমার দিকে দমকা বাতাসের মতো উড়ে আসছিলো সে, বড় কোন গর্তের মতো মুখ খোলা ছিলো তার। ঠোঁটদুটো নড়ছিলো। কিছু একটা তো বলছিলো বটেই, তবে আমি তার কোন কথাই শুনতে পাচ্ছিলাম না।

ছুটে এসে আমার কাছ থেকে বাচ্চাটা কেড়ে নিয়েছিলো সে, পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করিনি তা নয়। তবে পা বেঁধে পড়ে গেলাম। আমার কাছে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছিল সে, ওখানেই থাকতে বলছিলো, নইলে পুলিশকে ফোন করবে বলেও চিৎকার করছিলো। টমকে ফোন করে দ্রুত বাড়িতে আসতে বলল সে। বাড়িতে ফিরে এসে লিভিংরুমে তার সাথে বসে রইলো আমার টম। তখনও হিস্ট্রিয়াগ্রস্তদের মতো কাঁদছে সে, পুলিশকে ফোন করতে চাইছিলো অ্যানা। টম শান্ত করেছিলো তাকে। যেহেতু কারও ক্ষতি হয়নি, ব্যাপারটা ভুলে যেতে বলেছিলো। আমাকে তার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলো। তারপর বাড়ি পর্যন্ত ড্রাইভ করে পৌছে দিয়েছিলো আমাকে।

গাড়ি থেমে নামার পর আমার হাত ধরেছিলো সে। প্রথমে ভেবেছিলাম মায়া করে ধরেছে, তারপর দেখলাম চাপ বাড়াতে থাকলো। ব্যথায় ককিয়ে ওঠার আগ পর্যন্ত চাপ দিয়ে গেলো সে। রাগে লাল হয়ে ছিলো তার মুখ। আমাকে বলল এরপর তার মেয়ের কোন ক্ষতি করতে আসলে আমাকে খুন করে ফেলবে।

আমি জানি না সেদিন মেয়েটাকে নিয়ে কি করতে গেছিলাম। আসলেই জানি না। দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়ে ভাবলাম আরেকবার। এখন বের হয়ে মদ খেলে দুই-তিনঘণ্টা ভালো থাকবো আমি। তারপর ছয়-সাত ঘণ্টা আরও বাজে যাবে সময়। কাজেই ফিরে এলাম লিভিংরুমে। ল্যাপটপ খুললাম আবার। টমের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। মাফ চাইতে হবে তার কাছে। ইমেইল অ্যাকাউন্টে লগ ইন করে দেখলাম একটা নতুন মেসেজ এসেছে। টম নয়, স্কট হিপওয়েল।

প্রিয় র‍্যাচেল,
আমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য ধন্যবাদ। মেগান আপনার নাম বলেছিলো কি-না আমি মনে করতে পারছি না। তবে গ্যালারিতে নিয়মিত অনেকেই আসতো। আমার আবার নাম মনে থাকে না। আপনি যা নিয়ে বলতে চাইছেন শুনবো আমি। আমার টেলিফোন নাম্বার ০১৭৫৮৩১২৩৬৫৭। যত দ্রুত সম্ভব ফোন করবেন আশা করছি।

শুভেচ্ছা
স্কট হিপওয়েল

BanglaBook.org

এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হলো ভুল কাউকে মেসেজ দিয়ে ফেলেছে সে। আমার কাছে তো এমন কিছু লেখার কথা নয়। সামান্য কয়েক মুহূর্ত পরই মনে পড়ে গেলো। গতকাল সোফায় বসে দ্বিতীয় বোতলটা শেষ করার সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমিও এর একটা অংশ হয়ে থাকবো। না, আমার কাজ শেষ সেটা বিশ্বাস করিনি আমি। পুরো ঘটনাটার একদম মাঝখানে থাকতে চেয়েছি।

গতরাতে তাহলে আরেকটা ইমেইল পাঠিয়েছিলাম স্কটের কাছে। তার ইমেইলটা স্ক্রল করে নিচের দিকে দেখলাম।

প্রিয় স্কট,
আবারও যোগাযোগ করার জন্য দুঃখিত, কিন্তু মনে হচ্ছে আমাদের কথা বলা জরুরি। আমি নিশ্চিত নই মেগান আমার কথা আপনাকে বলেছে কি-না, তবে আমি তার গ্যালারির বান্ধবি। উইটনিতে থাকতাম আমি, মনে হয় আমার কাছে যে তথ্য আছে সেটা আপনার জানা দরকার। এই অ্যাড্রেসেই ইমেইল করে দেবেন আশা করছি।

র‍্যাচেল ওয়াটসন।

আমার মুখে রক্ত উঠে আসা অনুভব করতে পারলাম। পেটের ভেতরে যেন কেউ অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছে। গতকাল বুদ্ধিমান, পরিষ্কার মাথায় আমি ঠিক করেছিলাম এই গল্পে আমার ভূমিকাটুকু শেষ হয়েছে। কিন্তু আমার ভালো রূপটি চলে গেছে পেটে মদ পড়তেই। মাতাল র‍্যাচেল কোন পরিণতি দেখতে পায় না। হয় সে অতিমাত্রায় খরুচে আর আশাবাদি, নয়তো ঘৃণায় মোড়ানো এক সত্তা। তার কোন অতীত নেই, কোন ভবিষ্যত নেই। মাতাল র‍্যাচেল চেয়েছিলো গল্পটার একটা অংশ হয়ে থাকতে। চেয়েছিলো স্কট তার সাথে কথা বলুক।

মাতাল সেই র‍্যাচেল মিথ্যে বলেছে।

আমি মিথ্যে বলেছি।

ইচ্ছে করলো চামড়ার ওপর দিয়ে ছুরি চালাই, তাহলে অন্তত লজ্জা ছাড়া আর কিছু অনুভব করতে পারতাম। কিন্তু অতটা সাহস করতে পারলাম না। টমের কাছে আরেকটা ইমেইল লিখতে শুরু করলাম, লিখি আর কাটি, লিখি আর কাটি। গতকালকের জন্য দুঃখপ্রকাশ করতে শব্দভাণ্ডার হাতরাচ্ছি। যদি টমের সাথে করা প্রতিটা ভুলের জন্য আমাকে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হতো, তাহলে অন্তত একটা বই লিখে ফেলা যেতো।

BanglaBook.org

এক সপ্তাহ আগে, ঠিক এক সপ্তাহ আগে মেগান হিপওয়েল পনেরো নম্বর বাড়ি থেকে বের হয়েছিলো তারপর আর ফিরে আসেনি, কেউ তাকে দেখেওনি। তদন্ত করে দেখা গেছে, তার ফোন আর ব্যাংক কার্ডও ব্যবহার করা হয়নি এরপর থেকে। খবরের কাগজে এটা পড়ার পর কাঁদলাম খুব। 'মেগান' আমার আনন্দের সাথে সমাধান করার মতো কোন রহস্য নয়, কোন ছায়াছবির শুরুর ঘটনা নয় এটা। এই নামটা কোন সাইফার নয়। বাস্তব একজন মানুষ সে।

ট্রেনে উঠে পড়েছি। তার বাড়িতে যাচ্ছি আমি। তার স্বামির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। ফোন করতে হয়েছে তাকে। ক্ষতি যা করার করে ফেলেছি। তার ইমেইল আমি অগ্রাহ্য করতে পারতাম না। পুলিশকে সে বলে দিতো, তাই না? একজন অদ্ভুত মহিলা যেচে পড়ে সাহায্য করতে এসেছে, বলেছে তার স্ত্রির ব্যাপার তথ্য আছে তার কাছে, তারপর থেকে তার কোন পাত্তা নেই। এরইমধ্যে পুলিশকে বলে দিয়েছে কি-না কে জানে, গিয়ে হয়তো দেখবো আমার জন্য লাল গালিচা নিয়ে বসে আছে তারা।

প্রতিদিন যে বগির যে সিটে বসে যাই, আজও তেমনটাই বসেছি। তবে আর সব দিনের মতো কোন দিন নয় এটা। আমার মনে হচ্ছে খাদের দিকে রওনা দিয়েছি আজ, লাফটা দেবো ওখানে পৌছে। সকালে তার নাম্বারে ডায়াল করার পর থেকে এমনটা লাগছে আমার, জানি না কখন আছড়ে পড়বো শক্ত মাটিতে। নিচু গলায় কথা বলছিলো সে। হয়তো ঘরে আর কেউ ছিলো, অথবা সে কথোপকথোনটা অন্য কাউকে শোনাতে চায়নি।

"আমরা কি সামনাসামনি দেখা করতে পারি?" জানতে চেয়েছিলো সে।

"আমি, না...দেখা করতে পারি না আমরা।"

"প্লিজ?"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে একমত হয়েছিলাম আমি।

"আমাদের বাড়িতে আসতে পারবেন? এখন না, প্রচুর লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে। বিকেলের দিকে?"

আমাকে ঠিকানাটা দিলে লিখে নেওয়ার ভান করেছিলাম।

"যোগাযোগ করার জন্য ধন্যবাদ।" কথাটা বলেই ফোন রেখে দিয়েছিলো সে।

আগেই একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছিলাম, কোন ভালো কাজ হতে যাচ্ছে না এটা। স্কটের ব্যাপারে পত্রিকাগুলো থেকে কিছু জানতে পারিনি আমি। নিজের অবজার্ভেশনের ওপর ভরসা করার কিছু নেই। জেসন সম্পর্কে অনেক কিছু জানি, তবে স্কট সম্পর্কে না। আর জেসন বলে কারও অস্তিত্ব নেই এখানে।

স্কট সম্পর্কে একমাত্র যে তথ্যটা জানি তা হলো, লোকটার স্ত্রি এক সপ্তাহ ধরে

BanglaBook.org

নিখোঁজ। সে নিজেও একজন সাসপেক্ট হতে পারে। স্ক্রি আর কাউকে চুমু খাচ্ছিলো–সত্যটা জেনে ফেলেছিলো স্কট, খুন করে ফেলার কারণ হিসেবে এটা যথেষ্ট। প্রশ্ন হলো, স্কট কি জানে, স্ক্রিকে খুন করার পেছনে তারও জোড়ালো একটা মোটিভ আছে?

কিন্তু ওদের বাড়িতে ঢোকার সুযোগটাই বা কিভাবে হাতছাড়া করতে পারতাম? লাইনের ওপাশ থেকে শতবার দেখেছি ওদের। সেই বাড়ির সামনের দরজায় হেটে যাওয়া, ভেতরে ঢোকা, যেখানে ওরা বসতো সেখানে বসা–এই সুযোগ হাতছাড়া করতে পারলাম না আমি।

এখন ট্রেনে বসে আছি, নিজেকে দু-হাতে জড়িয়ে রেখেছি যাতে না কাঁপি। যেন কোন অভিযান-পিপাসু বাচ্চা আরেকটা নতুন অভিযানে বের হচ্ছে। বেঁচে থাকার নতুন একটা উদ্দেশ্য পেয়ে এতেঠই খুশি হয়ে গেছি যে, বাস্তবতাই ভুলে গেলাম। মেগানের ব্যাপারে চিন্তা করা থামিয়ে দিয়েছিলাম আমি।

এখন আবার ভাবছি। স্কটকে বোঝাতে হবে তাকে আমি সামান্য চিনতাম, খুব ঘনিষ্ঠতা ছিলো না আমাদের। তাহলে আমার কথা বিশ্বাস করবে। নইলে যে কেউ এসে বউয়ের নামে অপবাদ দিলে নিশ্চয় তার কথা শুনবে না সে? আর যদি তাকে প্রথমেই বলে দেই পরিচয়টা মিথ্যা দিয়েছিলাম, তাহলে আমাকে জীবনেও বিশ্বাস করবে না। কাজেই গ্যালারিতে মেগানের সাথে দেখা করলে স্মৃতিগুলো কেমন হতো তা কল্পনা করার চেষ্টা করছি আমি, এক কাপ কফি খাওয়া তার সাথে...সে কি কফি খায়? নাকি চা?

আমরা শিল্প নিয়ে কথা বলতে পারি, যোগব্যায়ামের সঙ্গে কোনদিনও ছিলাম না। পিল্যাট ক্লাসের প্রসঙ্গ চলে এলে মুখ আটকে যাবে। একটা স্বামি পর্যন্ত নেই আমার, আর মহিলার স্বামি থাকা সত্ত্বেও ঠকাচ্ছে!

পরমুহূর্তে ওকে দোষারোপ করা থামিয়ে দিলাম।

তার বাস্তব জীবনের বাস্তব বন্ধুরা কি বলেছে মনে করলাম, কৌতুকপ্রিয়, সুন্দর, আন্তরিক। ভালোবাসা পেয়েছে সে মানুষের। একটা ভুল হতেই পারে। আমরা কেউই ধোঁয়া তুলসিপাতা নই, তাই না?

BanglaBook.org

• • •

শনিবার, ২০ শে জুলাই, ২০১৩

সকাল

ছয়টার ঠিক আগে জেগে গেলো ইভি। বিছানা থেকে নেমে নার্সারিতে গিয়ে কোলে নিলাম ওকে। বাবুকে দুধ খাওয়ালাম, তারপর বিছানায় নিজের পাশে শোয়ালাম।

এরপর আবারও ঘুম ভাঙল যখন দেখি, টম পাশে নেই। ওর পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিলো সিঁড়ির দিকে। নিচু আর সুরহীন কণ্ঠে, "হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ..."

আমি নিজেই ভুলে গেছিলাম আজ আমার জন্মদিন!

সকালে ঘুম ভাঙার পর বাবুকে কোলে নিয়ে দ্রুত বিছানায় ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কিছু ছিলো না মাথায়।

আর এখন পুরোপুরি জেগে ওঠার আগেই হাসিমুখে তাকালাম। ইভিও হাসছে। খাটের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে টম। তার এক হাতে একটা ট্রে। আমার ওরলা কিলি অ্যাপ্রোন ছাড়া আর কিছু নেই তার পরনে।

"নাস্তা প্রস্তুত হয়ে গেছে, জন্মদিন-বালিকা," বলল সে। বিছানার শেষপ্রান্তে নাস্তার ট্রে রেখে আমার ঠোঁটে চুমু খেলো।

উপহারের বাক্স খুললাম, ইভির পক্ষ থেকে রোপার একটি ব্রেসলেট। রেশমের টেডি, সাথে ম্যাচ করে আন্ডারওয়্যার। হাসি থামাতে পারলাম না আমি, বিছানায় ফিরে এলো ও, মাঝে ইভিকে রেখে শুয়ে থাকলাম আমরা। টমের তর্জনি শক্ত করে ধরে রেখেছে বাবুটা, মেয়েটার গোলাপি পা ধরলাম, মনে হলো বুকের ভেতর আতশবাজি ফাটছে একের পর এক। অসম্ভব!

এত মায়া, এত ভালোবাসা!

কিছুক্ষণ পর ওখানে শুয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গেলো ইভি। ওকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, নিচতলায় নেমে আসলাম আমরা। টমকে ঘুমাতে দিয়েছি খাটে। ঘুম দরকার ওর। ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ালাম, উঠানে বসে কফি খেলাম, আধ-খালি ট্রেন যেতে দেখলাম পাশ দিয়ে। দুপুরের খাবার কি রাঁধবো ভাবলাম। রোস্ট করার জন্য আবহাওয়াটা বেশি গরম, তারপরও করা যেতে পারে। গরুর রোস্ট টমের খুব পছন্দ। আর আমরা খাওয়ার পর আইসক্রিম খেয়ে ঠাণ্ডা করে নেবো পেট, তাহলেই হবে। ওর পছন্দমত মারলট পাওয়া যায় কি-না দেখতে হবে। ইভিকে রেডি করে ওর ট্রলিতে বসালাম, তারপর দোকানের দিকে রওনা দিলাম আমরা।

BanglaBook.org

টমের সাথে এই বাড়িতে উঠে আসার ব্যাপারে সবাই নিষেধ করেছিলো। এটা নাকি আমার পাগলামি! তবে লোকের কথায় কখনোই পাত্তা দিতে নেই, প্রথমে যখন বিবাহিত এক পুরুষের সাথে প্রেম করছিলাম ওই মানুষগুলোই বলেছিলো সেটাও পাগলামি। তার ওপর এমন এক বিবাহিত পুরুষ, যার স্ত্রি মানসিক ভারসাম্যহীন!

তাদের ভুল প্রমাণিত করেছি আমি। যতই ঝামেলা করুক ওই মহিলা, টম আর ইভির মূল্যের তুলনায় অতটুকু কোন ব্যাপার না। কিন্তু বাড়িটার ব্যাপারে তারা ঠিকই বলেছে মনে হলো। এরকম একটা দিনে সূর্য ঝলমলে আলো দিচ্ছে যেখানে, দু-পাশে গাছ, পরিস্কার রাস্তায় আমার মতোই আরও অনেক মা তাদের বাচ্চা ট্রলিতে করে নিয়ে যাচ্ছে, সব মিলিয়ে একদম নিখুঁত পরিবেশ বলা চলতো এটাকে। বলা চলত, যদি না দুই মিনিট পর পর ট্রেনের ব্রেকের কিচকিচ শব্দ শুনতে না হতো। নিখুঁত পরিবেশ বলাই যেত যদি না ঘুরে ঘুরে পনেরো নাম্বারের দিকে তাকাতে না হতো আমাকে।

ফিরে আসার পর টমকে তার ডেস্কে আবিষ্কার করলাম। কম্পিউটারে কিছু একটা দেখছে সে। শর্টস পরেছে, তবে গায়ে শার্ট চাপায়নি। প্রতিবার নড়ে উঠছে টম, নড়ে উঠছে ওর পেশিগুলো। ওকে এভাবে দেখলেই আমার ভেতরে প্রজাপতির কম্পন শুরু হয়ে যায়। 'হ্যালো' বললাম, কিন্তু নিজের কোন জগতে ডুবে আছে সে। শুনতে পেলো না। কাছে গিয়ে ওর কাঁধে আঙুল স্পর্শ করতেই লাফিয়ে উঠলো। সশব্দে বন্ধ করলো ল্যাপটপের ডালা।

"হেই।" আমাকে বলল সে। হাসছে এখন, তবে ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে। কিছুটা চিন্তিতও। আমার চোখের দিকে না তাকিয়েই ইভিকে কোলে নিলো।

"কি?" জানতে চাইলাম, "কি হয়েছে?"

"কিছু না," বলল সে, জানালার দিকে ঘুরে ইভিকে কোলে নিয়ে দোল খাওয়াচ্ছে।

"টম, কি হয়েছে?"

"কিছু না।" আমার দিকে ঘুরে তাকালো সে। পরের কথাটা বলার আগেই জানতাম কি হতে যাচ্ছে সেটা। "র‍্যাচেল। আরেকটা মেইল পাঠিয়েছে।"

দু-পাশে মাথা নাড়লো সে, এত আহত দেখাচ্ছে তাকে, এত বিষণ্ন!

ঘৃণা করি ওকে এমন দেখতে। সহ্য হয় না আমার, মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ওই মহিলাকে খুন করে ফেলি।

"কি বলল সে?"

দু-পাশে মাথা নাড়লো, "সেটা ব্যাপার নয়। আর সব বারের মতোই ফালতু সব কথাবার্তা।"

"আমি দুঃখিত," বললাম তাকে, জানতে চাইলাম না কোন ধরণের ফালতু

BanglaBook.org

কথা। ও আমাকে বলবে না। জানে আমার মন খারাপ হবে আরও।

"আরে, ব্যাপার না। তেমন কিছু না তো। সে তো এমন করেই।"

"ঈশ্বর! কোনদিন কি আমাদের জীবন থেকে ওই মহিলা সরে দাঁড়াবে না? আমাদের সুখি হতে দিতে তার এত সমস্যা কেন?"

আমার কাছে এগিয়ে এলো সে, মাঝে রেখেছে আমাদের মেয়েকে। চুমু খেলো আমাকে।

"আমরা এমনিতেও সুখি," বলল সে, "বেশ সুখি।"

সন্ধ্যা

আমরা সুখি। দুপুরের খাবার খেয়ে উঠানে কিছুক্ষণ বসলাম, তারপর তাপমাত্রা খুব বেড়ে গেলো। ভেতরে ঢুকে আইসক্রিম খেলাম, টম *গ্র্যাঁ প্রি* দেখছিলো তখন। ইভি আর আমি ময়দা বানালাম, সেখান থেকেও অনেকটা খেলো মেয়েটা।

যখন পেছন ফিরে তাকাই নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবতি মনে হয় আমার। কিভাবে যেন যা চেয়েছি তাই পেয়েছি। টমের দিকে তাকালে মনে হয় কথাটা তার জন্যও প্রযোজ্য। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমাকে খুঁজে পেয়েছে সে-ও। ওই মহিলার হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছি তাকে। শেষ পর্যন্ত বেয়াদব মহিলাটা ওকে পাগল করে দিতো ঠিক। আমার মনে হচ্ছিলো ওকে কোণঠাসা করে ফেলেছিলো র‍্যাচেল। ভিন্ন কোন মানুষে পাল্টে দিচ্ছিলো ওকে।

ইভিকে ওপরের তলায় নিয়ে গেলো টম, গোসল করাবে। মেয়েটা দুর্বোধ্য সব শব্দ করতে শিখেছে, নিচতলা থেকে শুনে আমার মুখে হাসি ফুটল। ইদানিং আমার মুখ থেকে হাসি সরে না বললেই চলে। ধোয়ামোছা করি, লিভিংরুমটা গোছাই, রাতের খাবার কি করবো তা নিয়ে ভাবি, হাল্কা সব জিনিস, তবে আমার বেশ লাগে এসব নিয়ে থাকতে। কয়েক বছর আগেও নিজের জন্মদিনে বাড়িতে বন্দি থাকা আর রান্না করার আইডিয়াটা আমার জন্য বিরক্তিকর ছিলো। আর এখন একই জিনিস আমার জন্য ভালো লাগার, যেন এমনটাই হওয়া উচিত সব সময়। শুধু আমরা তিনজন থাকব আজকের দিনে, আর কেউ না।

ইভির খেলনাগুলো লিভিংরুমের মেঝেতে এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। একটা একটা করে তুলে ট্রাংকে ভরে রাখলাম। দ্রুত ঘুম পাড়াতে হবে আজ মেয়েটাকে। তারপর ওই টেডি পরে টমের কাছে যাবো রাতে। এখনও রাত নামতে অনেক দেরি আছে, তা-ও ফায়ারপ্লেসের মোমবাতি দুটো জ্বালিয়ে দিলাম। দ্বিতীয় মারলটের বোতলও খুললাম, বাতাসে নিঃশ্বাস নেবে বোতল। সোফায় শরীরের ভর চাপিয়ে জানালার কাছে হাত বাড়িয়েছি শার্সি বন্ধ করবো, তখনই দেখলাম মহিলাকে। মাথা

BanglaBook.org

বুকের কাছে ঝুঁকে আছে তার, রাস্তার অন্যপাশে দ্রুত দৌড়ে যাচ্ছে। মুখ তুলে না তাকালেও বুঝতে পারলাম ওটা র‍্যাচেল। আরও সামনে ঝুঁকে এলাম, বুকের ভেতর হৃদপিণ্ড লাফাচ্ছে। আরও ভালোমতো দেখতে চাইলাম তাকে, তবে এখান থেকে অ্যাঙ্গেল পেলাম না।

ছুটে বের হতে হবে এখনই। রাস্তায় ওকে ধাওয়া করে ধরে ফেলতে হবে। দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দেখলাম টম দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। কোলে ইভি। একটা তোয়ালে দিয়ে ওর শরীর মুছিয়ে দিচ্ছে।

"ঠিক আছো তুমি?" জানতে চাইলো সে, "কোন সমস্যা?"

"না, না।" দ্রুত পকেটে হাত পুড়লাম যাতে কম্পনটা তার চোখে না পড়ে। "কোন সমস্যা নেই। সব ঠিক আছে।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

র‍্যাচেল

• • •

রবিবার, ২১ শে জুলাই, ২০১৩

সকাল

ওকে ভাবতে ভাবতে ঘুম ভাঙল আমার। বাস্তব মনে হলো না, কোনকিছুই বাস্তব মনে হচ্ছিলো না আমার। মনে হচ্ছিলো আমার ত্বক কুঁচকে উঠছে। একটা বোতল খুলতে পারলে ভালো লাগতো কিন্তু পারবো না, মাথা পরিস্কার রাখতে হবে আমাকে। মেগানের জন্য। স্কটের জন্য।

গতকাল একটা চেষ্টা করেছিলাম অবশ্য। চুল ধুয়েছিলাম, সামান্য মেকআপ করেছিলাম, একমাত্র যে জিন্স আমাকে ফিট করে ওটাই পরেছিলাম, সুতির প্রিন্ট ব্লাউজের সাথে লো-হিল স্যান্ডেল। মোটামুটি দেখাচ্ছিলো আমাকে। এটা অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যাপার হওয়ার কথা ছিলো না। আমি দেখতে কেমন তা চিন্তা করার মতো অবস্থা স্কটের থাকার কথা নয়। তবে আমার কিছু করার ছিলো না। প্রথমবারের মতো তার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি, অবশ্যই আমার জন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার। যতটা হওয়া উচিত তারচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ।

ট্রেন ধরলাম, অ্যাশবুরি থেকে ঠিক ছয়টা ত্রিশে উঠলাম। উইটনিতে সাতটা বাজার কয়েক মিনিট পর নেমে পড়লাম। রোজবেরি অ্যাভিনিউ বরাবর হেটে আন্ডারপাস দিয়ে পার হলাম রাস্তা। ঘড়ি দেখিনি, দেখার মতো অবস্থা নেই আমার। দ্রুত টম আর অ্যানার বাড়ি তেইশ নম্বরটা পার হলাম। বুকের কাছে থুতনি নামিয়ে রেখেছি, চোখে সানগ্লাস। আশা করলাম আমাকে দেখতে পাবে না ওরা।

অস্বাভাবিক শান্ত চারপাশ, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। দুটো গাড়ি সাবধানে রাস্তার ঠিক মাঝ দিয়ে ড্রাইভ করে গেলো। দু-পাশেই পার্ক করা গাড়ি। পিচ্ছিল আর সরু রাস্তা, তবে বেশ পরিস্কার। প্রচুর নতুন পরিবার আছে এখানে। সাতটার দিকে রাতের খাবার খেয়ে ফেলছে, নতুবা সোফায় বসে আছে, মা আর বাবা দু-পাশে, মাঝে তাদের বাচ্চা, *এক্স-ফ্যাক্টর* দেখছে টিভিতে।

তেইশ থেকে পনেরো নাম্বারের দূরত্ব খুব বেশি হলে পঞ্চান্ন থেকে ষাট পা হবে। তবে আমার কাছে মনে হচ্ছে যুগ যুগ লেগে গেলো পৌছাতে। পা দুটোকে ভারি মনে হচ্ছিলো, স্থিরভাবে নড়াতে পারলাম না ওদের, যেন এখনও মাতাল হয়ে আছি। মনে হলো ফুটপাতেই পড়ে যাবো।

প্রথম টোকাটা দিয়ে শেষ করার আগেই দরজা খুললো স্কট। আমার হাত তখনও ওপরে তুলে ধরা, আর সেটা কাঁপছে।

"র‍্যাচেল?" প্রশ্ন করলো সে, আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখে হাসির লেশমাত্র নেই। মাথা দোলালাম আমি। হাত বাড়িয়ে দিলো সে, ধরে ঝাঁকি দিলাম। ভেতরে

BanglaBook.org

ঢোকার জন্য ইশারা করলো। একটা দীর্ঘ মুহূর্ত নড়লাম না আমি। ভয় করছিলো ওকে।

কাছ থেকে ওকে বেশ বড় আকারের মনে হচ্ছে। লম্বা, চওড়া কাঁধ, হাত আর বুক সুগঠিত। ওর হাতদুটো বিশাল, আমার মনে হলো খুব একটা কষ্ট ছাড়াই আমার ঘাড় মটকে দিতে পারবে, ভাঙতে পারবে পাঁজরের হাঁড়ও।

ওকে পাশ কাটিয়ে হলওয়েতে ঢুকে পড়লাম। আমার হাতের সাথে ওর হাত ঘষা খেয়ে গেলো কাজটা করতে গিয়ে। মুখ রক্তিম হয়ে উঠলো এতেই, পুরনো ঘামের গন্ধ আসছিলো ওর শরীর থেকে। ওর চুল দেখে বোঝা গেলো কয়েকদিন ধরে গোসল করে না।

লিভিংরুমে পা রাখতেই দেঁজা ভু হলো আমার। এত জোড়ালভাবে, আতঙ্ক ছেয়ে ফেলতে যাচ্ছিলো। সামনের ফায়ারপ্লেসটা আমি চিনি। দূরের দেওয়ালের কাছে জ্বলজ্বল করছে। জানালা থেকে বাইরের রাস্তার ল্যাম্পের আলো যেভাবে ঢুকছে সেটাও আমার পরিচিত। জানি সামনে এগিয়ে বামে তাকালে কাঁচের ভেতর দিয়ে রেললাইন দেখতে পাবো। ঘুরে দাঁড়ালে দেখা যাবে ডাইনিং টেবিল। তার পেছনের ফ্রেঞ্চ ডোরটি পার হলে পাওয়া যাবে লন। বসতে ইচ্ছে করছিলো আমার, মাথা ঘুরছিলো। শনিবার রাতের স্মৃতি হারানোর কথা ভুলে যাইনি। জায়গাটা এত পরিচিত ঠেকছে কেন?

আর কোন অর্থ অবশ্য না-ও থাকতে পারে। এই বাড়িটা আমি চিনি বলে এমন নয় যে এখানে আমাকে আগে আসতে হবে। আমি বাড়িটা চিনি কারণ এটা আর তেইশ নম্বর একই রকম ডিজাইনের। একটা হলওয়ে চলে গেছে সিঁড়ির দিকে, ডানদিকে লিভিংরুম, সেখান থেকে রান্নাঘর। তারপর উঠান আর বাগানটা আমার কাছে পরিচিত লাগার কারণও আছে। ট্রেন থেকে প্রতিদিন দেখেছি এই দৃশ্য। একবার নয়, দু-বার করে। আমি জানি ওখানে একটা স্ল্যাশ উইন্ডো আছে। ওই জানালা পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ালে চমৎকার ছাদটা দেখা যাবে। আমি জানি দুটো বেডরুম আছে ওপরে। মাস্টার বেডরুমের জানালা দুটো, রাস্তার দিকে মুখ করে আছে তারা। আর ছোট বেডরুমটা বাড়ির পেছন দিকে। বাগানের দিকে মুখ করা। বাড়িটার ভেতর আর বাইরে কি আছে তা পুরোপুরি জানি, তার অর্থ এই নয় যে আগেও এখানে পা রেখেছি আমি!

তারপরও রান্নাঘরের দিকে যাওয়ার সময় কাঁপছিলাম। এক কাপ চা অফার করলো স্কট, রাজি হলাম আমি। কেতলিতে পানি ঢেলে একটা মগে টি-ব্যাগ রেখে তাতে গরম পানি দিয়ে চা বানালো সে। ঘরের মধ্যে অ্যান্টিসেপ্টিকের গন্ধ পেলাম। তীক্ষ্ণ একটা গন্ধ। স্কটের নিজের অবস্থাই খারাপ। টি-শার্টের পেছন দিকে ঘামের ছাপ পড়েছে। জিনসটা কোমরের নিচে ঝুলে আছে। ফিটিং হয়নি। শেষ কখন কিছু খেয়েছে মানুষটা কে জানে!

BanglaBook.org

আমার সামনে চায়ের মগ রেখে বিপরীত দিকে টেবিলে বসে পড়লো সে, হাত দুটো ভাঁজ করে নিজের সামনে রেখেছে। নীরবতাটা প্রকট হয়ে উঠেছে। আমাদের মধ্যবর্তি দূরত্ব যেন গ্রাস করে ফেলছে সেটা। কানে বাজছে নীরবতা। গরম লাগতে শুরু করলো হঠাৎ, সাথে অস্বস্তি। এখানে কি করতে এসেছি আমি? দূরে একটা মৃদু শব্দ শোনা গেলো। ট্রেন আসছে। পুরাতন শব্দটা অবশ্য স্বস্তি ফিরিয়ে আনলো আমার।

"আপনি মেগানের বান্ধবি?" জানতে চাইলো সে অবশেষে।

ওর নাম শোনামাত্র আমার হৃদপিণ্ড লাফিয়ে উঠতে চাইলো গলার কাছে। টেবিলের দিকে তাকালাম, মগের চারপাশে হাত চেপে বসেছে শক্ত হয়ে।

"হ্যা।" বললাম আমি, "আমি ওকে চিনতাম সামান্য। গ্যালারি থেকে পরিচয়।"

আমার দিকে তাকিয়ে রইলো সে। তার চোয়ালের পেশি শক্ত হয়ে যেতে দেখলাম। শব্দের জন্য মনের ভেতরে হাতড়ালাম। মাথায় কিছু আসছে না। আরও প্রস্তুতি নেওয়া উচিত ছিলো আমার।

"কোন খবর পেয়েছেন কি?" জানতে চাইলাম। আমার চোখে চোখ রাখলো স্কট। এক সেকেন্ডের জন্য মনে হলো ভুল প্রশ্ন করে ফেলেছি আমি। তার কাছে মেগানের খবর জিজ্ঞেস করা আমার সাজে না। রেগে উঠতে পারে সে। আমাকে চলে যেতে বলতে পারে।

"না।" জবাব দিলো, "আমাকে কিছু একটা বলতে চেয়েছিলেন আপনি।"

ধীরে ধীরে চলে গেলো ট্রেনটা। কিছুক্ষণ লাইনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মনে হচ্ছিলো আমার শরীর থেকে আত্মা বের হয়ে গেছে। অদ্ভুত অনুভূতি। দেহের বাইরে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে আছি যেন।

"ইমেইলে বলেছিলেন মেগানের ব্যাপারে আপনার কাছে তথ্য আছে।" আরেকটু চড়েছে গলা।

লম্বা করে শ্বাস নিলাম। খারাপ লাগছিলো আমার। জানি এখন যা বলবো তাতে করে সবকিছু আরও খারাপের দিকে যাবে। কষ্ট পাবে সে।

"এক লোকের সাথে দেখেছিলাম ওকে," চট করে বলে ফেললাম। কোন দাঁড়ি-কমা ছাড়া, কোন ধরণের আবেগ ছাড়া শুধু উচ্চারণ করে গেলাম বাক্যটা।

"কখন? শনিবার রাতে দেখেছেন আপনি ওকে?" তাকিয়ে থাকলো স্কট, "পুলিশকে জানিয়েছেন?"

"না, শুক্রবার সকালে দেখেছি," বললাম তাকে।

কাঁধ ঝাঁকালো সে। "কিন্তু শুক্রবার তো ও ভালোই ছিলো। এটা তাহলে কিভাবে গুরুত্ব রাখছে?" ধীরে ধীরে রাগ ফুটে উঠলো তার মুখে, "আপনি তাকে...আপনি তাকে কোন পুরুষের সাথে দেখেছেন?"

"হ্যা। আমি–"

BanglaBook.org

"দেখতে কেমন সে?" নিজের পায়ে উঠে দাঁড়ালো স্কট, আলো ঢেকে দিয়েছে তার শরীর, "পুলিশকে বলেছেন?" আবারও জানতে চাইলো।

"জানিয়েছি, তবে আমাকে খুব একটা সিরিয়াসলি নেয়নি ওরা।"

"কেন?"

"আমি জানি না। তবে মনে হলো আপনার জানা দরকার।"

সামনে ঝুঁকে এলো সে। দুই হাতের মুঠো টেবিলে রেখেছে, "কি বলছেন আপনি, কোথায় দেখেছেন তাকে? কি করছিলো সে?"

আরেকবার শ্বাস নিলাম জোরে, "ও আপনাদের লনে দাঁড়িয়েছিলো। ওইখানে।" বাগানের দিকে দেখিয়ে দিলাম তাকে। "ট্রেন থেকে দেখেছিলাম আমি।"

স্কটের চেহারায় অবিশ্বাস পরিস্কারভাবে ফুটে উঠেছে।

"প্রতিদিন অ্যাশবুরি থেকে লন্ডন যাই আমি," বলে চললাম, "আপনাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে হয়। তখন আর কারও সঙ্গে দেখেছিলাম ওকে। আর ওটা আপনি ছিলেন না।"

"কিভাবে জানেন আপনি...শুক্রবার সকালে? শুক্রবার, মানে ওর নিখোঁজ হওয়ার ঠিক আগের দিন?"

"হুম।"

"আমি এখানে ছিলাম না সেদিন," জানালো সে, "বাইরে ছিলাম। ব্রাইমিংহামের একটা কনফারেন্সে। শুক্রবার সন্ধ্যায় ফিরে আসি আমি।" অবিশ্বাস এখন সংশয়ে পাল্টে গেছে, "তাহলে মেগানকে লনে দেখেছেন আপনি। আরেকজনের সাথে? আর?"

"লোকটাকে চুমু খেয়েছিলো ও," বলে ফেললাম। বলতেই হতো। "ওরা চুমু খাচ্ছিলো ওখানে দাঁড়িয়ে।"

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে ও। এখনও মুঠো হয়ে আছে দু-হাত। মুখের রঙ আরও গাঢ় হয়েছে। আরও রাগান্বিত মনে হচ্ছে তাকে।

"আমি দুঃখিত।" দ্রুত বললাম, "আমি দুঃখিত, আমি জানি খুব বাজে শোনাচ্ছে..."

এক হাত তুলে আমার কথা উড়িয়েই দিলো যেন সে। আমার করুণার প্রতি তার কোন আগ্রহ নেই। ওর কেমন লাগছে পরিস্কার বুঝতে পারছি আমি। এমন পরিস্থিতিতে আমাকেও পড়তে হয়েছিলো। পাঁচটা বাড়ি পরে আমার রান্নাঘরে বসে ছিলাম তখন। লারা, আমার প্রাক্তন বেস্ট ফ্রেন্ড আমার পাশে বসেছিলো। সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছিলো সে। রাগ হচ্ছিলো আমার, হিসিয়ে উঠেছিলাম এক পর্যায়ে। আমার কষ্টের সে কি বোঝে? ওকে বলেছিলাম চোখের সামনে থেকে দূর হতে। ও অনুনয় করে বলেছিলো বাচ্চাদের সামনে তার সাথে যেন এমন ভাষায় কথা না বলি। কাজেই, আজতক আর দেখা হয়নি আমাদের।

BanglaBook.org

"দেখতে কেমন ওই লোকটা?" স্কট জানতে চাইলো। আমার দিকে পেছন ফিরে উঠোনের দিকে তাকিয়ে আছে।

"লম্বা, আপনার চেয়ে লম্বা হবে সে। বাদামি চামড়া। আমার মনে হয়েছে এশিয়ান বা ইন্ডিয়ান "

"তারা চুমু খাচ্ছিলো একে অন্যকে? আমার বাগানে? বাইরে দাঁড়িয়ে?"

"হ্যা।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে, "ওহ্ গড! আমার একটা ড্রিঙ্ক দরকার। বিয়ার চলবে আপনার?"

আমার দিকে ঘুরে প্রশ্নটা করলো সে। বিয়ার চলবে মানে, একদম দৌড়াবে। তবে আমি এখন ড্রিংক করতে চাই না। না করে দিলাম। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম একটা বোতল নিয়ে এলো ফ্রিজ থেকে। লম্বা চুমুক দিলো ওতে। নিজের গলা বেয়ে তরলের নেমে যাওয়া টের পেলাম সেই সাথে। একটা গ্লাস ধরার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছে আমার হাত। কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে স্কট। মাথা নেমে এসেছে বুকের কাছে।

ভেঙে পড়লাম আমি। কোন উপকারে আসিনি তার, বেচারার দুর্ভোগ বাড়াতে এসেছি শুধু। ওর কষ্ট বাড়ানো ছাড়া আর কোন উপকার করেছি বলে মনে হচ্ছে না। আমার ধারণা ভুল ছিলো। ওর সাথে দেখা করতে আসাই উচিত হয়নি। মিথ্যে বলা উচিত হয়নি তাকে।

উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলাম তখন ও মুখ খুলল।

"এটা হয়তো...আমি জানি না, এটা হয়তো ভালোই হলো, তাই না? এর অর্থ হলো...ও ভালো আছে। ও শুধু..." শুকনো হাসি হাসলো, "...কারও সাথে পালিয়ে গেছে।" গাল থেকে এক ফোঁটা পানি মুছলো সে, "কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, ফোনও করলো না আমাকে।"

আমার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন এর উত্তর আমার জানা আছে।

"আমাকে তো ফোন করার কথা ওর, তাই না? ও জানে আমি কতোটা চিন্তা করি...কতো দুশ্চিন্তা করবো। এতটা প্রতিহিংসাপরায়ণ মেয়ে তো ও নয়, তাই না?"

আমার সাথে এমনভাবে কথা বলছে সে, যেন আমাকে বিশ্বাস করে। মেগানের বান্ধবি হিসেবে ধরে নিয়েছে আমাকে। আমি জানি কথাটা মিথ্যে। তবুও ভালো লাগলো। বিয়ারের বোতল থেকে আরেকটা লম্বা চুমুক দিলো সে। তারপর বাগানের দিকে তাকালো। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম বেড়ার কাছে কিছু পাথর দাঁড় করিয়ে রাখা আছে। অনেকদিন আগে পাথর খোদাই শুরু হয়েছিলো, শেষ করা হয়নি আজতক। বোতল মুখের কাছে নিয়ে গিয়েছিলো সে, তারপর থমকে গেলো। আমার দিকে ঘুরে মুখোমুখি হলো।

BanglaBook.org

"মেগানকে ট্রেনে দেখেছিলেন আপনি?" জানতে চাইলো সে, "তার অর্থ এমনি বাইরে তাকিয়ে ছিলেন আর পরিচিত একজন মহিলাকে দেখেছিলেন।"

ঘরের আবহাওয়া হঠাৎ করে পরিবর্তিত হয়ে গেলো। ও এখনও নিশ্চিত হতে পারছে না আমাকে বিশ্বাস করা চলে কি-না। ছায়ার মতো অবিশ্বাস খেলে গেলো ওর মুখে।

"হ্যা। আমি তো জানতাম কোথায় ওর বাড়ি।" কথাটা বলে ফেলার পর আফসোস হলো আমার, দ্রুত ঘুরিয়ে ফেললাম, "আপনি কোথায় থাকেন সেটা আর কি। এখানে আগেও এসেছি আমি। এদিক দিয়ে ট্রেনে গেলে মাঝে মাঝে ওকে দেখার জন্য বাড়িটার দিকে তাকাতাম। দেখতেও পেতাম কখনও কখনও।"

খালি বোতলটা কাউন্টারে রাখলো সে, দু-পা এগিয়ে এলো আমার দিকে, সবচেয়ে কাছের চেয়ারে এসে বসলো।

"মেগানকে ভালোমতো চেনেন আপনি তাহলে। মানে, বাড়ি পর্যন্ত এসেছিলেন কি?"

ঘাড়ের শিরার দপদপানি টের পেলাম, শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে আসছে ঘামের ফোঁটা।

"একবার...তবে বাড়িটার অবস্থান আমি জানি। কাছেই থাকতাম তো।" একটা ভ্রু উঁচু হয়ে গেছে স্কটের, কাজেই বললাম, "তেইশ নম্বরে।"

আস্তে করে মাথা দোলাল সে, "ওয়াটসন, তাহলে আপনি কি...টমের প্রাক্তন স্ত্রি?"

"হ্যা। দুই বছর আগে চলে গেছিলাম এখান থেকে।"

"কিন্তু মাঝে মাঝে মেগানের গ্যালারিতে আসতেন?"

"মাঝে মাঝে।"

"তার সাথে আপনার...ও কি ব্যক্তিগত কোন কথা বলতো তখন, আমার ব্যাপারে? অথবা আর কারও ব্যাপারে?"

মাথা নাড়লাম, "না, না। শুধুই সময় পার করার ব্যাপার ছিলো ওটা। বুঝতেই পারছেন।"

দীর্ঘ নীরবতা। ঘরের তাপমাত্রা যেন হঠাৎই বেড়ে গেলো। অ্যান্টিসেপ্টিকের গন্ধ প্রতিটি তলে ছড়িয়ে পড়লো যেন। উৎকট গন্ধটা সহ্য করতে পারছিলাম না, মনে হচ্ছিলো জ্ঞান হারাব। ডানদিকে একটা সাইড টেবিল, বেশ কিছু ছবি ফ্রেমে বাঁধাই করে রাখা হয়েছে সেখানে। হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে মেগান, উৎফুল্লভাবে অভিযোগ করছে যেন আমাকে।

"আমার যাওয়া উচিত।" উঠতে উঠতে বললাম, "আপনার অনেক সময় নিয়ে ফেলেছি।"

BanglaBook.org

এক হাত বাড়িয়ে খপ করে আমার কব্জি ধরে ফেললো সে, চোখ থেকে চোখ সরায়নি। কোমল গলায় বলল, "এখনই যাবেন না।"

দাঁড়ালাম না, তবে তার হাত থেকে নিজের হাত সরিয়ে আনলাম।

"এই লোকটা," বলল সে, "যে লোকটাকে দেখেছেন আপনি, আবার দেখলে চিনতে পারবেন?"

পুলিশের কাছে একবার 'সেই লোককে' চিহ্নিত করে এসেছি, তবে ও কথা তো আর তাকে বলা যায় না। একটু আগেই বলেছি পুলিশ আমাকে সিরিয়াসলি নেয়নি। এখন উল্টো কথা বললে বিশ্বাসটাই চলে যাবে। কাজেই আবারও মিথ্যে বললাম।

"আমি নিশ্চিত না। কিন্তু...হয়তো পারবো।" এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলে চললাম, "খবরের কাগজে পড়লাম মেগানের এক বন্ধুর উদ্ধৃতি দিয়েছে তারা। লোকটার নাম রাজেশ। আমার মনে হচ্ছিলো যদি–"

আরেকটু হলেই মাথা নেড়েছিলো স্কট, "রাজেশ গুজরাল? আমার মনে হয় না। গ্যালারির একজন শিল্পী সে। চমৎকার লোক, তবে বিবাহিত। সন্তানও আছে।"

যেন এগুলো কোন অর্থ বহন করে!

"এক সেকেন্ড," উঠে দাঁড়ালো সে, "তার ছবি তো থাকার কথা।"

ওপর তলায় চলে গেলো। কাঁধ ঝুলে পড়লো আমার, এতক্ষণে খেয়াল করলাম ঢোকার পর থেকে দুশ্চিন্তায় শক্ত হয়ে বসে ছিলাম। ছবিগুলোর দিকে আবারও তাকালাম। রোদ পোহানোর পোশাক পরে কোন এক সৈকতে শুয়ে আছে সে, কাছ থেকে শুধু মুখের ছবি ওর চোখ হাল্কা নীল। শুধু মেগানের ছবি এখানে। দু-জনের একসাথে কোন ছবি নেই।

কিছুক্ষণের মধ্যে একটা পুস্তিকা হাতে নিয়ে নেমে এলো স্কট। আমার সামনে রাখলো। গ্যালারির বিজ্ঞাপনের লিফলেট। পৃষ্ঠা ওল্টাল, "এই যে, এটা হলো রাজেশ।"

রঙিন এক অ্যাবস্ট্রাক্ট পেইন্টিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। বয়স্ক, দাড়ি আছে, ছোটখাটো শরীর। পুলিশের কাছে চিহ্নিত করার সময় এই লোককে দেখিনি আমি।

"এ নয়।" জানালাম তাকে।

আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলো স্কট, পুস্তিকার দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর আচমকাই ঘুরে দাঁড়ালো সে, ওপরতলায় রওনা দিয়েছে। কয়েক মুহূর্ত পর একটা ল্যাপটপ নিয়ে ফিরে এসে টেবিলে বসলো আবার।

"আমার মনে হয়," ল্যাপটপের ডালা তুলে অন করতে করতে বলল সে, "আমার মনে হয়..."

চুপ করে গেলো সে। তার দিকে তাকালাম, এখন তার মুখে গভীর মনোযোগের ছাপ। চোয়ালের পেশি শক্ত হয়ে আছে।

BanglaBook.org

"মেগান এক থেরাপিস্টের কাছে সেশন নিচ্ছিলো।" আমাকে বলল সে, "তার নাম আবদিক। কামাল আবদিক। এশিয়ান নয় সে, সার্বিয়া থেকে এসেছে...অথবা বসনিয়া। বাদামি চামড়া তারও। ওদের মুখের গঠনের সাথে ইন্ডিয়ানদের খুব একটা পার্থক্য থাকার কথা নয়।" কম্পিউটারে কয়েকবার টোকা দিলো সে, "তার ওয়েবসাইট আছে। সেখানে ছবি থাকার কথা..."

সামান্য ঘুরিয়ে ফেললো ল্যাপটপ, যাতে আমিও স্ক্রিনটা দেখতে পাই। কামাল আবদিকের ছবি পেয়ে গেছে সে।

"এই সেই লোক," বললাম আমি, "একেই দেখেছিলাম আমি। এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ নেই।"

ল্যাপটপ বন্ধ করে দিলো স্কট। দীর্ঘ একটা সময় কিছু বলল না। টেবিলে কনুই রেখে বসে রইলো, আঙুল দিয়ে চেপে ধরেছে কপাল। হাত কাঁপছে তার।

"প্যানিক অ্যাটাক হচ্ছিলো তার," অবশেষে বলল সে। "ঘুম আসে না, এরকম কিছু সমস্যা। গত বছরের কোন এক সময় শুরু হয়েছে জিনিসটা। কখন থেকে, ঠিক মনে নেই।" আমার দিকে না তাকিয়েই কথা বলছে। যেন আমি এখানে উপস্থিত নই। "আমিই ওকে বলেছিলাম কারও সাথে এসব নিয়ে আলোচনা করতে। থেরাপিস্টের কাছে যেতে আমিই উৎসাহ দিয়েছিলাম ওকে। আসলে, আমি ওকে কোনরকম সাহায্য করতে পারছিলাম না তো।" গলা পরিষ্কার করলো সে, "মনে হচ্ছিলো উপকার হচ্ছে তার। ওকে সুখি দেখাচ্ছিলো।" ছোট্ট একটা হাসি দিলো, দুঃখের। "এখন বুঝতে পারছি, কেন এত সুখি দেখাতো তাকে!"

সান্ত্বনার ভঙ্গিতে ওর হাতে হাত রাখলাম। উঠে দাঁড়ালো সে, "আমার মনে হয় আপনার যাওয়া উচিত।" রূঢ় ভঙ্গিতে বলল, "আমার মা চলে আসবে যে কোন সময়। দুই-এক ঘণ্টার আগে যাবে না মা।"

দরজায় পৌছে গেছি যখন, প্রায় বের হয়ে গেছি, স্কট বলল, "আপনাকে কোথাও দেখেছি আমি?"

এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো বলি, হয়তো দেখেছেন। হয়তো পুলিশ স্টেশনে দেখেছেন আমাকে, অথবা রাস্তায়। শনিবার রাতে এখানেই ছিলাম আমি। তবে এসব কিছু না বলে মাথা নাড়লাম, "না, আমার তা মনে হয় না।"

স্টেশনের দিকে যত দ্রুত সম্ভব হেটে গেলাম। অর্ধেক পথ গিয়ে ফিরে তাকাতে দেখলাম তখনও দরজার ওখানে দাঁড়িয়ে আছে সে, দেখছে আমাকে।

সন্ধ্যা

তড়িঘড়ি করে একবার মেইল চেক করলাম। টমের পক্ষ থেকে কোন মেইল আসেনি। ইমেইল আর টেক্সটের মতো ইলেক্ট্রনিক্সের আবির্ভাবের আগে ঈর্ষাকাতর প্রেমিক-প্রেমিকাদের কি শান্তিই না ছিলো!

BanglaBook.org

মেগানের ব্যাপারে পত্র-পত্রিকায় কিছু দেখলাম না। অন্যান্য বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেছে তারা। প্রথম পৃষ্ঠার বড় একটা অংশ তুর্কির রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, উইগানে চার বছরের বাচ্চা একটা মেয়েকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে কুকুর, মন্টিনিগ্রোর কাছে ইংল্যান্ড ফুটবল টিমের শোচনিয় পরাজয়, ইত্যাদিতে ভরে গেছে। মেয়েটা হারানোর মাত্র এক সপ্তাহ পার হয়েছে, এর মধ্যেই তাকে ভুলে গেছে সবাই।

দুপুরে খাওয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানালো ক্যাথি। ডেমিয়েন ব্রাইমিংহ্যামে তার মায়ের সাথে দেখা করতে গেছে, কিন্তু ওকে ডাকেনি। প্রায় দুই বছর ধরে প্রেম করছে তারা, তারপরও ক্যাথির সাথে তার মায়ের পরিচয় করিয়ে দেয়নি সে। হাই স্ট্রিটের জিরাফে গেলাম আমরা, জায়গাটা আমি খুব পছন্দ করি। ইদানিং নতুন কিছু ঘটছে কি-না জানতে চাইলো সে, গতকাল রাতে কোথায় ছিলাম তা নিয়ে কৌতূহল দেখালো ক্যাথি।

"কারও সাথে দেখা করতে গিয়েছিলে?" অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে জানতে চাইলো সে, আশায় জ্বলজ্বল করছে চোখ। আমাকে ছুঁয়ে গেলো বিষয়টা।

আরেকটু হলেই "হ্যা" বলে ফেলেছিলাম। কথাটা তার ইঙ্গিতের সাথে অর্থপূর্ণ না হলেও মিথ্যা হতো না। কিন্তু মিথ্যে বলাটাই বেশি সহজ। তাকে জানালাম গতকাল একটা ডাবল-এ মিটিংয়ে ছিলাম, উইটনিতে।

"ওহ।" লজ্জা পেয়ে বলল সে, গ্রিক সালাদ মনোযোগ দিয়ে দেখতে শুরু করলো সে। "মনে হলো শুক্রবার একটু খেয়েছিলে।"

"হ্যা। একেবারে থামিয়ে দিতে পারবো না, ক্যাথি," বললাম তাকে। খারাপ লাগলো, এখনও আমার মদ্যপানের অভ্যাস নিয়ে চিন্তা করছে ক্যাথি, "কিন্তু আমার সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করছি আমি।"

"ঠিক আছে। কিন্তু আমাকে যদি তোমার...মানে, যদি তোমার সাথে যেতে হয়, বলবে, প্লিজ।"

"এই পর্যায়ে এসে? না, দরকার নেই। ধন্যবাদ তোমাকে।"

"আচ্ছা, তবে আমরা দু-জন মিলে আর কিছু করতে পারি। জিমে যাবে নাকি?" জানতে চাইলো সে। হাসলাম আমি। তবে যখন বুঝলাম সিরিয়াসলি প্রশ্নটা করছে, বললাম ভেবে দেখবো।

একটু আগে চলে গেছে সে। ডেমিয়েন ফোন করে বলেছে মায়ের বাড়ি থেকে ফিরে এসেছে। সাথে সাথে দৌড়েছে ক্যাথি। বলতে ইচ্ছে করছিলো, ও ফোন দিলেই কি লাফাতে লাফাতে যেতে হবে নাকি তোমাকে? তবে দাম্পত্য জীবন নিয়ে কোন রকম উপদেশ দেওয়ার মতো অবস্থায় নেই আমি।

আসলে, যে কোন উপদেশ বিতরণের প্রশ্ন এলেই আমার চুপ থাকা উচিত। সব সময় মদ খাওয়ার ইচ্ছে জেগে থাকে মনের ভেতরে (সেই যখন থেকে এখানে পা রেখেছি আমরা, তারপর মুখে দাগওয়ালি এক ওয়েটার এসে জানতে চেয়েছে ওয়াইন

BanglaBook.org

পরিবেশন করবে কি-না, তারপর ক্যাথি দৃঢ়ভাবে তাকে 'না, ধন্যবাদ' বলে দিয়েছে, তখন থেকেই ইচ্ছে করছে আমার)। কাজেই ক্যাথিকে বিদেয় করার পর থেকে সিদ্ধান্ত নিলাম, বাইরে অফ-লাইসেন্স থেকে ড্রিংক কেনা যাবে। জুতো পরছিলাম, রিং বাজল তখন। টম? টমই হবে নিশ্চয়। ফোনটা বের করে স্ক্রিনের দিকে তাকাতেই বুকের ভেতর লাফিয়ে উঠলো হৃদপিণ্ড।

"হাই।" নীরবতা, কাজেই জানতে চাইলাম, "সব ঠিক আছে তো?"

একটু অপেক্ষা করে স্কট বলল, "হ্যা। ঠিক আছি আমি। আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য ফোন করেছিলাম। গতকাল আমাকে সময় করে জানানোর জন্য।"

"ওহ, ওটা কিছু না। আপনি কি...নতুন কিছু ঘটেছে? পুলিশের সাথে কথা বলেছেন?"

"ফ্যামিলি লিয়াঁজো অফিসার আজ বিকেলে এখানে আসবেন।" বলল সে, আমার হার্টরেট বেড়ে গেলো, "ডিটেক্টিভ রাইলি। তার কাছে কামাল আবদিকের কথা বলেছি আমি। বলেছি তার সাথে কথা বললে কাজের কিছু জানা যেতে পারে।"

"আমার কথা...আমার সাথে কথা হয়েছে তা বলেছেন নাকি?" আমার মুখ শুকিয়ে গেলো।

"না, বলিনি। আমার মনে হলো...জানি না কেন, আমার মনে হলো, আমি নিজেই নামটা বললে ভালো হবে। আমি উনাকে বললাম...মিথ্যা বললাম, জানি। কিন্তু যাই হোক...উনাকে বললাম ভাবতে ভাবতে একটা সময় ওর স্পেশালিস্টের কথা মনে পড়েছে আমার। জানি না কেন, তবে ওই ডিটেক্টিভ মহিলাকে আমার পছন্দ হয় না। আমার পক্ষে থাকার কথা তার, কিন্তু সব সময় মনে হয় গন্ধ শুঁকছে, সামান্য সুযোগ পেলেই আমাকে বেঁধে ফেলবে।"

স্কটেরও রাইলিকে ভালো লাগে না জেনে বোকার মতো খুশি হয়ে উঠলো আমার মন। আমাদের মধ্যে আরেকটা জিনিস মিলে গেছে। আমাদের বন্ধনের আরেকটা গিঁট।

"এভাবে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসায় আপনাকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে হচ্ছিলো। এটা আসলে অদ্ভুত শোনাচ্ছে। তবে কারও সাথে কথা বলতে...মানে, আমার কাছের নয় এমন কারও সাথে কথা বলতে ভালো লাগছে। আপনি যাওয়ার পর মেগানের প্রথমবার আবদিকের কাছে যাওয়ার স্মৃতি মনে করলাম। মানে, যেভাবে ফিরে এসেছিলো ও, একধরণের আভা বের হচ্ছিলো যেন ওর ভেতর থেকে।" জোরে নিঃশ্বাস ফেললো সে, "হয়তো সবকিছু আমার কল্পনা।"

গতকালও একই রকম অনুভূতি হয়েছিলো আমার। ঠিক আমার সঙ্গে কথা বলছে না সে। নিজে নিজে কথা বলছে, আমি এখন শব্দগ্রাহকের ভূমিকা পালন করছি। তবুও ভালো লাগলো আমার, একটা উপকারে আসতে পেরে ভালো লাগলো।

BanglaBook.org

"গতকাল সারাদিন মেগানের জিনিস নিয়ে ঘাটলাম আমি," বলল সে, "আমাদের রুম খুঁজেছি আগেই, পুরো বাড়িটা খুঁজলাম গতকাল। ছয়-সাতবার হবে। কোন একটা চিহ্ন খুঁজছিলাম, যে কোন কিছু। তার এখনকার অবস্থানের কোন ক্লু অথবা ওই লোকের কোন জিনিস। কিন্তু কিচ্ছু পেলাম না। কোন ইমেইল না, কোন চিঠি না। আমি থেরাপিস্টকে ফোনও করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু গতকাল প্র্যাকটিস বন্ধ ছিলো। মোবাইল নাম্বারও পেলাম না ওর।"

"এটা কি ভালো কোন কাজ হবে?" বললাম, "মানে, আপনার কি মনে হয় না তার ব্যাপারটা পুলিশকে দেখতে দেওয়া উচিত?"

মুখে না বললেও জানি দু-জন একই কথা চিন্তা করছি। লোকটা বিপজ্জনক। অথবা বিপজ্জনক হতে পারে।

"আমি জানি না। আসলেই জানি না আমি," মরিয়া হয়ে বলল সে, শুনতেই কষ্ট হলো আমার। কিন্তু আমার কাছে কোন সান্ত্বনা নেই। ফোনের অন্যপাশে ওর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম, দ্রুত ছোট ছোট নিঃশ্বাস পড়ছে। তাকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হলো তার সাথে কেউ আছে কি-না, কিন্তু করতে পারলাম না। ভুল বুঝতে পারে কথাটা। বেশি আগ্রাসি শোনাবে হয়তো।

"আপনার এক্স-কে দেখলাম গতকাল," সে বলল।

টের পেলাম আমার হাতের রোম খাড়া হয়ে গেছে, "ওহ?"

"হুঁ, খবরের কাগজ কিনতে বের হয়েছিলাম, তখন রাস্তায় দেখা হলো। জানতে চাইলো আমি ঠিক আছি কি-না বা কোন খবর আছে কি-না।"

"ওহ।" আবারও বললাম আমি। কারণ এতটুকুই বলতে পারি, শব্দ বানাতে পারবো না। টমের সাথে স্কট কথা বলুক সেটা চাই না আমি। টম জানে আমি মেগান হিপওয়েলকে চিনি না। টম জানে, মেগান হারানোর রাতে ব্লেনহাইম রোডে ছিলাম আমি।

"আপনার কথা বলিনি অবশ্য তাকে। কেন যেন মনে হলো, আপনার কথা বলা ঠিক হবে না।"

"না, ঠিক হতো না। জানি না, অদ্ভুত শোনাতো হয়তো।"

এরপর দীর্ঘ এক নীরবতা, হৃৎস্পন্দন কমে আসার জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমি। ভেবেছিলাম ফোন রেখে দেবে, কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন করে ফেললো স্কট, "আমার ব্যাপারে কিছু বলতো ও?"

"অবশ্যই...অবশ্যই বলতো," বললাম, "মানে, আমরা অনেক দিন পর পর দেখা করতাম তো, কিন্তু–"

"কিন্তু আপনাকে সে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলো। মেগান সাধারণত কাউকে বাড়িতে ডাকে না। সে নিজের প্রাইভেসির ব্যাপারে খুব সচেতন।"

একটা কারণ খোঁজার চেষ্টা করলাম। ওকে বলাই উচিত হয়নি যে বাড়িতে গেছিলাম। "একটা বই নিতে এসেছিলাম আমি।"

BanglaBook.org

"তাই নাকি?"

একফোঁটা বিশ্বাস করেনি আমার কথা। মেগান নিশ্চয় বইপত্র পড়ে না। মনের করার চেষ্টা করলাম, বাড়ির ভেতরে কোন বইপত্র দেখিনি আমি।

"আমার ব্যাপারে কি বলেছিলো?"

"অনেক সুখি ছিলো সে," বললাম, "আপনার সাথে আর কি। আপনাদের সম্পর্কটিতে..." কথাগুলো বলতে গিয়েই বুঝতে পারলাম কতোটা অদ্ভুত শোনাচ্ছে, কিন্তু নির্দিষ্ট করে কিছু বলার নেই আমার। নিজের চামড়া বাঁচানোর চেষ্টা করতেই হচ্ছে, "সত্যি বলতে কি, আমার নিজের সম্পর্কটাতে খুব দুঃসময় গেছে, কাজেই আমার কাছে এসব জিনিস তুলনামূলক ব্যাপার। তবে আপনার কথা বলার সময় ঝলমল করে উঠতো তার চেহারা।"

হাস্যকর কয়েকটা শব্দ ব্যাবহার করলাম মনে হলো।

"আসলেই?" সতৃষ্ণ একটা ভঙ্গিতে বলল সে, "শুনে ভালো লাগলো।" সামান্য বিরতি দিলো, ফোনের অন্যপাশে ওর নিঃশ্বাস শুনতে পাচ্ছি, দ্রুত আর সংক্ষিপ্ত, "আমাদের...আমাদের ভয়ঙ্কর এক ঝগড়া হয়েছিলো," বলল সে, "যে রাতে সে চলে গেলো। ভাবতেই খারাপ লাগছে, আমার ওপরে রেগে ছিলো ও, যখন..."

বাকিটা শেষ করলো না।

"আমি নিশ্চিত আপনার ওপর ও বেশিক্ষণ রেগে ছিলো না।" বললাম তাকে, "দাম্পত্যজীবনে ঝগড়া হয়ই। সব সময় হয়।"

"কিন্তু ওই ঝগড়াটা খারাপ ধরণের ছিলো। খুবই বাজে, আর আমি...আমি আসলে কাউকে বলতেও পারছি না। তাহলে সবাই ধরে নেবে আমি দোষি।"

ওর গলা এখন অন্যরকম। ভুতগ্রস্ত, সিক্ত কণ্ঠ, নিজেকে দোষি ভাবছে।

"কিভাবে শুরু হয়েছিলো তা আমার মনে নেই।" সে বলল, কথাটা আমি বিশ্বাস করলাম না অবশ্য। "গরম হয়ে উঠেছিলো পরিস্থিতি। আমি ওর সাথে...আমি ওর সাথে অনেক নিষ্ঠুর আচরণ করেছিলাম। বেজন্মার মতো আচরণ করেছি আমি, পুরোপুরি বেজন্মার মতো। মন খারাপ করেছিলো অনেক। ওপরে গিয়ে ব্যাগ গুছাচ্ছিলো। তখন খেয়াল করিনি, পরে দেখলাম ওর টুথব্রাশ নেই। নিয়ে গেছে। তার মানে রাতে আর ফিরবে না। ভেবেছিলাম টেরার বাড়িতে গেছিলো। আগেও এমন হয়েছিলো একবার। একবারই, নিয়মিত ঘটতো না এসব। ওর পেছন পেছন বের হইনি আমি," বলল সে, আমার আবারও মনে হলো নিজের সাথেই কথা বলছে। পাপ স্বীকার করছে। কনফেসনালের একপাশে সে, আরেকপাশে আমি। চেহারাবিহীন, অদৃশ্য। "আমি যেতে দিয়েছিলাম ওকে।"

"শনিবার রাতের কথা সেটা?"

"হ্যা, তার সাথে ওটাই আমার শেষ দেখা।"

BanglaBook.org

একজন প্রত্যক্ষদর্শির কথা অনুযায়ি মেগানকে অথবা 'তার বর্ণনার সাথে মেলে এমন এক মহিলাকে' উইটনি স্টেশনের দিকে হেটে যেতে দেখেছে। খবরের কাগজ থেকে এটা জেনেছিলাম। ওটাই তাকে শেষবার দেখা কারও বক্তব্য। প্ল্যাটফর্ম অথবা ট্রেনের ভেতর কেউ দেখেনি তাকে। উইটনির স্টেশনে সিসিটিভিও নেই। করলি স্টেশনের সিসিটিভিতেও ধরা পড়েনি সে। অবশ্য এটা থেকে প্রমাণ হয় না সে স্টেশন পর্যন্ত পৌছায়নি। করলি স্টেশনের অনেকগুলো 'ব্লাইন্ড স্পট' আছে।

"কয়টার দিকে তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন আপনি?" জানতে চাইলাম।

আরেকবার দীর্ঘ বিরতি, তারপর সে বলল, "পাবে গেছিলাম। দ্য রোজ, চেনেন তো? কিংলি রোডের মোড়ে? শান্ত হওয়ার দরকার ছিলো আমার। মাথা পরিস্কার করার জন্য। কয়েক পাইন্ট গিলে ফিরে এসেছিলাম বাড়িতে। দশটার একটু আগে হবে। মনে একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিলো এর মধ্যেই পৌছে যাবে সে। কিন্তু বাড়ি ফিরে তাকে দেখলাম না।"

"তাহলে দশটার দিকে উনাকে ফোন করেছিলেন আপনি?"

"না।" ফিসফিসের চেয়ে জোরে নয় তার কণ্ঠ, "তখনও নয়। বাড়িতে আরও দুটো বিয়ার শেষ করেছিলাম, তারপর টিভি দেখেছিলাম খানিকক্ষণ। এরপর ঘুমাতে চলে যাই।"

আমাদের ঝগড়াগুলোর কথা মনে করলাম, টমের সঙ্গে আমার ঝগড়া। প্রতিবারই ঝগড়া তুঙ্গে ওঠার পর আমার মেজাজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানো, তারপর দৌড়ে আমার বের হয়ে আসা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে তাকে জানানো আর কোনদিনও তাকে দেখতে চাই না আমি। প্রতিবারই আমাকে ফোন করতো সে, কথা বলে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতো।

"আমি ভেবেছিলাম ও হয়তো টেরার রান্নাঘরে বসে আছে। আমি কোন পর্যায়ের উজবুক, তা নিয়ে কথা বলছে হয়তো। সেজন্য ফোন দেওয়ার ঝামেলা করিনি।"

ফোন দেওয়ার ঝামেলা করেনি সে, অনুভূতিহীন আর উদাসি প্রতিক্রিয়া। এই ঘটনা আর কাউকে বলেনি দেখে মোটেও বিস্মিত হলাম না। আমাকে যে বলছে তাতেই অবাক হলাম। যে স্কটকে আমি চিনতাম (অবশ্যই আমার কল্পনায়ে), সে এমন ছিলো না। ছাতে মেগানের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতো যে, বড় বড় হাত দিয়ে ধরে থাকতো তার ক্ষীণ কাঁধ। যে কোন কিছু থেকে তাকে রক্ষা করতে প্রস্তুত।

ফোন রেখে দেওয়ার জন্য আমিও এখন প্রস্তুত। কিন্তু বলে যাচ্ছে স্কট, "ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে গেছিলো আমার। ফোনে কোন মেসেজ নেই, ভয় পাইনি অবশ্য। ভেবেছিলাম এখনও টেরার সাথে আছে, আমার ওপর থেকে রাগ যায়নি। ফোন করে দেখলাম। ধরলো না, ভয়েস মেইলে চলে গেলো। ভয় পাইনি তখনও, হয়তো

BanglaBook.org

ঘুমাচ্ছে এখন। অথবা ইচ্ছে করেই ধরেনি। টেরার নাম্বার ছিলো না আমার কাছে। ঠিকানা ছিলো, মেগানের ডেস্কে ওর বিজনেস কার্ড পেয়েছিলাম। ড্রাইভ করে গেলাম সেখানে।"

বুঝলাম না, সে যদি দুশ্চিন্তা না-ই করে তাহলে টেরার বাড়ি পর্যন্ত গেলো কেন? কিন্তু বাধা দিলাম না, কথা বলতে দিলাম তাকে।

"টেরার বাড়িতে নয়টার একটু পর পৌছালাম। দরজা খুলতে দেরি হলো তার, আর খোলার পর আমাকে দেখে সত্যিই অবাক হলো। অর্থাৎ, আমাকে আশা করেনি সে। তখনই বুঝে গেলাম...তখনই..." কথা শেষ করতে পারলো না। একটু আগে ওকে সন্দেহ করার জন্য খারাপ লাগলো আমার।

"ও আমাকে বলল শুক্রবার রাতে পিল্যাটের ক্লাসে শেষবারের মতো দেখা হয়েছে তার সাথে মেগানের। তখন দুশ্চিন্তা করতে শুরু করলাম আমি।"

ফোন রেখে দেওয়ার পর মনে হলো, আমার মতো মেগানের সঙ্গে স্কটকে এক সাথে না দেখে থাকলে ওর অনেক কথাই যে কারোর কাছে মিথ্যে বলে মনে হবে।

সোমবার, ২২ শে জুলাই, ২০১৩
সকাল

বিভ্রান্ত মনে হলো নিজেকে। টানা ঘুম দিয়েছি, স্বপ্নময় ঘুম। আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার জন্য রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়েছে নিজের সাথে। আবহাওয়া আবারও গরম হয়ে উঠেছে। মাত্র অর্ধেক ভর্তি হওয়ার পরও বগির ভেতর দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে গেছিলো। পেপার কেনার সময় পাইনি আজ, বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে ইন্টারনেটেও খবর পড়া হয়নি। এখন ট্রেনে বসে বিবিসিতে ঢোকার চেষ্টা করছি। কোন কারণে কে জানে, সারাদিন ধরে লোডিং হচ্ছে। অথচ নর্থকোট থেকে এক লোক উঠলো, তার আইপ্যাডে দিব্যি *ডেইলি টেলিগ্রাফ* লোড হয়ে গেছে। ওখানেই বিশাল হরফে লেখা শিরোনামটি চোখে পড়লো।

মেগান হিপওয়েল নিখোঁজের সঙ্গে জড়িত যুবক গ্রেফতার

খবরটা ভালো করে পড়ার জন্য ঝুঁকে পড়ছিলাম, লোকটা আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকালো। অপমানিত বোধ করেছে।

"দুঃখিত। উনাকে আমি চিনি। নিখোঁজ মহিলাকে আমি চিনি," বললাম তাকে।

"ওহ্, খুবই দুঃখজনক..." বলল সে। মধ্যবয়সি, চমৎকার পোশাক পরনে। "খবরটা পড়বেন?"

"প্লিজ। আমার ফোনে নেটওয়ার্ক পাচ্ছি না।"

BanglaBook.org

দয়ালু একটা হাসি দিয়ে আমার হাতে তুলে দিলো তার ট্যাবটা। হেডলাইন টাচ করতেই খবরটা স্ক্রিনে ভেসে উঠলো।

> ত্রিশ বছরের এক যুবককে মেগান হিপওয়েল (২৯) নিখোঁজ-রহস্যের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছে। উইটনির অধিবাসি এই ভদ্রমহিলা গত শনিবার ১৩ই জুলাই হতে নিখোঁজ। গ্রেফতারকৃত ভদ্রলোক মেগান হিপওয়েলের স্বামি স্কট হিপওয়েল কি-না সে-ব্যাপারে কোন তথ্য দিতে পুলিশ অস্বীকৃতি জানিয়েছে। উল্লেখ্য, গত শুক্রবার স্কট হিপওয়েলকে জেরার জন্য পুলিশ স্টেশনে নিয়ে আসা হয়। পুলিশের এক বিবৃতিতে জানানো হয়, 'আমরা এতটুকু নিশ্চিত করতে পারি, এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। মেগানের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় তার ভূমিকা থাকতে পারে। এখন পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়নি। আর মেগানের জন্য আমাদের খোঁজ অব্যাহত রয়েছে। একটি স্থানকে আমরা ক্রাইম সিন হিসেবে খুঁজে যাচ্ছি।'

ওদের বাড়িটা পার হচ্ছি এখন। আজকে অবশ্য সিগন্যালে দাঁড়ালো না ট্রেন। দ্রুত মাথা ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম, তবে বাড়িটা পার করে গেছে। ট্যাবলেটের মালিককে ফেরত দেওয়ার সময় আমার হাত কাঁপছিলো। দুঃখিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো সে।

"আমি অত্যন্ত দুঃখিত।"

"মারা যায়নি ও," ভাঙা গলায় বললাম। নিজের কণ্ঠ নিজেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। ওখানে বসে ছিলাম আমি, বাড়ির ভেতর। শক্তিশালি বড় হাত স্কটের। আমার ঘাড়ই যদি ভেঙে দিতে পারে, তাহলে মেগানকে চুরমার করে দেওয়ার ক্ষমতাও আছে তার। ছোট্ট, নরম মেগান...

কর্কশ শব্দে ব্রেক কষতে শুরু করলো ট্রেন, আমরা উইটনিতে পৌছে গেছি। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

"আমাকে যেতে হবে," ভদ্রলোককে বললাম।

"শুভকামনা থাকলো আপনার জন্য।"

প্ল্যাটফর্ম আর সিঁড়িটা দৌড়ে পার হলাম। জনতার স্রোতের বিপরীতে ছুটছি আমি। সিঁড়ির নিচে পৌছে গেছি প্রায় এক লোক বলে বসলো : "দেখে চলতে পারেন না?"

BanglaBook.org

তার কথা পাত্তাও দিলাম না। শেষ দিক থেকে দ্বিতীয় ধাপে রক্তের ছোপ দেখতে পেয়েছি। কতদিন ধরে এই ছোপটুকু আছে? আমার রক্ত? নাকি মেগানের? বাড়িতে কি রক্তের ছাপ ছিলো? এজন্যই কি তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে? রান্নাঘরটা মনে করার চেষ্টা করলাম, অ্যান্টিসেপ্টিকের গন্ধ ছিলো সেখানে। ব্লিচ? মনে করতে পারলাম না। শুধু মনে পড়ছে স্কটের পেছনে ঘাম ছিলো, নিঃশ্বাসে ছিলো বিয়ারের গন্ধ।

আন্ডারপাস পার হলাম দৌড়ে। ব্লেনহাইম রোডের মোড়ে পৌছে হোঁচট খেলাম। ফুটপাত ধরে হাটছি, দম ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছি। মাথা বুকের কাছে, মুখ তুলে তাকানোর সাহস আমার নেই। তবে তাকানোর পর কিছু দেখতে পেলাম না। স্কটের বাড়ির সামনে কোন ভ্যান নেই, নেই পুলিশের গাড়ি। এর মধ্যেই কি ক্রাইম সিন সার্চ করা শেষ তাদের? কিছু খুঁজে পেলে তো এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার কথা না। বার বার খুঁজবে, আলামত জব্দ করবে, সময় তো লাগার কথা। হাটার গতি বাড়িয়ে দিলাম। বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম, লম্বা নিঃশ্বাস নিলাম। শার্সি নামানো, নিচতলা, দোতলা, দুটোরই। প্রতিবেশির জানালার শার্সি নড়ে উঠলো। সামান্য, আমার ওপর নজর রাখা হচ্ছে। দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম, এখানে আসার কথা নয় আমার। কি করতে এসেছি আমি জানি না।

আমাকে দেখতে হবে। জানতে হবে আমাকে। দরজা নক করা আর প্রবৃত্তির কথা শোনার মাঝে কোনটা করবো তা এক সেকেন্ডের জন্য ভাবলাম। তারপর চলে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াবো, ঠিক সেই মুহূর্তে খুলে গেলো দরজা।

নড়ে ওঠার আগেই ছিটকে বের হয়ে এলো তার হাত। আমার বাহু ধরে টেনে নিজের দিকে নিয়ে এলো সে। কঠোর হয়ে উঠেছে চেহারা, চোখ দুটো বন্য হয়ে উঠেছে। মরিয়া হয়ে আছে সে। ক্রোধ আর অ্যাড্রেনালিনের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে।

অন্ধকার নেমে আসতে দেখলাম, মুখ খুলেছিলাম চেঁচিয়ে ওঠার জন্য। তবে খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে। আমাকে বাড়ির ভেতরে টেনে নিয়ে দড়াম করে দরজা লাগিয়ে দিলো স্কট।

BanglaBook.org

মেগান

• • •

বৃহস্পতিবার, ২১ শে মার্চ, ২০১২

সকাল

আমি পরাজিত হই না। এটা তার জানা দরকার। এরকম খেলাগুলোতে পরাজিত হই না আমি। আমার ফোনের স্ক্রিন ব্ল্যাংক হয়ে আছে। টেক্সট মেসেজ নেই, মিস্‌ড কল নেই। যতবার ওদিকে তাকাচ্ছি মনে হচ্ছে গালে কেউ সপাটে চড় কষাচ্ছে। প্রতিবারই রাগ বেড়ে যাচ্ছে আগের চেয়ে।

হোটেল রুমে ওটা কি হলো? কি ভাবছিলাম আমি? আমাদের একটা সংযোগ আছে, আমাদের মধ্যে সত্যিকারের কিছু ঘটতে যাচ্ছে? আমার সঙ্গে কোন জায়গাতেই যাওয়ার ইচ্ছে নেই তার। অথচ আমি তাকে জীবনে আসা দ্বিতীয় কেউ বলে ধরে নিয়েছিলাম, দ্বিতীয় কারও চেয়ে বেশি!

এটাই আমার মেজাজ খারাপ করে দিচ্ছে। হাস্যকর আমি, এত সহজে কাউকে বিশ্বাস করেছি! নির্ঘাত মনে মনে একচোট হেসেছে সে!

যদি ও মনে করে থাকে তার জন্য কেঁদে কেটে বুক ভাসাচ্ছি, তাহলে আরেকটা ধাক্কা অপেক্ষা করছে তার জন্য। ওকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারবো। ওকে ছাড়া ভালোই থাকবো আমি। কিন্তু হারতে আমার ভালো লাগে না। ঠিক আমার সাথে যায় না বিষয়টা। কখনও কেউ আমাকে প্রত্যাখ্যান করে না। সেদিন বিকেলে হোটেল রুমে কি সব বলেছিলো মনে পড়ে যাচ্ছে বার বার। হারামজাদা!

ও যদি মনে করে থাকে আমি চুপচাপ সরে যাবো, বড় ধরণের ভুল করছে। দ্রুত যদি আমাকে না নিয়ে যায় তাহলে ওর মোবাইলে ফোন করবো, বাড়িতে ফোন করবো। আমাকে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না।

নাস্তা খেতে বসে স্কট আমাকে থেরাপি সেশনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলো। কিছু বলিনি তখন, ভান করেছি শুনিনি।

"ডেভ আমাদের ডিনারে জন্য দাওয়াত দিয়েছে," বলেছিলো সে, "ওখানে কতদিন যাওয়া হয় না ভেবেছো? তোমার সেশনটা একটু পরিবর্তন করা যায় না?"

হাল্কা কণ্ঠে জানতে চাইলেও আমি জানি আমাকে সতর্কভঙ্গিতে দেখছে সে। আমার মুখের ওপর তার চোখ আটকে আছে। একটা ঝগড়ার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা। আমাকে সাবধান থাকতে হবে।

"পারবো না, স্কট। খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে," বলেছিলাম, "ডেভ আর কারেনকে আগামি শনিবার এখানে আসতে বলো না?"

BanglaBook.org

ডেভ আর কারেনের মনোরঞ্জনের জন্য একটা ছুটির দিন নষ্ট করতে হবে এটা ভাবাই বিরক্তিকর। কম্প্রোমাইজ করবো না-হয়।

"যথেষ্ট দেরি হয়ে যায়নি এখনও," বলো সে, কফির কাপটা আমার সামনে টেবিলে নামিয়ে রাখে। এক সেকেন্ড আমার কাঁধে হাত রেখে বলে, "ক্যান্সেল করো তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট, ঠিক আছে?"

হেটে ঘর থেকে বের হয়ে যায় সে। সামনের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হতেই কফির কাপটা তুলে নিলাম। গায়ের জোরে ছুঁড়ে মারলাম দেওয়ালের দিকে।

সন্ধ্যা

আমাকে প্রত্যাখ্যান করছে না সে, এমনটা বলতে পারতাম নিজেকে। নিজেকে বোঝাতে পারতাম সে শুধু সঠিক কাজটা করার চেষ্টা করছে নৈতিক আর পেশাগত দিক থেকে। কিন্তু আমি জানি কথাটা সত্য নয়। অন্তত পুরোপুরি সত্য নয়। কারণ, আপনি যদি কাউকে খুব করে চেয়ে থাকেন, নৈতিকতা (আর অবশ্যই পেশাগত দায়িত্ব) আপনাকে ঠেকিয়ে রাখবে না।

সে আমাকে ততটা চায় না।

বিকেলে স্কটের ফোনকল ধরলাম না। সরাসরি সেশন নিতে চলে গেলাম। ওর অফিসে ঢোকার পর রিসিপশনিস্টের দিকে তাকালামও না। ঢুকে পড়লাম ওর ঘরে। ডেস্কে কিছু একটা লিখছিলো ও। আমার দিকে তাকিয়ে দেখলো শুধু, হাসি নেই মুখে। তারপর আবারও কাগজের দিকে তাকালো। ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। আমার দিকে সে তাকাবে এই অপেক্ষায় আছি। মনে হলো অনন্তকাল পর তাকালো।

"ঠিক আছো তুমি?" জানতে চাইলো তারপর, হাসলো এবার, "দেরি করে ফেলেছো।"

গলার কাছে নিঃশ্বাস আটকে আছে আমার। কথা বলতে পারলাম না। ডেস্কের পাশ দিয়ে হেটে হেলান দিলাম ওতে। ওর উরুতে ছুঁয়ে গেলো পা। সামান্য পিছিয়ে বসলো সে।

"মেগান," বলল আমাকে, "তুমি ঠিক আছো?"

মাথা নাড়লাম। তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম হাত।

"মেগান।"

কিছু বললাম না।

"তুমি পারো না...থেরাপি সেশনে বসা উচিত তোমার। এসো, কথা বলি।"

মাথা নাড়লাম।

BanglaBook.org

"মেগান।"

প্রতিবার আমার নাম ধরে ডেকে পরিস্থিতিটা আরও খারাপ করে তুলছে সে।

উঠে দাঁড়িয়ে ডেস্কের চারপাশ দিয়ে ঘুরে আমার থেকে সরে গেলো। ঘরের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়েছে।

"এসো," আবারো বলল সে। পেশাগত কণ্ঠ এখন, রূঢ় আর স্থির। "বসো।"

তাকে অনুসরণ করে ঘরের মাঝ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ালাম। এক হাত কোমরে জড়িয়ে আরেক হাত রেখেছি তার বুকের ওপর। আমার হাত ধরে সরিয়ে দিলো কামাল।

"না, মেগান। তুমি...আমরা পারি না এসব করতে।" ঘুরে দাঁড়ালো সে।

"কামাল।" ডাকলাম তাকে, আমার গলা বসে গেছে। শব্দটা শুনে আমারই ঘৃণা হলো।

"প্লিজ।"

"এটা...এখানে হয়তো ভালো দেখাবে না...কিন্তু..."

ওকে বললাম তার সাথে থাকতে চাই আমি।

"এটা ট্রান্সফারেন্স, মেগান।" বলল সে, "সময়ের ফেরে হয় মাঝে মাঝে। আমাকেও মাঝে মাঝে পেয়ে বসে এটা। তোমাকে আরও আগেই সাবধান করা উচিত ছিলো। দুঃখিত।"

আমার চিৎকার করতে ইচ্ছে করছিলো। কি সাধারণ একটা ব্যাপারই না সে বানিয়ে ফেললো। বোঝাতে চাইলো, আমার আগে আরও অনেক রোগির সাথে হয়েছে তার!

"তাহলে তুমি কিছুই ফিল করোনি?" জানতে চাইলাম, "তুমি বলছো, আমি সব কিছু কল্পনা করে নিয়েছিলাম?"

দু-পাশে মাথা নাড়লো সে, "তোমাকে বুঝতে হবে, মেগান। বিষয়টাকে এত দূরে যেতে দেওয়াই উচিত হয়নি আমার।"

ওর কাছে এলাম আমি। ওর নিতম্বে হাত রাখলাম, টেনে আমার দিকে ঘোরালাম ওকে, আমার হাত ধরলো ও, ওর লম্বা আঙুলগুলো আমার কোমরের চারপাশে এঁটে বসলো, "আমি আমার চাকরিটাও হারাতে পারি।"

এবার আসলেই মেজাজ হারালাম। ওকে ধাক্কা দিয়ে সরে আসলাম, আক্রমণাত্মক ভঙ্গি আমার মধ্যে। আমাকে ধরার চেষ্টা করলো, তবে পারলো না। চিৎকার করছিলাম আমি, তার চাকরি নিয়ে যে আমার কোন মাথা ব্যাথা নেই তা জানিয়ে দিচ্ছিলাম। আমাকে চুপ করাতে চেষ্টা করছিলো সে। ধরে নিলাম এটা তার উদ্বেগ। বাইরের রিসিপশনিস্ট আর রোগিরা কি মনে করবে সেই ভাবনা এসেছে তার মধ্যে। আমার কাঁধ চেপে ধরলো সে, ওর আঙুলগুলো আমার হাতের মধ্যে দেবে

BanglaBook.org

গেলো। শান্ত হতে বলল আমাকে। বাচ্চাদের মতো আচরণ না করতে বলল। আমাকে ঝাঁকি দিলো সে, জোরে। এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো আমাকে থাপ্পর মারতে যাচ্ছে।

ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম, নিচের ঠোঁট এত জোরে কামড়ে ধরলাম যে কেটে গেলো। আমার মুখের ভেতর রক্তের স্বাদ পেলাম। ধাক্কা দিয়ে আমাকে সরিয়ে দিলো সে।

বাড়ি ফেরার পথে প্রতিশোধের ছক কাটলাম। তার সাথে কি কি করা সম্ভব ভেবে দেখলাম। ব্যাটার চাকরি আমি খেয়ে দিতে পারি, তারচেয়েও বেশি ক্ষতি করা সম্ভব। তবে আমি ওসব করবো না। কামালকে আমার বেশ ভালো লাগে। ওকে কষ্ট দিতে চাই না আমি। এখন ওর প্রত্যাখ্যানে আমার অতটা খারাপও লাগছে না। যেটা বিরক্ত লাগছে, আমার গল্পের শেষ অংশটা তো জানা হলো না। আর ওটা জানতে না পারলে আর কারও সাথে শুরু করতে পারছি না। নতুন সঙ্গি বেছে নেওয়া আমার জন্য কঠিন হয়ে যাবে।

বাড়ি ফিরে যেতে চাইছি না এখন।

হাতের কালশিটেগুলোর ব্যাখ্যা কিভাবে দেবো আমি?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

র‍্যাচেল

• • •

সোমবার, ২২ শে জুলাই, ২০১৩

সন্ধ্যা

এখন অপেক্ষা করছি। মেজাজ খারাপ করার মতো একটা ব্যাপার এই জানতে না পারা, সবকিছু যেখানে নড়তে বাধ্য সেখানে সময়ের ধীরগতি। কিন্তু করার কিছুই নেই। আজ সকালে আমি ঠিকই ধরেছিলাম। আমার প্রাথমিক অনুভূতি ছিলো আতঙ্ক, তবে জানতাম না ঠিক কোন জিনিসটাকে ভয় পেতে হবে। স্কটকে নয়, ও আমাকে টেনে আনার সাথে সাথেই আমার চোখে ভয় দেখতে পেয়েছিলো হয়তো। সাথে সাথে ছেড়ে দিয়েছিলো আমাকে। দরজা লাগিয়ে দিয়েছিলো পেছনে।

"এখানে কি করছেন? ফটোগ্রাফার, সাংবাদিক চারপাশে। আমার দরজায় লোকজন ঘুরে বেড়াক সেটা চাই না আমি। ওরা নানা কথা ছড়াবে। ওরা চেষ্টা করবে...যে কোন কিছু করার চেষ্টা করবে তারা। ছবি তুলবে–"

"বাইরে কেউ নেই।" বললাম। যদিও আমি ঠিক জানি না কেউ আছে কি-না। খেয়াল করিনি সেভাবে। হয়তো পার্ক করা গাড়িতে বসে আছে কেউ, কিছু ঘটার অপেক্ষায় আছে।

"কি করছেন এখানে?" জানতে চাইলো আবারও।

"আমি শুনলাম খবরে এসেছে। জানতে এসেছিলাম, তাকেই ধরেছে নাকি পুলিশ? অ্যারেস্ট করেছে?"

মাথা দোলাল, "হ্যা, আজ সকালে। ফ্যামিলি লিয়াঁজো পার্সন এখানে এসেছিলেন। মহিলা পুলিশ অফিসারটি। বললেন আমাকে ব্যাপারটা। তবে কেন...মানে ঠিক কি প্রমাণ পেয়ে তাকে ধরা হলো সেটা বলেননি। মেগান নয় অবশ্যই। মেগানকে পাওয়া গেলে আমি জানতাম।"

সিঁড়িতে বসে পড়লো সে, দু-হাতে নিজেকে জড়িয়ে ধরলো। তার শরীর কাঁপছে।

"আমি সহ্য করতে পারছি না। ফোন কখন বাজবে সেই অপেক্ষা করতে পারছি না। ফোন বাজার পর কি খবর আসবে? জঘন্য কিছু? মেগানের–" শেষ করতে পারলো না সে, তারপর মুখ তুলে তাকিয়ে আমাকে যেন প্রথমবার দেখলো, "আসলেন কেন এখানে?"

"আমি চেয়েছিলাম...ভেবেছিলাম আপনি এখন একা থাকতে চাইবেন না।"

এমনভাবে তাকালো সে যেন আমি একটা পাগল। "আমি একা নই।"

BanglaBook.org

উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেলো লিভিংরুমের দিকে। তাকে অনুসরণ করবো কি করবো না বুঝতে পারলাম না। চেঁচিয়ে ডাকলো তারপর, "কফি চলবে?"

লনের এক মহিলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন। লম্বা, মিশ্ররঙা চুল। কালো ট্রাউজার আর সাদা ব্লাউজ পরনে, গলা পর্যন্ত লাগানো। আঙিনায় দ্রুত পায়ে হাটছিলেন, তবে আমাকে দেখে থমকে গেলেন, সিগারেটটা নিজের পায়ের নিচে পিষে ফেললেন তিনি।

"পুলিশ?" রান্নাঘরে ঢুকে সন্দেহগ্রস্ত কণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনি।

"উনি র‍্যাচেল ওয়াটসন, মা," স্কট বলল, "আবদিকের ব্যাপারে জানিয়েছেন যিনি।"

আল্‌তো করে মাথা দোলালেন তিনি। যেন স্কটের ব্যাখ্যা খুব একটা উপকারে আসেনি। বার বার আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখছেন, "ওহ।"

"আমি শুধু, আম..." আর কি বলবো বুঝতে পারলাম না। এখানে আসার গ্রহণযোগ্য কোন কারণ আমার কাছে নেই। আমি শুধু জানতে এসেছিলাম, দেখতে এসেছিলাম।

"বেশ, আপনি সাহায্য করতে এগিয়ে আসায় স্কট কৃতজ্ঞ। ঘটনা ঠিক কি ঘটেছে সেটা বোঝার চেষ্টা করছি আমরা।" আমার দিকে এগিয়ে এলেন তিনি। কনুইয়ের কাছে ধরে সামনের দরজার দিকে নিয়ে গেলেন। স্কটের দিকে তাকালাম, আমার দিকে তাকিয়ে নেই সে। জানালা দিয়ে বাইরে দেখছে। রেললাইনের দিকে।

"আসার জন্য ধন্যবাদ, মিস ওয়াটসন। আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ আপনার কাছে।"

দরজার চৌকাঠে আবিষ্কার করলাম নিজেকে। তারপর সামনের দরজা আমার পেছনে দৃঢ়ভাবে লেগে গেলো। মাথা তুলতেই ওদের দেখতে পেলাম। টম, বাচ্চার ট্রলি ঠেলে আসছে এদিকে। তার ঠিক পাশে অ্যানা। আমাকে দেখেই ভুতের মতো থমকে দাঁড়ালো ওরা। এক হাত মুখের কাছে তুলেছে অ্যানা, আরেক হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তার বাচ্চার দিকে। সিংহি তার শাবককে রক্ষা করছে আমার হাসি উঠে গেলো। বলতে ইচ্ছে করলো, তোমার জন্য আসি নাই আমি এখানে। তোমার বাচ্চা নিয়েও আমার কোন আগ্রহ নাই।

স্কটের মা আমাকে রীতিমতো তাড়িয়ে দিয়েছেন বলা যায়। হতাশ হয়েছি আমি, যদিও হওয়া উচিত নয়। ওরা কামাল আবদিককে ধরে ফেলেছে। আমি সাহায্যও করতে পেরেছি। সঠিক কাজ করেছি আমি, এখন মেগানকে খুঁজে বের করে উদ্ধার করা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

BanglaBook.org

অ্যানা

• • •

সোমবার, ২২শে জুলাই, ২০১৩

সকাল

চুমু খেয়ে সকাল সকাল আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলো টম। মিটিং আছে তার, কাজেই নাস্তা খাওয়ার জন্য ইভিকে সাথে করে মোড় পর্যন্ত যাওয়ার প্রস্তাব দিলো। প্রথমে আমরা যখন প্রেম করতাম, ওখানেই যেতাম। জানালার কাছে বসতাম আমরা। লন্ডনে চাকরি করতো র‍্যাচেল, ধরা খাওয়ার কোন ভয়ই ছিলো না আমাদের।

কিন্তু একটা শিহরণ তো ছিলোই, কোন একদিন যদি আগে আগে বাড়ি ফিরে আসত, অনায়াসে দেখতে পেতো আমাদের। আমি এমন একটা মুহূর্তের স্বপ্ন দেখতাম। চাইতাম আমাদের একসাথে দেখুক সে। বুঝুক, টম এখন আর তার নয়।

আর আজকে! এখন বিশ্বাস করাই কঠিন যে একসময় তার আগমন কামনা করতাম আমি!

মেগান গায়েব হয়ে যাওয়ার পর থেকে এই পথ ধরে হাটা মোটামুটি বাদই দিয়েছি। ওই বাড়িটা পার হওয়ার সময় অদ্ভুত অনুভূতি হয় আমার। তবে ক্যাফের দিকে যেতে হলে এটাই একমাত্র পথ। আমার একটু সামনে হাটছিলো টম। হাতে ট্রলি। ইভিকে কিছু একটা গেয়ে শোনাচ্ছিলো সে। এভাবে বের হতে ভালো লাগে আমার। আমরা তিনজন। লোকজন আমাদের দিকে ঘুরে ঘুরে তাকায়, তাদের মনে কি চলছে টের পাই আমি। *কি চমৎকার একটা পরিবার,* ভাবে তারা। গর্ব হয় আমার, জীবনে আর যে কোন অর্জনের চেয়ে বেশি গর্ব এটা।

সুখের বুদবুদে ভেসে ভেসে যাচ্ছিলাম আমরা, পনেরো নম্বরে প্রায় পৌছে গেছি, তখনই ঘটে গেলো ঘটনাটা। দরজা খুলে গেলো, এক মুহূর্তের জন্য মনে হলো আমার হ্যালুসিনেশন হচ্ছে। হেটে বের হয়ে এসেছে র‍্যাচেল, সামনের দরজা দিয়ে বের হয়ে আমাদের দেখে ভুতের মতো থমকে দাঁড়ালো সে। অদ্ভুত এক হাসিতে ছেয়ে গেছে মুখ। অনেকটা মুখ ব্যাদান করার মতো। নিজেকে সামলাতে পারলাম না, লাফিয়ে সামনে আসলাম, তাড়াতাড়ি তুলে নিলাম ইভিকে। ব্যথা পেলো ও। কান্না শুরু করে দিলো।

দ্রুত হেটে যেতে থাকে র‍্যাচেল। আমাদের উল্টোদিকে।

পেছন থেকে চিৎকার করে ডাকলো টম, "র‍্যাচেল? এখানে কি করছো তুমি? র‍্যাচেল!"

কিন্তু সে এর কোন ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য থামলো না, দূরে যেতে থাকলো। দ্রুত

BanglaBook.org

থেকে দ্রুতবেগে। আরেকটু জোরে হাটলে ওটাকে দৌড়ই বলা যাবে। আমরা দু-জন দাঁড়িয়ে থাকলাম শুধু। আমাদের দিকে ঘুরে তাকালো টম। একবার আমার অভিব্যক্তি দেখেই বলল, "চলো, বাড়ি ফেরা যাক।"

সন্ধ্যা

বিকেলে জানা গেলো মেগান হিপওয়েলের নিখোঁজের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে এক লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই লোকের নাম জীবনেও শুনিনি, মেগানের থেরাপিস্ট। স্বস্তির ব্যাপার অবশ্য, ভয়ঙ্কর সব সম্ভাবনার কথা মাথায় আসছিলো।

"বলেছিলাম না, অচেনা কেউ হবে না?" টম বলল, "কখনও অপরিচিত মানুষ খুন করে না, তাই না? যাই হোক, কি হয়েছিলো তা হয়তো কোনদিনও জানা যাবে না। হয়তো সুস্থ আছে সে, হয়তো কারও সাথে পালিয়ে গেছে।"

"তাহলে ওই লোককে গ্রেফতার করা হলো কেন?"

কাঁধ ঝাঁকালো সে। আনমনা হয়ে গেছে। জ্যাকেট ধরে টানলো, টাই সোজা করে দিনের শেষ ক্লায়েন্টের সাথে দেখা করতে প্রস্তুত হচ্ছিলো।

"আমরা কি করবো?" জানতে চাইলাম।

"কি করবে মানে?"

"র‍্যাচেলের ব্যাপারে বলছি। এখানে কি তার? হিপওয়েলের বাড়িতে কি করছিলো সে? তোমার কি মনে হয়? আমাদের বাগানে ঢোকার চেষ্টায় ছিলো না তো? পাশেল বাড়ির বাগানের সাথে আমাদের বাগান তো একেবারে লাগোয়া।"

নিষ্ঠুর হাসি দিলো টম, "আমার সন্দেহ আছে। আরে, এটা র‍্যাচেল। ওর দৌড় আমাদের জানা আছে। ওই মোটকা পাছাটা বেড়ার ওপর তুলতে পারবে বলে মনে হয় না। হয়তো তার মাথা আরও গেছে। ভুল দরজায় টোকা দিয়ে ফেলেছে।"

"তার মানে সে আমাদের এখানেই আসতে চেয়েছিলো, তাই না?"

দু-পাশে মাথা নাড়লো সে, "আমি জানি না। দেখো, এসব নিয়ে ভাবার কোন দরকার নেই। দরজা লাগিয়ে রাখো, আমি ওকে ফোন করে জিজ্ঞেস করে নেবো কি করতে এসেছিলো।"

"আমার মনে হয় পুলিশে ফোন করা উচিত।"

"ফোন করে কি বলবো ওদের? সে তো কোন অন্যায় করেনি।"

"ঠিক আছে, বেশ কয়েকদিন ধরে আমাদের কিছু করেনি সে। তবে মেগান হিপওয়েলের উধাও হওয়ার রাতে সে এখানে ছিলো," বললাম, "পুলিশকে তার ব্যাপারে আগেই বলা উচিত ছিলো।"

"আহ্ অ্যানা," আমার কোমর জড়িয়ে ধরলো সে, "আমার মনে হয় না

BanglaBook.org

র‍্যাচেলের কোন ভূমিকা আছে ওতে। তারপরও আমি তার সাথে কথা বলবো, ঠিক আছে?"

"কিন্তু শেষবার যে তুমি বলেছিলে–"

"জানি, জানি কি বলেছিলাম।" আমাকে চুমু খেলো সে, কোমরের ব্যান্ড গলিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিলো আমার জিন্সে, "খুব প্রয়োজন না হলে পুলিশকে জড়ানোর কোন দরকার নেই।"

আমার মনে হলো দরকার আছে। মহিলার হাসিটা ভুলতে পারছি না আমি। বিজয়ির হাসি ছিলো ওটা। এখান থেকে চলে যেতে হবে আমাদের। ওর থেকে দূরে সরে যেতে হবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

র‍্যাচেল

• • •

মঙ্গলবার, ২৩ শে জুলাই, ২০১৩

সকাল

ঘুম ভাঙার পর কেমন লাগছে তা বুঝতেই কিছুটা সময় লেগে গেলো। আমার ভেতর দ্রুত প্রবাহিত হচ্ছে গর্বের একটা স্রোত, তার সাথে মিশে আছে আতঙ্ক। সত্যের খুব কাছে চলে গেছি আমরা, এটুকু বুঝতে পারছিলাম। সত্যটা খুব ভয়ঙ্কর হবে, চিন্তাটা দূরে সরিয়ে রাখতে পারলাম না।

বিছানায় উঠে বসে ল্যাপটপটা টেনে নিলাম। বুট হচ্ছে, অপেক্ষা করতে গিয়ে অধৈর্য হয়ে উঠলাম। ইন্টারনেটে ঢুকছি, মনে হলো অনন্তকাল ধরে চলছে প্রক্রিয়াটা। ক্যাথি বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নাস্তার বাসনগুলো ধুচ্ছে, দোতলায় গিয়ে দাঁত মাজছে, কিছুক্ষণ আমার দরজার বাইরেও ঘুরঘুর করলো সে, মনে হলো মুঠো শক্ত করে টোকা দিতে চলেছে, তারপর না দিয়েই সিঁড়ির দিকে চলে গেলো।

বিবিসির খবরের পাতা খুলেছে। হেডলাইনে এসেছে ভাতা বন্ধ করে দেওয়ার খবর, দ্বিতীয় খবরটা আরেকজন সত্তরের দশকের জনপ্রিয় অভিনেতার নামে যৌন হয়রানির। মেগানের ব্যাপারে কিছু নেই। কামালের ব্যাপারেও কোন খবর নেই। হতাশ হলাম, জানি পুলিশ চব্বিশ ঘণ্টার বেশি একজনকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটকে রাখতে পারে। তার বেশি নয়। চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। বিশেষ কিছু পরিস্থিতিতে আরও বারো ঘণ্টা আটকে রাখা যায়।

এসব তথ্য আমি এখন জানি, কারণ গতকাল গবেষণা ভালোই করেছি। স্কটের বাড়ি থেকে ঘাড়ধাক্কা খাওয়ার পর এখানে ফিরে এসেছিলাম, টিভি অন করে খবর দেখেছি, অনলাইন আর্টিকেল পড়েছি, অপেক্ষা করেছি।

দুপুরের দিকে পুলিশ তাদের সন্দেহভাজনের নাম বলল। খবরে বলা হলো ডাক্তার আবদিকের বাড়িতে আর গাড়িতে কিছু আলামত পাওয়া গেছে। রক্ত, হয়তো? তার ফোন কি এখনও খুঁজে পায়নি? জামা-কাপড়, ব্যাগ? টুথব্রাশ? কামালের ছবি দেখাতে থাকলো তারা, কাছ থেকে তোলা ছবি। বাদামি, হ্যান্ডসাম চেহারা, মাগশট করে তোলা হয়নি। এগুলো ক্যানডিড শট। ছুটিতে তুলেছে ছবিটা, প্রায় হাসি হাসি মুখ, কোমল দেখাচ্ছে তাকে। খুনি চরিত্রগুলোর তুলনায় একটু বেশিই সুন্দর সে। কিন্তু বাইরের চেহারা ধোঁকা দিতেই পারে, কুখ্যাত কিডন্যাপার, ধর্ষক, নেক্রোফিলিক টেড বুনডি নাকি ক্যারি গ্র্যান্টের মতো দেখতে ছিলো।

সারাদিন আরও কিছু খবরের আশায় থাকলাম। কামালের বিরুদ্ধে আনা চার্জগুলো জনগণকে জানানো হবে এই আশায়–কিডন্যাপ, অ্যাসল্ট অথবা আরও

BanglaBook.org

বাজে কিছু। মেগানের অবস্থান জানার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিডন্যাপ করে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে তা নিয়ে ভাবছিলাম আমি। ব্রেনহাইম রোডের ছবি, স্টেশন আর স্কটের সামনের দরজার ছবি দেখাচ্ছিলো টিভিতে। খবর পাঠক জানালো, মেগানের ফোন অথবা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট গত সপ্তাহের মধ্যে ব্যবহার করা হয়নি।

একাধিকবার আমাকে ফোন করলো টম। ধরলাম না। জানি সে কি চাইছে, আমাকে প্রশ্ন করবে স্কটের বাড়িতে কি করছিলাম গতদিন। যা খুশি ভাবুকগে! ওর মাথা ঘামানোর মতো কোন বিষয় নয় এটা। দুনিয়ার সবকিছু আমি টমকে ভেবে করি না। খুব সম্ভবত অ্যানার চাপে পড়ে ফোন করছে সে। তবে ওই মহিলার কাছে জবাবদিহিতা করতে আমি বাধ্য নই।

অপেক্ষা করে চললাম। কোন অভিযোগ আনা হলো না থেরাপিস্টের বিরুদ্ধে। কামালের ব্যাপারে অনেক তথ্য জানা গেলো তার বদলে। মানসিক স্বাস্থ্যসেবা দেয় সে, স্বাভাবিকভাবেই মেগানের গোপন কথা আর সমস্যাগুলো শোনার কথা তার। ধারণা করা হচ্ছে, মেগানের বিশ্বাস অর্জন করে তথ্যগুলোর অপব্যবহার করেছিলো। তারপর কি হয়েছে কে জানে!

জানতে পারলাম সে একজন মুসলমান, বসনিয়াতে বাড়ি, বলকান সংকট থেকে জীবিত ফিরে আসা একজন মানুষ। পনেরো বছর বয়সে ইংল্যান্ডে এসেছিলো রিফিউজি হিসেবে। ভায়োলেন্স তার কাছে নতুন কোন বিষয় নয়, বাবা আর দুই বড় ভাই সার্বেনিকাতে মারা গেছে।

পারিবারিক সহিংসতার জন্য একবার জেলে গেছিলো সে। কামালের ব্যাপারে যতই জানলাম ততই সঠিক মনে হলো নিজেকে। পুলিশের সঙ্গে তার ব্যাপারে কথা বলা উচিত কাজ হয়েছে। স্কটকে জানানোও ঠিক হয়েছে।

উঠে দাঁড়িয়ে ড্রেসিং গাউন শরীরে জড়ালাম, নিচতলায় নেমে গিয়ে রিমোট টিপে টিভি অন করলাম। বাইরে যাওয়ার কোন ইচ্ছে নেই আজকে। ক্যাথি যদি বাড়ি চলে আসে আগে আগে, বলবো আমার শরীর ভালো না। এক কাপ কফি বানিয়ে টিভির সামনে বসলাম। অপেক্ষা করছি।

সন্ধ্যা

তিনটার দিকে সবকিছু একঘেয়ে লাগতে শুরু করলো। বার বার ভাতা আর সত্তর দশকের সেলিব্রেটির শিশু যৌনহয়রানির খবর শুনতে শুনতে ক্লান্ত আমি। মেগানের ব্যাপারে কিছু না শুনতে পেরে হতাশ। কাজেই দুই বোতল সাদা ওয়াইন কিনে আনলাম।

প্রথম বোতল প্রায় খালি করে ফেলেছি তখন ঘটতে শুরু করলো ঘটনা। খবরে

BanglaBook.org

অন্যকিছু দেখাচ্ছে, অর্ধনির্মিত (অথবা অর্ধ-ধ্বংসপ্রাপ্ত) কোন বাড়ির ছবি ফুটে উঠেছে পর্দায়। দূরে ঘন ঘন বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সিরিয়া, মিশর বা সুদান হয়তো। আমি জানি না, শব্দ কমিয়ে রেখেছি। খবরের দিকে খুব একটা মনোযোগ ছিলো না আমার।

তখনই দেখতে পেলাম ওটা। স্ক্রিনের নিচে একটা সংবাদ শিরোনামের লিস্ট ঘুরপাক খাচ্ছে। সরকার আইন অধিকার কমিয়ে এনে চ্যালেঞ্জের মুখে, ফার্নান্দো টরেস হ্যামস্ট্রিং স্ট্রেইনের জন্য আগামি চার সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকবে, মেগান হিপওয়েলের লাপাত্তা রহস্যের একমাত্র সন্দেহভাজনকে অভিযুক্ত না করেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

গ্লাসটা নামিয়ে রেখে রিমোট তুলে নিলাম। ভলিউম বাড়াচ্ছি, বাড়িয়ে যাচ্ছি। এটা হতে পারে না। যুদ্ধের খবর পড়ে যাচ্ছে সংবাদপাঠিকা, সেই সাথে বেড়ে যাচ্ছে আমার রক্তচাপ। এক সময় শেষ হলো ওই খবর, স্টুডিওতে ফিরে এলো তারা। সংবাদপাঠিকা বলল, "কামাল আবদিক, মেগান হিপওয়েল নিখোঁজ রহস্যের সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে যাকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো, মিসেস হিপওয়েলের থেরাপিস্ট ছিলেন যিনি, গতকাল তাকে আটক করা হলেও আজ সকালে যথেষ্ট তথ্য-প্রমাণের অভাবে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।"

এর পরে সে কি বলল আমার কানে ঢোকে না। গুম হয়ে বসে রইলাম। ভাবছি। তাকে পেয়েছিলো ওরা, তারপর ছেড়েও দিয়েছে!

* * *

পরে, দোতলায় বসে বসে একটু বেশিই মদ খেয়ে ফেললাম। কম্পিউটার স্ক্রিনটা ঘোলা দেখছি। এক চোখে হাত চেপে না ঢাকলে লেখা পড়তে পারছি না। মাথা ব্যথা হয়ে গেলো এভাবে পড়তে পড়তে। ক্যাথি এখন বাড়িতে। আমাকে চেঁচিয়ে ডেকেছিলো। বললাম আমি বিছানায়। শরীর খারাপ। বুঝে নিয়েছে ও, আমি এখন মদ খাচ্ছি।

পেটের ভেতর অ্যালকোহলগুলো ভাসছে যেন। অসুস্থ লাগে আমার। ঠিকমতো চিন্তা করতে পারছি না। আজ এত সকাল সকাল মদ নিয়ে বসা উচিত হয়নি। মদ খাওয়াই উচিত হয়নি আসলে। স্কটের নাম্বারে এক ঘণ্টা আগে ফোন করেছিলাম, তারপর একটু আগে আবারও করলাম। ওই দ্বিতীয় ফোনকলটাও করা উচিত হয়নি অবশ্য।

আমার জানার ইচ্ছে হচ্ছিলো কামাল কি বলেছে পুলিশকে। কোন এমন মিথ্যে বলে তাদের বোকা বানিয়েছে লোকটা। পুলিশ সবকিছু ভজঘট পাকিয়ে ফেলেছে। ওই মাথামোটা রাইলি মহিলার কাজ নিশ্চয়। আমি নিশ্চিত এ ব্যাপারে।

BanglaBook.org

খবরের কাগজ থেকে কিছু জানা গেলো না। কোন পারিবারিক সহিংসতার জন্য জেল খাটার ইতিহাস কামালের নেই, তারা বলছে। ওটা নাকি ভুল করে বলা হয়েছিলো। মিডিয়া মাঝে মাঝে রঙ চড়িয়ে খবর প্রচার করেই, তাকে অপরাধি হিসেবে দেখাতে চেয়েছিলো হয়তো।

আর মদ খাওয়া উচিত হবে না। আমি জানি বাকি মদটুকু বেসিনে ফেলে দিয়ে আসা উচিত আমার। তা না-হলে সকালে মাতাল হয়ে ঘুম থেকে ওঠা লাগবে। আর একবার শুরু করলে আমি থামতে পারবো না। বোতলটা বেসিনে ঢেলে আসা উচিত। কিন্তু আমার মনে হলো না কাজটা করবো।

অন্ধকার। কেউ একজন তার নাম ধরে ডাকছে। তারপর একটা কণ্ঠ, প্রথমে নিচু। তারপর জোরে। ক্রোধান্বিত একটা কণ্ঠ, ডাকছে মেগানকে। স্কট। অসুখি তার সাথে। আরও কয়েকবার তার নাম ধরে ডাকলো সে। স্বপ্ন হবে হয়তো, ধরে রাখার চেষ্টা করলাম ওটাকে, কিন্তু যতই চেষ্টা করলাম ততই অস্পষ্ট হয়ে গেলো স্মৃতি।

বুধবার, ২৪ শে জুলাই, ২০১৩
সকাল

দরজায় মৃদু শব্দ শুনে ঘুম ভাঙল আমার। জানালার ওপর আছড়ে পড়ছে বৃষ্টি। আটটা পার হয়ে গেছে তবুও বাইরেটা অন্ধকার। ক্যাথি আল্‌তো করে দরজা খুলে উঁকি দিলো ঘরের ভেতর।

"র‍্যাচেল, ঠিক আছো তুমি?" আমার বিছানার সামনের বোতলটার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝুলে পড়লো ওর, "ওহ, র‍্যাচেল!" আমার সামনে এসে বোতলটা তুলে ধরলো, "অফিসে যাবে না?" জানতে চাইলো, "গতরাতে গেছিলে?"

আমার উত্তর শোনার জন্য অপেক্ষা করলো না। ঘুরে রওনা দিলো বাইরের দিকে। পেছনে ঘুরে একবার বলল, "এরকম চালিয়ে গেলে তো চাকরিটা খুইয়ে বসবে।"

আমার বলে দেওয়া উচিত এখনই। রেগেই তো আছে আমার ওপর। ওর পেছন পেছন গিয়ে বলে আসা উচিত কয়েক মাস আগেই আমার চাকরি গেছে। লাঞ্চের তিন ঘণ্টা পর মাতাল হয়ে এক ক্লায়েন্টের সঙ্গে দেখা করতে গেছিলাম। এত রূঢ় আর অপেশাদার আচরণ করেছিলাম যে আমার ফার্ম ওই কাজটাই হারিয়েছিলো। চোখ বন্ধ করলে এখনও ওই লাঞ্চের শেষ অংশটা মনে পড়ে। আমার জ্যাকেট দেওয়ার সময় ওয়েট্রেসের চেহারার যে দশা ছিলো, লোকজন ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছিলো। মার্টিন মাইল্‌স আমাকে একপাশে সরিয়ে এনে বলেছিলো, "তোমার বোধহয় বাড়ি যাওয়া উচিত, র‍্যাচেল।"

BanglaBook.org

তারপর আরেকবার বজ্রপাতের শব্দ। এক কাপ কফি বানিয়ে এনে টিভির সামনে বসলাম। গতকাল রাতে পুলিশ সংবাদ সম্মেলন ডেকেছিলো, এখন সেই ভিডিও প্রচার করছে স্কাই *নিউজ*। ডিটেক্টিভ ইন্সপেক্টর গাসকিল ছিলো সেখানে। ফ্যাকাশে আর রোগা দেখাচ্ছে তাকে। কামালের নাম উচ্চারণও করলো না সে। বলল, একজন সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়েছিলো, তারপর জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তদন্ত পুরোদমে চলছে এখন। ক্যামেরা সরে গেলো স্কটের দিকে। কুঁজো হয়ে বসে আছে মানুষটা। মুখে যন্ত্রণার ছাপ। আমার ভেতরে কোথাও লাগলো খুব। নরম গলায় কথা বলল সে, চোখ নিচে। বলল, পুলিশে যা-ই বলে থাকুক সে এখনও আশাবাদি। তার বিশ্বাস, মেগান বাড়িতে ফিরে আসবে।

শব্দগুলো ফাঁপা মনে হলো। মনে হলো মিথ্যা বলছে সে। কেন? মেগান তার সব বিশ্বাস ধ্বংস করে দিয়েছে তাই? নাকি সে আসলেই জানে মেগান আর ফিরে আসবে না? তার চোখের দিকে না তাকিয়ে নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই।

হঠাৎ-ই মনে পড়লো, স্কটকে গতকাল রাতে ফোন দিয়েছিলাম। একবার না দু-বার? দৌড়ে ওপরে গিয়ে দেখি ফোনটা বিছানার চাদরের সাথে জড়িয়ে গেছে। তিনটা মিসকল, একটা টম, দুটো স্কটের। কোন মেসেজ নেই। টম ফোন করেছিলো গতকাল রাতে। স্কটের প্রথম ফোনকলটাও রাতে, তবে টমের পরে। মাঝরাতের ঠিক আগে। দ্বিতীয় কল আজ সকালে। কয়েক মিনিট আগে মাত্র।

আমার মনটা খুশি হয়ে উঠলো। তার মায়ের আচরণের পর, তার মায়ের ইঙ্গিতের পরও (সাহায্যের জন্য অত্যন্ত ধন্যবাদ। এখন ভাগো।) স্কট আসলেই আমার সাথে কথা বলতে চায়। আমাকে দরকার তার। ক্যাথির প্রতি কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে গেলো মন। ভাগ্যিস, বাকি মদটুকু ফেলে দিয়েছিলো সে। এখন মাথা পরিস্কার আমার, স্কটের জন্য। আমার মাথা পরিস্কার রাখা লাগবে।

গোসল করলাম, পোশাক পরলাম, তারপর আরেক কাপ কফি বানিয়ে খেলাম। লিভিংরুমে বসে স্কটকে ফোন করলাম তারপর। কি বলবো সব কথা গুছিয়ে নিয়েছি।

"আপনার বলা উচিত ছিলো," স্কট ফোনটা ধরেই বলল, ঠাণ্ডা আর স্থির তার কণ্ঠ। আমার পেট ছোট হয়ে গেলো যেন, শক্ত বলের মতো পাকিয়ে যাচ্ছে। জানে সে! জেনে গেছে আমার ব্যাপারে! "আপনার অবস্থাটাও আমাকে জানানো উচিত ছিলো। ওকে ছেড়ে দেওয়ার পর ডিটেক্টিভ রাইলি আমার সাথে কথা বলেছেন। মেগানের সাথে প্রেমের সম্পর্কের কথা অস্বীকার করেছে সে। রাইলি বলেছে ওই প্রেমের একমাত্র সাক্ষি একজন অ্যালকোহলিক, মানসিকভাবে অসুস্থ মহিলা। এর ওপর ভিত্তি করে কাউকে আটকে রাখা চলে না। সেই একমাত্র সাক্ষির নাম তিনি বলেননি, তবে আপনার কথাই তো বলেছেন, তাই না?"

"না," প্রতিবাদ করলাম আমি, "আমি মাতাল ছিলাম না। যখন ওদের দেখেছিলাম তখন আমি মদ ছুঁই নি। সকাল আটটা ত্রিশের কথা।" যেন এটা কোন অর্থ বহন করে! "আর ওরা তো আলামতও পেয়েছিলো। খবরে যে বলল, ওরা–"

BanglaBook.org

"–অপর্যাপ্ত আলামত, ঠিক আছে!"
ফোনটা ডেড হয়ে গেলো।

শুক্রবার, ২৬ শে জুলাই, ২০১৩
সকাল

আমি আর কাল্পনিক অফিসে যাচ্ছি না। ওসব ভণিতা বাদ দিয়েছি। বিছানা থেকেই উঠতে পারছি না। শেষবার ব্রাশ করেছিলাম মনে হয় বুধবার। এখনও অবশ্য অসুস্থের ভেক ধরে আছি। তবে ওটা কেউ বিশ্বাস করছে বলে মনে হলো না।

পোশাক পরা, ট্রেনে ওঠা, লন্ডনে যাওয়া, রাস্তায় রাস্তায় ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ানো–এসব করতে পারবো না আমি। রোদের মধ্যে রাস্তায় ঘোরা অনেক কষ্ট, বৃষ্টিতে তো মোটামুটি অসম্ভব। আজকে ঠাণ্ডা, তৃতীয় দিনের মতো অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে।

ঘুমাতে সমস্যা হচ্ছে আমার। হয়তো খালি মদ্যপানের জন্য নয়। দুঃস্বপ্ন দেখছি নিয়মিত। কোথাও বন্দি হয়ে আছি, কেউ একজন আমাকে ধরতে আসছে, আর খোলা আছে একটি মাত্র পথ। আমি জানি পথ একটা আছে, আগেও দেখেছি, তবে ঠিক বের করতে পারছি না। যখন আমাকে এগিয়ে আসা মানুষটা ধরে ফেললো, আমি চিৎকার করতেও পারলাম না। চেষ্টা করলাম, বুক ভরে বাতাস নিলাম, তারপর বের করার চেষ্টা করলাম সে বাতাস, কিন্তু কোন শব্দ হয় না। যেন মৃত্যুপথযাত্রি কোন মানুষ শেষবারের মতো বাতাস নেওয়ার জন্য যুঝছে।

মাঝে মাঝে, দুঃস্বপ্নে নিজেকে আবিষ্কার করি ব্লেনহাইম রোডের আন্ডারপাসে। পেছনে ফিরে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সামনেও যেতে পারবো না আমি। কেউ একজন আছে ওখানে। অপেক্ষা করছে। ভয়ঙ্কর আতঙ্কে ঘুম ভাঙে আমার।

ওরা কোনদিনই মেগানকে খুঁজে পাবে না। প্রতিদিন, প্রতিঘণ্টা পার হওয়ার সাথে সাথে আরও বেশি করে মনে হচ্ছিলো কথাটা। একটা নাম হিসেবে রয়ে যাবে সে। নিখোঁজ, লাপাত্তা, লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি। স্কটও ন্যায় বিচার পাবে না, শাস্তিও পাবে না। লাশই নেই, কবর তো অনেক দূরের কথা! কিসের ওপর দুঃখ করবে সে? কোন নিখুঁত সমাপ্তি হচ্ছে না। শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম, যন্ত্রণা দিচ্ছিলো ব্যাপারটা। এর চেয়ে কষ্টের কিছু হতে পারে না। না জানার কষ্ট, যার কোন শেষ নেই।

ওকে মেসেজ দিয়েছি আমি। নিজের সমস্যার কথা স্বীকার করেছি, তারপর আবারও মিথ্যে বলেছি। বলেছি সব কিছু আমার নিয়ন্ত্রণে আছে এখন। কাটিয়ে উঠতে পেশাদার মানুষের সাহায্য নিচ্ছি, মানসিকভাবে আমি অসুস্থ নই। যেটা

BanglaBook.org

দেখেছি তা সত্য, সে সময় মদ স্পর্শও করিনি আমি। অন্তত এই শেষ কথাটা সত্য ছিলো।

তবে জবাব দিলো না স্কট। আমি অবশ্য এমনটাই আশা করেছিলাম। এমনিতেই আমাকে ওর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। ওর সাথে কথা বলতে পারছি না। যা যা বলতে চেয়েছিলাম ওকে, কোনদিনই বলা হবে না। লিখে বোঝানো যাবে না ওকে।

আমি ওকে বলতে চেয়েছিলাম, কামালের দিকে ওদের মনোযোগ নিয়ে যাওয়া যথেষ্ট হয়নি, সেজন্য আমি দুঃখিত। বলতে চেয়েছিলাম, কিছু দেখা উচিত ছিলো আমার। শনিবার রাতে আমার চোখ-কান খোলা রাখা উচিত ছিলো।

সন্ধ্যা

ভিজে একসা হয়ে গেছি। জমিয়ে দেওয়ার মতো ঠাণ্ডা, আঙুলগুলোর ডগা পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করেছে। মাথার ভেতরে হ্যাংওভার দপ দপ করছে। পাঁচটার সামান্য পরে শুরু হলো ব্যাপারটা। গতকাল মাঝদুপুর থেকে মদ খাওয়া শুরু করেছি। তারপর আরও একটা বোতল কিনতে বের হয়েছিলাম, তবে এটিএম পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এসেছি। একরকম প্রত্যাশিত একটা মেসেজ দেখিয়েছে সেটা আপনার অ্যাকাউন্টে পর্যাপ্ত পরিমান ব্যালান্স নেই।

এর পর আমি হাটতে শুরু করেছিলাম। এক ষষ্ঠীর মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে হেটেছি ঝম ঝম বৃষ্টির মধ্যেই। পথচারিদের জন্য আলাদা করা জায়গাটুকু এখন পুরোপুরি আমার। হাটতে হাটতে সিদ্ধান্ত নিলাম, আমাকে কিছু একটা করতে হবে। অপর্যাপ্ত তথ্য দেওয়াটা আমার দোষ ছিলো, আমাকেই এর ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

হঠাৎ ভেজা আর শান্ত আমি ঠিক করলাম টমকে ফোন করবো। সেই শনিবার রাতে কি করেছি অথবা কি বলেছি তা আমার জানার দরকার নেই। কথা বললে কিছু বের হয়ে আসতেও পারে। তবে কিছু একটা আমি মেলাতে পারছি না। গুরুত্বপূর্ণ কিছু। অথবা, নিজেকে ঠকাচ্ছি আমি, *এখনও মূল্যহীন হয়ে পড়িনি* এমনটা প্রমাণের জন্য মরিয়া হয়েই ওটাকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবছি। অথবা, আসলেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু মিস করছি। কে জানে!

"সোমবার থেকে তোমার সাথে কথা বলার চেষ্টা করছি আমি," টম বলল, "তোমার অফিসেও ফোন করেছিলাম।" তারপর আর কিছু বলল না সে।

এরমধ্যেই ব্যাকফুটে চলে গেছি আমি, ভীষণ লজ্জিতও বটে। "তোমার সাথে কথা বলার দরকার। শনিবার রাতের ব্যাপারে, ওই শনিবার রাত।"

"কী যা তা বলছো? আমার তো তোমার সাথে সোমবার নিয়ে কথা বলার ছিলো, র‍্যাচেল। স্কটের বাড়িতে কি ঘোড়ার ডিমটা করতে গিয়েছিলে তুমি?"

BanglaBook.org

"ওটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু না, টম–"

"অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কি করছিলে তুমি? বুঝতে পারছো না, ও নিজেই কিন্তু...মানে, আমরা তো জানি না, তাই না? ও নিজেই ওর স্ত্রির ক্ষতি করতে পারে।"

"উঁহু, ও ওর স্ত্রির কোন ক্ষতি সে করেনি," আত্মবিশ্বাসের সাথে জানালাম। "ও কিছু করেনি।"

"কিভাবে জানো তুমি? ঘটছেটা কি, বলবে?"

"আমি শুধু...আমাকে বিশ্বাস করতে হবে তোমার। তবে ওসব বলার জন্য ফোন করিনি। ওই শনিবার রাত নিয়ে কথা বলা দরকার। যে-ই ঘটনার পর আমার ফোনে মেসেজ দিয়েছিলে, খুব রেগে ছিলে তুমি, অ্যানাকে নাকি আমি ভয় পাইয়ে দিয়েছিলাম?"

"তা পাইয়েছিলে। রাস্তায় তোমাকে পা টেনে টেনে হাটতে দেখেছিলো সে। তারপর তুমি ওকে জড়িয়ে বাজে বাজে কথা বলেছো। তাছাড়া গতবার ইভির সাথে যা করেছো তারপর এতটুকুই যথেষ্ট ছিলো, তাই না? ভয় পেয়ে গেছিলো ও।"

"ও কি...কিছু করেছিলো?"

"কিছু করেছিলো?"

"আমাকে?"

"মানে?"

"আমার মাথার ওপরের দিকে কেটে গেছিলো টম, রক্ত পড়েছে অনেক।"

"তুমি কি অ্যানার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনছো? অ্যানা তোমাকে মেরেছে তাই বলতে চাইছো তুমি?" রেগে উঠলো টম। "সিরিয়াসলি, র‍্যাচেল, যথেষ্ট হয়েছে। অ্যানা অনেকবারই পুলিশের কাছে যেতে চেয়েছে, আমি ওকে মানা করে বুঝিয়ে-শুনিয়ে রেখেছি। কিন্তু তুমি যদি আমাদের বিরক্ত করতে থাকো, গল্প বানাতে থাকো, তাহলে..."

"ওর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনছি না," বললাম তাকে, "শুধু বোঝার চেষ্টা করছি। আমি না–"

"তুমি মনে করতে পারছো না। অবশ্যই না! র‍্যাচেল মনে করতে পারে না।" ক্লান্ত কণ্ঠে বলল সে, "দেখো, অ্যানা তোমাকে দেখেছিলো ওখানে, নোংরা কথা বলছিলে, মাতালও ছিলে। ও বাড়িতে ফিরে আমাকে ফোন করে, মন খারাপ করেছিলো খুব। আমি বের হয়ে তোমাকে রাস্তায় খুঁজেও পেয়েছিলাম। দেখে মনে হলো ওপর থেকে পড়ে গেছো কোনভাবে। তুমিও বিপর্যস্ত ছিলে। হাত কেটে ফেলেছিলে নিজের–"

"আমি কখনই–"

"বেশ, তোমার হাতে রক্ত ছিলো অন্তত। কিভাবে এসেছে তা তুমিই জানো।

BanglaBook.org

আমি তোমাকে বলেছিলাম বাড়ি ফিরে যেতে। কিন্তু শুনলে না। নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য ছিলে তুমি, কোন অর্থ বের করতে পারছিলাম না তোমার কথার। হাটা শুরু করেছিলে। আমি গাড়ি নিয়ে এসে দেখতে পাইনি তোমাকে। স্টেশন পর্যন্ত ড্রাইভ করে গেছিলাম তারপর, কিন্তু তোমাকে দেখতে পাইনি। আরেকটু খুঁজেছিলাম তবুও অ্যানা অনেক ভয়ে ছিলো। তুমি আশেপাশে কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছো, আবারও ফিরে এসেছো, বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা কর কি-না সেই ভয়ে ছিলো সে। একদম অ্যাশবুরি পর্যন্ত ড্রাইভ করে গেছিলাম আমি, বেল বাজিয়েছিলাম, তোমাকে পাইনি। দু-বার ফোন করেছিলাম, তখনও ধরোনি। তারপর আমি মেসেজটা রেখেছিলাম...হ্যা, রেগে তো ছিলামই। ওই আচরণের পর চরম বিরক্ত হয়েছি তোমার ওপর।"

"আমি দুঃখিত, টম। আমি সত্যিই দুঃখিত।"

"জানি," বলল সে, "তুমি সব সময়ই দুঃখিত।"

"তুমি বললে অ্যানার সাথে নোংরা কথা বলেছি আমি?" বললাম তাকে। কথাটা মনে পড়তেই নিজেকে খুব ছোটলোক বলে মনে হলো। "কি বলেছিলাম ওকে?"

"আমি জানি না।" হিসিয়ে উঠলো সে, "কি চাও? গিয়ে ওকে ফোনটা দেবো? তোমরা দু-জন একটু কথা বলে নাও এ বিষয়ে?"

"টম..."

"আচ্ছা, এখন ওই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে কি হবে?"

"মেগানকে দেখেছিলে সে-রাতে?"

"না।" উদ্বিগ্ন মনে হলো তাকে, "কেন? তুমি দেখেছো? তুমি কিছু করোনি তো?"

"না, অবশ্যই না।"

একটু অপেক্ষা করলো সে, "বেশ, তাহলে কেন তার ব্যাপারে জানতে চাইছো তুমি? র‍্যাচেল, যদি কিছু জেনে থাকো..."

"আমি কিছুই জানি না," বললাম, "দেখিনি কিছু।"

"তাহলে সেদিন হিপওয়েলের বাড়িতে কি করছিলে? আমাকে বলবে, প্লিজ? অ্যানা চিন্তায় পড়ে গেছে। ও একটু শান্তি পেতো।"

"ওকে কিছু বলার ছিলো। ভেবেছিলাম তথ্যটা ওর কাজে আসবে," বললাম তাকে।

"তুমি ওকে দেখোনি সে-রাতে, আর দরকারি তথ্যও দিচ্ছি?"

এক মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করলাম। জানি না বলা উচিত হবে কি-না। স্কট ছাড়া আর কাউকে বলার ইচ্ছে আমার ছিলো না।

"মেয়েটা আর কারও সাথে প্রেম করছিলো।"

"কি? তুমি তাকে চিনতে?"

"সামান্য।"

BanglaBook.org

"কিভাবে?"

"ওর আর্ট গ্যালারি থেকে।"

"ওহ্," বলল সে, "তা, লোকটা কে?"

"তার থেরাপিস্ট। কামাল আবদিক," বললাম আমি, "ওদের একসাথে দেখেছিলাম।"

"তাই? যে লোকটাকে অ্যারেস্ট করেছিলো ওরা? আমি তো শুনেছিলাম তাকে ছেড়েও দেওয়া হয়েছে।"

"তা দিয়েছে। এটা আমারই দোষ। আমি অনির্ভরযোগ্য সাক্ষি ছিলাম তো।"

হাসলো টম। কোমল বন্ধুত্বপূর্ণ একটা হাসি, "র‍্যাচেল, সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এসে ঠিক কাজটা করেছো তুমি। তবে শুধু তোমার জন্য ওকে ছেড়ে দিয়েছে তেমনটা না-ও হতে পারে।"

পেছনে বাচ্চাটার শব্দ শোনা গেলো। ফোন থেকে মুখ সরিয়ে একটা কিছু বলল টম, তবে ঠিক বুঝলাম না আমি।

"রাখতে হচ্ছে আমাকে এখন," বলল সে।

কল্পনার চোখে পরিষ্কার দেখলাম ফোনটা রেখে তার ছোট্ট মেয়েটাকে তুলে নিচ্ছে সে। চুমু খাচ্ছে তাকে, বউকে জড়িয়ে ধরেছে। কলিজার ভেতর ছুরিটা আঘাত হানলো যেন।

সোমবার, ২৯ শে জুলাই, ২০১৩
সকাল

আটটা সাত বাজে। ট্রেনে করে কাল্পনিক অফিসে ফিরে যাচ্ছি আমি। পুরো উইক-এন্ডে ক্যাথি তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে ছিলো। তারপর ফিরে আসতেই তাকে কোন সুযোগ দেইনি, আগের দিনের আচরণের জন্য ক্ষমা চেয়েছি। বলেছি আমার মন ভালো ছিলো না, তবে সামলে নিয়েছি সব। এখন নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছি। আমার ক্ষমা প্রার্থনা গ্রহণ করলো সে, অথবা গ্রহণ করার ভান করে জড়িয়ে ধরলো আমাকে। ভদ্রতা দেখানো খুব সহজ কাজ।

সংবাদ-মাধ্যমগুলো থেকে মেগানের খবর পুরোপুরি উধাও হয়ে গেছে। রবিবার পুলিশের অযোগ্যতার ওপর একটা মন্তব্য পাওয়া গেলো। *সানডে টাইমসের* একজন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস বলেছে, "আরেকটা কেস, যেখানে যুক্তিহীন আলামতের ভিত্তিতে পুলিশ হয়রানিমূলক গ্রেফতার করলো।"

সিগন্যালের কাছে চলে এসেছি আমরা, পরিচিত ঝাঁকুনি টের পেলাম। ট্রেনের গতি কমে আসছিলো, মাথা তুলে তাকালাম। দরজা লাগানো, জানালার শার্সিগুলো

BanglaBook.org

নামানো, বৃষ্টি ছাড়া দেখার কিছুই নেই। বাগানের নিচের দিকটা পুকুর হয়ে গেছে একরকম।

উইটনিতে নেমে পড়লাম। টম আমাকে সাহায্য করতে পারেনি, তবে আরেকজন হয়তো পারবে। সেই লালচে চুলের মানুষটা। একমাত্র ছাউনিতে বসলাম, প্যাসেঞ্জারদের নেমে আসার অপেক্ষা করছি। ভাগ্য সহায় হলে ওকে ট্রেনে উঠতে দেখবো আমি, পিছু নিয়ে কথা বলা যাবে। এই একটা কাজই করা বাকি আছে আমার। শেষ চাল। এতে করে কাজ না হলে ছেড়ে দিতে হবে সবকিছু।

আধঘণ্টা চলে গেলো, প্রতিবারই সিঁড়ির ধাপে কারও পায়ের শব্দ শুনতে পাই আর আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যায়। প্রত্যেকবার হাই-হিলের শব্দ পেলেই আমার কাঁপুনি উঠে যায়। অ্যানা যদি এখানে আসে আর দেখে আমি বসে আছি! সত্যিই ঝামেলা হয়ে যাবে। টম একবার সতর্ক করেছে আমাকে, ওকে থামিয়ে রেখেছে সে, কিন্তু আমি যদি এসব চালিয়ে যাই...

নয়টা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। তার যদি দেরিতে অফিসে যাওয়ার অভ্যাস না থাকে তাহলে লালচুলোকে মিস করে ফেলেছি এরই মধ্যে। আরেক দিন লন্ডনে হেটে বেড়ানোর সামর্থ্য আমার নেই। ক্যাথির কাছ থেকে একটা খুচরো দশ পাউন্ডের নোট ধার নিয়ে এসেছি, এটাই আমার শেষ সহায়। যতক্ষণ পর্যন্ত না মায়ের কাছে ধার চাওয়ার মতো সাহস অর্জন করতে পারছি এ দিয়েই চালাতে হবে।

উঠে দাঁড়ালাম, সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম নিচে। রাস্তাটা পার হয়ে অন্যপাশের প্ল্যাটফর্মে উঠে অ্যাশবুরির ট্রেন ধরা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য ছিলো না আমার। তখনই দেখলাম তাকে, স্টেশন থেকে বের হয়ে যাচ্ছে স্কট। মুখ পর্যন্ত তুলে দিয়েছে কোট।

ছুটে গিয়ে ওকে মোড়ের ওপর ধরলাম। আন্ডারপাসের ঠিক সামনে। হাত খামচে ধরতেই ঘুরে তাকালো সে, চমকেছে বেশ।

"প্লিজ," বললাম, "আপনার সাথে কথা বলতে পারি?"

"হায় ঈশ্বর!" হিসিয়ে উঠলো সে, "কি বালটা চাইছেন আমার থেকে?"

পিছিয়ে দাঁড়ালাম, দু-হাত ওপরে তুলে ফেলেছি, "আমি দুঃখিত," বললাম। "আমি দুঃখিত, আমি শুধু ক্ষমা চাইতে এসেছিলাম, ব্যাখ্যা দিতে..."

ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে এখন, রাস্তায় আমরা একমাত্র মানুষ। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছি দু-জনেই। স্কট হাসতে শুরু করলো। দুই হাত বাতাসে ছুঁড়ে দিয়ে হাসিতে ফেটে পড়লো সে, "বাড়িতে আসুন। এখানে থাকলে মারা যাবো।"

কিছুক্ষণ পর দোতলা থেকে একটা তোয়ালে এনে দিলো আমাকে, কেতলিতে পানি ফুটছে। রান্নাঘরের অবস্থা এখন আগের চেয়ে সঙ্গিন। তবে অ্যান্টিসেপ্টিকের গন্ধটা এখন নেই, মাটির মতো গন্ধে ঢেকে গেছে। লিভিংরুমের এক কোণে স্তূপ করে রাখা হয়েছে খবরের কাগজ। কফি টেবিলে নোংরা মগ পড়ে আছে।

BanglaBook.org

আমার পাশে দাঁড়ালো স্কট, তোয়ালেটা বাড়িয়ে দিয়েছে, "জানি আপনি একটা টিপ দিয়েছিলেন। মা আমাকে পাগল করে দিলো, সব সময় পরিস্কার করছে বাড়ি, গুছিয়ে রাখছে আমাকে। একচোট ঝগড়া হয়েছে আমাদের। আগামি কয়েকদিন এখানে থাকবে না মা।" রিং বেজে উঠতে পকেট থেকে মোবাইল বের করে দেখালো সে, "শয়তানের নাম নিতে নিতেই শয়তান হাজির...থামেই না সে। সব সময় ফোনের ওপর রেখেছে আমাকে।"

মোবাইল আবারও পকেটে রেখে আমাকে রান্নাঘরে নিয়ে এলো সে।

"যা ঘটেছে, আমি দুঃখিত," বললাম তাকে।

কাঁধ ঝাঁকালো সে, "জানি। আর আপনার দোষ না এটা। মানে, আমাদের কাজে আসতো যদি না আপনি–"

"যদি আমি মাতাল না হতাম।" কথাটা শেষ করে দিলাম।

ঘুরে দাঁড়ালো সে, কফি ঢালছে, "হ্যা, তবে সেটা আসলে ব্যাপার না। তাদের হাতে নাকি কেস করার মতো যথেষ্ট আলামত ছিলো না।" আমার হাতে মগটা তুলে দিলো সে, টেবিলে বসার সময় লক্ষ্য করলাম মেগানের একটা ছবি নামিয়ে রাখা হয়েছে। কথা বলে যাচ্ছে স্কট, "ওরা অনেক কিছু পেয়েছে–চুল, ত্বকের কোষ, কামালের বাড়িতেই পেয়েছে। কিন্তু মেগান তার বাড়িতে ছিলো এটা অস্বীকার করেনি হারামজাদা। মানে, প্রথমে অস্বীকার করেছিলো, পরে স্বীকার করেছে।"

"প্রথমে তাহলে মিথ্যা বলল কেন?"

"সেটাই কথা। স্বীকার করেছে, দু-বার তার বাড়িতে এসেছিলো মেগান। তবে শুধুই কথা বলতে। কোন ব্যাপারে কথা বলতে তা সে বলেনি। মক্কেলের কথা গোপন রাখার আইনগত অধিকার তার আছে। কাজেই সে অস্বীকার করলেও কিছু করার ছিলো না। চুল আর ত্বকের কোষ পাওয়া গেছে তার বাড়ির নিচতলায়। বেডরুমে মেগানের কোন চিহ্ন ছিলো না। অসংখ্যবার সে বলেছে তাদের মধ্যে কোনরকম প্রেমের সম্পর্ক ছিলো না। কিন্তু ও ব্যাটা একটা মিথ্যুক!"

চোখে হাত দিলো সে। কাঁধ ঝুলে পড়েছে। সংকুচিত দেখাচ্ছে তাকে, "গাড়িতে রক্তের ছাপও ছিলো।"

"হায় ঈশ্বর!"

"হুঁ, তার রক্তের গ্রুপের সাথে মিলে যায়। তবে ডিএনএ বের করতে পারেনি ওরা, খুবই অল্প পেয়েছে তো। ওটা কিছু না-ও হতে পারে। মানে, তেমনটাই বলছে পুলিশ। আমি বুঝলাম না, মেগানের রক্ত তার গাড়িতে, তারপরও কিভাবে 'কিছু না' হয়?" মাথা নাড়লো সে, "আপনি ঠিকই বলেছিলেন, এই লোকের ব্যাপারে যতই শুনছি ততই নিশ্চিত হচ্ছি।" প্রথমবারের মতো সরাসরি আমার দিকে তাকালো। "মেগানের সাথে নিয়মিত বিছানায় যাচ্ছিলো সে, যখন মেয়েটা সম্পর্কের ইতি টানতে চেয়েছে...কিছু একটা করেছে ওই লোক। এটাই হয়েছে। আমি নিশ্চিত।"

BanglaBook.org

সব ধরণের আশা হারিয়ে ফেলেছে সে। আমি তাকে দোষ দিলাম না। দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেছে, এখনও ফোন অন করেনি মেগান। একটাবারও ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেনি। কোন এটিএমে যায়নি। কেউ তাকে দেখেনি এর মধ্যে। উধাও হয়ে গেছে মেয়েটা।

"পুলিশকে ও কি বলেছে জানেন? মেগান ভেগে গেছে কারও সাথে।"

"ড. আবদিক বলেছেন?"

মাথা দোলাল সে, "হ্যা, পুলিশকে সে বলেছে আমার সঙ্গে অসুখি ছিলো সে, পালিয়ে যেতেই পারে।"

"এখন সন্দেহের কাঁটা ঘোরানোর চেষ্টা করছে। চাইছে সবাই আপনাকে দোষি ভাবুক।"

"জানি। তবে সমস্যা ওটা না। সমস্যা হলো, হারামজাদা যা বলছে তাই বিশ্বাস করছে পুলিশ। ওই রাইলি মহিলাটার কথা বলতে পারি, কামালকে সে পছন্দ করে। তার ব্যাপারে কিছু বলতে এলে বোঝা যায়। রিফিউজি এক বেচারা, আহা!" মাথা ঝুলে পড়লো তার, "হয়তো ঠিকই বলেছে কামাল। আমাদের সেই ধরণের বাজে ঝগড়া হয়েছিলো সেদিন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারছি না ও আমার সাথে সুখি ছিলো না...ছিলো না...ছিলো না।" তিন বারের মতো যখন বলল, আমার সন্দেহ হলো নিজেকেই নিজে বোঝানোর চেষ্টা করছে। "কিন্তু সে যদি আর কারও সাথে প্রেম করে থাকে, তাহলে আমার সাথে তো অবশ্যই অসুখি ছিলো?"

"পরকিয়ার জন্য স্বামিকে অপছন্দ করা বাধ্যতামূলক না," বললাম, "এটা হয়তো ট্রান্সফারেন্স। ওই শব্দটাই ব্যবহার করা হয়, তাই না? যখন থেরাপিস্টের প্রতি অনুভূতির জন্ম নেয় রোগিনির মনে? কিন্তু থেরাপিস্টের দায়িত্ব নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, এসবই যে বিভ্রম তা রোগিনিকে বোঝানো।"

আমার মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ তার, কিন্তু পরিষ্কার বুঝলাম আমার কোন কথা সে শুনছে না।

"কি হয়েছিলো তোমার?" জানতে চাইলো সে, "তুমি করেই বলি, নাকি? সমবয়সিই হবো আমরা। স্বামিকে ছেড়ে গিয়েছিলে কেন তুমি? আর কেউ এসেছিলো তোমার জীবনে?"

দু-পাশে মাথা নাড়লাম, "বরং উল্টোটা হয়েছিলো।

"সরি।" থমকে গেলো সে।

এরপর কি প্রশ্ন আসতে পারে তা আমার জানা ছিলো। কাজেই আগ বাড়িয়ে বললাম, "মদ খাওয়ার ব্যাপারটা আরও আগ থেকে শুরু হয়েছিলো। এটাই তো জানতে চাইছিলে, তাই না?"

মাথা দোলাল সে।

"আমরা বাচ্চা নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম," কথাটা বলতে গিয়েই গলা ভেঙে

BanglaBook.org

গেলো আমার। এতদিন পরও এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে গেলে চোখে জল আসে। "সরি।"

"ঠিক আছে," বলল সে, উঠে গিয়ে আমার জন্য এক গ্লাস পানি নিয়ে আসলো।

গলা পরিস্কার করলাম, "বাচ্চা নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু হচ্ছিলো না। হতাশ ছিলাম আমি, মদ খাওয়া শুরু করি তখন। বেঁচে থাকাই কঠিন ছিলো আমার জন্য, টম অন্য কোথাও সান্ত্বনা খুঁজতে গেলো। আর মেয়েটাও তার স্বপ্ন পূরণ করেছে, খুশি মনে বাচ্চা উপহার দিয়েছে তাকে।"

"আমি সত্যিই দুঃখিত। জঘন্য একটা ব্যাপার...আমি জানি। আমারও বাচ্চার খুব সখ। মেগান বার বার বলে যাচ্ছিলো সে এখনও রেডি না।" এবার চোখ মুছলো সে।। "আমাদের ঝগড়ার অন্যতম প্রধান বিষয় এটা।"

"যেদিন ও চলে গেলো, ওইদিনও কি এটা নিয়েই লেগেছিলো তোমাদের?"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে, চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়ালো। আমার দিক থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছে।

"না। আর কিছু নিয়ে।"

সন্ধ্যা

বাড়ি ফিরে দেখলাম ক্যাথি আমার জন্য অপেক্ষা করছে। রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে আছে সে, রাগান্বিত ভঙ্গিতে এক গ্লাস পানি খাচ্ছে।

"ভালো সময় কেটেছে তো অফিসে?"

একবার দেখেই বুঝে ফেললাম, সত্যটা জেনে ফেলেছে ক্যাথি!

"ক্যাথি..."

"ইউস্টনের কাছে একটা মিটিং ছিলো ডেমিয়েনের। ওখান থেকে বের হওয়ার সময় মার্টিনের সাথে দেখা। মার্টিন মাইলসের সাথে, ওদের পরিচয় আছে আগে থেকে। ওই যে, ডেমিয়েন যখন লাইং ফান্ড ম্যানেজমেন্টের হয়ে কাজ করছিলো, মার্টিন তখন ওদের হয়ে পাবলিক রিলেশনের কাজ করতো।"

"ক্যাথি..."

এক হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিলো সে। আরেক চুমুক পানি খেলো, "কয়েক মাস ধরে কাজ করো না তুমি! কয়েক মাস! আমার কেমন গর্দভের মতো লেগেছে তা জানো? ডেমিয়েন পর্যন্ত মার্টিনের সামনে গাধা বনে গেছে। দয়া করে...দয়া করে বলো, তোমার আরেকটা চাকরি আছে। আমাকে বলনি শুধু। দয়া করে বলো, এতদিন ধরে অফিসে যাওয়ার অভিনয় করোনি। দয়া করে বলো, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমাকে মিথ্যে বলোনি।"

"আমি তোমাকে কিভাবে বলবো বুঝতে পারছিলাম না–"

BanglaBook.org

"কিভাবে বলবে? 'ক্যাথি, আমি অফিসে গিয়ে মাতলামি করার জন্য চাকরি হারিয়েছি।' এটা কেমন শোনাচ্ছে?"

কেঁপে উঠলাম এবার। ক্যাথির মুখ কোমল হয়ে গেলো সাথে সাথে, "আমি দুঃখিত, কিন্তু সত্যিই আমাকে বলতে পারতে, র‍্যাচেল।" আসলেই ভদ্রতাবোধ প্রখর তার। "কি করছিলে তুমি? কোথায় যাচ্ছিলে? সারাদিন কি করতে?"

"আমি হাটতাম, লাইব্রেরিতে যেতাম মাঝে মাঝে। কখনও–"

"পাবে যেতে?"

"মাঝে মাঝে, কিন্তু..."

"আমাকে বলোনি কেন?" আমার দিকে এগিয়ে এলো সে, কাঁধে হাত রাখলো, "আমাকে বলা উচিত ছিলো তোমার।"

"আমার লজ্জা করছিলো," বলতে বলতে কেঁদে ফেললাম। লজ্জার ব্যাপার, তবে কাঁদতে শুরু করলাম। ফোঁপাতে থাকলাম, ফোঁপানি বন্ধ হচ্ছিলো না। বেচারি ক্যাথি আমাকে ধরে থাকলো, আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল আমি ঠিক হয়ে যাবো, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। জঘন্য মনে হচ্ছিলো আমার, নিজেকে এতটা ঘৃণা কখনও করিনি।

পরে ক্যাথির সাথে সোফায় বসে চা খেলাম। আমাকে বলল কিভাবে চলতে হবে। মদ খাওয়া থামাবো আমি, সিভি গুছিয়ে আনবো, মার্টিন মাইল্‌সের সাথে যোগাযোগ করবো, একটা রেফারেন্স চাইবো তার কাছে। তারপর লন্ডনে আসা-যাওয়া করে টাকা আর সময় নষ্ট করা বন্ধ করবো।

"সত্যিই, র‍্যাচেল, এতদিন ধরে কিভাবে করলে তুমি কাজটা?"

কাঁধ ঝাঁকালাম, "সকাল আটটা চারের ট্রেন ধরতাম, ফিরে আসতাম সন্ধ্যা পাঁচটা ছাপান্নর ট্রেনে করে। ওই ট্রেনটা আমার। ওটাই ধরি আমি। এইভাবেই চলছিলো।"

বৃহস্পতিবার, ১লা আগস্ট, ২০১৩
সকাল

কিছু একটা আমার মুখ ঢেকে রেখেছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছি না আমি, দম আটকে আসছে। যখন জাগরণের সমতলে ভেসে উঠলাম, বাতাসের জন্য ছটফট করছিলাম, বুকে খুব ব্যথা। উঠে বসলাম, চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। দেখলাম ঘরের কোণে কিছু একটা নড়ছে। অন্ধকার, ঘন অন্ধকার একটা ক্ষেত্র, ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে। আরেকটু হলেই চিৎকার করে উঠেছিলাম। তারপর পুরোপুরি সজাগ হলাম, শূন্য ঘর। বিছানায় বসে আছি আমি, গাল ভিজে গেছে চোখের পানিতে।

BanglaBook.org

ভোর হয়ে গেছে প্রায়। বাইরের আলো ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে। গত কয়েকদিনের বৃষ্টি এখনও জানালায় আছড়ে পড়ছে। আবার ঘুম এলো না, এত জোরে হৃদপিণ্ড ধাক্কা দিচ্ছে, বুক ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় ঘুমানো যায় না।

মনে হলো নিচতলায় কিছু ওয়াইন থেকে গেছে। ভুলও হতে পারে। তবে দ্বিতীয় বোতলটা শেষ করার কথা মনে করতে পারছি না। গরম থাকার কথা, কারণ ফ্রিজে রাখিনি। ফ্রিজে রেখে থাকলে ক্যাথি নিশ্চয় বেসিনে ফেলে দিয়েছে ওটাকে। আমার অবস্থা ভালো হোক এটা এত বেশি চাইছে সে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তার পরিকল্পনা অনুযায়ি কিছুই ঘটছে না। গ্যাস মিটারের পাশে একটা ছোট্ট কাপবোর্ড আছে। কোন ওয়াইন বেচে গেলে ওখানেই লুকিয়ে রাখার কথা আমার।

চোরের মতো পা টিপে টিপে নিচতলায় নেমে কাপবোর্ড থেকে বোতলটা বের করে আনলাম। হতাশ হওয়ার মতো পাতলা ওটা। একগ্লাসের বেশি নেই ভেতরে। কিন্তু একদম না থাকার চেয়ে ভালো। একটা মগে ঢেলে নিলাম (যদি হুট করে ক্যাথি চলে আসে, তাহলে চা খাওয়ার ভান করতে পারবো।) তারপর বোতলটা একটা ঝুড়িতে রাখলাম, দুধের কৌটা আর চিপসের প্যাকেট দিয়ে ঢেকে দিতে ভুললাম না), ফিরে এলাম লিভিংরুমে। টিভি ছেড়ে সাথে সাথে মিউট করে দিলাম, সোফায় বসলাম তারপর।

বিভিন্ন চ্যানেলে চ্যানেলে ঘুরতে থাকলাম। বাচ্চাদের শো, তথ্যবিষয়ক অনুষ্ঠান, তারপর করলি উডের একটা দৃশ্য, একবার দেখেই বুঝলাম। এখান থেকে সরাসরি এগিয়ে গেলেই পাওয়া যায় জায়গাটা, তবে বৃষ্টির পানিতে গাছের গোড়া আর রেললাইন একেবারে ডুবে গেছে।

জানি না কেন এত সময় লাগলো, দশ সেকেন্ড, পনেরো সেকেন্ড, বিশ সেকেন্ড গাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলাম, নীল-সাদা টেপ আর সাদা এক তাঁবুর দিকে, তারপর বুঝতে পারলাম কি ঘটছে ওখানে। নিঃশ্বাস ছোট হতে হতে একটা সময় বন্ধ হয়ে গেলো।

মেয়েটাকে পাওয়া গেছে। এতদিন বনেই ছিলো তাহলে। এখান থেকে এগিয়ে যাওয়া রেললাইনের ঠিক পাশে। প্রতিদিন ওই পথে ওই মাঠগুলো পার করে গেছি আমি, সকালে আর সন্ধ্যাতে। অজান্তেই!

বনের মধ্যে ঝোঁপের আড়ালে একটা কবর খুঁড়ে লাশটা রাখা হয়েছিলো। মাটি ফেলা হয়েছিলো তাড়াহুড়ো করে। এরচেয়েও ভয়ঙ্কর সব আশঙ্কা করেছিলাম আমি, বনের মধ্যে তার লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে হয়তো, যেখানে কেউ যায় না কখনও।

টিভিতে শব্দ নেই। কাজেই এটা সে না-ও হতে পারে, আর কোন খবরও হতে পারে। কিন্তু আমি জানি অন্য কোন খবর এটি নয়।

স্ক্রিনে একজন সাংবাদিককে দেখা যাচ্ছে। কালো আর ঘন রেশমি চুল মাথায়, ভলিউম বাড়িয়ে আমার জানা কথাগুলোই শুনলাম। মেগানই ওটা।

BanglaBook.org

"ঠিক ধরেছেন," বলল সে, স্টুডিওর কারও সাথে কথা বলছে। এক হাত দিয়ে চেপে ধরেছে কান। "পুলিশ নিশ্চিত করেছে, করলি উডে এক তরুণীর লাশ পাওয়া গেছে। আপনারা জানেন, জায়গাটা মেগান হিপওয়েলের বাড়ি থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে। মেগান হিপওয়েল, জুলাইয়ের শুরুর দিকে নিখোঁজ হয়েছিলেন। ঠিক করে বললে, তেরই জুলাই, এরপর তাকে কোথাও দেখা যায়নি। কুকুর নিয়ে হাটতে এসে এক ভদ্রলোক আবিষ্কার করেছেন লাশটা, পুলিশ বলছে এখনও সনাক্তকরণের কাজ বাকি রয়েছে। যাই হোক, তাদেরও বিশ্বাস মেগান হিপওয়েলকে খুঁজে পাওয়া গেছে। মিসেস হিপওয়েলের স্বামিকে খবর দেওয়া হয়েছে।"

একটু থামলো সে, নিউজ অ্যাংকর কোন প্রশ্ন করেছে তাকে। আমার কানে কোন শব্দ এলো না। রক্ত গর্জন করছে কানের কাছে, কাপের শেষ ফোঁটা ওয়াইনটুকু গিলে ফেললাম।

সাংবাদিকটি আবারও কথা বলছে, "হ্যা, কে। ঠিক বলেছো তুমি, লাশটা বনেই কবর দেওয়া হয়েছিলো। সম্ভবত বেশ কয়েকদিন আগেই। প্রবল বৃষ্টির কারণে মাটি সরে গিয়ে লাশটা বের হয়ে আসে।"

খারাপ, যতটা ভেবেছিলাম তারচেয়েও খারাপ হলো ব্যাপারটা। আমি এখন দেখতে পাচ্ছি তাকে। পচে যাওয়া মুখে কাদা ঢুকে আছে, হাতদুটো অনাবৃত, ফ্যাকাসে। ওপরের দিকে উঠে আছে হাত, যেন কবর খুড়ে বের হয়ে আসতে চাইছে সে। মুখের মধ্যে গরম তরল অনুভব করলাম, বমি আর তেতো ওয়াইন। ওপরের তলায় ছুটলাম বমি করতে।

BanglaBook.org

সন্ধ্যা

প্রায় সারা দিন বিছানাতেই পড়ে রইলাম। মাথার ভেতর জট পাকিয়ে গেছে সবকিছু। টুকরোগুলোকে একত্র করার চেষ্টা করছি। স্মৃতি, স্বপ্ন আর পুরনো স্মৃতির মধ্যে পার্থক্য করার, জোড়া লাগানোর চেষ্টা। গত শনিবার রাতে কি ঘটেছিলো তা পরিস্কারভাবে দেখার চেষ্টা করছি। কাগজে লেখার চেষ্টা করলাম। কলম আর কাগজের আঁচড়ের শব্দ আমাকে অস্থির করে তুলল, কেউ যেন আমার কানে কানে কথা বলছে। ফ্ল্যাটে আর কেউ আছে, দরজা খুললেই দেখতে পাবো হয়তো। মেগানকে ভুলতে পারছি না।

বেডরুমের দরজা খুলতে ভয় করছিলো। অবশ্য খোলার পর কাউকে দেখা গেলো না। নিচতলায় গিয়ে টেলিভিশনটা আবারও অন করলাম। একই ছবি দেখাচ্ছে তারা। বনের মধ্যে বৃষ্টি। পুলিশের গাড়ি কাদার ওপর দিয়ে চলাচল করছে। ক্রাইম সিন ইউনিটের সাদা তাঁবু, ধূসর ঝাপসা দৃশ্য, তারপর মেগানের চেহারা, ক্যামেরার

দিকে তাকিয়ে আছে উজ্জ্বল মুখে। তখনও সুন্দর ছিলো মেয়েটা, অস্পৃশ্য। তারপর স্কটের বাড়ির সামনের দৃশ্য দেখা গেলো। ফটোগ্রাফারদের ঠেলে নিজের দরজার দিকে রওনা দিচ্ছে সে। একপাশে রাইলি। তারপর কামালের অফিস দেখানো হলো, ভেতরে তার কোন চিহ্ন নেই অবশ্য।

শব্দ শুনতে চাচ্ছিলাম না, তবুও ভলিউম বাড়ালাম। কানে বাজছে নিস্তব্ধতা। ওটা ভাঙার জন্য যে কোন শব্দকেই এখন স্বাগতম। পুলিশ বলেছে মহিলাকে এখনও চিহ্নিত করা যায়নি, তবে কয়েক সপ্তাহ ধরে মৃত সে। মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায়নি, খুনের সাথে যৌন সম্পর্কের কোন সংযোগ ছিলো না বলে জানালো তারা।

এর অর্থ আমার জানা আছে, তারা বলতে চাইছে মেগানকে ধর্ষণ করা হয়নি। তবে তাই বলে যে যৌন সম্পর্কের সংযোগ থাকবে না তা কে বলেছে তাদের? কামাল তাকে চেয়েছিলো এবং পায়নি। না পাওয়ার হতাশা থেকে মেরে ফেলেছে তাকে। এটা নিশ্চয় যৌন-সংক্রান্ত উদ্দেশ্য?

আর খবর দেখার মতো মানসিকতা ছিলো না, ওপরের তলায় গিয়ে লেপের নিচে শুয়ে পড়লাম। হাতব্যাগ উল্টো করে ঢেলে ছোট ছোট কাগজে নোট করে রাখা কথাগুলোর ওপর চোখ বোলালাম। স্মৃতির টুকরোগুলো ওভাবে জমিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি। ক্ষণিকের জন্য প্রশ্নটা মাথায় এলো, কেন করছি এসব? ঠিক কোন্ উদ্দেশ্যটা বাস্তবায়িত হচ্ছে এর দ্বারা?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

মেগান

● ● ●

বৃহস্পতিবার, ১৩ই জুন, ২০১৩

সকাল

গরমে ঘুমাতে পারলাম না। অদৃশ্য সব পোকা যেন চামড়ার ওপর উঠে আসছে। বুকের ওপর লাল লাল ফুসকুঁড়ি হয়েছে। স্বস্তি পাচ্ছি না। আর স্কটও মনে হচ্ছে তাপ ছড়াচ্ছে। ওর পাশে শুয়ে থাকা আর আগুনের পাশে শুয়ে থাকার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখলাম না। ওর থেকে আরও দূরে যাওয়ার কোন উপায় নেই, বিছানার ধারে চলে এসেছি। অসহ্য!

স্পেয়ার রুমের মেঝেতে শুয়ে থাকবো নাকি? ঘুম ভাঙার পর আমাকে পাশে না পেলে রাগ করবে স্কট। এগুলো থেকে সব সময় ঝগড়া হয় আমাদের। স্পেয়ার রুমে ঘুমানো নিয়ে, অথবা ওখানে একা একা শুয়ে কার কথা ভাবছিলাম তা নিয়ে। মাঝে মাঝে আমার চিৎকার করতে ইচ্ছে করে। আমাকে যেতে দাও! যেতে দাও, শ্বাস নিতে দাও আমাকে!

কাজেই ঘুমাতে পারলাম না, ক্ষেপে আছি। একদফা ঝগড়া করে ফেলেছি যেন, আমার এমনই লাগছে অন্তত। ঝগড়াটা অবশ্য শুধুই আমার কল্পনায়।

বার বার মাথার ভেতর ঘটতে থাকলো ভাবনাগুলো। মনে হলো দম আটকেই মারা যাবো আমি। কবে থেকে এই বাড়িটা এত ছোট হয়ে গেল? কবে থেকে এত বিরক্তিকর হয়ে গেলো আমার জীবন? আমি কি এটাই চেয়েছিলাম? মনে করতে পারলাম না। শুধু মনে পড়লো, কয়েক মাস আগে সুখি ছিলাম আমি। এখন চিন্তা করতে পারছি না, ঘুমাতে পারছি না, আঁকতে পারছি না, পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছেটা এত প্রকট হয়ে উঠেছে! আমাকে গ্রাস করে নিচ্ছে ওটা। রাতে যখন শুয়ে থাকি, শুনতে পাই। চুপচাপ কিন্তু অস্বীকার্য এক ফিসফিসানি, মাথার ঠিক ভেতরে।

পালিয়ে যাও।

চোখ বন্ধ করলে অতীত আর ভবিষ্যত জীবনের ছবি দেখতে পাই। জীবনে যা কিছুর স্বপ্ন দেখেছি, চেয়েছি, আর যা কিছু পেয়েও ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। স্বস্তি পাচ্ছি না আমি। যে পথ ধরেই এগিয়েছি, কানাগলিতে গিয়ে শেষ হয়েছে তারা। বন্ধ হয়ে গেছে আমার গ্যালারি, বিরক্তিকর পিল্যাটে মহিলাদের দম আটকানো মনোযোগ, বাগানের শেষপ্রান্তে রেললাইন আর তার ওপরের ট্রেন, কাউকে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে সব সময়। আমাকে বার বার মনে করিয়ে দেয়, আমি পিছিয়ে পড়ছি।

মনে হলো পাগল হয়ে যাবো।

মাত্র কয়েক মাস আগেই অনেক ভালো ছিলাম, ঘুমাতে পারছিলাম। ভালো

BanglaBook.org

ছিলাম আমি, ভয় ছিলো না, দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম না। নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম শান্তিতে। হ্যা, পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে তখনও ছিলো। তবে প্রতিদিন হতো না।

কামালের সাথে কথা বলে কাজ হচ্ছিলো, অস্বীকার করার কিছু নেই। আমার ভালো লাগতো ব্যাপারটা, তাকেও ভালো লাগতো। আমাকে সুখি করেছিলো সে, কিন্তু সব কিছু অসম্পূর্ণ থেকে গেলো এখন। আমার দোষ, আমিই শিশুসুলভ আচরণ করেছি। কখনও প্রত্যাখ্যাত হইনি তো। হারতে শেখা উচিত ছিলো আমার। এখন লজ্জা করছে, ভাবতে গেলেও মুখ গরম হয়ে যাচ্ছে লজ্জায়। শেষ দেখাটা এমন হোক তা চাইনি আমি। আরেকবার দেখা হলে ভালো হতো। আমাকে আরেকটু ভালো অবস্থায় দেখতে পারতো ও। আরেকবার যেতে ইচ্ছে করছে তার কাছে। আমাকে সাহায্য করবে সে, তার ভালো লাগে কাজটা করতে।

জীবনের গল্পের শেষ অংশটা আমাকে নিয়ে আসতে হবে। কাউকে বলতে হবে, একবার হলেও। জোরে জোরে উচ্চারণ করতে হবে শব্দগুলো। ভেতর থেকে বের না হলে স্মৃতিগুলো আমাকেই হজম করে ফেলবে। আমার ভেতরের গর্তটা দিন দিন বড় হচ্ছে, একদিন আমাকে গ্রাস করে ফেলবে।

অহং আর লজ্জা পানিতে ফেলে তার কাছে যাবো আবার। আমার কথা শুনতে হবে তাকে। শুনিয়ে ছাড়বো আমি।

সন্ধ্যা

স্কট মনে করেছে আমি টেরার সাথে সিনেমা হলে আছি। আসলে, কামালের বাড়ির বাইরে পনেরো মিনিটের মতো দাঁড়িয়ে আছি আমি। নক করবো কি করবো না তা ভাবছি। শেষবার যা ঘটিয়ে এসেছি তারপর আমার দিকে কিভাবে তাকাবে সেটা ভাবতেই ভয় করছে। তাকে বোঝাতে হবে আমি দুঃখিত। সেভাবেই পোশাক পরেছি আমি। সাধারণ পোশাক, জিনস আর টি-শার্ট, মেকআপ নেই। আজ আমি প্রলুব্ধ করতে আসিনি, এতটুকু বোঝা উচিত ওর।

সামনের দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আমার হৃদপিণ্ড বুকের ভেতর দৌড়াতে থাকলো। কলিং বেল চাপলাম। কেউ দরজা খুলতে এলো না। আলো জ্বলছে ভেতরে, তবুও কেউ এলো না। হয়তো আমাকে আগেই বাইরে দেখে ফেলেছে। এখন ঘাপটি মেরে আছে ভেতরে। দোতলায় বসে ভাবছে আমাকে এড়িয়ে গেলেই আমি চলে যাবো। আমি যাবো না। ও জানে না আমি কতোটা জেদ করতে পারি। একবার কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে আমাকে কোন প্রাকৃতিক শক্তির সাথে তুলনা করা চলে। অপ্রতিরোধ্য। সৃষ্টি নেই, বিনাশ নেই।

আবারও কলিং বেল বাজালাম। তারপর তৃতীয়বারের মতো আবারও। অবশেষে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেলো। দরজা খুলে গেছে, ট্র্যাকসুট বটমসের সঙ্গে সাদা টি-শার্ট পরে আছে সে, খালি পা, ভেজা চুল, চেহারা জ্বলজ্বল করছে।

BanglaBook.org

"মেগান?" বিস্মিত কিন্তু রাগ নেই গলায়, শুরুটা ভালো হতে যাচ্ছে, "ঠিক আছো তুমি? সব কিছু ঠিক আছে?"

"আমি দুঃখিত," বললাম তাকে।

এক পা পিছিয়ে আমার ঢোকার জায়গা করে দিলো সে। কৃতজ্ঞতার একটা অনুভূতি আমাকে ছেয়ে গেলো, প্রায় প্রেম বলা চলে এটাকে।

রান্নাঘরের দিকে নিয়ে গেলো সে আমাকে, জঘন্য অবস্থা ঘরের। কাউন্টার আর সিংকে আধোয়া বাসন পড়ে আছে, ময়লার ঝুড়িতে পড়ে আছে খাবারের কার্টন। মনে হলো বিষণ্ন হয়ে আছে সে। দরজায় দাঁড়ালাম আমি, ও কাউন্টারের অন্যপাশে গিয়ে দাঁড়ালো। বুকের কাছে হাত বেঁধে রেখেছে।

"তোমার জন্য কি করতে পারি?" জানতে চাইলো সে। চেহারায় কোন অনুভূতির ছাপ নেই, নিরপেক্ষ। তার থেরাপিস্ট-চেহারা। ইচ্ছে করলো কাতুকুতু দিয়ে তাকে হাসাই।

"তোমাকে একটা কথা বলা উচিত..." শুরু করেই থেমে গেলাম, প্রথমেই সে-কথায় যেতে চাই না, একটু ভূমিকার দরকার আছে, কাজেই কথা ঘুরিয়ে ফেললাম, "শেষবার যা হয়েছে সেজন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাই।"

"ঠিক আছে সেটা," বলল সে, "ও নিয়ে ভেবো না। আর কারও সঙ্গে থেরাপি নিতে চাইলে বলো, আমি তোমাকে ঠিকানা দিয়ে দেবো। আমার পরিচিত থেরাপিস্ট আছে অনেক। কিন্তু আমি–"

"প্লিজ, কামাল।"

"মেগান, আমি আর তোমাকে কাউন্সিল দিতে পারবো না।"

"আমি জানি। আমি সেটা জানি। কিন্তু আর কারও সাথে আমি শুরু করতে পারবো না। আমরা অনেকদূর পর্যন্ত চলে এসেছিলাম। তোমাকে বলতে হবে আমার। তারপর চলে যাবো আমি। কথা দিলাম। তোমাকে আর কখনও বিরক্ত করতে আসবো না।"

একপাশে মাথা দোলাল সে, আমার কথা বিশ্বাস করেনি। সে ভাবছে আমাকে একবার বসতে দিলে আমি শুতে চাইবো।

"আমার কথা শোনো, প্লিজ। এ কথাগুলো শুনতে তোমার সারাটা জীবন লেগে যাবে না। আমি শুধু চাই কেউ একজন আমার কথা শুনুক।"

"তোমার স্বামি?"

মাথা নাড়লাম, "না, ওকে বলতে পারবো না আমি। এতদিন পর সম্ভব নয়। ও আমাকে আমার মতো করে আর দেখতে পারবে না। ভিন্ন কেউ হয়ে যাবো তার সামনে, আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না সে। প্লিজ কামাল, এই বিষটা বলতে দাও আমাকে। আমার মনে হচ্ছে আর কোনদিন ঘুমাতে পারবো না আমি। বন্ধু হিসেবে, থেরাপিস্ট হিসেবে না–প্লিজ, শোনো।"

BanglaBook.org

ঘুরে দাঁড়ালো সে, কাঁধ ঝুলে পড়েছে। আমি ধরেই নিলাম সবকিছু শেষ। মন খারাপ হয়ে গেলো। পরক্ষণেই একটা কাপবোর্ডের ভেতর থেকে দুটো গ্লাস বের করে আনলো সে।

"বন্ধু হিসেবেই শোনা যাক তাহলে। ওয়াইন চলবে?"

লিভিংরুমে নিয়ে এলো আমাকে। স্ট্যান্ডিং ল্যাম্পের আলোয় আলোকিত ঘর। রান্নাঘরের মতো এখানে অগোছালো ছাপ রয়েছে। গ্লাস টেবিলের দু-পাশে বসলাম আমরা, টেবিলের ওপর স্তূপ হয়ে আছে কাগজ। গ্লাসে চুমুক দিলাম, লাল আর ঠাণ্ডা। ঢোক গিলে আরেক চুমুক খেলাম। আমার শুরু করার অপেক্ষায় আছে ও। যতটা ভেবেছিলাম তারচেয়েও কঠিন হতে যাচ্ছে কাজটা। প্রায় দশ বছর ধরে কথাগুলো গোপন রেখেছি, আমার জীবনের এক-তৃতীয়াংশ ধরে। এতদিন পর সেটা প্রকাশ করতে হবে, এই কাজ খুব সহজ নয়। আমি শুধু জানি আমাকে কথা বলে যেতে হবে। এখন যদি না বলি আর কোনদিন বলা হবে না। আমাকে ঘুমের মধ্যে দম আটকে মেরে ফেলবে এরা।

"ইপসুইচ থেকে চলে যাওয়ার পর ম্যাকের সাথে থাকা শুরু করি। হল্কহামের এক রাস্তার শেষ প্রান্তে। আগেই বলেছি তোমাকে, তাই না? খুবই নির্জন জায়গা ছিলো ওটা। দুই মাইলের মধ্যে কোন প্রতিবেশি নেই। আরও দুই মাইল দূরে প্রথম দোকানটা। প্রথম দিকে আমরা নিয়মিত পার্টি দিতাম। সব সময় কয়েকজন মানুষ লিভিংরুমে পড়ে থাকতো, অথবা গ্রীষ্মকালে বাড়ির সামনে হ্যামক পেতে ঘুমাতো। কিন্তু একসময় এই পার্টিগুলো একঘেয়ে লাগতে শুরু করে আমার। ম্যাকও প্রত্যেকের সাথে কিছু না কিছু নিয়ে ঝগড়া লাগিয়ে দিতো। তাই লোকজন আর আসতো না। নির্জন ওই বাড়িতে থাকতাম শুধু আমরা দু-জন। দিন পার হয়ে যায়, নতুন কারও সঙ্গে মেলামেশা করা আর হয় না। পেট্রোল স্টেশন থেকে আমাদের কেনাকাটা যা দরকার করি। এখন চিন্তা করলে মনে হয় অদ্ভুত একটা জীবন ছিলো আমাদের। কিন্তু সে সময় বেশ ভালোই লাগতো আমার। নির্জনতা আমার প্রয়োজন ছিলো। ইপসুইচ আর তারপর ওই বিরক্তিকর পার্টিগুলোর পর আশীর্বাদ হয়েই এসেছিলো নির্জনতা। ম্যাক, আমি আর পুরাতন ওই রেললাইন, সবুজ আর পাহাড় আর অশান্ত ধূসরের সমুদ্র।"

মাথা একদিকে সামান্য হেলিয়ে আমার উদ্দেশ্যে অর্ধ-হাসি ছুঁড়ে দিলো কামাল। ভেতরটা উল্টে গেলো যেন আমার।

"চমৎকার শোনাচ্ছে। তবে একটু রোমান্টিক বর্ণনা হয়ে গেলো না? 'অশান্ত ধূসরের সমুদ্র'?"

"বাদ দাও ওটার কথা।" হাত নেড়েই উড়িয়ে দিলাম, "কিন্তু না, কোনদিক থেকেই বাড়িয়ে বলছি না আমি। নরফোল্কের দক্ষিণে গেছো তুমি? অ্যাড্রিয়াটিকের মতো নয়, অশান্ত আর নিষ্ঠুর ধূসর ঢেউ সেখানে।"

BanglaBook.org

দু-হাত তুললো সে, হাসছে, "ওকে।"

সাথে সাথে আগের চেয়ে ভালো অনুভব করলোা, কাঁধ আর ঘাড়ের ওপর থেকে চাপ চলে গেলো। আরেক চুমুক ওয়াইন খেলাম, আগের চেয়ে তেতো লাগছে।

"ম্যাকের সাথে সুখি ছিলাম আমি। জানি, ঠিক তেমন জীবন অথবা ঠিক তেমন জায়গাতে থাকাটা আমার খুব পছন্দের হয়তো ছিলো না, কিন্তু বেনের মৃত্যুর পর ম্যাকই আমাকে রক্ষা করেছিলো। আমাকে তার সঙ্গে রেখেছিলো সে, আমাকে ভালোবেসেছিলো, নিরাপদে রেখেছিলো আমাকে। আর ও মোটেও একঘেয়ে না। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা প্রচুর ড্রাগ নিতাম তখন। যখন সব সময় পিনিকে থাকবে, তখন একঘেয়ে হওয়াটা কঠিন কিন্তু। আমি সুখি ছিলাম। সত্যিই সুখি ছিলাম।"

মাথা দোলাল কামাল, "বুঝতে পারছি। যদিও ঠিক বাস্তব সুখ মনে হচ্ছে না শুনে। যে সুখ কাউকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে, এমন কিছু নয়।"

হাসলাম আমি, "আমার বয়স তখন সতেরো, এমন এক পুরুষের সাথে আমি ছিলাম যে আমাকে উত্তেজিত করতে পারতো। বাবা-মা থেকে দূরে ছিলাম আমি, হতচ্ছাড়া ওই বাড়িটা থেকে দূরে ছিলাম, যে বাড়ি শুধুই আমার মৃত ভাইয়ের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। আমার আচ্ছন্ন হওয়ার দরকার ছিলো না, আমার ওই রকম সুখেরই দরকার ছিলো তখন।"

"তাহলে, কি ঘটল?"

মনে হলো ঘরটা আরও অন্ধকার হয়ে গেছে। নিজের এক অংশ চাইলো সে যেন আমাকে থামিয়ে দেয়, আরও কিছু প্রশ্ন করে। কিন্তু চুপ করে থাকলো সে। অপেক্ষা করছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হচ্ছে ঘরটাকে।

"যখন বুঝতে পারলাম অ্যাবর্শনের কথা ভাবার জন্য খুব বেশি দেরি হয়ে গেছিলো। আমি তাই করতাম যদি আগে টের পেতাম। বোকামির জন্য না, কিন্তু আমাদের দু-জনের কেউই বাচ্চাটাকে চাইনি।"

উঠে দাঁড়িয়ে রান্নাঘর থেকে একটা তোয়ালে এনে দিলো। চোখ মুছলাম আমি। আগের মতোই আমার সামনে বসলো কামাল, সেশন নেওয়ার সময় সে যেভাবে বসতো। আমার চোখে চোখ রেখে, কোলে হাতদুটো বেঁধে। ধৈর্যশীল, স্থির। এভাবে নিষ্ক্রিয় থাকার জন্য অসম্ভব আত্ম-নিয়ন্ত্রণ দরকার নিশ্চয়।

আমার পা কাঁপছে। পুতুল নাচের মতো কেউ যেন সূতো ধরে টেনে আমার হাটু নড়াচ্ছে। রান্নাঘরের দরজা পর্যন্ত হেটে এলাম, হাতের তালু ঘষছি।

"আমরা দু-জনেই গাধা ছিলাম," বললাম তাকে, "কি হচ্ছে সেটাই বুঝিনি আমরা। চালিয়ে গেছি। ডাক্তারের কাছে পর্যন্ত যাইনি, ওরকম পরিস্থিতিতে যা খাওয়া লাগে, যতটুকু খাওয়া লাগে তারও ধার ধারিনি। আমরা আমাদের পুরাতন জীবনই

BanglaBook.org

চালিয়ে গেছি। কিছু যে পাল্টে গেছে তা পর্যন্ত খেয়াল করিনি আমরা। আমি মোটা হয়ে গেলাম, আগের চেয়ে ধীর, বিরক্ত হয়ে গেলাম আমরা, প্রায় সব সময় ঝগড়া করতাম তখন। কিন্তু ও আসার আগ পর্যন্ত কিছুর পরিবর্তন হলো না।"

আমাকে কাঁদতে দিলো সে। কাঁদছি, চেয়ারটা কাছে এনে আমার পাশে বসলো। ওর হাটু আরেকটু হলেই আমার উরুতে ঠেকে এভাবে। আমরা স্পর্শ করলাম না একে অন্যকে, কিন্তু আমাদের শরীর খুব কাছাকাছি। সামনে ঝুঁকে এসেছে সে, তার শরীরের গন্ধ পাচ্ছি। নোংরা ঘরে একমাত্র পরিস্কার গন্ধ।

আমার কণ্ঠ এখন ফিসফিসে শোনাচ্ছে, শব্দগুলো উচ্চারণ করা ঠিক কাজ বলে মনে হচ্ছে না আমার, "বাড়িতেই হলো ও। বোকার মতো কাজ হয়েছে, কিন্ত হাসপাতালে যাওয়ার ইচ্ছে আমার ছিলো না। তাছাড়া শেষবার হাসপাতালে গেছিলাম যখন, মারা গেছিলো বেন। ওরকম কোন জায়গাতে ঢোকার ইচ্ছে আসলেই ছিলো না আমার। তাছাড়া কোন ধরণের স্ক্যানও করা হয়নি। সিগারেট, মদ, ড্রাগস, সব মিলিয়ে ভালো কিছু আসতো না রেজাল্টে। আর লেকচার শোনা লাগতো ডাক্তারের। ওসব শোনার মতো অবস্থা আমার ছিলো না একদম শেষ মুহূর্ত আসার আগে কোন কিছুই বাস্তব মনে হয়নি। মনে হয়নি একদিন ঘটবে ঘটনা।

"ম্যাকের এক বান্ধবি ছিলো নার্স। অথবা নার্সিংয়ের ট্রেনিং নিয়েছে বা এরকম কিছু। সে এলো, আর বাকি সব ঠিকমতো শেষ হলো। খুব খারাপ কিছু হয়নি ডেলিভারিতে, মানে প্রচণ্ড ব্যথা আর ভয়ের ছিলো ওটা, কিন্তু আমার বা বাচ্চার কোন ক্ষতি হয়নি। তারপর ওকে দেখলাম, খুব ছোট্ট ও, ওর ওজন কতো ছিলো মনে করতে পারি না এখন আর। বাজে না ব্যাপারটা?" কামাল কিছু বলল না, "সুন্দর ছিলো ও অনেক, চোখগুলো কালো, সোনালি চুল। তেমন কাঁদেনি, ভালোই ঘুমাতো। শুরু থেকেই শান্তশিষ্ট ছিলো খুব। ভালো ছিলো ও, ভালো মেয়ে আমার।" এক মুহূর্তের জন্য থামলাম, "সবকিছু যতটা কঠিন হবে ভেবেছিলাম, দেখলাম ততটা নয়।"

এখনও অন্ধকার হয়ে আছে ঘর। টের পেলাম। কিন্তু কামালও আছে এখানে। আমার দিকে তাকিয়ে আছে সে, কোমল অভিব্যক্তি নিয়ে শুনছে আমার কথা। চাইছে বাকিটুকুও বলি। আমার মুখ শুকিয়ে গেছে। আরেক চুমুক ওয়াইন খেলাম। গিলতে কষ্ট হলো।

"ওর নাম দিয়েছিলাম এলিজাবেথ। লিবি।" অদ্ভুত শোনালো, এতদিন পর ওর নাম উচ্চারণ করছি। "লিবি।" আবারও বললাম, নিজের মুখে ওর নাম বলতেও একধরণের ভালো লাগা কাজ করছে। উপভোগ করলাম সেই ভালো লাগা, বার বার বলতে ইচ্ছে করলো নামটা। আমার হাত নিজের হাতে তুলে নিলো কামাল, কব্জিতে বুড়ো আঙুল চেপে ধরেছে।

BanglaBook.org

"একদিন ম্যাক আর আমার ঝগড়া হলো। কি নিয়ে হয়েছিলো মনে করতে পারি না এখন। মাঝে মাঝেই হতো তো, ছোট ছোট তর্ক থেকে বড় আকারের ঝগড়া হয়ে যেতো। পরে একে অন্যের উদ্দেশ্যে চিৎকার করতাম আমরা, কখনও গায়ে তুলতাম না কারও ওপর। তবে হুমকি দিতাম চলে যাওয়ার জন্য, অথবা ও বাইরে চলে যেতো, দিন দুয়েক পর ফিরে আসতো।"

"মেয়েটার জন্মের পর প্রথম ঝগড়া ছিলো ওটা। লিবির জন্মের পর প্রথমবার বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলো সে। মাত্র কয়েক মাস বয়স তখন তার। ছাদে ফুটো হয়েছিলো, বৃষ্টির পানি ফোঁটায় ফোঁটায় রান্নাঘরের বালতিতে পড়ছে সেই শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। আমার বেশ মনে আছে। বরফ জমানো ঠাণ্ডা, সমুদ্র থেকে বাতাস আসছিলো, কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টি পড়েছে। লিভিংরুমে একটা আগুন জ্বালিয়েছিলাম তবে বার বার নিভে যাচ্ছিলো সেটা। মদ খাচ্ছিলাম শুধু শরীর গরম করার জন্য, কিন্তু কাজ হলো না। বাথটাবে ঢুকে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম তখন। লিবিকে আমার সাথে নিলাম, বুকে জড়িয়ে ওর মাথা আমার থুতনিতে ঠেকিয়ে ঢুকে পড়লাম বাথটাবে।"

ঘরটা আরও অন্ধকার হয়ে এলো যেন। আবারও ফিরে গেছি সেদিনে। পানিতে শুয়ে আছি, আমার মেয়ের শরীর আমার সঙ্গে লেগে আছে, একটা মোমবাতি জ্বলছিলো আমার মাথার পেছনে। কাঁধে আর ঘাড়ে ঠাণ্ডা অনুভব করছিলাম, ভারি হয়ে আসছিলো শরীর, গরম পানিতে ডুবে যাচ্ছিলাম ধীরে ধীরে, তারপর আচমকা নিভে গেলো মোমবাতি। ঠাণ্ডা, অনেক ঠাণ্ডা লাগছিলো। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছিলো, পুরো শরীর কাঁপছিলো আমার। মনে হচ্ছিলো পুরো বাড়িটাই কাঁপছে। বাতাসের গর্জন বাইরে, ছাদের স্লেট উড়িয়ে নিয়ে যাবে যেন।

"ঘুমিয়ে গেছিলাম..." আর বলতে পারলাম না আমি। আবারও ওকে অনুভব করতে পারছি, আমার বুকে নেই এখন। ওর শরীর আমার হাত আর টাবের কিনারার মাঝে আটকে গেছে, মুখ ডুবে আছে পানিতে। তখন আমরা দু-জনেই খুব ঠাণ্ডা।

এক মুহূর্তের জন্য দু-জনের কেউ নড়লাম না। কামালের দিকে তাকাতে পারছিলাম না আমি। একটু পর তাকালাম, তবে আমার থেকে দূরে সরে গেলো না সে। একটা শব্দও উচ্চারণ করলো না, আমার কাঁধে নিজের হাত রাখলো, আমাকে টেনে নিলো তার কাছে। ওর বুকে মাথা রেখে শ্বাস নিলাম, অন্যরকম অনুভব করার জন্য অপেক্ষা করছি। অপেক্ষা করছি বুক হাল্কা হয়ে আসার। আরেকজন জীবিত মানুষ জানে, সেজন্য ভালো অথবা খারাপ লাগার অপেক্ষায় আছি। স্বস্তি লাগলো তারপর, আমার ওপর রেগে নেই ও। আমাকে দানব ভাবছে না, নিরাপদ আমি। ওর সাথে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

কতক্ষণ ওর বাহুতে পড়ে ছিলাম জানি না। যখন নিজের মধ্যে ফিরে এসেছি,

ফোন বেজে উঠলো। রিসিভ করলাম না। **একটু পর বিপ্ দিয়ে মোবাইল ফোনটা** জানালো, একটি মেসেজও এসেছে।

স্কটের মেসেজ :

তুমি কোথায়?

তারপর আবারও বেজে উঠলো ফোন, টেরা। কামালের বাহুডোর থেকে বের হয়ে এসে রিসিভ করলাম এটা।

"মেগান, জানি না কি করছো তুমি। স্কটকে ফোন করা উচিত তোমার, এখনই। চারবার ফোন করেছে ও, আমি বলেছি ওয়াইন কিনতে বের হয়েছো। তবে বিশ্বাস করেছে বলে মনে হয় না। বলল, তুমি নাকি ফোন রিসিভ করোনি।" বিরক্ত মনে হলো তাকে। আমার উচিত ছিলো তাকে বোঝানো, তবে এত শক্তি পেলাম না।

"বেশ," বললাম, "ফোন দিচ্ছি ওকে। ধন্যবাদ।"

"মেগান–" কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো সে, তবে তার আগেই কেটে দিয়েছি লাইন।

দশটা পার হয়ে গেছে। দু-ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আছি এখানে। ফোন বন্ধ করে দিয়ে কামালের দিকে ঘুরলাম, "আমার বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না।"

মাথা দোলাল সে, কিন্তু থাকার জন্য আমন্ত্রণও জানালো না। বলল, "তুমি ফিরে আসতে পারো, যদি তোমার ভালো লাগে আর কি। আর কোন দিন।"

এগিয়ে গেলাম আমি, আমাদের শরীরের মধ্যবর্তী অংশটুকু পার করলাম। পায়ের পাতায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে চুমু খেলাম ওর ঠোঁটে। এবার আমাকে সরিয়ে দিলো না সে।

BanglaBook.org

র‍্যাচেল

• • •

শনিবার, ৩রা আগস্ট, ২০১৩

সকাল

গতকাল রাতে স্বপ্নে দেখলাম বনের মধ্যে আমি একা একা হাটছি। ভোর অথবা গোধূলি, আমি ঠিক নিশ্চিত করে বলতে পারবো না। ওখানে আরেকজন আছে। দেখতে পাচ্ছি না অবশ্য তাকে। শুধু টের পাচ্ছি কেউ আছে। আমার দিকে এগিয়ে আসছে। চাইছিলাম না আমাকে কেউ দেখে ফেলুক। দৌড়ে ওখান থেকে বের হয়ে আসতে ইচ্ছে করছিলো, কিন্তু দৌড়াতে পারছিলাম না। পা দুটো অনেক ভারি মনে হচ্ছিলো। চিৎকার করতে চাইছি, পারলাম না সেটাও।

জেগে উঠে দেখলাম জানালা ভেদ করে সাদা আলো আসছে। বৃষ্টি থামলো অবশেষে, অকাজ যা করার করে দিয়ে গেছে। ঘর গরম হয়ে আছে, কিচ্ছিরি একটা গন্ধ আসছে ঘর থেকে। বৃহস্পতিবারের পর ঘর থেকে বের হইনি বললেই চলে। বাইরে ভ্যাকুয়ামের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘর পরিষ্কার করছে ক্যাথি। কিছুক্ষণ পর বের হয়ে যাবে সে, তখন আমার অভিযান শুরু হবে। তারপর আমি কি করবো সেটা অবশ্য জানি না। হয়তো আরেকটা দিন মদ খেয়ে কাটাবো। আগামিকাল থেকে মদ-টদ ছেড়ে ভালো হয়ে যাবো।

ফোন মাঝে মাঝে বিপ্ দিচ্ছে, ব্যাটারি শেষের পথে। তুলে এনে চার্জারে লাগানোর সময় খেয়াল করলাম দুটো মিস্‌ড কল এসেছিলো গতকাল রাতে। ভয়েস মেইলে ডায়াল করে দেখলাম একটা মেসেজ জমে আছে।

"র‍্যাচেল, মা বলছি। শোন, আগামিকাল শনিবার, আমরা মনে হয় লন্ডনে আসবো। কেনাকাটার ব্যাপার আছে। আমরা কি কফি খেতে বসতে পারি কোথাও? সোনা, আমার এখানে থাকার জন্য খুব ভালো সময় হবে না এখন। আমি আসলে...আমার এক নতুন বন্ধু হয়েছে। আর তুমি তো জানোই শুরুর দিকে জিনিসগুলো কেমন হয়ে থাকে।" মুখ চেপে হাসলো মা, "যাই হোক, আগামি দু-সপ্তাহের জন্য তোমাকে কিছু ধার দিতে আমার ভালোই লাগবে। আগামিকাল এ নিয়ে কথা বলবো আমরা, ঠিক আছে? বাই, সোনা।"

সবকিছু তাকে খুলে বলতে হবে। ঠিক কোন্ পর্যায়ের বাজে অবস্থা বোঝাতে হবে। এই কথোপকথনটা যেন মাত্রই মদের প্রভাব কাটানো অবস্থায় না হয়। বিছানায় আড়মোড়া ভাঙলাম। নিচে কোন দোকানে গিয়ে দুই গ্লাস মেরে দিয়ে আসতে পারি, চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারবো। ফোনের দিকে তাকালাম আবার। একটা মিস্‌ড কল মায়ের ছিলো, অন্যটা স্কটের। রাত পৌনে একটার সময় ফোন করেছিলো

BanglaBook.org

সে। একহাতে ফোন নিয়ে ওখানে বসে থাকলাম। তাকে ফোন করবো কি-না ভাবছি। এখন না, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। পরে, হয়তো? এক গ্লাস পেটে দেওয়ার পর, তবে অবশ্যই দুই গ্লাস নয়।

ফোন চার্জে দিয়ে পর্দা সরিয়ে জানালা খুলে দিলাম। বাথরুমে গিয়ে ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করলাম। চামড়া ডলে, চুল পরিষ্কার করার সময় মাথার ভেতরের কণ্ঠটাকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করলাম। মাথার ভেতর একটাই প্রশ্ন করলো কণ্ঠটা।

আটচল্লিশ ঘণ্টার কম আগে তোমার স্ত্রির লাশ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে আরেকজন মহিলাকে রাত-দুপুরে ফোন করাটা কি অদ্ভুত নয়?

সন্ধ্যা

মাটি এখনও শুকাচ্ছে। ঘন সাদা মেঘ ভেদ করে মুখ বের করেছে সূর্য। ওয়াইনের ছোট একটা বোতল কিনলাম। একটাই। কেনাটা হয়তো উচিত হলো না, তবে মায়ের সাথে দুপুরে খেতে বসা আর ধৈর্যের চরম পরীক্ষা দেওয়া একই কথা। তারপরও আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৩০০ ইউরো পাঠিয়ে দেওয়ার কথা দিয়েছে সে, তার মানে পুরোপুরি সময়ের অপচয় হতে যাচ্ছে না ব্যাপারটা।

সবকিছু খুলে বলা হয়নি তাকে। আমার যে চাকরি গেছে সেটাও বলতে পারিনি। বলা হয়নি আমাকে ছাটাই করে দেওয়া হয়েছে (সে মনে করছে আমার চেক আসার আগ পর্যন্ত টাকাটা নিচ্ছি আমি)। মদ খাওয়া নিয়ে কোন ধরণের ঝামেলায় আছি তা-ও বলিনি আমি, মা-ও খেয়াল করেনি। ক্যাথি এসব বুঝতে পারে। সকালে ওর সামনে দিয়ে বের হচ্ছি, আমাকে একবার দেখেই বলেছিলো, "ওহ্ ঈশ্বর, এর মধ্যেই শুরু করে দিয়েছো?"

কিভাবে জানে আমার জানা নেই, তবে ক্যাথি সব সময় জানে। আমি আধ-গ্লাস খেলেও বুঝে ফেলে সে।

"তোমার চোখ দেখলেই বুঝি আমি," বলেছিলো সে, তবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছি। আমার চোখের কোন পরিবর্তন নেই। ক্যাথির ধৈর্য আর সমবেদনা–দুটোই ফুরিয়ে আসছে। আমাকে থামতে হবে। তবে আজকে সম্ভব নয়। আজকের মতো কঠিন একটা দিনে মদ ছাড়া চলতে পারবো না আমি।

ট্রেনে ওঠার পর থেকে সবখানে তার ছবি দেখতে পেলাম, প্রত্যেকটা খবরের কাগজে সে। সুন্দরি, সোনালিচুলো, সুখি মেগান। সরাসরি ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে আছে, আমার দিকে। জানা উচিত ছিলো এমনটা হবে, কিন্তু কোন এক কারণে পরিবেশটা অপ্রত্যাশিত মনে হলো আমার কাছে।

কেউ একজন টাইম্‌সের একটা কপি ফেলে রেখে গেছে, ওটা তুলে নিয়ে পড়লাম। আনুষ্ঠানিকভাবে লাশটার পরিচয় দেওয়া হয়েছে গতকাল রাতে। আজকে

BanglaBook.org

ময়না তদন্ত চলবে। একজন পুলিশের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, "মিসেস হিপওয়েলের মৃত্যুর কারণ হয়তো অস্পষ্টই রয়ে যাবে। লাশটা দীর্ঘ সময় ধরে মাটির নিচে পড়ে ছিলো, তার ওপর পানির নিচে কয়েকদিন ডুবে ছিলো ওটা।"

চোখের সামনে ওর ছবিটা দেখা কষ্টের। ট্রেনের ভেতর বসে দূর থেকে যেমন দেখতাম, এখন তেমনটাই দেখাচ্ছে তাকে।

কামালের কথা বলা হয়েছে বটে, তার আটক আর মুক্তির কথা, তারপর ডিটেক্টিভ ইন্সপেক্টর গাসকিলের একটা উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। সে বলেছে, পুলিশ এখন "কয়েকটা সূত্র নিয়ে কাজ করছে।" এর অর্থ ধরে নিলাম তাদের হাতে কোন সূত্রই নেই। খবরের কাগজটা ভাঁজ করে পায়ের কাছে রেখে দিলাম। তাকাতে পারছি না আর, ওইসব নিরাশাজনক, শূন্য শব্দের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

জানালার দিকে মাথা হেলিয়ে দিলাম। তেইশ নাম্বার পার হয়ে যাওয়ার বেশ খানিক পরে ওদিকে তাকালাম। দেরি হয়ে গেছে, তেমন কিছু দেখা গেলো না। সেদিন কামালকে দেখেছিলাম, যেভাবে মেগানকে চুমু খেয়েছিলো লোকটা আর তারপর যেমন ক্ষেপে উঠেছিলাম, সব মনে পড়ে গেলো। তারপর কিভাবে মেগানকে ধরে সত্য স্বীকার করাতে চেয়েছিলাম...কি হতো যদি সেদিন ওদের বাড়িতে গিয়ে দাঁড়াতাম? জানতে চাইতাম কি করছে সে, কেন ঠকাচ্ছে তার স্বামীকে?

আজকে ওকে দেখা যেত হয়তো ছাদে।

চোখ বন্ধ করলাম। নর্থকোটে এসে আমার পাশের সিটে বসলো কেউ। আমার চোখ তখনও বন্ধ, তবে তার শরীর থেকে যে গন্ধটা আসছে সেটা আসলেই অদ্ভুত। ঘাড়ের পেছনে চুলগুলো দাঁড়িয়ে গেলো, গন্ধটা আমি চিনি। আফটার শেভের সাথে সিগারেটের গন্ধ।

"হ্যালো।"

ঘুরে তাকিয়ে লাল চুলের লোকটাকে চিনতে পারলাম। শনিবার এর সঙ্গেই স্টেশনে দেখা হয়েছিলো। আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে এখন, এক হাত বাড়িয়ে দিয়েছে হাত মেলাবার ভঙ্গিতে। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম তার সাথে হাত মেলাচ্ছি আমি। শক্ত, কড়া পরা হাত।

"আমাকে মনে আছে আপনার?"

"হ্যা।" হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললাম, "হ্যা, কয়েক সপ্তাহের আগে দেখা হয়েছিলো আমাদের, স্টেশনে।"

মাথা দুলিয়ে হাসলো সে, "তখন একটু মাতাল ছিলাম।" বলেই হাসলো, "সম্ভবত আপনার অবস্থাও আমার চেয়ে ভালো ছিলো না, তাই না?"

প্রথম দেখাতে যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে কম বয়স তার। ত্রিশের কম হবে। চমৎকার চেহারা, সুদর্শন বলা যাবে না, তবে চমৎকার। খোলা, চওড়া হাসি। ককনি উচ্চারণ। এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে যেন আমার সম্পর্কে কিছু একটা

BanglaBook.org

জানে। আমাকে টিজ করছে যেন। যেন আমরা কৌতুক করছি এখানে। অথচ মোটেও তা নয়। তার দিক থেকে চোখ সরিয়ে ফেললাম। কিছু একটা বলা উচিত। কিছু একটা জিজ্ঞেস করা উচিত।

"ভালো চলছে তো আপনার?" জানতে চাইলো সে।

"হ্যা, বেশ আছি।" জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। তার দৃষ্টি অনুভব করলাম আমার ওপর। অদ্ভুত ব্যাপার, আমার ইচ্ছে করলো তার দিকে ঘুরে তাকাতে, তার পোশাক আর নিঃশ্বাস থেকে সিগারেটের গন্ধ নিতে। সিগারেটের গন্ধ ভালো লাগে আমার। পরিচয়ের প্রথম দিকে টম সিগারেট খেতো। মাঝে মাঝে বাড়িতে মদ শেষ হয়ে গেলে বা সঙ্গমের পর তার সাথে সিগারেট ভাগ করতাম আমিও। এই গন্ধটা আমাকে উত্তেজিত করে তোলে। আমার সুখের দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরেছি।

এখন যদি লালচুলোকে ধরে চুমু খাই হঠাৎ, কি প্রতিক্রিয়া দেখাবে সে?

সামনে ঝুঁকে গেলো সে, উবু হয়ে মেঝে থেকে পত্রিকাটা তুলে নিয়েছে।

"জঘন্য একটা ব্যাপার, কি বলেন? বেচারা মেয়েটা। অদ্ভুত, আমরা সে রাতে ওখানেই ছিলাম। ওই রাতেই দেখা হয়েছিলো না আপনার সঙ্গে? যে রাতে মেয়েটা হারিয়ে গেছিলো?"

মনে হলো আমার মনের কথা পড়তে পারছে সে। চমকে গেলাম, দ্রুত ঘুরে তাকালাম তার দিকে, "সরি?"

"যে-রাতে আপনার সঙ্গে ট্রেনে দেখা হলো, সে-রাতেই তো মেয়েটা হারিয়েছিলো? যে মেয়েটার লাশ আজ পাওয়া গেছে? ওরা বলেছিলো শেষবার তাকে ওই স্টেশনেই দেখা গেছিলো। আমার মনে হয় আমিও দেখেছিলাম। নিশ্চিত করে বলতে পারি না, মাতাল ছিলাম তো।" কাঁধ ঝাঁকালো সে, "আপনি? আপনার কিছু মনে পড়ে?"

আশ্চর্যজনক একটা ব্যাপার। কথাগুলো শোনার সময় কেমন যেন শিউরে উঠলাম। শেষ কবে এমন মনে হয়েছে জানি না। তার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না, অন্য কিছু একটা মনে পড়ে গেছে। অন্য কোথাও চলে গেছি আমি। তার কথা শোনার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। সিগারেটের গন্ধের সাথে আফটার শেভের মিশ্রণ আমাকে অন্য কিছু মনে করিয়ে দিলো।

আমরা বসে আছি এখনকার মতোই, তবে যাচ্ছি উল্টোদিকে। কাছেই কেউ একজন উচ্চস্বরে হাসছে। আমার বাহুতে হাত রেখে কোন এক বারে ঢোকার প্রস্তাব দিলো সে। তারপরই কিছু একটা পাল্টে গেলো। আমার ভয় করতে শুরু করলো, বিভ্রান্তি। কেউ একজন আমাকে মারার চেষ্টা করছে। মুঠোটা এগিয়ে আসতে দেখলাম। মাথা নুইয়ে আঘাতটা এড়ানোর চেষ্টা করলাম, দু-হাতে নিজেকে রক্ষা

BanglaBook.org

করার চেষ্টা করছি। এখন ট্রেনে নেই আমি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। জোরে হাসছে কেউ, চেঁচাচ্ছে। সিঁড়িতে আমি এখন, ফুটপাতে, বিভ্রান্তিকর। আমার হৃদপিণ্ড লাফাচ্ছে খুব, এই লোকের আশেপাশেও থাকতে চাই না আমি।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, "এক্সিউজ মি!"

এত জোরে বলেছি যেন কামরার সবাই ঘুরে তাকায়, তবে তাকানোর মতো কেউ নেই এখানে। প্রায় খালি একটা বগি। যে কয়জন আছে তারা যেন খেয়ালও করলো না কিছু। লোকটা আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছে, অবাক হয়েছে খুব। একপাশে পা সরিয়ে আমাকে বের হওয়ার জায়গা করে দিলো।

"আপনাকে কষ্ট দিতে বলিনি কিছু," বলল সে, "দুঃখিত।"

তার থেকে যত দূরে সম্ভব হেটে গেলাম। আচমকা ব্রেক কষল ট্রেন, আরেকটু হলেই পা হড়কেছিলো। লোকজন মুখ তুলে তাকাচ্ছে আমার দিকে। দ্রুত ওই বগি থেকে বের হয়ে পরের বগিতে ঢুকে পড়লাম। একটার পর একটা বগি পার হতে থাকলাম। ট্রেনের শেষ প্রান্তে পৌছে থামলাম, দম ফুরিয়ে গেছে। কোন এক কারণে আমার ভয় করছে এখন, ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারবো না। কি ঘটেছিলো একটু আগে আমি জানি না, শুধু বলতে পারি, আতঙ্ক আর দ্বিধা পরিষ্কার অনুভব করতে পেরেছিলাম। যেন ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে গেছিলো কোন এক সময়, আমার স্নায়ুগুলো রিপ্লে করেছে সেই অনুভূতি।

এক সময় বসলাম, তবে যেদিক থেকে এসেছি সেদিকে মুখ করে। লোকটা এলে যেন আগেভাগে দেখতে পাই। হাতের তালু চোখে চেপে ধরে মনযোগ দেওয়ার চেষ্টা করলাম। মনে করার চেষ্টা করছি, যা দেখেছিলাম সব মনে করার চেষ্টা করছি। সেই সাথে মদ খাওয়ার অভ্যাস থাকার জন্য নিজেকে অভিশাপ দিচ্ছি। আমার মাথা ঠিক থাকতো যদি তখন!

চোখ বন্ধ এখন। অন্ধকারের মধ্যে যেন কিছু দেখতে পাচ্ছি। এক লোক আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। না, একজন মহিলা। নীল পোশাক। অ্যানা।

মাথার মধ্যে রক্ত দপ দপ করছে, বুকের ভেতরে ফেঁটে পড়ছে হৃদপিণ্ড। যা দেখছি তা কি আসলেই ঘটেছিলো, নাকি শুধুই কল্পনা? জোরে চোখ চেপে ধরলাম, আবারও দেখার চেষ্টা করছি। হলো না। চলে গেছে দৃশ্যটা।

BanglaBook.org

অ্যানা

• • •

শনিবার, ৩রা আগস্ট, ২০১৩

সন্ধ্যা

আর্মির এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে টম। ইভি ঘুমাচ্ছে আর আমি বসে আছি রান্নাঘরে। এই গরমের মধ্যেও দরজা-জানালা লাগানো। বৃষ্টি থামার পর থেকে আবহাওয়া বদ্ধ হয়ে এসেছে।

একঘেয়েমির শিকার আমি, করার মতো কিছুই দেখছি না। শপিংয়ে যেতে পারি। তবে ইভি শপিং পছন্দ করে না। বিরক্ত করা শুরু করে, আর আমি ক্লান্ত হয়ে যাই। বাড়ির মধ্যেই থাকার সিদ্ধান্ত নিলাম। টেলিভিশন দেখা বা খবরের কাগজ পড়া সম্ভব না। মেগানের ওই চেহারা দেখতে চাই না আমি। চিন্তা করতে চাই না ব্যাপারটা নিয়ে।

কিভাবে সম্ভব? মাত্র চার ঘর দূরে দাঁড়িয়ে চিন্তা না করা কিভাবে সম্ভব?

ফোন করে বান্ধবিদের খবর নিলাম, কারও সাথে ঘুরতে যাওয়ার উপায় আছে কি-না জানতে চাইলাম। না, সবারই নিজের নিজের প্ল্যান আছে। এমন কি আমার বোনকেও ফোন করলাম। এর তো আরও ব্যস্ততা, মনে হয় এক সপ্তাহ আগে ফোন করে তাকে বুক করা উচিত ছিলো আমার। আমাকে শুধু বলল, ইভির সাথে ঘুরতে যেতে পারবে না সে। ঘুম থেকে মাত্র উঠেছে মাত্র, আর ঘুমাতে যাওয়ার আগে মদ ভালোই খেয়েছিলো। যৌক্তিক কথা। তবে ঈর্ষায় ছেয়ে গেলো আমার মন।

সেইসব অলস শনিবারগুলো খুব মিস করছি আমি। অলসভঙ্গিতে সোফায় শুয়ে গতকালের ক্লাব থেকে বের হওয়ার স্মৃতি মনে করার চেষ্টা করা।

বোকার মতো একটা ভাবনা অবশ্য। তারচেয়ে কয়েক লাখ গুণ ভালো অবস্থায় আছি আমি, কয়েক লাখ গুণ ভালো সময় কাটাচ্ছি। এই জীবনটা অর্জন করার জন্য আত্মত্যাগ করতে হয়েছে আমাকে। এখন শুধু ধরে রাখতে হবে। সুতরাং গরমে হাঁসফাঁস করতে করতে বাড়িতে বসে রইলাম। মেগানের ব্যাপারে ভাবতে চাচ্ছি না। প্রতিবার কোন শব্দ কানে এলেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছি, জানালার পাশ দিয়ে কোন ছায়া হেটে গেলেই আঁতকে উঠছি। অসহ্য!

একটা ব্যাপার ভুলে যেতে পারছি না কোনভাবেই। মেগানের নিখোঁজ হওয়ার রাতে এখানে ছিলো র‍্যাচেল। এদিক ওদিক হোঁচট খাচ্ছিলো, মেজাজ ছিলো তুঙ্গে, তারপর স্রেফ উধাও হয়ে যায়। টম কয়েক ঘণ্টা ধরে খুঁজেও পায়নি তাকে। কি করছিলো সে?

BanglaBook.org

র‍্যাচেল আর মেগান হিপওয়েলের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। র‍্যাচেলকে হিপওয়েলদের বাড়ি থেকে বের হতে দেখে ডিটেক্টিভ রাইলির সাথে কথা বলেছিলাম এ নিয়ে। তিনি বলেছেন, "আরে, ওটা কিচ্ছু না। নাক গলানো স্বভাব তার। একাকি মানুষ তো, কোন কিছুতে অবদান রাখার জন্য মরিয়া হয়ে আছে।"

হয়তো ঠিকই বলেছেন তিনি। কিন্তু আমার বাড়িতে এসে আমার বাচ্চাকে তুলে নিয়ে গেছিলো সে। ইভিকে নিয়ে বেড়ার দিকে যাচ্ছিলো যখন, যে ভয়টা পেয়েছিলাম তা-ও পরিস্কার মনে আছে। ভুলতে পারিনি র‍্যাচেলের সেই ভয়ানক হাসি, হিপওয়েলের বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় যেটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলো সে। ডিটেক্টিভ রাইলি জানেন না র‍্যাচেল কি বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

র‍্যাচেল

• • •

রবিবার, ৪ঠা আগস্ট, ২০১৩

সকাল

আজ সকালে দেখা দুঃস্বপ্নটা অন্যরকম। স্বপ্নের মধ্যে কোন একটা খারাপ কাজ করেছিলাম আমি, শুধু জানতে পারলাম না কাজটা কি। এতটুকু বুঝতে পারলাম, ওটার ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব নয়। এতটুকু বুঝতে পারলাম, টম আমাকে ঘৃণা করে এখন। আমার সাথে কথা বলবে না সে, সবাইকে বলে দিলো আমি কি জঘন্য একটা কাজই না করেছি! সবাই আমার বিরুদ্ধে লেগে গেলো তারপর। পুরনো সহকর্মি, আমার বন্ধুরা, এমন কি মা পর্যন্ত বিতৃষ্ণা আর অবজ্ঞা নিয়ে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। একটা মানুষও আমার কথা শুনলো না।

আমি যে কতোটা দুঃখিত সেটাও বলার সুযোগ দিলো না কেউ। অসহ্যরকমের অপরাধি মনে হলো নিজেকে। শুধু মনে করতে পারলাম না অন্যায়টা করেছি কি!

ঘুম ভাঙার পর মনে হলো পুরনো কোন স্মৃতির পুণরাবৃত্তি ছিলো ওই স্বপ্ন।

গতকাল ট্রেন থেকে নেমে আসার পর অ্যাশবুরি স্টেশনের কাছে পনেরো-বিশ মিনিট ধরে হেটেছি। লালচুলো লোকটা আমার পিছু নিয়ে নেমে আসে কি-না সেদিকে লক্ষ্য রেখেছিলাম। তার কোন চিহ্ন দেখলাম না। আমার মন অবশ্য বলছিলো তাকে কোন কারণে দেখতে পাইনি, তবে আমার পেছনে পেছনে নেমেছে ঠিকই। সে মুহূর্তে দৌড়ে বাড়ি ফিরে টমকে দেখতে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে গেছিলাম। অথবা, আর যে কাউকে দেখার জন্য।

বাড়ি ফেরার পথে মদের দোকানে একবার থামলাম।

ফ্ল্যাটে কেউ নেই, দেখে মনে হলো পরিত্যক্ত কোন বাড়ি। ক্যাথিকে একটুর জন্য মিস করলাম এমন মনে হলো। কাউন্টারে একটা কাগজ পাওয়া গেলো অবশ্য, ওতে ক্যাথি লিখেছে দুপুরে খাওয়ার জন্য ডেমিয়েনের সাথে বের হচ্ছে সে, রবিবারের আগে ফিরবে না। ক্লান্ত আর ভীত লাগলো নিজেকে। ঘর থেকে ঘরে হেটে বেড়ালাম, জিনিসপত্র তুলে নিলাম, নামিয়ে রাখলাম। মনে হচ্ছিলো খারাপ কিছু ঘটেছে এখানে, পরে বুঝলাম সবই আমার নিছক কল্পনা।

তারপরও কানের কাছে নিস্তব্ধতা খুব জোরে বাজছে, মনে হচ্ছে কয়েকটি কণ্ঠ কথা বলছে কানে কানে। এক গ্লাস ওয়াইন খেলাম, তারপর আরেক গ্লাস, তারপর ফোন দিলাম স্কটকে। সরাসরি ভয়েস মেইলে চলে গেলো ফোনকল, আগের জীবনে রেকর্ড করা স্কটের গলা পাওয়া গেলো ওতে। তখনও মেগান তার জীবনে ছিলো!

কয়েক মিনিট পর আরও একবার ফোন করলাম। ফোন ধরা হলো এবার, তবে অপর পাশটা নিশ্চুপ।

BanglaBook.org

"হ্যালো?"

"কে বলছেন?"

"র‍্যাচেল।" বললাম তাকে, "র‍্যাচেল ওয়াটসন।"

"ওহ," পেছনে দুটো কণ্ঠ শোনা গেলো এবার। তার মা খুব সম্ভবত।

"তোমার কল ধরতে পারিনি আমি।"

"না না। আমি কি তোমাকে ফোন করেছিলাম? ওহ, ভুল করে তাহলে।" অস্থির শোনালো তার গলা, "না, ওখানে রাখলেই চলবে।"

এক মুহূর্ত লেগে গেলো কথাটা বুঝতে। আমার সঙ্গে নয়, আর কাউকে বলেছে শেষ বাক্যটা।

"আমি খুব দুঃখিত..."

"হ্যা।" স্থির কণ্ঠে বলল সে।

"...খুবই দুঃখিত।"

"ধন্যবাদ।"

"আমার সাথে কথা বলতে চাও তুমি?"

"না, ভুল করে ফোন করেছিলাম তোমাকে।" এবার আরও দৃঢ় শোনালো তার গলা।

"ওহ্।"

পরিষ্কার বুঝলাম, ফোন রেখে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে আছে একদম। আমি জানি ওকে ওর পরিবারের সাথে থাকতে দেওয়া উচিত আমার। ওদের সাথে শোকটা সামলে নিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু পারলাম না, পারছিলাম না।

"অ্যানাকে চেনো তুমি?" জানতে চাইলাম, "অ্যানা ওয়াটসনকে?"

"কে? মানে তোমার এক্স-হাজব্যান্ডের স্ত্রির কথা বলছো?"

"হ্যা।"

পরমুহূর্তেই কথাটা পাল্টে ফেললাম, "না, মানে ঠিক তা নয়, মেগান...মেগান তার হয়ে কয়েকদিন বেবিসিটিং করেছিলো। গত বছরে।"

"এটা জানতে চাইছো কেন?"

আমি নিজেও ঠিক জানি না কেন জানতে চাইলাম।

"আমাদের কি দেখা করা সম্ভব? কিছু ব্যাপারে কথা আছে।"

"কোন্ ব্যাপারে?" মনে হলো রেগে গেছে সে, "কথা বলার জন্য ভালো কোন সময় না এটা। বাড়ি ভর্তি মানুষ এখন। কালকে? কাল বিকেলে আসো বাসায়।"

সন্ধ্যা

শেভ করতে গিয়ে গাল কেটে ফেলেছে সে। রক্ত লেগে আছে গাল আর কলারে। চুল

BanglaBook.org

ভেজা, সাবান আর আফটারশেভের ঘ্রাণ আসছে তার শরীর থেকে। আমাকে দেখে একপাশে সরে ঢোকার জায়গা করে দিলো শুধু। কিছু বলল না।

বাড়ির ভেতরটা অন্ধকার, গুমোট। লিভিংরুমের জানালার শার্সি লাগানো, বাগানের দিকের ফ্রেঞ্চ ডোরে পর্দা দেয়া। রান্নাঘরের তাকে অনেকগুলো কৌটা দেখা গেলো।

"সবাই খাবার নিয়ে আসে খালি।" স্কট বলল। টেবিলের দিকে ইঙ্গিতে বসতে বলল সে। নিজে অবশ্য দাঁড়িয়ে আছে। দু-পাশে হাত ঝুলছে আলগোছে।

"আমাকে একটা কিছু বলতে চেয়েছিলে তুমি?"

দেখে মনে হলো অটোপাইলটে রাখা কোন বিমান সে। আমার দিকে সরাসরি তাকালোও না। পরাজিত মনে হচ্ছে তাকে দেখে।

"আমি আসলে অ্যানা ওয়াটসনকে নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করতে এসেছিলাম, ঠিক কোন প্রসঙ্গে তা আমি নিশ্চিত নই। মেগানের সাথে তার কেমন সম্পর্ক ছিলো? ভালো?"

ভ্রু কুঁচকে গেলো তার, সামনের চেয়ারের ওপর হাত রাখলো, "না...মানে, একে অন্যকে অপছন্দ করতো না ঠিক। তবে খুব ঘনিষ্ঠও ছিলো না তারা। কেন জানতে চাইছেন?"

সত্য কথাই বলতে হবে আমাকে।

"আমি ওকে দেখেছিলাম। স্টেশনের বাইরের আন্ডারপাসে দেখেছিলাম ওকে। মানে, যে রাতে মেগান হারিয়ে গেলো।"

দু-পাশে মাথা নেড়ে আমার কথা বোঝার চেষ্টা করলো সে, "সরি? তুমি ওকে দেখেছো মানে? কোথায় ছিলে সে-রাতে তুমি?"

"আমি এখানেই ছিলাম। যাচ্ছিলাম...মানে, টমের সাথে দেখা করতে যাচ্ছিলাম।"

শক্ত করে দুই চোখ বন্ধ করলো সে, "এক মিনিট। তুমি এখানে ছিলে আর অ্যানা ওয়াটসনকে দেখেছো, তাই তো? আর? এখান থেকে মাত্র কয়েক দরজা পরেই অ্যানা থাকে। তাকে এই এলাকায় দেখাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। তাছাড়া তথ্য গোপনও করেনি সে। সাতটার দিকে স্টেশনের দিকে যাওয়ার কথা বলেছে পুলিশকে। বলেছে, মেগানকে দেখেনি সে।" পরিস্কার বুঝলাম ধৈর্য হারাচ্ছে সে। শক্ত করে ধরেছে চেয়ার, "ঠিক কি বলতে চাইছো তাহলে?"

"মদ খেয়েছিলাম সে-রাতে।" বলতে গিয়ে লজ্জায় লাল হয়ে গেলো আমার মুখ, "ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু আমার একটা অনুভূতি হচ্ছে যে–"

দু-হাত ওপরে তুললো স্কট, "যথেষ্ট হয়েছে। আর কিছু শুনতে চাইছি না আমি। তোমার সাথে তোমার এক্স-হাজব্যান্ড আর তার বউয়ের সমস্যা আছে, এটা তো স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। কিন্তু আমার কিছুই করার নেই এতে। তোমাদের সাংসারিক

BanglaBook.org

ঝামেলাতে মেগানেরও কোন সংশ্লিষ্টটা ছিলো না, তাই না? গড, তোমার কি লজ্জা করে না? আমি কিসের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি, তোমার কি কোন ধারণা আছে? আজ সকালেও পুলিশ আমাকে জেরা করেছে।" এত জোরে চেয়ারটা ধরেছে সে এখন, আমার ভয় হলো ভেঙেই না যায়!

"তোমার জীবনটা সুখের নয়, সেজন্যে আমি দুঃখিত," বলে চলল সে, "কিন্তু আমার এখনকার জীবনের তুলনায় তুমি মহাশান্তিতে আছো, বিশ্বাস করো।" মুখ ঘুরিয়ে দরজার দিকে দেখিয়ে দিলো সে।

উঠে দাঁড়ালাম। বোকা বোকা লাগছে নিজেকে। লজ্জিতও মনে হচ্ছে, "আমি সাহায্য করতে চেয়েছিলাম, আমি–"

"তুমি কিছুই করতে পারবে না, কোন সাহায্যে আসতে পারবে না তুমি। কেউই পারবে না। আমার স্ত্রি মারা গেছে, আর পুলিশ মনে করছে আমি তাকে খুন করেছি–" গলা চড়ছে তার, গালে রঙ জমেছে, "তারা মনে করছে খুনটা আমি করেছি"

"কিন্তু কামাল আবদিক..."

রান্নাঘরের দেওয়ালের সাথে প্রচণ্ড জোরে বাড়ি খেলো চেয়ারটা। একটা পা ভেঙে গিয়ে ছিটকে পড়লো। আতঙ্কের পিছিয়ে গেলাম আমি। তবে নড়লোও না স্কট। শরীরের পেছনে হাত বেঁধেছে, মুষ্টিবদ্ধ করে রেখেছে। চামড়ার নিচে তার রগগুলো দেখতে পাচ্ছি পরিস্কার।

"কামাল আবদিক," বলল সে, দাঁতে দাঁতে চেপে ধরেছে, "এখন আর কোন সাসপেক্ট না।" স্থির কণ্ঠে কথাগুলো বলছে, তবে বোঝা যাচ্ছে নিজেকে শান্ত রাখার জন্য লড়ছে সে। তার ভেতর থেকে কেঁপে কেঁপে বের হচ্ছে রাগ। সামনের দরজা দিয়ে বের হয়ে যেতে পারলে খুশি হতাম আমি, কিন্তু সেটা সম্ভব না। আমার পথেই দাঁড়িয়ে আছে সে। বাতির ঠিক সামনে, ঘরটা অন্ধকার করে দিয়েছে একেবারে।

"সে কি বলেছে, জানো?" ঘুরে দাঁড়িয়ে চেয়ারটা তুলে আনতে গেলো।

আমি অবশ্যই জানি না। কিন্তু মনে হলো আমার উদ্দেশ্যে বলা হয়নি কথাটা। নিজের সাথে কথা বলছে স্কট।

"কামালের কাছে গল্পের কোন অভাব নেই। সে বলেছে, মেগান অসুখি ছিলো। আমি প্রতিহিংসাপরায়ন এক লোক, বউকে মাত্রাতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা একজন স্বামি। একজন–কী যেন বলল সে–ইমোশনাল অ্যাবিউজার!" বিরক্তির চোটে থুতুর সাথে বের করে আনলো শব্দ দুটো, "কামাল বলেছে, মেগান আমাকে ভয় পেতো!"

"কিন্তু ও–"

"ও একাই না। ওর বান্ধবি টেরা, সে বলেছে মাঝে মাঝেই মেগান তার কাছে কাভার চাইতো। মেগান তাকে তার অবস্থান সম্পর্কে আমাকে মিথ্যে তথ্য সরবরাহ

BanglaBook.org

করতো ওই মহিলাকে ব্যবহার করে। কোথায় আছে কি করছে এগুলো যাতে আমি জানতে না পারি। জেলে ঢুকতে বেশি দেরি নাই আমার।"

ভাঙা চেয়ারে একটা লাথি দিয়ে সরিয়ে রাখলো সে। বাকি তিনটি ভালো চেয়ারের একটাতে বসলো। এক পা থেকে আরেক পায়ের ওপর ভর চাপালাম। থাকবো কি চলে যাবো বুঝতে পারছি না।

আবারও কথা বলতে শুরু করেছে সে। এতেঠই নিচু কণ্ঠে, শুনতে পেলাম না বললেই চলে। "ফোনটা তার পকেটে ছিলো।" এক পা এগিয়ে গেলাম তার দিকে, "শেষ মেসেজটা আমার কাছ থেকে পেয়েছিলো সে। ওখানে লেখা ছিলো : জাহান্নামে যাও, মিথ্যুক হারামজাদি!"

বুকের কাছে চোয়াল ঝুলে পড়েছে তার। কাঁধ দুটো কাঁপছে। ওকে স্পর্শ করার মতো কাছে চলে এসেছি আমি। হাত তুললাম, কাঁপছি নিজেও, আলতো করে ওর ঘাড়ে রাখলাম আমার হাত। কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমার হাতটা সরিয়ে দিলো না সে।

"আমি দুঃখিত," মন থেকে বললাম কথাটা। যথেষ্ট ধাক্কা খেয়েছি অবশ্য, স্কট মেগানকে এমন মেসেজ দিতে পারে এ আমার চিন্তার বাইরে ছিলো। তবে ভালোবাসার মানুষটাকে রাগের মাথায় আজেবাজে বলা হয়, এটা তো আমার অভিজ্ঞতাতেই আছে।

"একটা টেক্সট মেসেজ? এটা নিশ্চয় যথেষ্ট নয়?" বললাম তাকে।

"যথেষ্ট না, তাই তো?" সোজা হয়ে বসলো, কাঁধ ঝাঁকিয়ে আমার হাত নামিয়ে দিলো ঘাড় থেকে। হেটে তার সামনে এলাম, টেবিলের অন্যপাশে বসেছি। "আমার তো মোটিভও আছে। আমি ঠিক...আমি সময়মতো তাকে ফোন করিনি। সারারাত পার করে সকালে আমার মাথায় দুশ্চিন্তা এসেছে, এটাই আমার দোষ। আমার দোষ, সারারাত আমি তাকে খুঁজতে বের হইনি।" তিক্ত একটা হাসি হাসলো সে, "তার ওপর আমার অ্যাবিউসিভ আচরণ তো আছেই, ডাক্তার কামাল আবদিকের জন্য হাততালি হবে।"

এবার আমার দিকে সরাসরি তাকালো সে, "তুমি! তুমি ওদের ভুল প্রমাণ করতে পারো। পুলিশের সাথে কথা বলতে পারো তুমি, বলতে পারো যে কামাল আবদিক মিথ্যে বলছে। তোমার নিজ চোখে দেখা দৃশ্যটা আরেকবার ওদের বলে আসতে পারো। বলতে পারো, আমরা সুখি ছিলাম..."

আতঙ্ক আমার বুকে চেপে বসলো এবার, পরিষ্কার অনুভব করলাম। ও আমাকে বিশ্বাস করছে। আমার ওপর আশা-ভরসা করছে। আর আমি তাকে আরেকটা মিথ্যা ছাড়া কিছুই দিতে পারবো না। ডিটেক্টিভরা জানে আমি মেগানের পরিচিত কোন বান্ধবি নই। সম্পূর্ণ অচেনা একজন আধ-পাগলি মহিলা!

"ওরা আমাকে বিশ্বাস করবে না," বললাম, "তাদের চোখে আমি অনির্ভরযোগ্য একজন প্রত্যক্ষদর্শি।"

BanglaBook.org

নীরবতায় ঘরটা ভরে গেলো। ফ্রেঞ্চ ডোরের কাছে একটা মাছি রাগতভাবে গুণগুণ করছে। তার পাখার শব্দ কানে বাজলো খুব। চেয়ার পেছনে ঠেললাম, টাইল্‌সের ওপর চেয়ারের পা ঘষা খেয়ে শব্দ হলো। মুখ তুলে তাকালো সে।

"তুমি ওখানে ছিলে।" পনেরো মিনিট আগে তাকে বলা কথাটা আবারও বলল সে। এতক্ষণে যেন মাথায় ঢুকেছে কথাটা। "মেগান যে রাতে হারিয়ে গেছিলো সেদিন উইটনিতে ছিলে তুমি?"

কানের কাছে ঝাঁ ঝাঁ করছে, ওর কথাই শুনতে পাচ্ছি না ঠিকমতো। মাথা দোলালাম শুধু।

"তাহলে পুলিশকে কেন বললে না সেটা?"

"বলেছিলাম তো, এখানে ছিলাম সেটা বলেছিলাম আমি তাদের। কিন্তু কিছু দেখিনি তখন, কিছু মনেও করতে পারছিলাম না।"

দাঁড়ালো স্কট, ফ্রেঞ্চ ডোরের কাছে গিয়ে পর্দা সরিয়ে দিলো। সূর্যের ঝলমলে আলো ছড়িয়ে গেলো ঘরের ভেতরে। আমার দিকে উল্টো ঘুরে বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকলো সে।

"মাতাল ছিলে তুমি।" বিবৃতি দেওয়ার মতো বলল, "তবে তোমার কিছু না কিছু তো মনে আছেই, তাই না? সেজন্যই বার বার এখানে ফিরে আসছো।"

এমনভাবে কথাটা বলল যেন এটা কোন চিরন্তন সত্য, প্রশ্ন নয়, সন্দেহ নয়, তত্ত্ব নয়, এটা সে সঠিক বলেই ধরে নিয়েছে।

"তুমি কি কামালের গাড়িটা দেখেছিলে সেদিন?" আমার দিকে তাকালো সে, "চিন্তা করো, নীল রঙের একটা ভক্সহল কোরসা। দেখেছিলে ওটাকে?"

দু-পাশে মাথা নাড়লাম।

"এভাবে বাতিল করে দিও না সম্ভাবনাটা, সত্যি ভাবো, চিন্তা করো, মনে করার চেষ্টা করো। তুমি অ্যানা ওয়াটসনকে দেখেছো, সেটা কোন অর্থ বহন করে না। তুমি দেখেছো...উফ্, কিছু একটা তো দেখেছোই...কি সেটা?"

সূর্যের আলোর দিকে তাকিয়ে থেকে মরিয়ার মতো মনে করার চেষ্টা করলাম কি দেখেছি, কিন্তু কিছু এলো না মাথায়। বাস্তব কোন স্মৃতি, জোরে বলার মতো কোন দৃশ্য এলো না সামনে। একটা ঝগড়ার মাঝে পড়ে গেছিলাম, অথবা একটা ঝগড়া হচ্ছিলো কোথাও, দেখছিলাম আমি। এমন কিছু ঘটেছিলো সে-রাতে এটা নিশ্চিত।

স্টেশনের ধাপে পা হড়কেছিলাম, লালচুলো একজন আমাকে সাহায্য করেছিলো সেখানে। মনে হয়েছিলো আমার সাথে ভালো ব্যবহারও করেছিলো সে। পরবর্তিতে অবশ্য আমাকে ভয় পাইয়েও দিয়েছিলো।

আমি জানি আমার ঠোঁটে আর মাথায় কাটা দাগ আছে। হাতে আছে কালশিটে। আমার মনে পড়ে আন্ডারপাসে পা রেখেছিলাম আমি, অন্ধকার ছিলো ভেতরটা।

BanglaBook.org

আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম। বিভ্রান্ত। শুনেছিলাম, কেউ একজন মেগানের নাম ধরে ডাকছিলো ওখানে।

না, ওটা একটা স্বপ্ন। বাস্তব ছিলো না। রক্ত দেখেছিলাম বলে মনে পড়ে। আমার মাথায় রক্ত, হাতে রক্ত। অ্যানাকে দেখেছিলাম। টমকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কামাল, স্কট বা মেগানকেও না।

আমার দিকে তাকিয়ে আছে ও, কিছু একটা শোনার অপেক্ষায় আছে। কোন ধরণের আশা পেতে মরিয়া হয়ে আছে সে। কিন্তু আমার কাছে যে দেওয়ার মতো কিছুই নেই।

"ওই রাতটা..." বলল সে, "...হলো পুরো ঘটনার মূলচাবিকাঠি।"

টেবিলে ফিরে এসে বসলো সে, তুলনামূলকভাবে আমার কাছে। জানালার দিকে পিঠ দিয়েছে। কপাল আর ওপরের ঠোঁটের ওপর হাল্কা ঘাম জমেছে, জ্বরের রোগিদের মতো শিহরিত হয়ে উঠলো সে।

"তখনই ঘটেছে সবকিছু। অন্তত তাদের ধারণা তখনই ঘটেছে কিন্তু নিশ্চিত কিভাবে হচ্ছে তারা..." কথা শেষ না করেই থেমে গেলো স্কট। "তবে তাদের ধারণা ওই রাতেই অথবা পরের দিন সকালে–"

আরও একবার অটোপাইলট মুডে চলে গেছে সে। ঘরের সাথে কথা বলছে, আমার সাথে না। চুপচাপ বসে বসে শুনলাম, ঘরটাকে সে তার মতামত জানাচ্ছে। ডাক্তার বলেছে মাথায় আঘাত পাওয়ার কারণেই মৃত্যু হয়েছে মেগানের। মাথার অনেকগুলো হাঁড় ভেঙে গেছে তার, কোন ধরণের যৌন নির্যাতনের চিহ্ন নেই। অন্তত তারা এমন কোন লক্ষণ বের করতে পারেনি। মাথাটা বিকৃত হয়ে গেছিলো অনেকটাই।

নিজের মধ্যে ফিরে এসে আমার দিকে তাকালো সে। চোখের মধ্যে ভীতি আর মরিয়াভাব।

"কিছু যদি মনে করতে পারো," বলল সে, "আমাকে সাহায্য করতে হবে তোমার, প্লিজ। মনে করার চেষ্টা করো, র‍্যাচেল!"

ওর মুখে আমার নাম শুনে পেটের কাছে গিঁট পাকিয়ে গেলো যেন। ভেঙে পড়ার মতো অনুভূতি হলো আমার।

ট্রেনে করে বাড়ি ফেরার পথে তার কথাগুলো মনে করার চেষ্টা করলাম। সত্যি কথা বলেছে সে, কিছু একটা আমার স্মৃতিতে বেঁচে আছে? গুরুত্বপূর্ণ কিছু? এজন্যই কি বিষয়টা এড়িয়ে যেতে পারছি না আমি? কোন এক ভয়ঙ্কর তথ্য কি আমার মাথায় রয়ে গেছে? এটাকে বের করার জন্যই মরিয়া হয়ে আছি?

আমি জানি স্কটের জন্য কিছু একটা অনুভব করি আমি। ঠিক ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না এই অনুভূতি, তবে এসব অনুভব করা আমার জন্য উচিত নয়। কিন্তু যদি তার চেয়েও বড় ব্যাপার থাকে? যদি কোন কিছু আমার মনে আটকে থাকে,

BanglaBook.org

তাহলে? কারও সাহায্য ছাড়া বের করা সম্ভব হবে না সে তথ্য। আমার দরকার সাহায্য। প্রফেশনাল কারও।

কামাল আবদিকের মতো কারও!

বুধবার, ৬ই আগস্ট, ২০১৩
সকাল

রাতে ঘুমাতে পারলাম না বললেই চলে। সারারাত চিন্তা করেছি, বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এনেছি মনের মধ্যে। বোকার মতো কাজ হচ্ছে না তো? অর্থহীন আর বেপরোয়া? বিপজ্জনক কোন কাজ?

আমি জানি আমি কি করছি। গতকাল সকালেই ড. কামাল আবদিকের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ফেলেছি। তার সার্জারিতে ফোন করে রিসিপশনিশটের সাথে কথা বলেছি। কামালের নাম ধরে চেয়েছিলাম তার সাথে কথা বলতে। আমার কল্পনাও হতে পারে, তবে মনে হলো চমকেছে মেয়েটা। আমাকে পরের দিন সাড়ে চারটার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হলো। এত দ্রুত? আমার বুকের ভেতর জোরে স্পন্দিত হচ্ছে হৃদপিণ্ডটা।

তাকে বললাম, আগামিকাল চারটায় হলে তো খুবই ভালো হয়। ভালো কিছু হচ্ছিলো না অবশ্য। ৭৫ ইউরো যাবে এক সেশনে। মায়ের দেওয়া ৩০০ ইউরো বেশিদিন চলবে না বলেই তো মনে হচ্ছে।

অ্যাপয়েন্টমেন্টটা করে ফেলার পর থেকে আর কিছু নিয়ে চিন্তা করতে পারলাম না। ভয় করছিলো আমার, তবে উত্তেজনাও কম হচ্ছিলো না। কামালের সঙ্গে দেখা করার আইডিয়াটা যে শিহরণ জাগানোর মতো, মনে হচ্ছিলো তা আমি অস্বীকার করবো না। কারণ, সব কিছু তার থেকেই শুরু হয়েছিলো। আমার জীবনের পরিবর্তনের শুরুও সেখান থেকে। তার সাথে মেগানকে অন্তরঙ্গভাবে দেখে ফেলার পর থেকে।

তাছাড়া তার সাথে দেখা করা আসলেই দরকার। পুলিশের সম্পূর্ণ মনোযোগ এখন স্কটের দিকে। পুলিশ মুখ খুলছে না, তবে ইন্টারনেটে ছবি আসছে। গতকালও স্কট তার মাকে সাথে করে পুলিশ স্টেশনে গেছে। খুব টাইট করে পরেছিলো টাই, মনে হচ্ছিলো দম না নিতে পেরেই মারা যাবে সে।

সবাই চোখ রাখছে এসব খবরের ওপর। খবরের কাগজওয়ালারা বলছে পুলিশ গত কয়েকদিনের মধ্যেই একবার সামান্য তথ্যের ওপর ভিত্তি করে একজনকে অ্যারেস্ট করে বহুল সমালোচিত হয়েছিলো, তাই এবার স্কটকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না। জঘন্য সব তত্ত্ব দিচ্ছে পত্রিকাগুলো।

স্কটের চোখে পানিসহ একটা ছবি ছাপালো তারা। 'মেগানের দেখা কেউ পেয়ে

BanglaBook.org

থাকলে যেন জানানো হয়' এমন এক মর্মস্পর্শি আবেদন করছে সে টিভিতে। এরপর আর যত সব খুনিরা তাদের স্ত্রিকে খুন করার পর টিভির সামনে এসে আকুল আবেদন জানানোর অভিনয় করেছিলো, তাদের ছবি ছাপানো হয়েছে একে একে। আশা করলাম স্কটের চোখে এসব পড়বে না। একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে বেচারা।

কাজেই, বোকাই হই আর বেপরোয়া, কামাল আবদিকের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি আমি। তাছাড়া টেলিভিশন-পত্রিকার সব দর্শক, পাঠকের সাথে আমার একটা পার্থক্য আছে। স্কটকে আমি সামনাসামনি দেখেছি। ওকে স্পর্শ করার মতো কাছেও গেছি। আমি জানি সে কি। আর যাই হোক সে, খুনি নয়।

সন্ধ্যা

করলি স্টেশনের সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময়ও আমার পা দুটো কাঁপছিলো। গত কয়েক ঘণ্টা ধরেই হচ্ছে এমন। অ্যাড্রেনালিন দায়ি হতে পারে। আমার হৃৎস্পন্দন কমছেই না। ট্রেনের কামরাটা একেবারে ঠেসে গেছে যাত্রিতে। বসার উপায় নেই আপাতত, ইউস্টনে পৌছে হয়তো চেষ্টা করা যাবে। দাঁড়িয়েই থাকতে হলো আমাকে, বগির ঠিক মাঝখানে। ঘামের বাক্স হয়ে গেছে জায়গাটা। ধীরে ধীরে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করলাম, চোখ চলে গেছে নিজেরই পায়ের দিকে। অনুভূতিগুলোকে আলাদা করে ধরার চেষ্টা করে দেখা যাক।

বিজয়ের আনন্দ, ভীতি, দ্বিধা আর অপরাধবোধ। অপরাধবোধের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। এটা অবশ্য আশা করিনি।

প্র্যাকটিসে পৌছাতে পৌছাতে মনের অবস্থাকে চরমতম আতঙ্কে নিয়ে এলাম। মনে হচ্ছিলো আমার দিকে একবার তাকিয়েই সে বুঝে যাবে। বুঝে যাবে যে আমিও জানি। আমি একজন হুমকি তার জন্য।

আতঙ্ক, তাকে ভুল কিছু বলে ফেলার। মেগানের নাম উচ্চারণ করা থেকে বিরত থাকতে পারবো না হয়তো শেষ পর্যন্ত।

ডাক্তারের ওয়েটিং রুমে এসে পা রাখলাম। মাঝবয়সি একজন রিসেপশনিস্ট আছে ওখানে বসা। আমার দিকে ঠিকমতো না তাকিয়েই বর্ণনা টুকে নিলো সে। ফ্যাশন ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে কাঁপা হাতে পাতা ওল্টাতে থাকলাম। সামনে যে কাজটা আছে সেটার ওপর মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করলাম। মাঝে মাঝে অন্যান্য রোগিদের মতো একঘেয়েমির শিকার হওয়ার ছাপ মুখে ফুটিয়ে ফেললাম।

আর দু-জন ছিলো ঘরে। বছর বিশের এক যুবক, ফোনে কিছু একটা পড়ছে সে। বুড়ি এক মহিলা, পায়ের পাতার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। একবারও মুখ তুলে তাকালো না। তার নাম আসতেই অথর্বের মতো উঠে দাঁড়িয়ে ভেতরে চলে গেলো। পুরনো রোগি হয়তো, জানে সে কোথায় যাচ্ছে।

BanglaBook.org

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করলাম, দশ মিনিট, তারপর মনে হলো আমার নিঃশ্বাস গলার কাছে আটকে গেছে। ঘরটা গরম আর বায়ুশূন্য লাগলো। ফুসফুসে যথেষ্ট অক্সিজেন নেই যেন। মনে হচ্ছিলো অজ্ঞান হয়ে যাবো।

তখনই দরজাটা খুলে গেলো। এক লোক বের হয়ে এলো ভেতর থেকে। তাকে পুরোপুরি দেখার আগেই চিনে ফেললাম। ঠিক যেভাবে চিনেছিলাম স্কটকে। এই লোককেই দেখেছি সেদিন। ছায়াটা চিনি আমি, লম্বা, ঢিলেঢালা, অবসন্নভাবে নড়ছে সে। এক হাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো।

"মিস ওয়াটসন?"

চোখ তুলে তার চোখ চোখ রাখলাম। মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ খেলে গেলো আমার। হাত ধরার সময় লক্ষ্য করলাম শক্ত আর উষ্ণ একটা হাত। বিশাল, আমার হাত ঢেকে গেলো তার মুঠোতে।

"প্লিজ।" তার অফিসের দিকে যাবার জন্য অনুরোধ করলো সে। তার পদক্ষেপ অনুসরণ করে অফিসে ঢুকে পড়লাম আমি। এরকম কাজ মেগানও করেছিলো হয়তো। এই মুহূর্তে তার বিপরীত দিকে যে চেয়ারে আমি বসছি, তাতে বসেছিলো মেগানও। হয়তো তার দিকেও একইভাবে মাথা দুলিয়ে বলেছিলো কামাল, "বেশ, তাহলে আজ কি নিয়ে কথা বলতে চান আপনি?"

তার সবকিছুর মধ্যেই উষ্ণতা ছড়িয়ে আছে। তার হাত, তার চোখ, তার কণ্ঠ। তার মুখের দিকে তাকিয়ে ক্লু খুঁজলাম, কোন চিহ্ন খুঁজলাম যাতে করে তার আড়ালে লুকিয়ে থাকা খুনি সত্তাটিকে আলাদা করে চিনতে পারি। যেই মানুষটা মেগানের মাথা ভেঙে দিয়েছিলো, যে লোকটা তার পরিবারের সবাইকে হারিয়ে বন্য হয়ে আছে, তাকে দেখার চেষ্টা করলাম। কেন যেন দেখতে পেলাম না তাকে।

কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গেলাম যে, ভয় পেয়েছিলাম। ভুলে গেলাম নিজের পরিচয়। তাকে এখন আর ভীতিজনক মনে হচ্ছে না। বড় করে ঢোক গিললাম, কি বলবো ঠিক করার চেষ্টা করছি। তাকে জানালাম চার বছর ধরে অ্যালকোহল নিয়ে ঝামেলায় আছি আমি। জানালাম আমার এই মদ খাওয়ার বাজে অভ্যাসের কারণে বিয়ে আর চাকরি দুটোই হারিয়েছি। স্বাস্থ্যের কথা নাই বা বললাম, তবে ভয়ে আছি মদ্যপানের জন্য কোন একদিন আমার মানসিক সুস্থতাও হারাতে হবে।

"আমি স্মৃতি হারিয়ে ফেলি," বললাম তাকে। "ব্ল্যাক আউট হয়ে যায়, কি করেছিলাম তা মনেই করতে পারি না তখন। কোথায় ছিলাম মনে করতে পারি না। মাঝে মাঝে মনে হয় কোন ভয়ঙ্কর কাজ করে ফেলেছি, কিন্তু ভুলে যাই। আর কেউ যদি বলে আমি অমুক কাজটা করেছি, তখন আমার মনে হয় সেটা সম্পূর্ণ অন্য কারও কথা বলা হচ্ছে। যে কাজটা করেছেন বলে আপনার মনে নেই সেটার দায়িত্ব তো আপনি নেবেন না, তাই না? আমার খারাপ লাগে, তবে খুব বেশি না। যে

BanglaBook.org

কাজগুলো স্মৃতিভ্রষ্টতা থেকে করেছি সব আমার থেকে যেন সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। যেন আমার ছিলোই না তারা কোনদিনও।"

প্রতিটা শব্দ সত্য বললাম তাকে। মাত্র কয়েক মিনিটের পরিচয়েই কথাগুলো কি সাবলীলভাবেই না বলে ফেললাম। কতদিন ধরে কাউকে কথাগুলো বলার জন্য অপেক্ষা করেছি আমি! কামাল আবদিক কোন বিশেষ মানুষ না যে, কাউকে বলার জন্যই মুখিয়ে ছিলাম আমি। যে শুনবে।

শুনলো সে, আমার দিক থেকে একবারও তার পীতরঙা চোখ সরে গেলো না। হাত দুটো ভাঁজ করে রেখেছে, স্থির। ঘরের দিকে তাকাচ্ছেও না, কোন নোটও লিখছে না সে। শুধুই শুনছে। আমার কথা শেষ হলে মাথা দোলাল একবার।

"করে ফেলা প্রতিটা কাজের দায় স্বীকার করে নিতে চান আপনি। কিন্তু যে কাজের কথা মনেই করতে পারছেন না তার দায়িত্ব নিতে আপনার মন সায় দিচ্ছে না। এই তো?"

"হ্যা, হ্যা, ঠিক সেটাই।"

"তাহলে চলুন, প্রসঙ্গটা নিয়ে কথা বলা যাক। আমরা কিভাবে একটা কাজের দায় স্বীকার করি? আমরা দুঃখপ্রকাশ করতে পারি। অবশ্য আপনার যেহেতু মনে পড়ছে না কাজটার কথা তাই আপনার দুঃখপ্রকাশের উদ্দেশ্য আর তার পেছনে কাজ করা আবেগ আলাদা প্রকৃতির হবে।"

"কিন্তু আমি অনুভব করতে চাই। আমি চাই আমার খারাপ লাগুক আরও। অনুভব করে দুঃখপ্রকাশ করতে চাই আমি।"

অদ্ভুত শোনালো কথাটা। কিন্তু সব সময় আমার এমনটাই মনে হয়। যথেষ্ট খারাপ লাগে না আমার। আমি জানি কোন কাজের জন্য আমাকে দায় স্বীকার করতে হবে। কিন্তু কোন্ সে কাজ? এটা আমি জানি না। যত সব জঘন্য কাজগুলো আমি করেছি, পুরোপুরি মনে থাকে না কোনটাই। তবে একটা অনুভূতি হয়, কেউ যেন মুছে দিয়েছে স্মৃতি।

"তাহলে আপনি চাইছেন আপনার ভুল কাজগুলোর জন্য আরও কষ্ট পেতে, কারণ এখন যতটুকু পেয়ে থাকেন তা যথেষ্ট নয়?"

"হ্যা।"

দু-পাশে মাথা নাড়লো কামাল, "মিস র‍্যাচেল, আপনি আমাকে এরইমধ্যে বলেছেন আপনার বিয়ে ভেঙে গেছে, চাকরি হারিয়েছেন, এগুলো কি আপনার জন্য যথেষ্ট শাস্তি নয়?"

মাথা নাড়লাম।

সামান্য একটু সামনে ঝুঁকে এলো সে, "আমার মনে হয় আপনি অযথাই নিজের প্রতি খুব বেশি কঠোর হচ্ছেন।"

"না, তা আমি হচ্ছি না।"

BanglaBook.org

"বেশ, বেশ। তাহলে আমরা আরেকটু পিছিয়ে যাই, কি বলেন? যখন থেকে সমস্যার শুরু। আপনি বললেন...চার বছর আগে? ওই সময় ঠিক কি ঘটেছিলো বলবেন কি?"

একটু থমকে দাঁড়ালাম। তার উষ্ণ গলা শুনে আমার অস্থিরতা সম্পূর্ণ কেটে গেলো না। তবে আশার আলো দেখতে পাচ্ছি অনেকদিন পর। কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ সত্যটা আমি বলতে যাচ্ছি না। তাকে বলবো না একটা বাচ্চার জন্য কতদিন অপেক্ষা করেছি আমি। শুধু বললাম, সংসারে অশান্তি শুরু হয়েছিলো। তখন থেকে হতাশার শুরু, পরে মদ্যপ হয়ে গেলাম। একসময় সব কিছু আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলো।

"আপনার সংসারে শান্তি ছিলো না, তাই স্বামিকে ছেড়ে এলেন। অথবা আপনার স্বামি আপনাকে ছেড়ে দিলো, অথবা দু-জনেই সমঝোতার মাধ্যমে আলাদা হয়ে গেলেন...কোন্‌টা?"

"আরেক মেয়ের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলো সে," বললাম তাকে, "ওই মেয়ের প্রেমে পড়ে গেছিলো।"

মাথা দোলাল সে, আমাকে বলে যাওয়ার নীরব ইঙ্গিত।

"ওটা অবশ্য তার দোষ ছিলো না। দোষ আমারই।"

"একথা কেন বললেন?"

"আসলে, ওই ঘটনার আগ থেকেই আমার মদ খাওয়া শুরু হয়।"

"তাহলে আপনার স্বামির নতুন প্রেমের সম্পর্ক সেজন্য দায়ি নয়?"

"না, আমি তার আগেই শুরু করেছিলাম। আমার মদ খাওয়ার অভ্যাসই তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলো। সেজন্যই ও..."

কামাল কিছু বলল না। আমার মুখ থেকে শব্দগুলো বের হবে এই আশায় আছে।

"এজন্যই ও আমাকে ভালোবাসতো না আর।"

তার সামনে কাঁদতে আমার নিজের ওপরই ঘৃণা হলো। আমার আরও শক্ত থাকা উচিত ছিলো। উচিত ছিলো বানোয়াট কোন সমস্যার কথা বলা। সত্যিকারের অভিজ্ঞতা বলা ঠিক হয়নি। আরও ভালোমত প্রস্তুতি নিয়ে আসা উচিত ছিলো আমার।

তার দিকে তাকিয়ে তাকে বিশ্বাস করার জন্যও ঘৃণা হলো নিজের ওপর। এক মুহূর্তের জন্য মনে করেছিলাম আমার কষ্টটা অনুভব করেছে সে। কারণ, আমার দিকে করুণা নিয়ে তাকিয়ে নেই। তাকিয়ে আছে সাহায্য করতে আগ্রহি একজন মানুষের দৃষ্টি নিয়ে।

"তাহলে, র‍্যাচেল, মদ খাওয়ার অভ্যাস বিয়ে ভাঙার আগেই শুরু হয়েছিলো আপনার। আপনি কি কোন কারণ চিহ্নিত করতে পারেন? অনেকেই পারে না। অনেকের জন্য হতাশা আর মাদকাসক্তি একসাথে ঘটে যায়। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন ঘটনার কথা কি আপনার মনে পড়ে? প্রিয়জনের মৃত্যু, বা অন্য কোন দুর্ঘটনা?"

BanglaBook.org

দু-পাশে মাথা নেড়ে কাঁধ ঝাঁকালাম। ওকে এসব ঘটনার কথা আমি বলবো না। বলবো না তাকে এসব। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে ঘড়ির দিকে তাকালো সে।

"পরের বার এ নিয়ে আলোচনা চলবে, হয়তো?" আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলো সে, ঠাণ্ডা হয়ে গেলাম আমি।

তার সবকিছু উষ্ণতার পরিচায়ক। তার হাত, চোখ, কণ্ঠ, সবকিছু...শুধু হাসিটা বাদে। দাঁত দেখানোর সাথে সাথে তার ভেতরের খুনে রূপটা দেখতে পাবে যে কেউ। আমার পেট যেন শক্ত একটা বলে রূপান্তরিত হয়ে গেলো। রকেটের মতো দ্রুতগতিতে নাড়ির স্পন্দন বেড়ে গেছে। তার বাড়িয়ে দেওয়া হাত স্পর্শ না করেই অফিস থেকে বের হয়ে এলাম। তাকে স্পর্শ করার মতো সাহস হলো না।

আগে একটা অনুমান ছিলো, এবার পরিষ্কার দেখতে পেলাম মেগান তার মধ্যে কি দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলো। তার সুদর্শন চেহারার জন্য নয় শুধু, অসম্ভব শান্ত আর ভরসা দেওয়ার মতো একটা চরিত্র সে। রোগিদের সাথে কোমল ব্যবহার করে। বিপদে পড়া কোন একজন মানুষ স্বভাবতই এই শান্ত চেহারার নিচে তার প্রকৃত রূপ দেখতে পাবে না, দেখতে পাবে না তার ওই চেহারার নিচে লুকিয়ে আছে এক নেকড়ে। আমি টের পেয়েছি বিষয়টা, প্রায় একঘণ্টা ধরে তার কাছে ছিলাম। মনের অনেক কথাই বলে দিয়েছি তাকে, ভুলে গেছি আমি কে। বিশ্বাসঘাতকতা করেছি স্কটের সাথে, মেগানের সাথে। অপরাধি মনে হলো নিজেকে।

অপরাধি মনে হলো, কারণ আবারও তার কাছে যেতে ইচ্ছে করছে আমার।

বুধবার, ৭ই আগস্ট, ২০১৩
সকাল

আবারও সেই স্বপ্নটা দেখলাম আমি। কিছু একটা ভুল করেছি, সবাই আমার বিরুদ্ধে। টম পর্যন্ত। স্বপ্নে আমি কাউকে ব্যাখ্যা দিতে পারলাম না, ক্ষমাও চাইতে পারলাম না কারও কাছে। কারণ, আমার অপরাধটা কি আমি তা জানি না। ঘুম আর জাগরণের মধ্যে সত্যিকারের একটা ঝগড়ার কথা মনে পড়ে গেলো। চার বছর আগের কথা। আমাদের প্রথমবার আইভিএফ প্রক্রিয়াটা যখন ব্যর্থ হয়ে গেলো, তারপর যখন দ্বিতীয়বার চেষ্টা করতে চাইলাম আমি...

টম আমাকে বলেছিলো আমাদের অত টাকা নেই। এ নিয়ে কোন প্রশ্নও তুলিনি। আসলেই টাকা আমাদের ছিলো না। তার ওপর আমাদের বড় অঙ্কের টাকার সম্পত্তি বন্ধক ছিলো, টমের বাবার রেখে যাওয়া ব্যবসা দেনার চাপে ডুবে ছিলো। আমি স্বপ্ন দেখতাম একদিন এই টাকাগুলো শোধ করে দিতে পারলে আমরা আবারও চেষ্টা করবো। প্রতিবার কোন মহিলার ফোলা পেট অথবা কোন বান্ধবির সুখবর শুনলেই চোখে পানি চলে আসতো।

BanglaBook.org

সন্তান নেওয়ার সেই ব্যর্থ প্রচেষ্টার মাত্র দু-মাস পর আমরা লাস ভেগাসে চার রাতের এক ট্রিপে গেলাম বক্সিং ফাইনাল দেখতে। সাথে ছিলো টমের পুরনো দুই বন্ধু, এদের আগে কখনও দেখিনি। খরচ হলো প্রচুর। শুধু বুকিং রিসিপ্টের টাকাটাই বিশাল অঙ্কের ছিলো, বক্সিং টিকেটে আরও কতো লেগেছে কে জানে!

এই টাকা দিয়ে দ্বিতীয় বার চেষ্টা করা যেত না, তবে প্রাথমিকভাবে জমানো তো শুরু করা যেত! তুমুল ঝগড়া হলো টমের সাথে আমার, পুরোটা আমার মনেও নেই, গোটা বিকেল মদ খেয়েছিলাম সেদিন। রাতে ঝগড়া করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। পরদিন সকালে আমার সাথে ও নিয়ে কথা বলতে চায়নি টম। স্থির কণ্ঠে জানিয়েছিলো আমাকে নিয়ে বড়ই হতাশ হয়েছে সে। আমাদের বিয়ের ছবি কিভাবে ভেঙেছিলাম তার বর্ণনা অবশ্য দিয়েছে, আর তাকে স্বার্থপর বলে কিভাবে চেঁচামেচি করেছিলাম, 'বিচিহীন জামাই' বলে ধিক্কার দিয়েছিলাম তাকে, ব্যর্থ একজন পুরুষ বলেছিলাম। টমের কথা শুনে সেদিন কতো লজ্জা পেয়েছিলাম তা মনে পড়ে আজও।

ওসব কথা তাকে বলা আমার উচিত হয়নি। তবে আজ পিছু ফিরে তাকালে মনে হয়, রেগে ওঠার পেছনে আমারও যথেষ্ট কারণ ছিলো। রাগ করার অধিকার আমার ছিলো, তাই না? আমরা একটা বাচ্চা নেওয়ার চেষ্টা করছিলাম, তাহলে কিছু আত্মত্যাগ করতে হবে না? একটা ছুটি ভেগাসে না কাটালে কি চলতো না?

বিছানায় শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ ভাবলাম সে-কথা, তারপর উঠে পড়লাম। হাটতে বের হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন অকর্মণ্য ঘরে বসে থাকলে মোড়ের দোকানে গিয়ে মদের বোতল কিনে আনতে ইচ্ছে করবে। রবিবার থেকে মদ স্পর্শ করা হয় নি। ভেতরে যুদ্ধ চলছে রীতিমতো, একটা অংশ চাইছে একটু হলেও মদ খেতে, আরেকটা অংশ এতদিন বন্ধ রাখার সাফল্য নষ্ট করতে চাইছে না।

অ্যাশবুরি অবশ্য হাটার জন্য খুব সুবিধের কোনো জায়গা না। খালি দোকান আর দোকান; সেই সাথে আছে উপশহর এলাকা। একটা ভালো পার্কও নেই এখানে। শহরের মাঝ বরাবর রওনা দিলাম। আশেপাশে কেউ না থাকলে হাটার জন্য জায়গাটা খারাপ না। নিজেকে নিজে বোকা বানাবার একটা প্রচেষ্টা, "হ্যা, কোন এক গন্তব্যে তো যাচ্ছি!"

প্লিজ্যান্স রোডের চার্চটিকে বেছে নিলাম। ক্যাথির ফ্ল্যাট থেকে দুই মাইল হবে এর দূরত্ব। একসময় ওখানে 'ডাবল-এ' মিটিংয়ে যেতাম আমি। আশেপাশের 'ডাবল-এ'গুলো এড়িয়ে চলতাম। চাইনি এলাকার পরিচিত কারও সঙ্গে সেখানে দেখা হোক।

চার্চে পৌছে ঘুরে দাঁড়িয়ে উল্টোদিকে রওনা দিলাম, বাড়ির দিকে দ্রুত হাটছি। যেন একজন মহিলা কোন এক কাজে যাচ্ছে, স্বাভাবিক একটি ঘটনা। লোকজনকে আমার পাশ দিয়ে হেটে যেতে দেখলাম। দু-জন দৌড়াচ্ছে, পিঠে ব্যাকপ্যাক। ম্যারাথনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। কালো স্কার্ট পরা এক মহিলা অফিসে যাচ্ছে। তাদের মনে কি আছে তাই ভাবলাম, ওই মহিলাও কি ওয়াইন থেকে দূরে থাকার জন্য

BanglaBook.org

হাটতে বের হয়েছে? মদ স্পর্শ না করে দিন পার করার জন্য দৌড়াচ্ছে লোক দুটো? গতকাল যে খুনির সাথে দেখা করেছিলো তার কথা ভাবছে তারা? পরের দিন আবারও সেই খুনির সঙ্গে দেখা করার পরিকল্পনা করেছে?

না, মোটেও স্বাভাবিক নই আমি।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে ওটা লক্ষ্য করলাম। তখন চিন্তায় ডুবে ছিলাম একেবারে, কামালের সেশনগুলো থেকে কি পাওয়া যেতে পারে তা ভাবছিলাম। কোন কারণে ঘর থেকে বের হয়ে গেলে তার ড্রয়ারগুলো ঘাঁটবো? কোন বেফাঁস কথা বলিয়ে নেবো তার মুখ থেকে? তবে কামালের পেশাই এসব নিয়ে। কাজেই আমার চেয়ে চালু হবে সে। তাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করতে গেলেই আমার চালাকি ধরে ফেলবে অনায়াসে। তাছাড়া তার নাম খবরের কাগজগুলোতে এসেছে সেটা তো সে জানেই। অর্থাৎ ওই বিষয়ে কোনরকম তথ্য বের করার চেষ্টা করা হতে পারে সেজন্য তার প্রস্তুত থাকার কথা।

এসবই চলছিলো আমার মাথায়। মাথা নিচু, চোখ ফুটপাতে। ছোট ছোট ম্যাগাজিনের দোকানের পাশ দিয়ে হেটে যাওয়ার সময় না তাকানোর চেষ্টা করলাম। ওসব খবর চোখে পড়ুক চাই না। শেষ রক্ষা হলো না, চোখের কোণে আটকে গেছে মেগানের নাম। মুখ তুলে তাকালাম। এক ট্যাবলয়েড নিউজপেপারের প্রথম পাতায় বড় বড় করে লেখা :

শিশুহন্তারক মেগান?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অ্যানা

• • •

বুধবার, ৭ই আগস্ট, ২০১৩

সকাল

ঘটনাটা ঘটার সময় ন্যাশনাল চাইল্ডবার্থ ট্রাস্টের মেয়েদের সাথে স্টারবার্কে ছিলাম। জানালার পাশে আমাদের গতানুগতিক স্থানে বসেছিলাম, বাচ্চারা মেঝেতে লেগো ছড়িয়ে একাকার করে দিচ্ছিলো। আমাকে তাদের বইয়ের ক্লাবে ঢোকানোর চেষ্টা (আবারও) করছিলো বেথ, ঠিক তখনই ডায়ান এলো। ওর চেহারায় কিছু একটা ছিলো, যে কোন মুহূর্তে রসালো এক বিষয়ের অবতারণা করবে বোঝা যাচ্ছিলো পরিষ্কার। ট্রলিটা নিয়ে আসতে আসতে আর পেটে কথা ধরে রাখতে পারলো না সে।

"অ্যানা," গম্ভীর মুখে বলল, "এটা দেখেছো তুমি?"

একটা খবরের কাগজ খুলে ধরেছে সে, হেডলাইন 'শিশুহন্তারক মেগান?' বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম, কিছুক্ষণ ওদিকে তাকালাম অসহায়ের মতো। তারপর, লজ্জার ব্যাপার, কান্নায় ভেঙে পড়লাম। ইভি ভয় পেয়ে গেলো, চিৎকার করতে থাকলো সে।

বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এলাম, ফিরে আসার পর দেখলাম সবাই ফিসফিস করে কথা বলছে। আমার দিকে তাকিয়ে কৃত্রিমকণ্ঠে প্রশ্ন করলো, "ঠিক আছো তো, মিষ্টি মেয়ে?"

প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করছে সে, বলতে পারি আমি।

ওই মুহূর্তে ওখান থেকে চলে যেতে হলো আমাকে। থাকাটা অসম্ভব ছিলো আমার জন্য। তারা প্রত্যেকে আমার জন্য উদ্বেগ দেখালো, একটু বেশিই দেখা গেলো তাদের উৎকণ্ঠা, তবে কোনটাই প্রকৃত অর্থে নয়। *কিভাবে নিজের বাচ্চাকে ওই দানবির হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিত থাকলে তুমি? তোমার মতো অসচেতন, বাজে মা আর আছে দুনিয়াতে?* এসবই যেন বলতে চাইছিলো তারা।

বাড়ি ফেরার পথে টমকে ফোন করার চেষ্টা করলাম, সরাসরি তার ভয়েস মেইলে চলে যাচ্ছে কলগুলো। একটা মেসেজ রেখেলাম যাতে আমাকে দ্রুত ফোন করে। কণ্ঠ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করলাম, পায়ের কাঁপুনি বন্ধ করতে পারলাম না অবশ্য। কাঁপছে তারা।

পেপার কেনা হয়নি, তবে অনলাইনে খবরটা না পড়ে থাকতে পারলাম না। অস্পষ্ট শোনালো তাদের রিপোর্ট, 'হিপওয়েল রহস্য তদন্তকারিদের মধ্যে একাধিক উৎস' নাকি দাবি করেছে মেগান হিপওয়েল তার নিজের সন্তানকে হত্যা করেছে। উৎসগুলো আরও বলেছে, মেগান-হত্যা রহস্যের পেছনে কোন তৃতীয় ব্যক্তির মোটিভ হতে পারে এটা। ডিটেক্টিভ গাসকিল এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেননি।

BanglaBook.org

টম আমাকে ফোন করলো পরে, মিটিংয়ে ছিলো সে। বাড়ি ফিরতে পারবে না এখন। আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করলো সে। বলল হয়তো কোন গুজবের ওপর ভিত্তি করে ওসব খবর প্রচার করা হয়েছে।

"তুমি তো জানোই খবরের কাগজে যা ছাপা হয় তার অর্ধেকটাও বিশ্বাস করা চলে না।"

খুব বেশি কিছু বললাম না। মেগান এসে ইভির যত্ন নিক এই পরামর্শটা টমই আমাকে দিয়েছিলো, তারও নিশ্চয় খারাপ লাগছে এখন? আর ঠিকই বলেছে ও, খবরটা সত্য না-ও হতে পারে। কিন্তু এমন একটা খবরের উৎস হিসেবে কাজ করেছে কেউ...কেন?

এড়িয়ে যেতে চাইলেও চিন্তাটা চলে এলো। মেগানের ব্যাপারে আমার সব সময়ই খটকা লাগতো। প্রথমে মনে করতাম মেয়েটা মনে হয় ছেলেমানুষ প্রজাতির। পরে বুঝলাম তার থেকেও ভিন্ন কোন ব্যাপার আছে এখানে। নিজের কাছে মিথ্যে বলার কিছু নেই, মহিলা মরেছে ভালো হয়েছে।

আপদ গেছে।

সন্ধ্যা

দোতলার বেডরুমে বসে ছিলাম আমি। টম আর ইভি নিচে বসে টিভি দেখছে। আমাদের কথা বলা বন্ধ। সব দোষ আমার। ঘরে ঢোকার সাথে সাথে তার সাথে লড়াই বাঁধিয়েছিলাম আমি।

সারাদিন যেসব দুশ্চিন্তা আমার মধ্যে দানা পাকিয়েছিলো, টম ফিরে আসার পর আর তাদের চেপে রাখতে পারিনি। মহিলাকে বাড়ির সবখানে দেখতে পাচ্ছিলাম আমি। অতীতের স্মৃতিগুলো। আমার বাচ্চাটাকে ধরে আছে, খাওয়াচ্ছে তাকে, পোশাক পাল্টে দিচ্ছে, আমি যখন ঘুমাচ্ছি তার সাথে খেলছে। এসব ভাবনা আমার গা গুলিয়ে দিলো।

তারপর এলো অকারণ ভীতি। এই বাড়িতে বাস করার সময় প্রতিদিন এই ভীতি সহ্য করতে হয়েছে আমাকে। কেউ একজন আমাকে দেখছে, এমন একটা অনুভূতি। প্রথমে আমার মনে হতো পাশ দিয়ে ট্রেন যাওয়ার কারণেই এমনটা হচ্ছে। দূরে যায় ট্রেন, জানালাগুলোতে দেখা যায় মাথা, চেহারা চেনা যায় না। এ একটা কারণে আমার এই বাড়িতে থাকতে ভালো লাগে না। টম অবশ্য বিক্রি করতে রাজি হয়নি বাড়িটা, বলছে আমাদের বড় অঙ্কের টাকার ক্ষতি হয়ে যাবে।

প্রথমে ট্রেনের ভয়, তারপর র‍্যাচেলের ভয়। র‍্যাচেল আমাদের দেখছে, ফোন করছে, তারপর এখন এলো মেগানের ভয়। মেগান ইভির সাথে আছে, সব সময়

BanglaBook.org

মনে হতো অর্ধেকটা সময় আমার দিকে চোখ রাখছে মহিলা। আমাকে দেখছে, আমার মাতৃত্ব নিয়ে মনের মধ্যে বিচারালয় বসিয়েছে, একা একা একটামাত্র বাচ্চা সামলে রাখতে পারছি না দেখে সমালোচনা চলছে সেখানে। তারপর মনে পড়লো, র‍্যাচেল এসে আমার ইভিকে তুলে নিয়ে গেছিলো একদিন।

এসব বিবেচনায় নিলে মনে হয় না একদম বাড়াবাড়ি করছি আমি।

তারপর টম আসতেই তার সাথে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিলাম, তাকে একটা সময়সীমা বেঁধে দিয়েছি আজ। ওই তারিখের মধ্যে আমাদের এই বাড়ি থেকে নিয়ে যেতে হবে তাকে। এই রাস্তাতে আমি আর থাকতে চাই না। এতদিন র‍্যাচেলকে দেখাই যথেষ্ট ছিলো, এখন মেগানকে দেখতে হচ্ছে আমাকে। এই বাড়ির কোথায় কোথায় তার স্পর্শ ছিলো মনে করছি, খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে। আমি বলে দিলাম এই বাড়ি থেকে খুব বেশি টাকা আসছে কি-না তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।

"মাথাব্যথা থাকবে যখন আমাদের এর চেয়ে অনেক বাজে একটা জায়গাতে বাধ্য হয়ে থাকতে হবে তখন ঠিকই মাথাব্যথা থাকবে তোমার। তখন আমাদের বন্ধকের টাকাটাও শোধ করা লাগবে না আর।" বলল সে, তার কথায়ও যুক্তি আছে অবশ্য।

তার কাছে প্রশ্ন রাখলাম ওর বাবা-মা আমাদের সাহায্য করতে পারবে কি-না। সে বলল তাদের এসবে জড়াবে না, জীবনের আর কোন সিদ্ধান্তেও তাদের জড়ানোর ইচ্ছে নেই তার। তারপর ক্ষেপে উঠলো সে। বলল এসব নিয়ে কথা বলতে চায় না। র‍্যাচেলকে আমার জন্য ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে তার বাবা-মা তার ওপর রুষ্ট, এসব আমার জানা ছিলো। আসলে তাদের কথা তোলাই উচিত হয়নি আমার। বাবা-মার কথা শুনলেই ক্ষেপে যায় সে।

কিন্তু প্রসঙ্গটা না তুলেই বা কি করার ছিলো আমার? মরিয়া হয়ে আছি এই পোড়াবাড়ি ছাড়ার জন্য। চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাচ্ছি তাকে। ইভিকে কোলে নিয়ে রান্নাঘরের টেবিলে বসে রয়েছে। মহিলা তার সাথে খেলছে, হাসছে, কথা বলছে, কিন্তু কোনটাই সত্যিকার অনুভূতি নয়। কখনও তাকে দেখে আমার মনে হয়নি সে এখানে কাজ করতে চায়। কাজ শেষে ইভিকে আমার কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার সময় তাকে খুব বেশি খুশি মনে হতো। সব সময় মনে হয়েছে কোলে কোন বাচ্চা নিতে তার ভালো লাগে না।

BanglaBook.org

র‍্যাচেল

• • •

বুধবার, ৭ই আগস্ট, ২০১৩

সন্ধ্যা

অসহ্য গরম পড়ছে। তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে তো বেড়েই চলেছে। অ্যাপার্টমেন্টের জানালা খুলে রাখার পর মনে হচ্ছে নিচের রাস্তার কার্বন মনোক্সাইডের স্বাদ নেওয়া যাবে। গলা ব্যথা করছে আমার। দিনের দ্বিতীয় শাওয়ার নেওয়ার সময় বেজে উঠলো ফোন। ধরার চেষ্টাও করলাম না। তারপর আবারও বেজে উঠলো ওটা। যখন বের হয়ে আসছি, চতুর্থবারের মত বাজছে। রিসিভ করলাম।

তার কণ্ঠ শুনে মনে হলো তীব্র আতঙ্কে আছে। ছোট ছোট নিঃশ্বাস নিচ্ছে সে, "বাড়ি ফিরে যেতে পারবো না আমি। সবখানে ক্যামেরা।"

"স্কট?"

"আমি জানি খুব অদ্ভুত শোনাচ্ছে...কিন্তু আমাকে আর কোথাও যেতে হবে। যেখানে আমার জন্য ওরা অপেক্ষা করবে না। মায়ের বাড়িতে যেতে পারছি না। আমার কোন বন্ধুর বাড়িতে যেতে পারছি না। শুধু ড্রাইভ করে যাচ্ছি, পুলিশ স্টেশন থেকে বের হওয়ার পর থেকে ড্রাইভ করেই যাচ্ছি আমি।" তার কণ্ঠ যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে, "আমার এক থেকে দুই ঘণ্টা দরকার। একটু বসতাম, চিন্তা করতাম। পুলিশ অথবা বালমার্কা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে থাকা ওইসব সাংবাদিক নেই এমন কোন একটা জায়গায় বসে একটু চিন্তা করতাম। আমি দুঃখিত...তোমার বাড়িতে আসতে পারি?"

বললাম অবশ্যই সে আসতে পারে। আতঙ্কে আছে বলে নয়, তাকে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিলো আমার। সাহায্য করতে চাই তাকে। আমার ঠিকানা দিলাম, ও বলল পনেরো মিনিটের মধ্যে চলে আসবে।

দরজায় বেল বাজলো ঠিক দশ মিনিট পর। ছোট ছোট আর জরুরি ভঙ্গিতে বাজানো বেল।

"এমন করতে হলো বলে আমি দুঃখিত।" প্রথমেই বলল সে, "আর কার কাছে যেতে পারি মাথায় আসছিলো না।"

কেউ তাড়া করছে এমন একটা চেহারা তার মুখে, কাঁপছে, ফ্যাকাসে চেহারায় চক চক করছে ঘাম।

"ঠিক আছে, ব্যাখ্যা দিতে হবে না তোমাকে।" বললাম, সরে গিয়ে ঢোকার জায়গা করে দিলাম তাকে। লিভিংরুমে বসতে দিয়ে তার জন্য এক গ্লাস পানি

BanglaBook.org

আনলাম রান্নাঘর থেকে। প্রায় এক চুমুকেই পুরোটা খেয়ে ফেললো সে। তারপর বাঁকা হয়ে বসে রইলো, মাথা ঝুলে গেছে বুকের কাছে। হাটুর ওপর বাহু রেখে বসেছে।

আশেপাশে ঘুরপাক খেলাম, কথা বলবো না চুপ থাকবো বুঝতে পারছি না। গিয়ে পানির গ্লাসটা ভরে আনলাম আবার। একসময় নিজে থেকেই মুখ খুললো সে।

"ভেবেছিলাম সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি ঘটে গেছে। মানে, তেমনটাই ভাবতে না তুমি?" আমার দিকে তাকালো সে, "আমার স্ত্রি মারা গেছে, তারপর পুলিশ ধরেই নিয়েছে খুনটা আমি করেছি। এরচেয়ে বাজে আর কী ঘটতে পারে?"

খবরের কথা বলছে সে, মেগানের ব্যাপারে যা বলা হচ্ছে আর কি। ট্যাবলয়েড পেপারের খবর, পুলিশের কোন কর্তাব্যক্তি তাদের খবরটা দিয়ে ফেলেছে। কোন এক বাচ্চার মৃত্যুতে মেগানের ভূমিকার খবর! মৃতা এক মহিলার নামে বাজে কথা রটানো, ঘৃণ্য এক কাজ।

"কিন্তু ওটা তো মিথ্যা," বললাম, "সত্য হতেই পারে না।"

ওর মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই। আমার কথা বুঝতে পারছে না।

"ডিটেক্টিভ রাইলি আজ সকালে আমাকে খবরটা দিয়েছে," বলল সে, কেশে গলা পরিস্কার করলো, "সব সময় যে খবরটা শুনতে চেয়েছিলাম, সেই খবরটা আজকে পেয়েছি আমি।" ফিসফিসের পর্যায়ে গলা নেমে এসেছে তার। "কতদিন ধরে অপেক্ষা করেছি, কতদিন দিবাস্বপ্ন দেখেছি, কিভাবে তাকাবে সে, কিভাবে হাসবে আমার দিকে তাকিয়ে, লাজুক আর সবজান্তার হাসি, আমার হাত ধরে ওর ঠোঁটে স্পর্শ করাবে..."

মনে হলো ঘোরের মধ্যে আছে সে, কি নিয়ে কথা বলছে বুঝতে পারলাম না।

"আজকে," বলল, "আমাকে ওরা জানালো, মেগান অন্তঃসত্ত্বা ছিলো।"

কাঁদতে শুরু করলো সে। ওর কথাটা পুরোপুরি বুঝে ওঠার পর আমারও দম আটকে আসলো। এক শিশুর জন্য কাঁদছি যে কখনও পৃথিবীর মুখ দেখেনি, এমন এক মহিলার শিশুর জন্য কাঁদছি যাকে চিনতাম না পর্যন্ত। বুঝলাম না স্কট এখনও কিভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছে? কষ্টে ওর তো মরে যাওয়ার কথা, ওর জীবনিশক্তি নিঃশেষ করে দেওয়ার কথা খবরটার। কিন্তু এখনও টিকে আছে সে।

কথা বলতে পারলাম না আমি, নড়তে পারলাম না। লিভিংরুমটা গরম, খোলা জানালা ছাড়া বাতাসের ব্যবস্থা নেই কোন। নিচের রাস্তার শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি, একটা পুলিশের গাড়ি সাইরেন দিচ্ছে, অল্পবয়সি মেয়েরা চিৎকার করছে, হাসছে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। কিন্তু এখানে, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। স্কটের জন্য, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আর আমি ভাষা হারিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম ওখানে। বোবা। কারও সাহায্যে আসার মতো নয়।

BanglaBook.org

সামনের দরজার ঠিক বাইরে পায়ের শব্দ শোনার সাথে সাথে সচকিত হয়ে উঠলাম। পরিচিত ঝনঝন শব্দ, ঢাউস সাইজের হাতব্যাগের ভেতর ফ্ল্যাটের চাবি খুঁজছে ক্যাথি। কিছু একটা করা দরকার আমার। স্কটের হাত ধরলাম, আমার দিকে সতর্কভাবে তাকালো সে।

"আমার সাথে এসো।" বলতে বলতে টেনে তুললাম ওকে। ক্যাথি মাত্র দরজা খুলেছে তখন, দ্রুত বেডরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম আমি।

"আমার ফ্ল্যাটমেট।" বললাম তাকে, "ও...ও তোমাকে দেখলে নানা প্রশ্ন শুরু করবে, আমার মনে হয় না এখন ওসব সহ্য করার মত মানসিক অবস্থা আছে তোমার।"

মাথা দোলালো সে। আমার ছোট্ট ঘরের চারপাশে তাকালো। অগোছালো বিছানা, পোশাকগুলো, নোংরা আর পরিষ্কার দুই ধরণেরই আছে তারা। আমার ডেস্ক চেয়ারের ওপর স্তূপ করে রাখা হয়েছে। শূন্য দেওয়াল, সস্তা আসবাবপত্র। আমার লজ্জা করলো। এটাই আমার জীবন, নোংরা, জীর্ণ, ক্ষুদ্র। হঠাৎই খেয়াল হলো, এখন আমার জীবনযাত্রার দিকে তাকানোর মতো অবস্থা স্কটের নেই।

বিছানায় বসতে ইশারা করলাম তাকে, বসলো সে। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছলো। ভারি নিঃশ্বাস ফেলছে।

"কিছু এনে দেবো?" জিজ্ঞেস চাইলাম।

"বিয়ার?"

"বাড়িতে অ্যালকোহল রাখি না তো..." বলতে বলতে লাল হয়ে গেলাম, স্কট খেয়াল করলো না অবশ্য, মুখ তুলে তাকালও না সে, "তবে তোমাকে চা বানিয়ে দিতে পারি।"

মাথা দুলিয়ে সায় দিলো সে।

"শুয়ে থাকো," বললাম, "বিশ্রাম নাও।"

যা বলা হলো তাই করলো সে, লাথি মেরে জুতো খুলে শুয়ে পড়লো লম্বা হয়ে। অসুস্থ এক বাচ্চার মতো বাধ্যগত।

নিচতলায় চায়ের পানি গরম করতে করতে ক্যাথির সাথে ছোটখাটো বিষয়ে কথা বললাম, আজকে লাঞ্চ করতে গিয়ে আরেকটি নতুন রেস্তোরাঁ আবিষ্কার করেছে সে ব্যাপারে শুনলাম। অফিসের নতুন মহিলাটি কি বিরক্তিকর তা নিয়েও কিছুক্ষণ কথা বললাম আমরা। আসলে তার কথা অর্ধেক শুনছিলাম আমি। আমার শরীর সতর্ক হয়ে আছে, ওপরে ওর পায়ের শব্দ শোনার জন্য খাড়া হয়ে আছে কান, মেঝেতে কাঠের শব্দ শোনার ভয়ে সিঁটিয়ে আছি। এখানে ওকে আনাটাই আমার কাছে অবাস্তব মনে হচ্ছে এখন। আমার বিছানায় শুয়ে আছে স্কট, এ তো কল্পনারও অতীত! মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি আমি।

BanglaBook.org

কথা বলতে বলতে ক্যাথিও আমার দিকে তাকালো। একটা ভ্রু উঁচু হয়ে গেছে তার।

"তুমি ঠিক আছো?" জানতে চাইলো সে, "তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে কোথায় যেন হারিয়ে গেছো..."

"আমি আসলে একটু ক্লান্ত।" বললাম, "শরীরটা ভালো না। ঘুমিয়ে পড়বো ভাবছি।"

আমার দিকে দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলো সে, আমি যে মদ খাচ্ছি না তা সে জানে (সব সময় আমার চেহারা দেখেই এটা বলে দিতে পারে সে), সম্ভবত ধরে নিয়েছে আমি নতুন করে শুরু করতে যাচ্ছি। পাত্তা দিলাম না। স্কটের চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে ওকে বললাম, সকালে দেখা হবে।

বেডরুমে ফিরে এসে যেভাবে রেখে গেছিলাম সেভাবেই পাওয়া গেলো ওকে। দু-পাশে হাত রেখে চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে। বিশাল শরীরটা আমার খাটের অর্ধেক দখল করে ফেলেছে। আমার খুব ইচ্ছে হলো বাকি অংশটাতে শুয়ে পড়ে ওর বুকে হাত বুলিয়ে দেই। তার বদলে সামান্য কেশে চায়ের কাপটা বাড়িয়ে দিলাম।

উঠে বসলো সে, "ধন্যবাদ।" কাপটা আমার হাত থেকে নিতে নিতে বলল, "আশ্রয় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ, ওই খবর প্রকাশ পাওয়ার পর থেকে কি জঘন্য লাগছে আমার বলে বোঝাতে পারবো না।"

"অনেক বছর আগের ওই ঘটনা?"

"হ্যা।"

ট্যাবলয়েডগুলো ওই খবর কিভাবে পেলো তা নিয়ে সবারই প্রশ্ন আছে। খবরের উৎস হিসেবে পুলিশ, কামাল আবদিক আর স্কটের দিকে আঙুল তুলছে অনেকে।

"খবরটা তো মিথ্যা, তাই না?" আবারও বললাম।

"অবশ্যই। কিন্তু এর ফলে আর কাউকে মোটিভ দিচ্ছে এটা, তাই না? মেগান তার বাচ্চাকে খুন করেছিলো, বাচ্চার বাবা মেগানকে খুন করে প্রতিশোধ নিয়েছে।"

"এতগুলো বছর পরে? হাস্যকর কথা-বার্তা।"

"সবাই কি বলছে, জানো? বলছে, গল্পটা আমিই বানিয়েছি। যাতে মেগানকে খারাপ একটা মানুষ মনে হয়। সেই সাথে আমার ওপর থেকে সরে যায় সন্দেহের তীর। মেগানের আগের জীবনের কোন অজ্ঞাত ব্যক্তিত্ব যাতে সন্দেহভাজনদের সারিতে চলে আসে।"

বিছানায় ওর পাশে বসলাম। আমাদের উরু প্রায় ছুঁয়ে গেলো। "পুলিশ এ ব্যাপারে কি বলছে?"

কাঁধ ঝাঁকালো সে, "কিচ্ছু না। আমাকে প্রশ্ন করলো এ ব্যাপারে কিছু জানি কি-না? এর আগে ওর একটা বাচ্চা ছিলো তা আমার জানা ছিলো কি-না। কি ঘটেছিলো

BanglaBook.org

সে বাচ্চার, মেগানের, এসব আমার জানা আছে কি-না। বাচ্চার বাবাকে তা আমি জানি কি-না ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি বললাম, না। সবকিছু বানোয়াট। ও কখনও অন্তসঃত্বা..." গলা ধরে এলো তার, এক চুমুক চা গলায় ঢাললো সে।

"জানতে চেয়েছিলাম এসব খবর আসছে কোথা থেকে? খবরের কাগজে গেলো কি করে? ওরা বলল আমাকে এসব জানাতে পারবে না। ওই শালার কাছ থেকে এসেছে মনে হয়। আবদিক।" দীর্ঘশ্বাস ফেললো, "শুধু বুঝলাম না এসব কেন বলছে সে। এসব জঘন্য কথা ছড়িয়ে কি লাভ হচ্ছে? ওর উদ্দেশ্য কি আমি জানি না। নিঃসন্দেহে তার মাথা খারাপ।"

সেদিনের কথা মনে পড়ে গেলো। শান্ত ব্যবহার, হাল্কা কণ্ঠস্বর, উষ্ণ দুই চোখ, মাথা খারাপের সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। অবশ্য হাসিটাকে বাদ দিলেই কেবল একথা বলা চলে।

"খবরের কাগজে এসব আসে কি করে? কিছু নিয়মনীতি থাকা উচিত।"

"মৃত মানুষের জন্য এসব খাটে না," বলল সে। একটু চুপ হয়ে গেলো তারপর। কিছুক্ষণ পর আবার বলল, "পুলিশ আমাকে বলছে তাদের থেকে খবরটা ছড়াবে না। মানে, তার প্রেগনেন্সির ব্যাপারটা। এখন পর্যন্ত ছড়ায়নি, ওরা কথা রেখে থাকলে হয়তো কোনদিনও খবরটা জানাজানি হবে না। অন্তত নিশ্চিত হওয়ার আগ পর্যন্ত..."

"কি নিশ্চিত হওয়ার আগ পর্যন্ত?"

"বাচ্চাটা আবদিকের কি-না," বলল সে।

"ডিএনএ টেস্ট করেছে নাকি?"

দু-পাশে মাথা নাড়লো সে, "না, তবে আমি জানি ওই বাচ্চা তার নয়। কিভাবে জানি বলতে পারবো না। বাচ্চাটা আমার।"

"কিন্তু আবদিক যদি মনে করে বাচ্চাটা তার ছিলো, তাহলে খুন করার মোটিভ তো আসে।"

অনাকাঙ্খিত সন্তান সরিয়ে দেওয়ার ঘটনা ইতিহাসে অনেকবারই ঘটেছে। প্রাণ দিতে হয়েছে অনেক মাকে। তবে এসব মুখে উচ্চারণ করলাম না। উচ্চারণ করলাম না, স্কটেরও মোটিভ চলে আসছে এখানে। সে যদি মনে করে থাকে অন্য কোন পুরুষের সন্তান পেটে নিয়ে ঘুরছে তার স্ত্রি, তাহলে? যদি তার জানা থাকে সন্তান জন্ম দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, তাহলে? কিন্তু তার বর্তমান উৎকণ্ঠা আর আবেগ–এত ভালো অভিনয় কেউ করতে পারবে না। স্কট এখানে নির্দোষ বলেই মনে হচ্ছে।

আমার কথা স্কটের কানে ঢুকছে বলে মনে হলো না। দরজার দিকে তাকিয়ে থাকলো সে। মনে হচ্ছে বিছানায় চোরাবালির মতো তলিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

"এখানে থাকো কিছুক্ষণ। ঘুমানোর চেষ্টা করো," বললাম তাকে।

আমার দিকে তাকালো সে, হেসে ফেলেছিলো প্রায়, "তুমি কিছু মনে করবে না?

BanglaBook.org

আমি কৃতজ্ঞ থাকবো তাহলে। বাড়িতে ঘুমাতেই পারি না। পুলিশের জন্য না শুধু, মানুষ আমার সাথে কথা বলার চেষ্টা করছে সব সময়, তাদের উপস্থিতি...এসবও না। সমস্যাটা হল মেগান। মেগান এখন বাড়ির সবখানে। ওকে সবখানে দেখতে পাই আমি, আগের স্মৃতি চোখে ভাসে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় ওদিকে লক্ষ্য না করার চেষ্টা করি, কিন্তু জানালা পার হয়ে আসার পর আবার ফিরে এসে তাকাই। ছাদে ও বসে আছে কি-না দেখি।" ওর কথা শুনতে শুনতে আমার চোখ ভেসে গেলো পানিতে, "ওখানে বসতে ভালোবাসতো ও। জানোই তো, ছোট ছাদটাতে বসে...ওখান থেকে ট্রেন দেখতে ভালোবাসতো মেয়েটা।"

"আমি জানি," বললাম, "মাঝে মাঝে তাকে দেখতে পেতাম আমি।"

"ওর কণ্ঠ শুনতে পাই," বলল সে, "আমার নাম ধরে ডাকছে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে ওর মুখে আমার নাম শুনি। নিচতলা থেকে ডাকছে। সব সময় মনে হয় ওখানেই থাকে মেয়েটা।" স্কট কাঁপছে এখন।

"শুয়ে থাকো," বললাম তাকে, তার হাত থেকে কাপটা নিয়ে নিলাম, "বিশ্রাম করো।"

যখন নিশ্চিত হলাম ও ঘুমিয়ে গেছে, ওর পেছনে শুয়ে পড়লাম। স্কটের পিঠের মাঝখান থেকে এক ইঞ্চি দূরে আমার মুখ। ওর শরীর থেকে আসা বেদনার গন্ধ নিলাম।

কয়েক ঘণ্টা পর ঘুম ভাঙতেই দেখলাম ও চলে গেছে।

BanglaBook.org

বৃহস্পতিবার, ৮ই আগস্ট, ২০১৩
সকাল

নিজেকে বিশ্বাসঘাতক বলে মনে হচ্ছে। কয়েক ঘণ্টা আগে আমার পাশ ঘুমিয়ে গেছে সে, আর এখন আমি রওনা হয়েছি কামালের সাথে দেখা করতে। যে লোকটা তার স্ত্রি-সন্তানকে খুন করেছে বলে স্কটের বিশ্বাস, তার কাছে। মাঝে মাঝে মনে হয় ওকে আমার পরিকল্পনা বলে দেই। সবকিছু যে আমি তার জন্য করছি সেটা স্পষ্ট করে ফেলি। সমস্যা একটাই, তার জন্যই করছি কি কাজটা? আমি জানি না। তাছাড়া আমার কোন 'পরিকল্পনা'ও নেই।

আজকে আমার আরও কিছু অতীত জানতে দেবো তাকে, এটাই আপাতত পরিকল্পনা। কিছু সত্য ঘটনা বলবো। একটা বাচ্চার জন্য আমার কি আকুতি ছিলো আজ আমি বলবো। তারপর কোন ধরণের অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় কি-না দেখা যাক। দেখা যাক কি পাওয়া যায় এবার!

কিছুই পাওয়া গেলো না অবশ্য।

সে প্রশ্ন করলো আমার শরীর কেমন, **শেষ কবে মদ স্পর্শ করেছি আমি।**

"রবিবার," জানালাম তাকে।

"ভালো, খুবই ভালো।" বলল সে। কোলের ওপর হাত রেখেছে, "আপনাকে ভালোই দেখাচ্ছে।" সুন্দর করে হাসলো, আজকে তার হাসিকে খুনে কোন চরিত্রের সাথে মেলানো গেলো না। আগের দিন কি আমি কল্পনা করছিলাম ওসব?

"গতবার আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন," বললাম, মাথা দোলাল সে, "কিভাবে আমার মদ খাওয়ার শুরু। আমরা চেষ্টা করছিলাম...বেশ, আমি চেষ্টা করছিলাম অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কিন্তু পারছিলাম না। হতাশা চেপে ধরেছিলো আমাকে। তখনই প্রথম মদ ধরলাম..."

প্রায় সাথে সাথে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। অচেনা কারও দয়ার্দ্র ব্যবহার পেলে স্থির থাকা কঠিন। যাকে আমি চিনি না, শুধু আমার দিকে তাকিয়ে থাকছে সে, যে আমাকে চেনে না, অথচ বলছে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। বলছে, যত অন্যায়ই করে থাকি না কেন, আমার ক্ষমা পাওয়ার অধিকার আছে। তার ওপর বিশ্বাস করে সবকিছু ভুলে গেলাম আমি, ভুলে গেলাম ওর চোখের দিকে তাকিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখার কথা ছিলো আমার। আমাকে শান্ত করার সুযোগ দিলাম তাকে।

বুদ্ধিদীপ্ত আর দয়াশীল আচরণ করলো সে। আমাকে কয়েক ধরণের স্ট্র্যাটেজির কথা বলল, মনে করিয়ে দিলো যৌবন এখনও আমার পক্ষে আছে। তার কাছ থেকে নতুন কিছু বের করতে পারলাম না ঠিক, তবে কামালের অফিস থেকে বের হওয়ার পর নিজেকে খুব হাল্কা মনে হলো। আশাবাদি হয়ে উঠেছি। ট্রেনে ওঠার পর তাকে ভয়ঙ্কর কোন মানুষ হিসেবে কল্পনা করতে ব্যর্থ হলাম। কোন অসহায় নারীকে আঘাত করতে পারে, মাথা ভেঙে দিতে পারে, এমন পুরুষ সে নয়।

লজ্জাজনক একটা চিত্র মানসপটে ভেসে উঠলো, কামাল আর তার ক্ষীণকায় হাত, ভদ্র ব্যবহার, কোমল বক্তব্যের সঙ্গে তুলনা করলাম স্কটের বিশালদেহ আর শক্তিশালি, বন্য, মরিয়া রূপের। তারপর নিজেকে বোঝালাম, স্কট এখন মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে বলেই এমন মানুষে পরিণতি হয়েছে, আগে সে এরকম ছিলো না।

কিন্তু আগে সে কেমন ছিলো?

আমার কোন ধারণা নেই।

শুক্রবার, ৯ই আগস্ট, ২০১৩

সন্ধ্যা

সিগন্যালে থামলো ট্রেন। জিন অ্যান্ড টনিকের ক্যান থেকে এক চুমুক গলায় ঢেলে বাড়িটার দিকে তাকালাম। মদ ছাড়া ভালোই আছি আমি, তবে এতটুকুর দরকার ছিলো। মনকে শক্ত করতে হবে। স্কটের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি এখন। তার আগে

BanglaBook.org

অনেকগুলো ঝুঁকি নিতে হবে আমাকে। টম, অ্যানা, পুলিশ, সাংবাদিক, আন্ডারপাস–রক্ত আর আতঙ্কের স্মৃতিযুক্ত অন্ধকার পথ। কিন্তু আমাকে সে আসতে বলেছে, আর ওকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি না আমি।

গতকাল ছোট মেয়েটাকে খুঁজে পেয়েছে ওরা। অথবা, তার অবশিষ্টাংশ। ইস্ট অ্যাংলিয়ান সৈকতের কাছাকাছি পুঁতে রাখা হয়েছিলো তাকে। হল্কহ্যাম, দক্ষিণ নরফোল্কে।

হল্কহ্যামের কাছে শিশুর দেহের অবশিষ্টাংশ পাওয়ার পর তারা তদন্ত করতে নেমেছে। পুলিশ উইটনির মেগান হিপওয়েলের সম্ভাব্য হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করতে গিয়ে এই তথ্য জানতে পারে। কেউ একজন শিশুটির কবরের অবস্থান ঠিক ঠিক জানিয়েছিলো তাদের।

খবরটা দেখেই স্কটকে ফোন করেছিলাম কিন্তু ফোন ধরলো না সে, একটা মেসেজ রেখে দিলাম অগত্যা। তাকে জানিয়েছিলাম খবরটা শুনে আমি মর্মাহত হয়েছি। বিকেলে আমাকে ফোন করলো সে।

"তুমি ঠিক আছো?" জানতে চাইলাম।

"না।" মদ্যপের মতো কণ্ঠ তার।

"আমি দুঃখিত, স্কট...তোমার কি কিছু লাগবে?"

"এমন একজনকে লাগবে যে আমাকে বলবে না, 'আগেই বলেছিলাম!' "

"সরি?"

"পুরোটা বিকেল আমার মা ছিলো এখানে। সবকিছু যেন আগে থেকেই জানতো সে। এই মেয়েটা নিয়ে সমস্যা আছে, তার পরিবারের ঠিক নাই, বন্ধুবান্ধব নাই, গায়েব থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে ইত্যাদি। তাহলে আগে কেন বলেনি আমাকে?" গ্লাস ভাঙার শব্দ পেলাম।

"তুমি কি ঠিক আছো?" আবারও জানতে চাইলাম।

"আসতে পারবে এখানে?" পাল্টা প্রশ্ন করলো সে।

"তোমার বাড়িতে?"

"হ্যা।"

"আমি...পুলিশ ওখানে, আর সাংবাদিক...আমি নিশ্চিত না..."

"প্লিজ, কারও সঙ্গ দরকার আমার, যে মেগানকে চিনতো, যে তাকে পছন্দ করতো, যে এসব বিশ্বাস করে না!"

স্কট এখন মাতাল, আমি জানি। তারপরও ওকে হ্যা বললাম।

এখন ট্রেনে বসে আমিও মদ খাচ্ছি। তার কথাগুলো ভাবছি আবারও। *মেগানকে চিনতো যে, তাকে পছন্দ করতো।* আমি তাকে চিনতাম না এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই, আর এখন তাকে পছন্দও করি না কোনদিক থেকে। যত দ্রুত সম্ভব হাতেরটা শেষ করে আরেকটা ক্যান খুললাম।

BanglaBook.org

উইটনিতে নেমে আরেকদল কাজফেরত ঘরমুখি মানুষের স্রোতে ভেসে গেলাম। সবাই ছুটছে, ঘরে ফেরার তাড়া। তারপর হয়তো জিন নিয়ে বসবে সামনের বাগানে, ছেলেমেয়েদের সাথে সময় কাটাবে। একটা সময় ছিলো, যখন ব্রেনহাইম রোডে আমরা প্রথম আসি, আমিও এভাবে ছুটতাম। সিঁড়িগুলো টপকে স্টেশন থেকে বের হওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে থাকতাম। টম বাড়িতে বসেই কাজ করতো, ঘরের দরজায় পা রাখতে না রাখতেই আমার পোশাক খুলে ফেলতো সে। এখনও সেসব স্মৃতি মনে পড়তে মুখে একচিলতে হাসি ফুটল আমার। বাড়ি ফেরার পথে হাটতে হাটতে গাল গরম হয়ে যেতো, ঠোঁট কামড়ে ধরে হাসি বন্ধ করতে হতো। জানতাম আমার বাড়ি ফিরে আসার অপেক্ষায় আছে সে-ও।

ওসব দিনের কথা ভাবতে গিয়ে অ্যানা, টম, পুলিশ অথবা সাংবাদিকদের মনেই পড়লো না। খেয়াল করলাম স্কটের দরজায় পৌছে গেছি। বেল বাজানোর পর দরজা খুলতে শুরু করলো, উত্তেজিত হয়ে উঠেছি আমি, হওয়াটা উচিত নয় অবশ্য। কিন্তু সেজন্য নিজেকে দোষি ভাবতে পারলাম না।

মেগানকে আমি যা ভেবেছিলাম তার কোনটাই সে নয়। অতটা সুন্দরি নয় সে, ভাবনাহীন সুখি মেয়ে সে ছিলো না। ভালো কোন মানুষ পর্যন্ত ছিলো না। ছিলো মিথ্যেবাদি আর প্রতারক।

মেগান ছিলো একজন খুনি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

মেগান

• • •

বৃহস্পতিবার, ২০ শে জুন, ২০১৩

সন্ধ্যা

কামালের লিভিংরুমে বসে আছি। বাড়ির ভেতরটা এখনও যথেষ্ট নোংরা। ভাবলাম, মানুষটা কী সব সময় টিনএজ ছেলেদের মতো অগোছালো থাকে? সে বয়সে তার পরিবারকে হারিয়েছে, হয়তো একারণেই তখনকার জীবনযাত্রা পরিবর্তন করতে পারেনি। এখনও কিশোর এক ছেলে রয়ে গেছে। দুঃখ হলো তার জন্য।

রান্নাঘর থেকে এসে আমার পাশে বসলো সে। স্বস্তিদায়ক নৈকট্য আমাদের মধ্যে। পারলে প্রতিদিন এখানে আসতাম, এক-দুই ঘণ্টা বসে থাকতাম, ওয়াইন খেতাম, ওর হাত আমার হাতে ছুঁয়ে যাওয়া অনুভব করতাম।

কিন্তু আমি পারবো না এমন করতে। আমাকে সেটা বোঝানোর চেষ্টাই করছে সে।

"মেগান," বলল সে, "এখন তুমি প্রস্তুত? যেটা বলছিলে শেষ করার জন্য?"

সামান্য হেলে গেলাম তার দিকে, তার উষ্ণ শরীরে ওজন চাপিয়ে দিলাম। বাঁধা দিলো না সে, চোখ বন্ধ করলাম আমি। সেদিনের স্মৃতিতে ফিরে যেতে সময় লাগলো না। বাথরুমের সেই স্মৃতি। অদ্ভুত ব্যাপার, কারণ অনেকগুলো বছর এই দিনটা না ভাবার চেষ্টা করেছি আমি।

ঠাণ্ডা আর অন্ধকার। বাথটাবে নেই আমি আর।

"ঠিক কি ঘটেছিলো আমি জানি না। ঘুম ভাঙার কথা মনে পড়ে আমার, মনে পড়ে কোন এক সর্বনাশ হয়ে গেছে। তারপর মনে পড়ে ম্যাকের ফিরে আসা। আমাকে ডাকছিলো সে, নিচতলায় তার গলা শুনতে পাচ্ছিলাম কিন্তু নড়তে পারছিলাম না। বাথরুমের মেঝেতে বসে ছিলাম আমি, ছাদের কড়িকাঠ কেঁপে উঠছিলো। ঠাণ্ডা লাগছিলো খুব। সিঁড়ি পর্যন্ত উঠে এসেছিলো ম্যাক, আমার নাম ধরে ডাকছে তখনও। দরজায় এসে আলো জ্বালিয়ে দিলো। পরিষ্কার মনে করতে পারি সেই স্মৃতি, আলোর ঔজ্জ্বল্য আমার রেটিনাতে ঢুকে পড়ছিলো, অন্ধ করে দিচ্ছিলো আমাকে, সবকিছু মাত্রাতিরিক্ত সাদা আর ভয়ঙ্কর।

"চিৎকার করে আলো নিভিয়ে দিতে বললাম ওকে। আমি দেখতে চাইছিলাম না। আমার মেয়েকে ওভাবে দেখতে চাইছিলাম না। তারপর কি ঘটেছে আমার পরিষ্কার মনে নেই। আমার মুখের সামনে এসে চিৎকার করছিলো ম্যাক, তার হাতে বাচ্চাটাকে তুলে দিয়েছিলাম আমি। দৌড়ে বের হয়ে গেছিলাম বাড়ি থেকে। বৃষ্টির

BanglaBook.org

মধ্যেই ছুটছিলাম, সৈকতে চলে এসেছিলাম দৌড়ে। এরপর কি হয়েছিলো আমি মনে করতে পারি না। অনেকক্ষণ পর আমার কাছে এসেছিলো সে, তখনও বৃষ্টি পড়ছিলো, বেলাভূমিতে দাঁড়িয়েছিলাম যতদূর মনে পড়ে। পানিতে ঝাঁপ দিতে চাইছিলাম আমি, কিন্তু আতঙ্ক আমাকে ঠিকমতো ভাবতে দিচ্ছিলো না। ম্যাক এসে আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

"সকালে মেয়েটাকে কবর দেই আমরা। একটা কাপড়ে তাকে পেঁচিয়ে দিয়েছিলাম আমি, ম্যাক কবর খুঁড়েছিলো। রেললাইনের কাছে তাকে কবর দিলাম। তার ওপর কয়েকটা পাথর রাখলাম চিহ্নস্বরূপ। ওকে নিয়ে আর কোন কথা বলিনি আমরা। আসলে, আর কোন কিছু নিয়েই কথা হয়নি আমাদের। একে অন্যের দিকে তাকানো বন্ধ করে দিয়েছিলাম। ম্যাক সে-রাতে বের হয়ে গেলো। বলল কারও সাথে দেখা করতে হবে। আমার মনে হলো ও পুলিশের কাছে যাচ্ছে। কি করতে হবে আমি জানতাম না। ওর জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম, যে কারও জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। কিন্তু ফিরে এলো না ও। কোনদিনও না।"

কামালের ঘরে বসে আছি এখনও, আরামদায়ক উষ্ণতা ভেতরে। ওর গরম শরীর আমার পাশে। তারপরও শিহরিত হয়ে উঠছি বার বার।

"এখনও অনুভব করি আমি।" বললাম তাকে, "রাতে এখনও টের পাই সবকিছু, সেই আতঙ্ক আমাকে সারা রাত ঘুমাতে দেয় না। ওই বাড়িতে একা একা থাকার অনুভূতি, খুব ভয় করছিলো আমার, ঘুমানো সম্ভব ছিলো না আমার জন্য। অন্ধকার ঘরগুলোতে হেটে বেড়িয়েছি শুধু, শুনেছি বাচ্চা মেয়েটার কান্না। তার শরীরের গন্ধ পেয়েছি, অবাস্তব সব দৃশ্য দেখেছি। রাতে ঘুম ভাঙলে আমার মনে হতো আর কেউ আছে ঘরে। মনে হচ্ছিলো পাগল হয়ে যাচ্ছি, মনে হচ্ছিলো মারা যাচ্ছি আমি। কিন্তু বাড়ি ছেড়ে গেলাম না। ভেবেছিলাম ওখানে থাকলে একদিন কেউ আমার লাশ খুঁজে পাবে। অন্তত আমার মেয়েটাকে একা রেখে চলে যাওয়া হবে না সেক্ষেত্রে।"

নাক টানলাম। টেবিল থেকে একটা টিস্যু তুলে নিলাম। কামালের হাত আমার মেরুদণ্ড বেয়ে নিচে নামলো, তারপর স্থির হলো ওখানেই।

"কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওখানে থাকার সাহস আমার হলো না। মনে হয় দশ দিনের মতো অপেক্ষা করেছিলাম, তারপর খাওয়ার মতো কিছু ছিলো না ঘরে। একটা শিমের কৌটা পর্যন্ত না। কিচ্ছু না। আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে বের হয়ে এলাম তখন।"

"ম্যাকের সাথে তোমার আর দেখা হয়েছিলো?"

"না, আর কোনদিনও দেখা হয়নি। শেষ দেখা হয় ওই রাতেই। আমাকে চুমু খায়নি সে, গুডবাই-টুকুও বলেনি। শুধু বলেছিলো তাকে একটু বের হতে হবে। আর কিছু না।"

BanglaBook.org

"তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলে?"

মাথা নাড়লাম, "না, ভয় করতো। আমাকে সামনে পেলে ও কী করবে আমি জানতাম না। তাছাড়া আমি চাইলেও তার সাথে যোগাযোগ করতে পারতাম না। মোবাইল ফোন পর্যন্ত ছিলো না ওর। আর যারা ওকে চিনতো, তারা সব হিপ্পি, ভবঘুরে। এদের কারও সাথে দেখা করার সুযোগ আমার ছিলো না। কয়েক মাস আগে গুগলে খুঁজলাম তাকে। কিন্তু ওখানেও পেলাম না। অদ্ভুত..."

"কিসের কথা বলছো?"

"প্রথম দিকে সবখানে ওকে দেখতে পেতাম। রাস্তায় কিংবা বারে তার মতো কেউ বসে আছে দেখলে আমার হৃদস্পন্দন বেড়ে যেতো। ভিড়ের মধ্যে ওর কণ্ঠ শুনতে পেতাম। সেসব থেমে গেছে অনেক আগেই। এখন আমার মনে হয় কি, ম্যাক মারা গেছে।"

"এমন মনে হওয়ার কারণ?"

"জানি না। আমার কাছে সে মৃত।"

সোজা হয়ে বসলো কামাল। ধীরস্থিরভাবে আমার শরীর থেকে দূরে নিয়ে গেলো নিজেকে। মুখোমুখি বসেছে।

"এসব হয়তো তোমার কল্পনা, মেগান। তোমার জীবনে বড় একটা অংশ জুড়ে থাকা মানুষগুলোর কেউ হঠাৎ চলে গেলে তাদের দেখতে পাওয়া স্বাভাবিক। প্রথম দিকে আমার ভাইকে সবখানে দেখতে পেতাম আমিও। আর মৃত মনে হওয়াও স্বাভাবিক, দীর্ঘ একটা সময় তোমার জীবনে তার উপস্থিতি নেই। এক সময় তোমার কাছে তার বাস্তব অস্তিত্বই থাকবে না।"

থেরাপি-মুডে চলে গেছে সে আবার। দুই বন্ধু সোফায় বসে কথা বলছি না এখন। ইচ্ছে করলো ওকে টেনে আমার পাশে নিয়ে আসতে। তবে নতুন করে সীমা লঙ্ঘন করতে চাইলাম না। শেষবার এমন করেছিলাম যখন, ওকে চুমু খাওয়ার পর চেহারায় পরিষ্কার রাগ ফুটে উঠেছিলো।

"এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা যখন হলই, আমার মনে হয় ম্যাকের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা তোমার জন্য উপকারে আসতে পারে। জীবনের পুরনো অধ্যায়টা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ভালো একটা উপায় হবে সেটা।"

জানতাম এমনটা বলবে সে, "পারি না, পারবো না।"

"একটু ভেবে দেখো এই ব্যাপারে।"

"পারবো না আমি। এখনও আমাকে ঘৃণা করে যদি সে? যদি সবকিছু ফিরে আসে? যদি সে পুলিশের কাছে যায়?"

যদি সে স্কটকে আমার আসল চেহারা দেখিয়ে দেয়? শেষ বাক্যটা জোরে উচ্চারণ করতে পারলাম না আমি।

BanglaBook.org

মাথা নাড়লো কামাল, "হয়তো তোমাকে সে ঘৃণা করে না, মেগান। হয়তো কখনই ঘৃণা করেনি। হয়তো সে-ও ভয় পেয়েছিলো, নিজেকে অপরাধি ভেবেছিলো হয়তো। আমার কাছে যেমনটা বললে, কোন কিছুর দায়িত্ব নেওয়ার যোগ্যতাই তার নেই। খুবই অল্পবয়সি একটা মেয়েকে নিজের কাছে এনে রেখেছিলো সে, যখন মেয়েটির তাকে প্রয়োজন ছিলো সবচেয়ে বেশি–একা ফেলে রেখেছিলো তাকে। হয়তো দায়িত্বের ভাগ নিতে সে ভয় পায়, সেজন্যই পালিয়ে গেছিলো।"

আমি জানি না কথাগুলো সে নিজে বিশ্বাস করে বলছে, নাকি আমাকে স্বস্তি দেওয়ার জন্য শোনাচ্ছে শুধু? ম্যাকের ওপর দোষ চাপাতে আমি পারি না। এই দায়টা আমাকেই নিতে হবে।

"তুমি করতে চাও না এমন কিছু আমি করাতে চাই না তোমাকে দিয়ে। শুধু বলছি ম্যাকের সাথে যোগাযোগ করার ব্যাপারটা মাথায় রাখতে। কারণ, আমার মনে হয় না তুমি তার কাছে কোন দিক থেকে ঋণী। সে তোমার কাছে ঋণী, মেগান। তোমার অপরাধবোধ আমি টের পাই, কিন্তু সে তোমাকে ত্যাগ করেছিলো। একা ছিলে তুমি, ভীত, আতঙ্কিত আর শোকাহত, এমন একটা পরিস্থিতিতে তোমাকে একা ওই বাড়িতে ফেলে গেছিলো সে। তুমি ঘুমাতে পারো না এটা অবাক করা কোন ব্যাপার না এখন আর। ঘুমানোর চিন্তা এলেও তোমার ভয় করে। মনে হয় ঘুমালেই বাজে কিছু ঘটবে তোমার সাথে। আর একমাত্র সাহায্যকারি মানুষটা তোমাকে ছেড়ে যাবে।"

ওর মুখ থেকে কথাগুলো শুনে আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করলো। সবকিছু পেছনে ফেলে হয়তো স্কটের কাছে ফিরে যেতে পারি আমি। বাকি জীবন আরও ভালো কিছুর আশায় পার করে দিতে পারি। সাধারণ মানুষ তাই তো করে?

"এটা নিয়ে একটু ভাববে?" জানতে চাইলো সে। আমার হাত স্পর্শ করেছে।

উজ্জ্বল একটা হাসি উপহার দিলাম তাকে। বললাম, ভাববো। হয়তো মন থেকেই বলেছিলাম। দরজা পর্যন্ত হেটে নিয়ে এলো সে আমাকে। আমার কাঁধে জড়িয়ে আছে হাত। ইচ্ছে করলো ঘুরে ওকে চুমু খাই, তার বদলে জানতে চাইলাম, "এটাই কি আমাদের শেষ দেখা?"

মাথা দোলাল সে।

"আমরা কি–"

"না, মেগান। আমরা সেটা করতে পারি না। আমাদের সঠিক কাজটা করতে হবে।"

"সঠিক কাজ করার ক্ষেত্রে আমার রেকর্ড কিন্তু ভালো না।"

"ভালো করতে হবে। বাড়ি যাও এখন। তোমার স্বামির কাছে ফিরে যাও।"

দরজা লাগিয়ে দেওয়ার পরও লম্বা একটা সময় বাড়ির বাইরের ফুটপাতে

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে থাকলাম। হাল্কা লাগছিলো খুব। মুক্ত মনে হচ্ছিলো নিজেকে, একই সাথে মন খারাপ হয়ে আছে। হঠাৎই স্কটের কাছে ফিরে যেতে ইচ্ছে করলো আমার।

স্টেশনের দিকে যাচ্ছি, ফুটপাত ধরে দৌড়ে এলো একজন মানুষ, কানে এয়ারফোন, মাথা নিচু। সরাসরি আমার দিকে ছুটে আসছিলো সে, সরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম শেষ মুহূর্তে। ফুটপাতের কিণারায় পা পিছলে গেলো।

পড়ে গেছি, কিন্তু লোকটা ক্ষমাপ্রার্থনাসূচক কিছু বলল না। আমার দিকে ফিরেও তাকালো না। বিস্ময়ের ধাক্কায় গোঙাতেও ভুলে গেলাম। একটা গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। কামালের বাড়ি গিয়ে নিজেকে যতটুকু শান্ত করে এনেছিলাম সব যেন তছনছ হয়ে গেছে।

বাড়ি ফেরার আগ পর্যন্ত টের পেলাম না আমার হাত কেটে গেছে, কোন এক সময় হাত মুখে ঘষেছিলাম হয়তো, ঠোঁটের চারপাশে রক্ত লেগে আছে আমার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

র‍্যাচেল

• • •

শনিবার, ৩০ শে আগস্ট, ২০১৩

সকাল

ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে গেছিলো। ময়লার গাড়ির শব্দ পেলাম রাস্তায়, জানালায় মৃদু শব্দে আছড়ে পড়ছে বৃষ্টি। পর্দাগুলো আধখোলা। গতকাল লাগাতে ভুলে গেছিলাম আমরা। নিজে নিজেই মুচকি হাসলাম, আমার পেছনে ওকে অনুভব করতে পারছি। উষ্ণ আর ঘুমন্ত। নিতম্ব নড়িয়ে ওর গা ঘেষে গেলাম, শক্ত হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগলো না ওর, আমাকে ধরে নিজের দিকে ঘোরাল।

"র‍্যাচেল," বলল সে, "এমন কোরো না।"

ঠাণ্ডা হয়ে গেলাম। আমার বাড়িতে নেই আমি। সবকিছু ভুল করছি। ঘুরে শুলাম, স্কট উঠে গেছে। বিছানা থেকে দু-পা ঝুলিয়ে বসেছে সে। চোখ বন্ধ করে মনে করার চেষ্টা করলাম সব। চোখ খোলার পর যে ঘরটা দেখেছি এখানেই আমি হাজারবার ঘুম থেকে উঠেছি। উঠে বসলে রাস্তার ওপাড়ের ওক গাছটা দেখা যাবে। নেমে বামদিকে গেলে অ্যাটাচ বাথরুম, তার ডানদিকে বিল্ট-ইন ওয়ারড্রোব। ঠিক এই ঘরেই টমের সাথে থাকতাম আমি। বিছানার অবস্থানও একই জায়গাতে।

"র‍্যাচেল।" ডাকলো আবার।

হাত বাড়িয়ে ওর পিঠ ধরার চেষ্টা করলাম। দ্রুত দাঁড়িয়ে গিয়ে আমার দিকে ঘুরে তাকালো সে। শূন্য দেখাচ্ছে তাকে, পুলিশ স্টেশনে যেমনটা দেখেছিলাম। কেউ যেন তার ভেতরটা নিংড়ে বের করে ফেলেছে। পড়ে আছে খোলস। এই একই রকম ঘরে আমি হয়তো টমের সাথে ছিলাম, কিন্তু ঠিক এই ঘরেই সে ছিলো মেগানের সাথে। এই বিছানাতেই ঘুমাতো তারা।

"আমি জানি।" বললাম, "দুঃখিত আমি, কাজটা ঠিক হয়নি।"

"হ্যা।" চোখে চোখ রেখে বলল না। বাথরুমে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিলো।

আবারও শুয়ে পড়েছি, চোখ বন্ধ করে আতঙ্কে ডুবে গেলাম। কি করলাম আমি? এখানে যখন ঢুকেছিলাম, প্রচণ্ড রেগে ছিলো সে। মায়ের ওপর, যে কখনও মেগানকে পছন্দ করেনি। খবরের লোকদের ওপর, মেগানের সম্পর্কে ওসব লেখার জন্য। পুলিশের ওপর, হয়রানি করানোর জন্য, মেগানকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য, তাকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য। বিয়ার খেতে খেতে তার কথা শুনছিলাম আমি।

বিয়ার শেষ হয়ে যেতে আঙিনায় বের হয়ে এলাম, ট্রেন যাওয়া দেখছিলাম। হঠাৎই শান্ত হয়ে এলো সে। তেমন কিছু নিয়ে কথা হলো না, টেলিভিশনের অনুষ্ঠান,

BanglaBook.org

তার অফিস আর তার স্কুল–এইসব ছিলো আলোচনার বিষয়। সাধারণত মানুষ যা নিয়ে কথা বলে। নিখোঁজ একজন মানুষ মাত্রই মৃত হিসেবে আবিষ্কৃত হয়েছে, এমন পরিস্থিতিতে কেমন লাগা উচিত, তা যেন ভুলে গেছিলাম আমরা। এখন মনে পড়ছে, হেসেছিলো সে। আমার চুল ধরেছিলো।

স্রোতের মতো ফিরে এলো সব। চেহারায় রক্ত উঠে এসেছে টের পেলাম, নিজের কাছে স্বীকার করে নিচ্ছি আমি চেয়েছিলাম এমন হোক। জেসনের সাথে থাকতে চেয়েছিলাম আমি, চেয়েছিলাম জেসের স্থানে নিজেকে দেখতে। সন্ধ্যায় তারা যখন একসাথে ড্রিংক করে তখন জেসের কেমন লাগে জানতে চেয়েছিলাম। ভুলে গেছিলাম জেস আমার কল্পনার একটা অংশ ছাড়া আর কিছু না।

বাস্তবতা আরও পীড়াদায়ক, জেস হলো মেগান, মারা গেছে সে, পিটিয়ে হত্যা করে পঁচে গলে নিঃশেষিত হওয়ার জন্য লাশটা ফেলে দিয়ে এসেছিলো কেউ। আরও খারাপ ব্যাপার হলো পুরোটা সময় আমার মনে ছিলো এসব, কিছুই ভুলে যাইনি। শুধু পাত্তা দেইনি তাকে। পাত্তা দেইনি, কারণ সবার কথা আমি বিশ্বাস করছি। মেগান ছিলো জঘন্য এক মহিলা।

বাথরুম থেকে বের হয়ে এলো স্কট। আমাকে তার শরীর থেকে মুছে ফেলেছে। দেখতে ভালো লাগছে তাকে। আমার চোখের দিকে না তাকিয়েই জানতে চাইলো কফি চলবে কি-না। কিছুই চাই না আমি, শুধু আরেকবার নিয়ন্ত্রণ হারাতে চাচ্ছি না।

বিছানা থেকে নেমে বাথরুমে গেলাম, ঠাণ্ডা পানির ছিটা দিলাম মুখে। চোখের কোণে মাসকারা ধুয়ে যাচ্ছে। ঠোঁটের রঙ গাঢ় হয়ে আছে, কামড়েছে কেউ। মুখ আর ঘাড় লাল হয়ে আছে। আমাকে আঁচড়ে দিয়েছিলো ওখান জায়গাতে। গতকাল রাতের স্মৃতি মনে পড়ে গেলো, আমার শরীরে তার হাত! পেট উল্টে আসতে শুরু করলো আমার।

বাথটাবের কোণে বসে পড়লাম, মাথা ঘুরছে। বাড়ির অন্য সব ঘর থেকে বাথরুমটা অপরিচ্ছন্ন। টুথপেস্ট লেগে আছে আয়নাতে, বেসিনের চারপাশটা ময়লা, একটা মগে মাত্র একটা টুথব্রাশ রাখা। কোন পারফিউম নেই, মেকআপ নেই, ময়েশ্চারাইজার নেই। যাওয়ার সময় সে নিয়ে গেছে, নাকি স্কট সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে?

বেডরুমে ফিরে এসে চারপাশে তাকিয়ে মেগানের অস্তিত্ব খুঁজলাম। দরজার পেছনে একটা রোব, ড্রয়ারে একটা চিরুনি, কানের দুল, যে কোন কিছু। কিচ্ছুটি নেই। ওয়ারড্রোবের কাছে গিয়ে হাত বাড়ালাম, ভেতরটা দেখতে হবে। হাত কাঁপছে আমার। পেছন থেকে স্কটের গলা শোনা গেলো, "এই যে কফি।"

লাফিয়ে উঠলাম রীতিমতো।

আমার মুখের দিকে না তাকিয়েই মগটা বাড়িয়ে দিলো, তারপর আমার পেছন ফিরে ঘুরে দাঁড়ালো সে। রেললাইনের দিকে চোখ তার, অথবা আর কোথাও।

BanglaBook.org

ডানদিকে তাকিয়ে দেখলাম ছবিগুলো উধাও হয়ে গেছে। হাতের লোম দাঁড়িয়ে গেলো আমার। কিছু একটা ভুল হচ্ছে খুব!

হতে পারে মেগানের স্মৃতিচিহ্নগুলো তার মা সরিয়েছে, সবকিছুর সাথে মেগানের ছবিগুলোও সরিয়ে ফেলেছে। তার মা মেগানকে পছন্দ করতো না। বার বার বলেছে স্কট। তারপরও, ওর মতো কাজই বা কে করে? স্ত্রির মৃত্যুর এক মাসের পেরুনোর আগে একই বিছানায় আরেকজন মহিলাকে কে সঙ্গম করে? আমার দিকে ঘুরে তাকালো সে, মনে হলো আমার মনের কথা পড়তে পারছে। অদ্ভুত একটা অভিব্যক্তি তার চেহারায়, অবজ্ঞা অথবা তার বিপরীত কিছু, মন উঠে গেলো আমার। মগ নামিয়ে রাখলাম।

"আমার যাওয়া উচিত," বললাম তাকে। তর্ক করলো না সে।

বৃষ্টি থেমে গেছে, বাইরে চমৎকার রোদ এখন। চোখ কুঁচকে হাটতে শুরু করলাম, দুই হাত ওপরে এনে চোখে ছায়া ফেলছি। ফুটপাতে ওঠার প্রায় সাথে সাথে একজনের সাথে ধাক্কা লেগে যাচ্ছিলো, শেষ মুহূর্তে সরে গিয়ে কাঁধের ধাক্কাতে তাকে সরিয়ে দিলাম। কিছু একটা বলল সে, খেয়াল করিনি। হাত এখনও ওপরে তোলা আমার, মাথা নিচু। মাত্র পাঁচ ফিট দূরে আসার আগ পর্যন্ত অ্যানাকে না দেখার কারণ ওটাই। আমাকে দেখে দু-পাশে মাথা নাড়লো সে, দ্রুত নিজের বাড়ির দরজার দিকে হাটা ধরলো। আরেকটু জোরে হাটলে ওটাকে দৌড়ানো বলা যাবে। এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালাম। দেজা ভ্যু বলে হচ্ছে মনে হলো, এমনভাবে তাকে দৌড়াতে আগেও দেখেছি আমি।

ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পর মাঝে মাঝে এখানে আসতাম আমি, কিছু জিনিস রেখে গেছিলাম সেগুলো নিতে। কি জিনিস নিতে এসেছিলাম সেটাও মনে নেই এখন। ওগুলো গুরুত্বপূর্ণ কিছু ছিলো না, এই বাড়িতে ফিরে আসার একটা ছুতো ছিলো ওটা। টমকে দেখার একটা ছুতো। সম্ভবত এক রবিবারে এসেছিলাম। তার আগের শুক্রবারে আমি বাড়িটা ছেড়ে যাই, অর্থাৎ মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা পর ফিরে এসেছিলাম। আমার বিছানা তখনও ঠাণ্ডা হয়নি। বাড়ির সামনে দেখা হয়ে গেছিলো অ্যানার সাথে। তার দিকে এগিয়ে গেছিলাম সরাসরি। কি বলতে যাচ্ছিলাম তা আমার জানা নেই, তবে বিবেচকের মতো কিছু নয়। কাঁদছিলাম আমি, আর তখন এভাবেই দৌড়ে পালিয়েছিলো সে। ভাগ্যিস তখনও তার পেট ফুলে ওঠা শুরু হয়নি, তাহলে রাগে-ক্ষোভে ওখানেই মারা যেতাম আমি।

প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করতে করতে মাথা ঘুরে উঠলো। বেঞ্চে বসে নিজেকে বোঝালাম হ্যাংওভার ছাড়া আর কিছু নয় এটা। পাঁচদিন ধরে মদ না খাওয়ার পর বেশিই হয়ে গেছে। কিন্তু ভেতর থেকে জানি, ওসব কিছু নয়। অ্যানার সামনে পড়া আর তাকে ওভাবে দৌড়াতে দেখে এমন হচ্ছে আমার।

ভীতি।

BanglaBook.org

অ্যানা

• • •

শনিবার, ১০ই আগস্ট, ২০১৩

সকাল

নর্থকোটের জিমে গাড়ি চালিয়ে গেলাম, সকালে স্পিন ক্লাস ছিলো। তারপর ম্যাচেস স্টোরে একবার থেমে ম্যাক্স মারা মিনিড্রেস কিনলাম (দাম বেশিই পড়লো, তবে আমাকে এর ভেতর দেখতে পেলে টম আর ও নিয়ে উচ্চবাচ্য করবে না)। নিখুঁত একটা সকাল শুরু হয়েছিলো আমার জন্য। কিন্তু ফিরে এসে গাড়িটা পার্ক করতে না করতেই হিপওয়েলদের বাড়ির সামনে কোন এক ঝামেলা দেখলাম মনে হলো। সব সময় ওখানে ফটোগ্রাফাররা থাকেই। আজকে আরেকজন আছে ওখানে।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। র‍্যাচেল

এক ফটোগ্রাফারকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলো, বোঝা যাচ্ছে মন-মেজাজ খারাপ তার। আমি নিশ্চিত, মাত্রই স্কটের বাড়ি থেকে বের হয়েছে মহিলা।

স্রেফ স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। টমকে খুব স্বাভাবিকভাবে বললাম ঘটনাটা, যেন কথার কথা। আমার মতোই অবাক হলো সে।

"ওর সাথে যোগাযোগ করবো," বলল সে, "জিজ্ঞেস করবো কি চলছে ওদিকে।"

"চেষ্টা তো করেছিলে।" বললাম আমি, যতসম্ভব ভদ্রভাবে, "কিন্তু লাভ কি হয়েছে?"

বোঝাতে চাইছিলাম এখন হয়তো পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত, অথবা উকিল ধরে একটা রেস্ট্রেইনিং অর্ডারের ব্যবস্থা করা দরকার।

"আমাদের তো আর বিরক্ত করছে না, তাই না?" বলল সে, "ফোনকল থেমে গেছে, আমাদের বাড়িতে আসেনি আর, আমাদের দিকেও আসেনি। এটা নিয়ে চিন্তা করো না তো লক্ষ্মি, আমি ঠিক করে ফেলবো সব।"

বিরক্ত করার ব্যাপারে সত্য কথাই বলেছে সে। কিন্তু আমি কেয়ার করি না। কিছু একটা চলছে ওখানে, সেটাকে এড়িয়ে চলার জন্য আমি প্রস্তুত নই। আমাকে চিন্তা করতে মানা করা হচ্ছে বার বার, এসব শুনতে শুনতেও আমি যথেষ্ট ক্লান্ত। সে সবকিছু ঠিক করে ফেলবে, কথা বলবে মহিলার সাথে–এসব কথা শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত। সময়ে এসেছে নিজের হাতে কিছু জিনিস তুলে নেওয়ার। এর পরের বার শালিকে দেখলেই ডিটেক্টিভ রাইলিকে ফোন করবো। অফিসারকে পছন্দ হয়েছো আমার, যথেষ্ট সহমর্মিতা দেখিয়েছে। র‍্যাচেলের জন্য টম দুঃখিত, তা আমার জানা আছে। তবে সত্যিই এবার ওই মাগির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত কোন ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে!

BanglaBook.org

র‍্যাচেল

• • •

সোমবার, ১২ই আগস্ট, ২০১৩

সকাল

উইলটন লেকের এক পার্কিংলটে আমরা, মাঝে মাঝে এখানে আসা হতো। অত্যন্ত গরম দিনগুলোতে এখানে সাঁতারাতাম আমরা। আজকে টমের গাড়ির ভেতর শুধু পাশাপাশি বসে আছি। ভেতরে গরম বাতাস ঢোকাচ্ছি। ইচ্ছে করছিলো হেডরেস্টে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করতে। ওর হাত ধরে সারাদিন এখানে বসে থাকতে।

গতকাল ফোন করে আমাকে বলেছিলো দেখা করতে পারবো কি-না। আমি জানতে চেয়েছিলাম এটা কি অ্যানা সম্পর্কিত কিছু। সেদিন ব্লেনহাইমে দেখা হয়ছে তার সাথে। বলেছিলাম আমি ওখানে অ্যানার জন্য যাইনি। ওদের বিরক্ত করতে যাইনি আমি। আমাকে বিশ্বাস করেছিলো সে, অথবা শুধু মুখে বলেছিলো বিশ্বাস করেছে। তারপরও তাকে উদ্বিগ্ন মনে হলো। আমার সাথে কথা বলা নাকি তার বিশেষ প্রয়োজন।

"প্লিজ, র‍্যাচ," আগের দিনগুলোর মতো বলল সে। আমার হৃদপিণ্ড যেন ফেঁটে পড়লো। "আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাবো, ঠিক আছে?"

ভোরের আগে আগে জেগে উঠলাম আমি, রান্নাঘরে কফি বানালাম পাঁচটায়। চুল ধুলাম, পা শেভ করলাম, মেকআপ করে চারবার পোশাক পাল্টালাম। অপরাধবোধ চেপে ধরছিলো আমাকে, বোকা বোকা লাগছিলো। স্কটের কথা মনে পড়লো আমার, কিভাবে হলো আমাদের, তখন কেমন লেগেছিলো আমার। মনে হলো ওসব না হলেই ভালো হতো। টমকে ঠকানো হলো এমন লাগছিলো। এই টম আমাকে চার বছর আগে আরেক মেয়ের জন্য ছেড়ে দিয়েছে তা আমি জানি। কিন্তু আবেগের ওপর তো আর যুক্তি চলে না।

নয়টার ঠিক আগ দিয়ে এলো টম, নিচে নেমে আসলাম, গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো সে, জিন্স আর পুরাতন একটা ধূসর টি-শার্ট পরে আছে। ঐ টি-শার্টে কতবার মুখ গুঁজেছি আমি!

"আজকে সকালটা ছুটি নিয়েছি অফিস থেকে।" বলল সে, "ভাবলাম একটা ড্রাইভে বের হওয়া যাক।"

ড্রাইভের পুরো সময়টা তেমন কথা হলো না আমাদের। আমার খবর নিলো সে, কেমন আছি না আছি। বলল দেখতে ভালো লাগছে আমাকে। পার্কিংলটে পৌছানোর আগে, তার হাত ধরার চিন্তা মাথায় আসার আগ পর্যন্ত অ্যানার কথা বললই না সে।

"উম, অ্যানা তোমাকে দেখেছে বলল। ভেবেছে তুমি হয়তো স্কট হিপওয়েলের বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছিলে। ওর ধারণা কি ঠিক?"

BanglaBook.org

আমার দিকে ঘুরে তাকালো সে। ঠিক আমার দিকে তাকাচ্ছে না, মনে হচ্ছে প্রশ্নটা করতে গিয়ে যথেষ্ট লজ্জিত বোধ করছে।

"ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।" বললাম তাকে, "স্কটের সাথে আমার দেখা হচ্ছে...মানে, ওভাবে না। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, এই আর কি। ব্যাখ্যা করা কঠিন, তবে তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করছি আমি। জানোই তো, ওর সময়টা খুব ভালো যাচ্ছে না ইদানিং।"

মাথা দোলাল টম, বাম হাতের তর্জনি কামড়াচ্ছে। কিছু একটা নিয়ে চিন্তিত মনে হচ্ছে তাকে।

"কিন্তু, র‍্যাচ..."

আশা করলাম এই নাম ধরে আমাকে আর ডাকবে না সে। মাথার ভেতরটা শূন্য হয়ে আসছে আমার। হাসতে ইচ্ছে করছে। পুরনো দিনের কথা মনে পড়ছে। আশাবাদি হতে ইচ্ছে করছে। হয়তো অ্যানার সাথে সবকিছু ঠিকমতো চলছে না ওর? ঝগড়া হচ্ছে না তো? আমাকে কি মিস করছে টম? টমের কোন এক অংশ?

"আমি আসলে...আমার আসলে এটা নিয়ে বেশ চিন্তা হচ্ছে।"

অবশেষে আমার দিকে তাকালো সে। ওর বড়, বাদামি চোখ আমার চোখে আটকে গেলো। সামান্য নড়ে উঠলো তার হাত, যেন আমার হাত স্পর্শ করতে যাচ্ছে, তারপর থেমে গেলো সে।

"আমি জানি...ঠিক আছে, আমি খুব ভালো জানি না এই ব্যাপারে। বলছিলাম কি, স্কট...আমার কাছে তাকে যথেষ্ট ভদ্রলোক মনে হয়েছে, কিন্তু নিশ্চিত হয়ে তো আর বলা চলে না?"

"তোমার মনে হয় খুনটা সে করেছে?"

মাথা নাড়লো সে, ঢোক গিলল, "না, না, আমি তা বলছি না। শুধু...অ্যানা বলে ওরা নাকি প্রচুর ঝগড়া করতো। মেগান নাকি তাকে ভয় পেতো।"

"অ্যানা বলেছে?" সাথে সাথেই কথাটা মিথ্যা বলে ধরে নিতে ইচ্ছে করলো। তবে স্কটের বাড়ির ভেতরে মেগানের সব ছবি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ভুলিনি আমি।

মাথা দোলাল টম, "ইভি যখন ছোট ছিলো, মেগান আমাদের বাড়িতে কয়েকদিন বেবি সিটিং করতে এসেছিলো। গড, ওসব কথা মনে করতেও ভালো লাগছে না আমার। পেপারে যা বলেছে, তারপর..." দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে, "খারাপ কিছু ঘটুক তা আমি চাই না। মানে, তোমার সাথে।" হাসলো সে, কাঁধ ঝাঁকালো। "তোমার ভালো-মন্দ নিয়ে এখনও আমি ভাবি, র‍্যাচ।"

অন্যদিকে ঘুরে তাকালাম আমি, চোখের পানি দেখাতে চাই না ওকে। ও ঠিক বুঝে গেলো। আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, "আমি দুঃখিত।"

স্বস্তিদায়ক এক নীরবতার মধ্যে বসে থাকলাম আমরা। কান্না থামাতে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরলাম খুব জোরে। ওর জন্য বিব্রতকর করতে চাইছি না পরিস্থিতি।

BanglaBook.org

"আমি ঠিক আছি, টম। আগের চেয়ে ভালো আছি।"

"শুনে ভালো লাগলো। তুমি নিশ্চয়–"

"মদ খাওয়া? আগের চেয়ে কমেছে। উন্নতি হচ্ছে আমার।"

"ভালো, এটা ভালো একটা খবর। তোমাকে বেশ দেখাচ্ছে, সুন্দরও।" আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। আরক্তিম হয়ে গেলাম। দ্রুত অন্যদিকে ঘুরে তাকালো সে, "তুমি কি ঠিক আছো? মানে, অর্থনৈতিকভাবে?"

"বেশ চলে যাচ্ছে।"

"সত্যিই? তোমার কি সত্যিই কোন সমস্যা নেই, র‍্যাচেল? আমি চাই না তোমার–"

"আমি ঠিক আছি তো বাবা!"

"তারপরও সামান্য কিছু রাখো। আমার কথা বোকার মতো শোনাচ্ছে, তাই না? কিন্তু সামান্য রাখবে?"

"সত্যিই ঠিক আছি আমি।"

সামনে ঝুঁকে এলো সে, দম আটকে এলো আমার। ওকে স্পর্শ করতে এত ইচ্ছে করছিলো, ওর ঘাড়ের গন্ধ নিতে ইচ্ছে করছিলো, প্রশস্ত ওই বুকে মুখ গুঁজতে ইচ্ছে করছিলো আমার। গ্লোভ বক্স খুলে একটা চেক বই বের করে আনলো সে।

"একটা চেক লিখে দেই, ঠিক আছে? তোমাকে ক্যাশ করাতে হবে না, রাখো তুমি। প্রয়োজনের কথা তো আর বলা যায় না?"

হেসে ফেললাম, "এখনও গ্লোভ বক্সে চেকবুক রাখো তুমি?"

হাসলো সে-ও, "কখন লাগে তার ঠিক আছে?"

"কখন তোমার পাগলি এক্স-ওয়াইফকে পুলিশের কাছ থেকে জামিন দিয়ে ছাড়িয়ে আনতে হয়, তার কি কোন ঠিক আছে? তাই না?"

আমার চোয়ালের ওপর ওর বুড়ো আঙুল বুলিয়ে দিলো সে। হাত তুলে ওর হাত ধরলাম, তালুতে চুমু খেলাম।

"কথা দাও," বিষণ্ন কণ্ঠে বলল সে, "কথা দাও, স্কট হিপওয়েল থেকে দূরে থাকবে?"

"কথা দিলাম।" মন থেকে বললাম তাকে। খুশিতে দেখতেই পাচ্ছি না কিছু। আমি জানি শুধু আমাকে নিয়ে উদ্বেগ নয়, ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছে টম!

মঙ্গলবার, ১৩ই আগস্ট, ২০১৩

ভোর

ট্রেনে বসে আছি। লাইনের ধারে কিছু কাপড় পড়ে আছে, চোখ আটকে গেলো তাদের ওপর। গাঢ় নীল রঙের জামা আর কালো বেল্ট। ওখানে এলো কি করে আমি

BanglaBook.org

জানি না। ইঞ্জিনিয়ারদের কেউ ফেলে যায়নি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। ট্রেন নড়তে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে। যথেষ্ট সময় পেলাম তাকিয়ে দেখার। কাউকে এই জামাটা পরে থাকতে দেখেছি আমি। কাকে, মনে করতে পারলাম না। কখন? এখন ঠাণ্ডা পড়া শুরু করেছে। এই আবহাওয়াতে পরার উপযোগি পোশাক ওটা না।

টমের বাড়ি আসার অপেক্ষায় রইলাম, আমার বাড়ি। জানি সে ওখানেই থাকবে। বাইরে বসে থাকবে, একা। আমার জন্য অপেক্ষা করবে। আমরা পার হওয়ার সময় উঠে দাঁড়াবে, হাত নাড়বে, হাসবে। জানি আমি।

প্রথমে আমাদের সামনে পড়লো পনেরো নাম্বার। জেসন আর জেস বসে আছে ছাদে। অদ্ভুত, এখনও সাড়ে আটটা বাজেনি। লাল গোলাপ লাগানো একটা জামা পরে আছে জেস, কানে পাখি বসানো রূপালি দূল, বাতাসে সামনে-পেছনে দুলছে। জেসনের হাত জেসের কাঁধে। ওদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলাম। ইচ্ছে করলো হাত নাড়ি। কিন্তু বাকি যাত্রিরা আমাকে পাগল ভেবে বসতে পারে, তাই চুপচাপ দেখলাম। ওদের দেখে আমারও ওয়াইন খেতে ইচ্ছে করলো। ট্রেন থেমে আছে। চাচ্ছিলাম দ্রুত চলতে শুরু করুক, না-হলে টমকে মিস করবো আমি, বাড়ির সামনে গিয়ে ওকে আর পাওয়া যাবে না।

জেসের মুখ আগের চেয়ে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আলোর কারসাজি হবে। অত্যন্ত উজ্জ্বল আলো, স্পটলাইটের মতো ওর মুখের ওপরই এসে পড়ছে। এখনও জেসন ওর পেছনে। হাতদুটো ওর কাঁধে নেই এখন, ঘাড়ে চেপে বসেছে। জেসকে দেখে মনে হচ্ছে তার কষ্ট হচ্ছে খুব, নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। লাল হয়ে যাচ্ছে ওর মুখ, এখান থেকেও দেখতে পারলাম। উঠে দাঁড়িয়েছি, জানালায় থাবা দিয়ে ওকে থামতে বলছি। কিন্তু ও আমাকে শুনতে পাচ্ছে না। পাশ থেকে একজন যাত্রি আমার হাত চেপে ধরলো, লাল চুল তার, বসে পড়তে বলল আমাকে। পরের স্টেশন থেকে খুব দূরে নই তা জানালো।

"ততক্ষণে যে খুব দেরি হয়ে যাবে!" তাকে বললাম আমি।

"এর মধ্যেই খুব দেরি হয়ে গেছে, র‍্যাচেল," লালচুলো লোকটা বলল।

ছাদের দিকে ঘুরে তাকালাম, দাঁড়িয়ে গেছে জেস। মুঠোতে তার চুল খামচে ধরেছে জেসন। খুলিটা শক্ত করে ঠুকে দিলো দেওয়ালের সাথে।

সকাল

ঘুম ভাঙার অনেকক্ষণ পরেও আমার হাত পা কাঁপতে থাকলো। তীব্র আতঙ্ক নিয়ে ঘুম থেকে উঠেছিলাম। মনে হচ্ছিলো এখন পর্যন্ত আমার যা জানা আছে সবই ভুল। সবাই, যাদের সাথে আমার পরে পরিচয় হয়েছে, স্কট, মেগান, সবাই আমার কল্পনা। বাস্তব নয় কেউ। যারা শুধুই আমার কল্পনায় আছে তাদের নিয়ে তো স্বপ্ন দেখার কথা

BanglaBook.org

নয় আমার? আসলে সেদিন টমের কথাগুলোর সাথে ওই রাতে স্কটের সঙ্গে হয়ে যাওয়া–সব মিলিয়ে মস্তিষ্ক আমাকে বিভ্রান্ত করছে।

ট্রেন সিগন্যালে থামলে পরিচিত আতঙ্ক ফিরে এলো আবার। মুখ তুলে তাকাতে সাহসই হচ্ছিলো না। জানালাগুলো বন্ধ, কেউ নেই ওখানে, চুপচাপ আর শান্তিপূর্ণ একটা দৃশ্য। অথবা, পরিত্যক্ত কোন বাড়ির ছবি এটা। ছাদে এখনও মেগানের চেয়ারটা রাখা। খালি। আজকে গরম পড়ছে খুব, কিন্তু আমার কাঁপুনি কমলো না।

ড. আবদিকের অভ্যর্থনা দেখে মনে হলো আন্তরিকতার অর্ধেক কমে গেছে। মনে হলো থেরাপিস্ট আজ বেদনার্ত। স্কট বলেছিলো মেগানের অন্তঃসত্ত্বার খবর তারা কাউকে জানায়নি। হতে পারে আবদিককে জানানো হয়েছে? সেজন্যই ভেঙে পড়েছে সে? আমার জানতে ইচ্ছে করলো লোকটা এই মুহূর্তে মেগানের বাচ্চাকে নিয়ে ভাবছে কি-না!

স্বপ্নের কথা বলতে ইচ্ছে করলো তাকে। তবে নিজের উদ্দেশ্য প্রকাশ না করে ওটা বলার কোন উপায় দেখলাম না। কাজেই স্মৃতি উদ্ধার করার কোন উপায় তার জানা আছে কি-না জানতে চাইলাম। হিপনোসিস প্রজাতির কিছু হলেও চলবে।

"বেশ।" বলল সে, ডেস্কের ওপর আঙুল ছড়িয়ে দিলো, "অনেক থেরাপিস্ট মনে করেন হিপনোসিসের মাধ্যমে স্মৃতি উদ্ধার করা সম্ভব। তবে বিষয়টা বিতর্কিত। আমি এসব করি না, আমার রোগিদেরও মানা করি এই পথে যেতে। আমার মনে হয় না খুব একটা উপকার হয় এসবে। বরং মাঝে মাঝে ক্ষতির কারণ হতে পারে।" অর্ধ-হাসি দিলো সে, "আমি দুঃখিত, এই উত্তর আপনি আশা করেননি আমি জানি। তবে মনের ক্ষেত্রে কোন দ্রুত মেরামতের উপায় নেই।"

"এসব করতে পারেন এমন কোন থেরাপিস্ট কি আপনার চেনা আছে?" জানতে চাইলাম।

মাথা নাড়লো সে, "আমি দুঃখিত, তবে আপনাকে এমন কোন থেরাপিস্ট আমি রিকমেন্ড করতে পারি না। তাছাড়া আপনাকে মনে রাখতে হবে, এই উদ্ধারকৃত স্মৃতির ওপর নির্ভর করা চলে না। অনেক সময় মিথ্যে স্মৃতির জন্ম হয়, তবে আপনি তখন আর সত্য-মিথ্যা আলাদা করতে পারবেন না।"

এই ঝুঁকি অবশ্য আমিও নিতে পারি না। এমনিতেই যথেষ্ট মিথ্যে-স্মৃতি জমেছে আমার মাথায়। এগুলোর মধ্যেই সত্য-মিথ্যে আলাদা করতে গিয়ে দম ফুরিয়ে যাচ্ছে। নতুন কিছু আর দরকার নেই।

"তাহলে আপনার পরামর্শ কি?" জানতে চাইলাম। "আমার হারানো স্মৃতি ফিরিয়ে আনার কোন উপায় কি নেই?"

ঠোঁটের ওপর আঙুল ঘষলো সে, "সম্ভব। একটা নির্দিষ্ট স্মৃতির ওপর বার বার আলোচনা করলে সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এমন কোন একটা পরিস্থিতিতে আলোচনা করতে হবে যেখানে আপনার নিজেকে নিশ্চিন্ত আর স্থির মনে হবে।"

BanglaBook.org

"যেমন, এখানে?"

হাসলো সে, "যেমন–এখানে। তবে যদি এখানে নিশ্চিন্ত আর স্থির অনুভব করেন আপনি।"

কণ্ঠ চড়ে গেলো তার। কিছু একটা জানতে চেয়েছে, আমি উত্তর দেইনি। হাসি মুছে গেছে তার মুখ থেকে।

"দৃষ্টিশক্তির চেয়ে মনোযোগের দিকে খেয়াল দিলে কাজ হয় কখনও কখনও। শব্দ, অনুভূতি...পুরানো স্মৃতি মনে করার জন্য গন্ধও খুব গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্গিতও শক্তিশালি উপাদান হিসেবে কাজ করতে পারে। যদি নির্দিষ্ট কোন পরিস্থিতির কথা যদি মনে করতে চান, নির্দিষ্ট কোন দিনের কথা, তাহলে আপনার প্রতিটা ধাপ অনুসরণ করে পেছন দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। ক্রাইম সিনে ফিরে যাওয়া, প্রাথমিক অবস্থায় যেমন ছিলো।" সাধারণ একটা উদাহরণ এটা, কিন্তু আমার ঘাড়ের পেছনের রোম দাঁড়িয়ে গেলো। "কোন নির্দিষ্ট ঘটনা নিয়ে কথা বলতে চান, র‍্যাচেল?"

অবশ্যই। অবশ্যই চাই আমি। তবে সেই ঘটনার কথা তাকে বলা চলবে না। অন্য আরেকটা ঘটনা মনে করলাম। গল্‌ফ ক্লাব নিয়ে টমকে মারার জন্য আক্রমণ করেছিলাম আমি।

মনে পড়ে সেই সকালে উদ্বেগ আর বাজে কিছু ঘটে যাওয়ার অনুভূতি নিয়ে ঘুম ভেঙেছিলো। টম আমার পাশে ছিলো না, এটা একটা স্বস্তি। শুয়ে শুয়ে মনে করার চেষ্টা করছিলাম কি ঘটেছিলো গতরাতে। বার বার টমকে বলেছি তাকে ভালোবাসি, এটা মনে পড়লো। রেগে ছিলো সে, আমাকে ঘুমাতে যেতে বলেছিলো, আমার মুখ থেকে ওই কথা শোনার ইচ্ছে তার ছিলো না।

তার আগে সন্ধ্যায় কি ঘটেছিলো মনে করার চেষ্টা করলাম তারপর। ঝগড়ার শুরু তখনই। চমৎকার সময় কাটাচ্ছিলাম আমরা। প্রচুর মরিচ আর ধনেপাতা চিংড়ি গ্রিল করছিলাম, সুস্বাদু চেনিন ব্ল্যাংক (কৃতজ্ঞ এক মক্কেলের উপহার) পান করছিলাম। আঙিনাতে বসে রাতের খাবার খেলাম সেদিন, গান শুনলাম, প্রথম প্রেমে পড়ার পর যেসব গান শোনা হতো, সেগুলো।

আমাদের হাসি আর চুমু খাওয়ার মুহূর্তগুলো মনে করতে পারলাম। তাকে কোন একটা গল্প শোনাচ্ছিলাম মনে পড়লো, আমার মতো মজা পেলো না অবশ্য ও। তারপর মন খারাপ হয়ে গেছিলো আমার। একে অন্যের উদ্দেশ্যে চিৎকার করছিলাম আমরা। দ্রুত পায়ে ভেতরে ঢুকে গেছিলাম, আমাকে থামানোরও চেষ্টা করেনি সে।

তারপর ঘটলো আসল সমস্যা, "পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙার পর আমার সাথে কথা বলল না ও। আমার দিকে তাকালো না পর্যন্ত। পায়ে পড়ে জানতে চাইলাম গতকাল রাতে কি করেছি আমি। বার বার বললাম আমি কতোটা দুঃখিত। ভয় করছিলো প্রচণ্ড। কেন, তা বলতে পারবো না। তবে আপনি যখন কিছু মনে করতে

BanglaBook.org

পারবেন না, সেই শূন্যস্থানগুলো আপনার মস্তিষ্ক সন্দেহ দিয়ে ভর্তি করে দেবে। জঘন্যতম বাজে কাজের সম্ভাবনায়।"

মাথা দোলাল কামাল, "বুঝতে পারছি। বলে যান।"

"শুধু আমাকে চুপ করাতে আগের রাতের ঘটনা খুলে বলল সে। সামান্য কোন কথা ধরেছিলাম তার, তারপর ওটা ধরে ঝগড়াই করে যাচ্ছিলাম। বার বার তুলছিলাম সেটা, আমাকে মানানোর চেষ্টা করেছিলো সে। চুমু খেয়েছিলো, আদর করার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু কোন কিছুতেই শান্ত হইনি। অবশেষে আমাকে ওখানে রেখে বেডরুমে চলে আসছিলো যখন, ছুটে গিয়ে গল্‌ফ ক্লাব তুলে নিয়ে ওর মাথা উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম। সৌভাগ্যবশত আমি মিস্ করি। দেওয়ালের প্লাস্টার খসিয়ে ফেলেছিলাম সেবার।"

কামালের মুখের ভাব পরিবর্তন হলো না। অবাক হয়েছে বলেও মনে হচ্ছে না, আলতো করে মাথা দোলাল শুধু।

"তাহলে আপনি জানেন কি ঘটেছিলো কিন্তু আপনি সেটা অনুভবে আনতে পারছেন না, তাই তো? আপনি নিজে থেকে মনে করতে পারার আগ পর্যন্ত...কি বলবো, আপনার নিজের হচ্ছে না সেই স্মৃতি। আর সেটার দায় আপনি নিতে পারবেন না।"

"অনেকটা এমনই। কিন্তু আরও ব্যাপার আছে। অনেকদিন পর ঘটলো ওটা। কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পর। ওই রাতের কথা মন থেকে সরাতে পারছিলাম না আমি, প্রতিবার দেওয়ালের ওই গর্ত পার হওয়ার সময় মনে পড়তো। টম বলেছিলো মেরামত করে ফেলবে, কিন্তু করেনি। ও নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করতে ইচ্ছে করেনি আমার। একদিন সন্ধ্যাবেলা ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বেডরুম থেকে বের হয়েই থমকে গেলাম সেদিন। সবকিছু মনে পড়ে গেছিলো, মেঝেতে বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে কাঁদছিলাম। টম আমার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো, বার বার বলছিলো শান্ত হতে। টের পাচ্ছিলাম পায়ের কাছে গল্‌ফ ক্লাবটা পড়ে ছিলো। কিন্তু স্মৃতিটার সাথে বাস্তবতা খাপ খাচ্ছিলো না। উন্মত্ত ক্রোধ নয়, আমার মনে হচ্ছিলো সে-রাতে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম আমি।"

সন্ধ্যা

কামালের পরামর্শটা নেওয়ার চেষ্টা করলাম–ক্রাইম সিনে ফিরে যাওয়া। কাজেই উইটনিতে নেমে দ্রুত আন্ডারপাস পার হওয়ার বদলে সরাসরি সেটার প্রবেশমুখে ঢুকে পড়লাম। প্রবেশপথের ঠাণ্ডা, রুক্ষ ইটের ওপর হাত রেখে চোখ বন্ধ করলাম। আঙুল ছুঁয়ে দিচ্ছি দেওয়ালে। কোন স্মৃতি ফিরে এলো না। চোখ খুলে চারপাশে তাকালাম। নীরব একটা রাস্তা, জনমানুষ নেই। কেবলমাত্র এক মহিলা এগিয়ে আসছেন আমার

BanglaBook.org

দিকে। কয়েক গজ দূরে এখনও, একা। আর কেউ নেই, কোন গাড়ির শব্দ নেই, বাচ্চাদের চিৎকার নেই। অনেক দূরে পুলিশের গাড়ির সাইরেন বাজছে। সূর্য মেঘের আড়ালে চলে গেছে, হঠাৎই ঠাণ্ডা লাগতে শুরু করলো আমার। অন্ধকার আন্ডারপাসে নামার শক্তি আমার নেই আর, ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করলাম।

আমার দিকে এগিয়ে আসতে থাকা মহিলা মাত্রই মোড় ঘুরলো। নীল একটা পোশাক তার পরনে, আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চোখ তুলে তাকালো। মহিলা...নীল...এই রকম আলো-আধাঁর। আমার মনে পড়লো তারপর!

অ্যানা। কালো বেল্টের সাথে নীল রঙের জামা পরেছিলো সে। শেষ যেবার দেখা হলো তখনকার মতোই পোশাক বলা যায়। আমার উল্টোদিকে ছুটে যাচ্ছিলো সে, সেদিনের মতোই। একবার ফিরে তাকিয়েছিলো এতটুই পার্থক্য। তারপর ফুটপাতের সামনে একটা গাড়ি থেমেছিলো, টমের গাড়ি। ঝুঁকে তাকে কিছু একটা বলেছিলো সে। তারপর দরজা খুলে উঠে পড়েছিলো। এরপর গাড়িটা চলে যায়।

মনে পড়ছে এখন। শনিবার রাতে আমি এখানে দাঁড়িয়েছিলাম। আন্ডারপাসের প্রবেশ পথে। অ্যানাকে দেখেছিলাম টমের গাড়িতে উঠে পড়তে। কিন্তু যুক্তিতে খাটছে না দৃশ্যগুলো। নিশ্চয় আমার ভুল হচ্ছে কোথাও। টম সেদিন আমাকে খুঁজতে বের হয়েছিলো, অ্যানা ছিলো বাড়িতে। এমনটাই বলেছে আমাকে পুলিশ। তার অর্থ কোথাও ভুল হচ্ছে। না জানার হতাশায় আমার চিৎকার করতে ইচ্ছে করলো।

রাস্তা পার হয়ে ব্রেনহাইমের বামদিক ধরে এগিয়ে গেলাম। তেইশ নাম্বারের সামনে রাস্তার অন্যপাশে, গাছের নিচে দাঁড়ালাম। দরজার রঙ পাল্টেছে ওরা। আমি যখন ছিলাম, গাঢ় সবুজ ছিলো দরজা। এখন কালো। আগে খেয়াল করিনি তো!

আমার অবশ্য সবুজ ভালো লাগে। ভেতরে আর কি কি পাল্টেছে কে জানে বাচ্চার জন্য আলাদা একটা ঘর, নিঃসন্দেহে। ওরা কি এখনও আমাদের বিছানাতেই শোয়? আমার ঝোলানো আয়নার সামনে বসেই কি লিপস্টিক লাগায় অ্যানা? রান্নাঘরের দেওয়ালের রঙ পাল্টেছে কি? দোতলার দেওয়ালে গল্‌ফ ক্লাবের আঘাতে হওয়া ওই গর্তটা কি বন্ধ করা হয়েছে?

রাস্তা পার হয়ে ওদের দরজায় নক করতে ইচ্ছে করলো আমার। টমের সাথে কথা বলবো, মেগান নিখোঁজ হওয়ার রাতে কি ঘটেছিলো জানতে চাইবো। গতকালকের কথা জানতে চাইবো, গাড়িতে বসে আমি যখন ওর হাতে চুমু খেয়েছিলাম কেমন লেগেছিলো ওর?

এসবের কিছুই করলাম না। ওখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমার বেডরুমের দিকে তাকিয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ। চোখ পানিতে ভরে যেতেই বুঝতে পারলাম আমার যাওয়ার সময় হয়েছে।

BanglaBook.org

অ্যানা

• • •

মঙ্গলবার, ১৩ই আগস্ট, ২০১৩

সকাল

অফিসের জন্য টমকে রেডি হতে দেখলাম। শার্ট আর টাই গায়ে চড়াচ্ছে, কিছুটা অন্যমনস্ক মনে হলো তাকে। সারাদিনের শিডিউল মনের মধ্যে ঝালাই করছে হয়তো। মিটিং, অ্যাপয়েন্টমেন্ট, কাকে, কখন, কোথায় ইত্যাদি। আমার ঈর্ষাই হলো। প্রথমবারের মতো ওকে ঈর্ষা হলো আমার। সারা দিন ওর মতো ব্যস্ত হতে পারি না আমি, তার বদলে পে-চেকও পাই না।

অফিসে যাওয়া মিস করি না আমি। এস্টেট এজেন্ট ছিলাম, নিউরোসার্জন না। ছোটবেলায় 'বড় হয়ে কি হতে চাও?' প্রশ্নটা শুনে কেউ নিশ্চয় এমন চাকরির কথা ভাবেনি। কিন্তু কাজটা আমার ভালোই লাগতো। দামি দামি বাড়িগুলোতে পা রাখতে হতো, মালিক না থাকলে মার্বেলের ওয়ার্কটপের ওপর হাত বুলিয়ে দেখতাম, ওয়ার্ডরোবে ঢুঁ মারতাম। সেই কাজের চেয়ে মা হিসেবে একজন সন্তানকে বড় করে তোলা অবশ্য কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়। কিন্তু সমস্যা হলো এর কোন মূল্য নেই। অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করেই বলছি। আর এই মুহূর্তে আমাদের প্রচুর টাকা দরকার। নইলে এই বাড়ি ছাড়বো কি করে? সোজাসাপ্টা কথা।

এতটা সোজাও হয়তো নয় সবকিছু। টম অফিসে চলে যাওয়ার পর ইভিকে নাস্তা করানোর জন্য রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয় আমার। দু-মাস আগে আমি গর্ব করে বলতাম আমার ইভি সব খায়। এখন সে স্ট্রবেরি ইয়োগার্ট না পেলেই খাবার ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আমি জানি এটা স্বাভাবিক একটা ব্যাপার। বাচ্চারা এমন করেই। চুল থেকে ডিমের গুঁড়ো সরাতে সরাতে, মেঝে হাতড়ে চামচ আর উল্টানো বাটি তুলে আনতে আনতে নিজেকে বলে যাই, *এসব খুবই স্বাভাবিক।*

খাওয়ানো হয়ে গেলে যখন খুশিমনে খেলা করে ইভি, কিছুক্ষণ একা একা কাঁদি আমি। চোখ থেকে পানি পড়তে দেই মুক্তভাবে, টমের সামনে নয় অবশ্যই। এরপর যখন মুখে পানির ঝাপটা দিয়ে আয়নার দিকে তাকাই, ক্লান্ত এক মহিলাকে দেখতে পাই সেখানে। ইচ্ছে করে ঝাঁ-চকচকে কোন পোশাকে নিজেকে জড়িয়ে রাস্তায় নেমে পড়ি। পুরুষেরা তাকিয়ে আমাকে আড়চোখে দেখুক।

চাকরিটা আমি মিস করি, তবে টমের সাথে বিয়েটা হয়ে যাওয়ার আগে চাকরি বলতে যা বোঝাতাম, তাকে আরও বেশি মিস করি আমি। মিস করি কারও রক্ষিতা হওয়া।

উপভোগ করতাম, ভালোবাসতাম কাজটা। কখনও অপরাধবোধ জন্মেনি মনে।

BanglaBook.org

তবে অপরাধবোধের ভান করতে হতো। আমার বিবাহিত বান্ধবিদের সামনে টমের প্রেমিকা হিসেবে হাসিমুখে নিজের পরিচয় দেওয়া যেতো না। তাদের বলতেই হতো এভাবে থাকতে আমার জঘন্য লাগে, খারাপ লাগে ওর বউয়ের জন্য। বিবাহিত এক লোকের প্রেমে পড়ে গেছি, কি করার ছিলো, আপনারাই বলুন, ইত্যাদি।

সত্য কথা বলতে কি, র‍্যাচেলের জন্য আমার কোনদিনই খারাপ লাগতো না। ওর মদ নিয়ে সমস্যা হচ্ছে তা জানার আগে, ওর দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের কথা জানার আগেও তার জন্য কোন সহানুভূতি ছিলো না আমার। আমার কাছে ওর বাস্তব অস্তিত্বই ছিলো না। উপভোগ করছিলাম প্রাণপনে। তোমার জন্য ও তার বউকে পর্যন্ত ঠকাচ্ছে। ভালোবাসে তাকে, তা-ও ঠকাচ্ছে। তোমার এমনই ক্ষমতা, তুমি এমনই অপ্রতিরোধ্য!

একটা বাড়ি বিক্রি করছিলাম আমি, ক্রেনহাম রোডের চৌত্রিশ নম্বর। হস্তান্তরের কাজটা কঠিন হয়ে উঠেছিলো, সর্বশেষ আগ্রহি ক্রেতাটিকে মর্টগেজ দেওয়া হয়নি। বাড়িটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য স্বউদ্যোগী সার্ভেয়ারকে কাজ দিলাম আমরা। অন্তত একটা রিপোর্ট তো আসুক। মালিক ওখানে ছিলো না, আমাকেই উপস্থিত থাকতে হয়েছিলো।

দরজা খোলার সাথে সাথে ওকে দেখতে পেলাম, আমার ভেতরে কিছু একটা হয়ে গেছিলো। যেভাবে ও আমার দিকে তাকিয়েছিলো, যেভাবে হেসেছিলো, আমরা সামলাতে পারলাম না আর। ওই রান্নাঘরেই একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। পাগলামি, তাই না? আমরা ওরকমই ছিলাম। সব সময় আমাকে তাই বলতো ও। আমার মাথা ঠিক থাকবে এমনটা ভেবো না। থাকবে না, তোমাকে ছাড়া।

ইভিকে ঘুম থেকে তুলে বাগানে বের হলাম দুজন। ওর ছোট্ট ট্রলিটা ঠেলে ওপরে-নিচে করছে সে, খিলখিল করে হাসছে। সকালের হতাশা কেটে গেলো। ওভাবে যখন হাসে আমার মেয়েটা! যতই মিস করি অফিস, এই হাসি আমি তার চেয়েও বেশি মিস করবো। ওকে আর কোন বেবিসিটারের হাতে তুলে দেবো না আমি। যতই যোগ্য আর বিশ্বস্ত হোক না কেন, মেগানের পর আর কারও হাতে তাকে তুলে দেওয়া অসম্ভব।

সন্ধ্যা

টম মেসেজ দিয়ে বলল আজকের সন্ধ্যায় সামান্য দেরি হবে তার, একজন মক্কেলের সাথে পান করে আসবে। ইভি আর আমি আমাদের ইভনিং ওয়াকের জন্য প্রস্তুত হলাম। টম আর আমার বেডরুমে ছিলাম আমি। ওকে জামা পরিয়ে দিচ্ছি। বাইরের আলোটা চমৎকার, হঠাৎ মেঘের আড়ালে চলে গেছে সূর্য, নীলাভ ধূসর এক রঙে আকাশ ছেয়ে গেছে। জানালা খুলে দেওয়ার জন্য এগিয়ে গিয়েই থমকে গেলাম।

BanglaBook.org

আমাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে র‍্যাচেল। সরাসরি। তারপর উল্টো দিকে ঘুরে স্টেশনের দিকে হাটতে শুরু করলো।

বিছানায় বসে রাগে কাঁপছিলাম আমি, নখগুলো ঢুকে যাচ্ছে হাতের তালুতে। ইভি বাতাসে লাথি মারছে, ভয়ে ওকে কোলে তুললাম না। আমার হাতের চাপেই থেঁতলে যেতে পারে ও।

টম বলেছিলো সবকিছু ঠিক করে ফেলবে। বলেছিলো ও ব্যাপারটা দেখছে, বলেছিলো ওর সাথে ফোনে কথা হয়েছে, র‍্যাচেল স্বীকার করেছে স্কট হিপওয়েলের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়েছে, কিন্তু তার সাথে আর দেখা করার ইচ্ছে নেই মহিলার।

টম বলেছিলো র‍্যাচেল কথা দিয়েছে, আর সেটা বিশ্বাস করার মতোই মনে হয়েছে। মাতাল ছিলো না সে, কাঁপছিলো না, হুমকি দিচ্ছিলো না, তার জীবনে ফিরে যাওয়ার জন্য টমকে অনুরোধও করেনি, বিবেচকের মতো কথা বলেছে। টম বলেছিলো তার উন্নতি হয়েছে বলেই মনে হয়েছে।

কয়েকবার গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে ইভিকে কোলে তুলে নিলাম। ওর ছোট্ট হাত দুটো নিজের হাতে নিয়েছি।

"যথেষ্ট দেখেছি আমরা, তাই না সোনা?"

প্রতিবার, প্রতিবারই ভেবেছি এবারের পর র‍্যাচেলকে আর সহ্য করতে হবে না। আমাদের একাকি থাকতে দেবে। প্রতিবারই ফিরে এসেছে সে। আমার মনে হয় অনন্তকাল আমাদের পেছনে ঘুরঘুর করবে এই মহিলা।

আমার মনের গভীরে একটা কুৎসিত চিন্তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। যতবার টম আমাকে বলেছে সব কিছু সামলে নিয়েছে, র‍্যাচেলকে সে বুঝিয়েছে ইত্যাদি–ও কি আসলেই ঠিকমতো চেষ্টা করেছিল? নাকি মনের গভীরে কোথাও সে-ও চাইছে র‍্যাচেল ঘুরঘুর করুক?

নিচতলায় নেমে এসে রান্নাঘরের ড্রয়ার খুলে কার্ডটা বের করে আনলাম। সিদ্ধান্ত পাল্টে যাওয়ার আগেই ডিটেক্টিভ রাইলিকে একটা ফোন দিতে হবে।

বুধবার, ১৪ই আগস্ট, ২০১৩
সকাল

বিছানায় আমার নিতম্বের ওপর ওর হাত, গরম নিঃশ্বাস ফেলছে আমার ঘাড়ে, ওর ঘাম চকচকে শরীর আমার শরীরে মিশে আছে।

"আমরা আগের মতো ঘন ঘন করি না ইদানিং," বলল টম।

"জানি আমি।"

"নিজেদের আরও সময় দেওয়া উচিত আমাদের।"

"দেওয়া তো উচিতই।"

BanglaBook.org

"তোমাকে মিস করি আমি," বলল ও, "এই মুহূর্তগুলো মিস করি, এমন আরও চাই আমার।"

ঘুরে তার ঠোঁটে চুমু খেলাম, আমার চোখদুটো শক্ত করে বন্ধ করে রেখেছি। ওকে না জানিয়ে পুলিশের কাছে যাওয়ার অপরাধবোধটা চেপে রাখার চেষ্টা করছি।

"আমাদের ঘুরতে যাওয়া উচিত, দু-দিনের জন্য হলেও।" বিড়বিড় করে বলল।

ইভিকে কার কাছে রেখে যাবো? ওকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করলো। তোমার বাবা-মার কাছে, যাদের সাথে কথাই বলো না তুমি? নাকি আমার মায়ের কাছে? যে নিজের যত্নই নিতে পারে না?

এসব কিছু বললাম না। কিছুই বললাম না আমি, আরেকবার চুমু খেলাম ওকে। আরও গভীরভাবে। ওর হাত পিছলে আমার উরুর পেছনে চলে এলো, শক্ত করে চেপে ধরলো আমাকে।

"কি বলো তুমি? কোথায় যাবে? মরিশাস? বালি?"

হাসলাম আমি।

"আমি সিরিয়াস," বলল ও, আমার থেকে একটু সরে এসে চোখে চোখ রাখলো। "আমাদের পাওনা হয়ে গেছে এটা। তোমার পাওনা হয়ে গেছে। খুবই বাজে একটা বছর গেছে, তাই না?"

"কিন্তু..."

"কিন্তু কি?" নিখুঁত একটা হাসি দিলো সে, "ইভিকে নিয়ে আমরা কোন একটা সমাধান বের করে ফেলবো। ভেবো না তো।"

"টম, টাকার ব্যাপারে কি হবে?"

"ওটা কোন সমস্যা না।"

"কিন্তু..." বলতে চাইছিলাম না, তা-ও বলেই ফেললাম, "বাড়ি পাল্টানোর সময় আমাদের যথেষ্ট টাকা থাকে না! আর মারিশাস, বালিতে যাওয়ার সময় টাকা কোন সমস্যা না!"

গাল ফুলিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো ও। গড়িয়ে সরে গেলো দূরে। আমার কথাটা বলা উচিত হয়নি।

বেবি-মনিটর চেঁচিয়ে উঠলো। ইভির ঘুম ভেঙে গেছে।

"যাচ্ছি আমি।" বলেই উঠে গিয়ে বের হয়ে গেলো ঘর থেকে।

* * *

নাস্তার টেবিলে বসে ইভি তার কাজটা আবারও শুরু করলো। তার কাছে খেলা হয়ে গেছে বিষয়টা। খাবার খেতে নারাজ, মাথা নাড়ছে ইচ্ছেমতো, শক্ত করে চেপে

BanglaBook.org

রেখেছে দুই ঠোঁট। বার বার সামনের বাটি সরিয়ে দিলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধৈর্য হারালো টম। টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ালো সে, "আমার সময় নেই এসব করার। তুমি খাওয়াও ওকে।"

আমার দিকে চামচ বাড়িয়ে ধরেছে সে। লম্বা নিঃশ্বাস নিলাম, ঠিক আছে, ক্লান্ত ও। অনেক কাজ পড়ে আছে তার। তাছাড়া সকালে ওর ছুটির পরিকল্পনায় যোগ দেইনি দেখে চটে আছে।

কিন্তু ঠিক ছিলো না কিছু। আমিও যথেষ্ট ক্লান্ত। ওর সাথে আমাদের টাকার সমস্যা নিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ঠিকমতো শেষ করা যায়নি। চুপচাপ ঘর থেকে বের হয়ে গেছে। এসব অবশ্য বললাম না, নিজের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম র‍্যাচেলের কথা আর তুলবো না, সেই প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেললাম।

"আবারও ঘোরাঘুরি শুরু হয়ে গেছে তার। মানে, ওইদিন যা-ই বলে থাক না কেন, কাজে আসেনি।"

আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলো সে, "কি বলতে চাইছো তুমি? ঘোরাঘুরি মানে?"

"গতকাল রাতে রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিলো।"

"সাথে কেউ ছিলো?"

"না, একা। কেন জানতে চাইছো?"

"বাল!" বলল সে, রাগে কালো হয়ে উঠেছে মুখ, "দূরে থাকতে বলেছিলাম ওকে! কাল রাতেই বললে না কেন?"

"তোমার মেজাজ খারাপ করিয়ে দিতে চাইনি।" নরম গলায় বললাম, প্রসঙ্গটা তোলাই উচিত হয়নি, "চাইনি দুশ্চিন্তায় পড়ে যাও..."

"ওহ্ গড!" চিৎকার করে কফিটা ছুঁড়ে বেসিনে ফেলে দিলো সে। ইভি ভয় পেয়ে কান্না শুরু করে দিয়েছে। কোন কাজে এলো না তার কান্না, "আমি জানি না তোমাকে কি বলবো। সত্যিই জানি না। ওর সাথে কথা বলার সময় ঠিক ছিলো একদম, আমার সব কথা শুনেছিলো চুপচাপ। তারপর প্রতিজ্ঞা করেছিলো এদিকে না আসার। ওকে দেখে মনে হয়েছিলো সুস্থ হয়ে গেছে। স্বাভাবিক মনে হচ্ছিলো।"

"দেখে মনে হয়েছিলো?" আমার দিক থেকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ানোর আগেই বুঝলাম ধরা পড়ে যাওয়া চাহনি ফুটে উঠেছে তার চেহারায়। "আমি তো জানতাম তুমি ওকে ফোন করে এসব বলেছো।"

বড় করে নিঃশ্বাস নিলো সে, তারপর আমার দিকে ঘুরলো আবার। অভিব্যক্তিহীন একটা মুখ এখন, "বেশ, আমি তোমাকে সেটাই বলেছিলাম। আমি জানি, তাকে দেখলে তোমার মন খারাপ হয়। এই যে হাত ওপরে তুললাম, আমি মিথ্যে বলেছিলাম। আমাদের জীবনটা সহজ রাখার জন্য, আর কিছু না।"

"ফাজলামি করছো তুমি আমার সাথে?" মেজাজ তেঁতে উঠলো আমার।

BanglaBook.org

মুচকি হাসলো সে। দু-হাত নাড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো, আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে উঠে আছে হাতদুটো। "আমি সরি, সামনাসামনি দেখা করতে চেয়েছিলো ও, আর আমিও ভাবলাম দেখা করাটা সবার জন্যই ভালো হবে। একটা কফিশপে বসেছিলাম আমরা, বিশ মিনিট থেকে আধঘণ্টা কথা বলেছিলাম। ঠিক আছে?"

হাত নামিয়ে আমাকে জড়ালো ও, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম, তবে লাভ হলো না। আমার চেয়ে অনেক বেশি জোর ওর গায়ে। বুকে টেনে নিয়েছে আমাকে, ঝগড়া করতে চাইলাম না। ওকে আমার পক্ষে দরকার এখন।

"আমি দুঃখিত।" কানের কাছে বিড়বিড় করে বলল সে।

"বাদ দাও তো।" বললাম তাকে।

ওকে চাপ না দেওরার পেছনে কারণ একটাই, সবকিছু নিজহাতে তুলে নিয়েছি আমি। গতকাল ডিটেক্টিভ রাইলিকে ফোন করেছি, যেই মুহূর্তে তার সাথে কথা শুরু করলাম, আমি জানতাম ঠিক কাজটাই করছি। যখন তাকে বললাম স্কট হিপওয়েলের বাড়ি থেকে 'বেশ কয়েকবার' বের হয়ে আসতে দেখেছি র‍্যাচেল ওয়াটসনকে, আগ্রহি হয়ে উঠলো সে।

আমার কাছে তারিখ আর সময় জানতে চাইলো ডিটেক্টিভ। (দুটো তারিখ দিতে পারলাম, আরগুলো ঝাপসা বলে রেখে দিতে হলো) জানতে চাইলো, মেগান হিপওয়েলের নিখোঁজ হওয়ার আগে থেকে তাদের পরিচয় ছিলো কি-না। আমি কি মনে করি তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক আছে? এভাবে অবশ্য ভেবে দেখিনি। স্কটের সাথে মেলাতে পারলাম না, এত দ্রুত মেগান থেকে র‍্যাচেলের দিকে চলে যাবে সে? বউয়ের লাশ এখনও ঠাণ্ডা হয়নি।

বার বার ইভির ঘটনাটাই বললাম, কিডন্যাপ করার চেষ্টা করেছিলো র‍্যাচেল। আমার মেয়েকে।

"ও স্বাভাবিক নয়," বললাম, "আপনার হয়তো ভাবছেন আমি ওভার রিঅ্যাক্ট করছি, তবে আমার পরিবার যেখানে জড়িত সেখানে কোন রকম ঝুঁকি আমি নিতে পারি না।"

"সে-রকম কিছু ভাবছি না আমি।" বলল সে, "যাই হোক, আমার সাথে যোগাযোগের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যদি আবারো সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে আমাকে অবশ্যই জানাবেন।"

তারা কি করবে আমার জানা নেই। র‍্যাচেলকে মানা করে দেবে যাতে এদিকে না আসে? প্রার্থনা করলাম রেস্ট্রেইনিং অর্ডার পর্যন্ত যেন না যায় ব্যাপারটা।

টম অফিসে চলে যাওয়ার পর ইভিকে নিয়ে পার্কের দিকে গেলাম। কিছুক্ষণ দোল খাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়লো সে, শপিংয়ে যাওয়ার সঙ্কেত আমার জন্য। যাবার পথে ক্রেনহাম রোড হয়ে যাই, চৌত্রিশ নম্বর বাড়িটা পার হতে হয় তখন।

এখনও আমার গাল দুটো লাল করে দেয় বাড়িটা। পেটের মধ্যে প্রজাপতির

BanglaBook.org

নাচন টের পাই এখনও, অজান্তেই হাসি ফোটে মুখে। দ্রুত গিয়ে সামনের দরজাটা খুলে দেওয়ার কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে প্রতিবেশিদের দেখে ফেলার ভয়, বাথরুমে ঢুকে নিজেকে প্রস্তুত করে নেওয়ার সেসব স্মৃতি, এমন সব আন্ডার-গার্মেন্ট পরতাম যেগুলো শুধুই খুলে ফেলার জন্য পরে মানুষ। তারপর একটা টেক্সট মেসেজ পেতাম, দরজায় চলে এসেছে সে। তারপর দুই-এক ঘণ্টা দোতলার বেডরুমে কাটাতাম আমরা।

র‍্যাচেলকে সে বলতো এক মক্কেলের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে, অথবা এক বন্ধুর সাথে বিয়ার খেতে বসেছে।

"ও যদি তোমাকে ধরে ফেলে?" জানতে চাইতাম আমি।

সুন্দর করে হাসতো সে, "পারবে না। দারুণ মিথ্যে বলি আমি। আর যদি ধরেও ফেলে, পরদিন সকালে কিছুই মনে করতে পারবে না।"

তখন বুঝতাম কেমন বাজে একটা অবস্থায় আছে সে।

ধীরে ধীরে আমার মুখ থেকে হাসি মুছে গেলো। সেই সব কথোপকথন মনে পড়ছে খুব। হাসতে হাসতে আমার তলপেট বেয়ে নামিয়ে নেওয়া ওর আঙুল, বলছিলো, "দারুণ মিথ্যে বলি আমি।"

আসলেই বলে। ন্যাচারাল লায়ার বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। অনেকবার বলতে দেখেছি তাকে, আমাদের হানিমুনে গিয়ে হোটেলে রুমের ব্যবস্থা করার সময়, ফ্যামিলি ইমার্জেন্সির কথা বলে অফিস থেকে কয়েক ঘণ্টা বের করে নেওয়ার সময়–সবাই এসব মিথ্যে বলে। কিন্তু টম যখন বলে, তাকে বিশ্বাস না করে উপায় থাকে না।

আজ সকালের কথা মনে করলাম। একটা মিথ্যে বলতে ধরে ফেললাম তাকে, সাথে সাথে সেটা স্বীকারও করে নিলো সে। আমার চিন্তা করার কিছু নেই। আমাকে ঠকিয়ে র‍্যাচেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সে রাখছে না হয়তো। একসময় সুন্দরি ছিলো মহিলা, আগের ছবি দেখেছি আমি। যখন টমের সঙ্গে তার প্রথম দেখা, বড় বড় কালো চোখ আর চোখ জুড়ানো বাঁক তার দেহের সম্পদ ছিলো। এখন মোটা হয়ে গেছে সে, আগের মতো আকর্ষণীয়াও নেই। যাই হোক না কেন তার কাছে ফিরে যাবে না টম। এত-শতবার বিরক্ত করার পর, এতবার রাতে ফোন করে টেক্সট মেসেজ দিয়ে নাটক করার পর তো যাওয়ার প্রশ্নই আসে না।

সে-সব রাতের কথা মনে পড়লো। শান্ত কণ্ঠে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলো টম, কোমল গলায়। আমি শুনতে পেতাম। পরে আমাকে বলতো, র‍্যাচেল নাকি অদ্ভুত সব হুমকি দিতো, বাড়িতে এসে তুলকালাম কাণ্ড করার, ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দেওয়ার। প্রচণ্ড রেগে থাকতো সে।

হয়তো টম খুবই ভালো মিথ্যে বলতে পারে, তবে তার বলা সত্য আলাদা করে চিনতে পারি আমি। আমাকে সে বোকা বানাতে পারবে না।

BanglaBook.org

সন্ধ্যা

কিন্তু আমাকে সে বোকা বানিয়েছিলো, তাই না? যখন প্রথমে সে বলেছিলো র‍্যাচেলের সঙ্গে 'ফোনে' কথা হয়েছে, আমি কি বিশ্বাস করিনি? বলেছিলো ওর কণ্ঠ শুনে তার মনে হয়েছে সুখি আর সুস্থ আছে মেয়েটা। এক মুহূর্তের জন্যও তাকে সন্দেহ করিনি আমি। সোমবার যখন বাড়ি ফিরে আসার পর আমি জানতে চাইলাম সারাদিন কেমন কাটল, দিব্যি আমাকে সকালের একঘেয়ে মিটিংয়ের কথা শুনিয়ে দিলো। আগ্রহ নিয়ে শুনলামও আমি। ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারিনি অ্যাশবুরিতে সে তার ডিভোর্সি বউয়ের সাথে কফি খেয়ে বেড়াচ্ছিলো সেই 'মিটিং'য়ের সময়টাতে।

ডিশওয়াশারটা খালি করতে করতে এসবই ভাবছিলাম আমি। খুব সাবধানে কাজ করতে হচ্ছে, ইভির ঘুম ভাঙুক চাই না। সব সময় তো আর কেউ শতভাগ সত্য বলে না। তার বাবা-মাকে আমাদের বিয়েতে আমন্ত্রণ জানানোর পরও তারা আসেনি। র‍্যাচেলকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য প্রচণ্ড রাগ করেছিলো তারা। আমার কাছে বিষয়টা অদ্ভুত লেগেছিলো। দু-বার তার মায়ের সাথে কথা হয়েছে আমার। দু-বারই তাকে বেশ দয়ার্দ্র বলে মনে হয়েছে, আমাকে আর ইভিকে তিনি পছন্দ করেন বলেই আমার ধারণা।

"আশা করি খুব শীঘ্রই ওকে দেখতে পাবো," বলেছিলেন তিনি।

টমকে বলতেই নাকচ করে দিলো সে, "আরে চাইছে আমি তাকে আমাদের বাড়িতে দাওয়াত দেই আর সে না করে দেওয়ার সুযোগ পাক। ক্ষমতা দেখানোর সুযোগ পেলে মা ছাড়ে ভেবেছো?"

আমার মনে হয়নি উনি ক্ষমতা দেখানোর জন্য কিছু বলেছিলেন। কিন্তু সেটা নিয়ে তর্ক করতে যাইনি আমি। অন্য কারও পরিবার নিয়ে কথা বলার সময় এসব কথা জোর দিয়েও বলা যায় না। তাছাড়া ঠোঁটের আগাতে সে একগাদা যুক্তি দাঁড় করিয়ে রেখেছে তা আমার জানা আছে। সবই আমাকে আর ইভিকে কেন্দ্র করে হবে অবশ্যই।

এখন আমার মনে হচ্ছে সেগুলোর কোনটাই হয়তো সত্য ছিলো না। এই বাড়ি পাল্টানো নিয়ে তার বাহানা, এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করা...নিজের ওপরই সন্দেহ হতে শুরু করলো। সাবধানে থাকতে হবে আমাকে, নতুবা একদিন র‍্যাচেলের মতোই পাগল হয়ে যাবো।

ওখানে বসে বসে কাপড়গুলো ড্রায়ার থেকে বের হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি, সময়টুকু কাটানোর জন্য সম্ভাবনাগুলো খতিয়ে দেখলাম। টিভি খুলে দেখা যেতে পারে ফ্রেন্ডসের কোন এপিসোড দেখাচ্ছে কি-না (যেটা এখনও আমি তিনশবার দেখিনি), যোগ চর্চা করা যেতে পারে, নতুন কেনা উপন্যাসটা পড়া যেতে পারে। গত দু-সপ্তাহে মাত্র বারো পৃষ্ঠা পড়তে পেরেছি।

BanglaBook.org

এরপর আমি যা করলাম তার জন্য নিজেও প্রস্তুত ছিলাম না। রেড ওয়াইনের বোতলটা তুলে নিয়ে এক গ্লাস ঢাললাম, তারপর লিভিংরুমে গিয়ে কফি টেবিলের ওপর থেকে টমের ল্যাপটপটা তুলে নিলাম। আন্দাজে পাসওয়ার্ড দেওয়ার চেষ্টা করছি।

ঠিক ওই মহিলার মতোই কাজ কারবার শুরু করেছি আমি। একা একা মদ খাচ্ছি, নিজের স্বামির ওপর চোখ রাখার চেষ্টা করছি। আজ সকাল থেকে সব কিছু পাল্টে গেছে। ও আমাকে মিথ্যে বলছে তো? তাহলে আমিও ওর ওপর চোখ রাখার অধিকার রাখি!

পাসওয়ার্ড ক্র্যাক করার চেষ্টা করলাম। শুরু করলাম নাম দিয়ে। কয়েকটা নাম কয়েক ধরণের কম্বিনেশন ব্যবহার করে ব্যবহার করলাম। টমের সাথে আমার নাম, আমার আর ইভির, আমাদের তিনজনের, আগে-পরে, পরে-আগে। আমাদের জন্মদিন, বিবাহবার্ষিকী, প্রথম যেদিন আমরা প্রথম দেখা করি, প্রথম যেদিন সেক্স হয়েছিলো আমাদের, চৌত্রিশ নম্বর, ক্রেনহামের সেই বাড়ির নাম্বার, তেইশ নাম্বার, এই বাড়ির জন্য। বাক্সের বাইরে থেকে চিন্তা করার চেষ্টা করলাম, অনেকেই ফুটবল টিমের নামে নাম রাখে। তবে টম ফুটবল পছন্দ করে না তেমন। ক্রিকেট ভালোবাসে সে, কাজেই বয়কট, বোথাম আর অ্যাশেজ লিখে চেষ্টা করলাম। ইদানিংকালের আর কোন দলের নাম জানি না আমি। গ্লাস খালি হয়ে গেছে, আরেকবার অর্ধেক ভর্তি করে আনলাম। এখন রীতিমতো উপভোগ করছি, ধাঁধা সল্‌ভ করার মতো অনুভূতি। তার প্রিয় ব্যান্ড, ফিল্ম, অভিনেত্রীর নাম দিয়ে চেষ্টা করলাম, 'পাসওয়ার্ড' লিখলাম, ১২৩৪ লিখলাম।

বাইরে লন্ডনের ট্রেন কিচকিচ শব্দ করে থামলো, ওয়াইনে আরেক চুমুক দিতে গিয়ে মুখ বিকৃত হয়ে গেলো। প্রথমবারের মতো ঘড়ি দেখে আঁতকে উঠলাম। খোদা, প্রায় সাতটা বাজে এখনও ঘুমাচ্ছে ইভি, যে কোন সময় বাড়ি ফিরে আসবে টম। দরজা শব্দ করে খুলে গেলো নিচে, হৃৎস্পন্দন থেমে গেলো আমার।

ল্যাপটপটা সশব্দে বন্ধ করলাম। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে চেয়ার উল্টে ফেলেছি। ঘুম ভেঙে গেলো ইভির, তারস্বরে কান্না জুড়ে দিলো ও। দ্রুত কফি টেবিলে কম্পিউটার নামিয়ে রাখতে না রাখতেই ঘরে ঢুকে পড়লো ও।

একবার আমার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলো কিছু একটা ঠিক যাচ্ছে না।

"কি হলো?" জানতে চাইলো সে।

"কিছু না তো, কিছু না। চেয়ার উল্টে ফেলেছি ভুল করে।"

ইভিকে হাতে তুলে নিলো সে। হলওয়ের আয়নাতে নিজেকে দেখতে পেলাম আমি। চেহারা রক্তশূন্য হয়ে আছে, ঠোঁট লাল হয়ে আছে ওয়াইনের রঙে।

BanglaBook.org

র‍্যাচেল

• • •

বৃহস্পতিবার, ১৫ই আগস্ট, ২০১৩

সকাল

আমার জন্য একটা ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছে ক্যাথি। জনৈকা বান্ধবির সঙ্গে কথা বলেছে সে, তার একটা পাবলিক রিলেশনস ফার্ম আছে। একেবারেই নতুন। অফিসের জন্য একজন অ্যাসিসট্যান্ট দরকার। আসলে সেক্রেটারির কাজ ছাড়া কিছু না ওটা। বেতনও বলা চলে শুন্যের কোঠায়। তবে আমার কোন আপত্তি রইলো না, ভদ্রমহিলা কোন ধরণের রেফারেন্স ছাড়াই আমার ইন্টারভিউ নিতে রাজি হয়েছেন, আর কি দরকার আমার?

ক্যাথি তাকে আমার একটা গল্প শুনিয়ে দিয়েছে, ভগ্নদশা থেকে ফিরে আসার মহৎ কোন গল্প আর কি। ফলাফলস্বরূপ ভদ্রমহিলার বাড়িতেই ইন্টারভিউয়ের জন্য ডাক পেয়ে গেছি। পেছনের বাগানে উনার অফিস। ওখান থেকেই ব্যবসা চালাচ্ছেন। মজার ব্যাপার, উনার বাড়িও উইটনিতে। অর্থাৎ সেদিনটা ইন্টারভিউয়ের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া আর সিভি ঘষামাজার পেছনেই ব্যয় করার কথা ছিলো আমার কিন্তু ফোন দিলো স্কট।

"আশা করছিলাম তোমার সাথে কথা বলতে পারবো," বলল সে।

"আমাদের, মানে...তোমার কিছু বলার দরকার দেখি না। আমরা দু-জনেই জানি কাজটা ভুল ছিলো।"

"জানি আমি।" একমত হলো স্কট, খুব দুঃখি শোনালো তাকে। ভয়ঙ্কর সেই লোকটি নয় আর, আমার বিছানায় বসে তার মৃত সন্তানের কথা বলতে থাকা মানুষটা কথা বলছে, "কিন্তু আমি তোমার সাথে কথা বলতে চাইছিলাম।"

"অবশ্যই।" বললাম, "অবশ্যই কথা বলতে পারি আমরা।"

"সামনাসামনি?"

"ওহ্।" বলতেই হলো। ওই বাড়িতে আবার গিয়ে ঢোকার কোন ইচ্ছে আমার ছিলো না। "সরি, আজকে সম্ভব না।"

"প্লিজ, র‍্যাচেল জরুরি কথা ছিলো।"

মরিয়া শোনাচ্ছে তাকে, ওর জন্য খারাপ লাগলো। একটা অজুহাত দাঁড় করাতে চাইছিলাম, তার মধ্যেই আবারও বলে ফেলল, "প্লিজ?"

কাজেই হ্যা বলে দিলাম। শব্দটা আমার মুখ থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে আক্ষেপ হলো।

মেগানের সন্তানের ব্যাপারে নতুন খবর এসেছে পত্রিকাগুলোতে। খবরগুলো তার বাবাকে নিয়ে, খুঁজে পাওয়া গেছে তাকে। ক্রেগ ম্যাক্‌কেনজি তার নাম, মাত্রাতিরিক্ত

BanglaBook.org

হেরোইন সেবনের জন্য চার বছর আগে মারা গেছে স্পেনে। সুতরাং তাকেও সন্দেহের কাতার থেকে সরিয়ে রাখতে হচ্ছে। আমি অবশ্য আগেই এমন ধারণা করেছিলাম। অতীত জীবন থেকে কেউ এসে মেগানকে খুন করবে? এমনটা হলে আগেই হামলা হতো তার ওপর। এতো দিন পর না।

তাহলে বাকি থাকলো কে? তার স্বামি আর প্রেমিক। স্কট অথবা কামাল। অথবা রাস্তা থেকে কোন এক র‍্যান্ডম সিরিয়াল কিলার তাকে তুলে নিয়েছিলো? সিরিজের প্রথম মেয়ে হিসেবে খুন হয়েছে কি সে? উইলমা ম্যাককেন অথবা পলিন রিডের মতো? তাছাড়া, কে বলেছে খুনিকে পুরুষই হতে হবে?

ছোটখাটো এক মেয়ে ছিলো মেগান হিপওয়েল, কোন মহিলার পক্ষেও তাকে খুন করাটা কঠিন কিছু নয়।

বিকেল

দরজার খোলার পর প্রথম যেটা টের পেলাম–গন্ধ। ঘাম আর বিয়ার, বোঁটকা আর স্যাতস্যাঁতে। ওই গন্ধের নিচে আরও বাজে কিছুর গন্ধ চাপা পড়ে গেছে। কিছু একটা পঁচছে।

"ঠিক আছো তুমি?" জানতে চাইলাম। আমার দিকে তাকিয়ে বোকার মতো হাসলো সে। মদ যথেষ্ট খেয়েছে।

"দারুণ আছি, ভেতরে এসো, ভেতরে এসো!" উদাত্ত আহ্বান।

ঢোকার কোন ইচ্ছে আমার ছিলো না, তা-ও ঢুকে পড়লাম। জানালাগুলো বন্ধ। লিভিংরুমের ভেতরের আর্দ্রতা বেশি। গন্ধ আর গরমের সাথে চমৎকারভাবে মানিয়ে গেছে। রান্নাঘরে পায়চারি করছে স্কট, ফ্রিজ থেকে একটা বিয়ার বের করে আনলো।

"বসে পড়ো," বলল সে, "ড্রিংক নাও একটা।"

এখনও হাসিটা ঝুলছে তার মুখ থেকে। আনন্দের চিহ্নও নেই সেখানে। হিংস্র এক ধরণের হাসি। মুখের মধ্যে অজানা ধরণের কঠোরতা লক্ষ্য করলাম। ওই শনিবারের অভিব্যক্তি এখনও তার মুখ থেকে মুছে যায়নি।

"বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না। আগামিকাল একটা জব ইন্টারভিউ আছে। আমাকে প্রস্তুতি নিতে হবে।" জানালাম তাকে।

"তাই নাকি" ভ্রু উঁচু করলো সে, বসে পড়ে একটা চেয়ারে লাথি মেরে আমার দিকে পার করে দিলো, "আরে, বসে পড়ো। ড্রিংক করো।"

আদেশের সুরে বলেছে সে, আমন্ত্রণ নয়। ওর মুখোমুখি বসে পড়লাম, আমার দিকে বিয়ারের বোতলটা ঠেলে দিলো। এক চুমুক খেলাম। বাইরে বাচ্চাদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে, কারও পেছনের বাগানে খেলছে তারা। দূর থেকে ট্রেনের পরিচিত ঝকঝক কানে এলো।

BanglaBook.org

"গতকাল ডিএনএ রেজাল্ট পেয়েছে ওরা।" স্কট আমাকে বলল, "ডিটেক্টিভ রাইলি এসে জানালেন।"

আমি কিছু বলবো এই আশায় চুপ করে রইলো সে, কিন্তু বলার মতো কিছু আমার নেই। আসলে, ভুল কিছু বলে ফেলার ভয়ে মুখই খুললাম না আমি।

"আমার না বাচ্চাটা," হাসলো সে, "আমার না। মজার ব্যাপার আরও আছে, ওই বাচ্চা কামালেরও না।" ওর হাসিটা এখন ভয়ঙ্কর লাগছে, "তৃতীয় আর কারও সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছিলো সে, বিশ্বাস করতে পারো? এ ব্যাপারে কিছু জানো না তো তুমি? আর কোন পুরুষের ব্যাপারে তোমাকে বলেনি সে? বলেনি?"

ওর মুখ থেকে হাসি মুছে গেছে। আমার মনে হলো খারাপ কিছু ঘটবে আজ এখানে। আস্তে করে উঠে দাঁড়ালাম, দরজার দিকে সরে যাচ্ছি। যাওয়া হলো না, পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে সে। আমার হাত শক্ত করে ধরে ঠেলে আনলো চেয়ারের দিকে।

"এখানে বসে থাকবে তুমি," আমার হাতব্যাগ তুলে নিয়ে ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে ফেললো সে।

"স্কট, কি হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না–"

"ফালতু কথা বলবে না।" চিৎকার করে উঠলো সে, "তুমি আর মেগান এত ঘনিষ্ঠ বান্ধবি! তোমার তো তার সব প্রেমিককে চেনার কথা।"

জেনে গেছে সে! চিন্তাটা আমার চেহারায় ফুটে উঠতে পরিষ্কার দেখতে পেলো যেন স্কট, সামনে ঝুঁকে এলো ও, আমার মুখে এসে লাগলো ওর তপ্ত নিঃশ্বাস।

"কি হলো? বলো, বলো? র‍্যাচেল?"

মাথা নাড়লাম আমি। হাত দোলাল স্কট, ধাক্কা লেগে বিয়ারের বোতলটা গড়িয়ে গেলো টেবিলে। সশব্দে ভাঙল টাইল্‌সের মেঝেতে আছড়ে পড়ে।

"ওর সাথে দেখাটা পর্যন্ত করো নাই তুমি, বাল!" চিৎকার করে উঠলো সে, "যা বলেছো আমাকে সবকিছু ছিলো মিথ্যে।"

মাথা নিচু করে উঠে দাঁড়ালাম, "দুঃখিত, আমি দুঃখিত।"

টেবিল ঘুরে ঘরের কোণের দিকে যাচ্ছিলাম আমার ব্যাগটা তুলে আনতে, আবারও খপ করে হাত চেপে ধরলো সে।

"কেন করলে তুমি এমন?" জানতে চাইলো, "কি ভেবে করলে? কি সমস্যা তোমার?"

আমার দিকে তাকিয়ে আছে সে, আমাদের চোখ আটকে গেছে একে অন্যের সাথে। ওকে ভীষণ ভয় করছে আমার, একই সাথে বুঝতে পারছি মোটেও অযৌক্তিক কোন প্রশ্ন সে করেনি। আমার কাছ থেকে একটা ব্যাখ্যা পাওনা আছে তার। শান্ত হয়ে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করলাম। না কেঁদে, ভয় না পেয়ে।

BanglaBook.org

"কামালের ব্যাপারে তোমাকে জানাতে চেয়েছিলাম আমি। ওদের একসাথে দেখেছিলাম আমি, ঠিক যেমনটা বলেছি তোমাকে সেভাবেই। কিন্তু যদি ট্রেন থেকে দেখে ফেলা অচেনা কোন এক মেয়ে হিসেবে আসতাম, আমাকে বিশ্বাস করতে না। তুমি সিরিয়াসলি নেবে এমনটা আমার প্রয়োজন ছিলো, যা দরকার বলেছিলাম সেজন্য।"

"তোমার প্রয়োজন?" আমাকে ছেড়ে দিলো ও, ঘুরে দাঁড়িয়েছে, "তোমার কি প্রয়োজন ছিলো তাই বলছো আমাকে এখন?" গলার স্বর শান্ত হয়ে আসছে তার, শান্ত হয়ে আসছে সে। বড় করে নিঃশ্বাস নিলাম।

"আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। জানতাম পুলিশ প্রথমে স্বামিকেই সাসপেক্ট হিসেবে ধরে নেয়, কাজেই তোমাকে জানাতে চেয়েছিলাম আর কেউ আছে, অন্য একজন–"

"কাজেই আমার স্ত্রিকে চেনার একটা গল্প বানিয়ে বসলে? কতোটা পাগলামি শোনাচ্ছে কথাগুলো, তোমার কোন ধারণা আছে?"

"তা আছে।" একমত হলাম।

রান্নাঘরের কাউন্টার থেকে একটা তোয়ালে এনে হাত আর হাটু থেকে বিয়ার মুছে পরিস্কার করলাম। হাটুতে কনুই রেখে বসে পড়েছে স্কট, মাথা নিচু, "যেমন মেয়ে ভেবেছিলাম তেমনটা ও ছিলো না–" বলল সে, "আসলে ও যে কি ছিলো তা-ই আমি জানি না!"

সিংকের ট্যাপ ছেড়ে ঠাণ্ডা পানি ছড়ালাম, হাত-মুখ ধুচ্ছি, সেই সাথে চোখ রেখেছি আমার ব্যাগের দিকে। ঘরের এ মাথায় পড়ে আছে ওটা, আরেকটু এগিয়ে গেলেই নাগালে পেয়ে যাবো। তার আগেই মুখ তুলে তাকালো স্কট। জমে গেলাম। কাউন্টারের অন্যপাশে দাঁড়িয়ে গেছি। কিনারা খামচে ধরলাম, সামান্য স্বস্তি আশা করছি ঠাণ্ডা ওই তল থেকে।

"ডিটেক্টিভ রাইলি আমাকে বলেছে, তোমার ব্যাপারে জানতে চাইছিলো সে। তোমার সাথে রিলেশনে জড়িয়েছি কি-না..." হেসে ফেললো এবার। "...তোমার সাথে প্রেমের সম্পর্ক! গড! ওকে পাল্টা প্রশ্ন করেছি, 'আমার বউয়ের চেহারা আপনি দেখেছিলেন? আমার রুচি এতটা খারাপ হয়নি এখনও!' "

আমার কান গরম হয়ে উঠলো, বগল আর মেরুদণ্ডে ঠাণ্ডা ঘামের অস্তিত্ব টের পেলাম।

"জানা গেলো অ্যানা তোমার ব্যাপারে অভিযোগ এনেছে। বার বার তোমাকে এই এলাকায় দেখছে সে। আমি বললাম, 'আমরা কোন রিলেশনে জড়াইনি। মেগানের পুরনো বন্ধু র‍্যাচেল। আমাকে সাহায্য করছে সে।' " মৃদু হাসলো সে, একদম নিরানন্দ সেই হাসি। "তখন সে আমাকে জানালো। র‍্যাচেল তো মেগানকে চেনেই না! ব্যর্থ এক মহিলা। অসাধারণ মিথ্যুক। আসলে, তার কোন জীবনই নেই।"

BanglaBook.org

হাসি মুছে গেছে তার মুখ থেকে, "তোমরা মেয়েরা সব মিথ্যুক। সবাই, প্রত্যেকে..."

আমার ফোন বিপ্ দিয়ে উঠেছে। ওদিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, তার আগেই স্কট পথরোধ করলো, "দাঁড়াও, আমাদের কথা শেষ হয়নি।"

আমার ব্যাগটা তুলে নিলো সে, টেবিলের ওপর উল্টে খালি করলো। ফোন, পার্স, চাবি, লিপস্টিক, ক্রেডিট কার্ড সব বের হয়ে ছড়িয়ে গেলো ওখানে।

"ঠিক কতোটুকু মিথ্যে বলেছো আমাকে তা আমার জানা দরকার।"

আলগোছে ফোনটা তুলে নিয়ে স্ক্রিনের দিকে তাকালো সে। আমার চোখে চোখ রাখলো। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তার দৃষ্টি। এরপর মেসেজটা জোরে জোরে পড়ে শোনালো।

"ড. আবদিকের সঙ্গে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিশ্চিত করা হলো। সোমবার দুপুর সাড়ে চারটায়। যদি আপনি এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট পরিবর্তন করতে চান, তবে জেনে রাখবেন আমাদের চব্বিশ ঘণ্টা আগে জানাতে হবে।"

"স্কট–"

"কি হচ্ছে এখানে?" হিংস্র গলায় জানতে চাইলো সে, "কি করছো তুমি? ওকে গিয়ে কি লাগাচ্ছো?"

"আমি ওকে কিছু বলছি না–"

কথা শেষ হওয়ার আগেই ফোনটা ফেলে দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলো সে। দু-হাত মুষ্টিবদ্ধ। পেছাতে পেছাতে ঘরের এক কোণে চলে গেলাম। মুঠো ওপরে তুলছে সে, মাথা নামালাম দ্রুত। হঠাৎ মনে হলো এই অনুভূতিটা আমার জন্য নতুন নয়। আগেও একবার এমন হয়েছে।

শুধু এবার আমার মাথায় কেউ মারলো না, শক্ত করে চেপে ধরলো দুই কাঁধ। বুড়ো আঙুল দুটো আমার কাঁধের ভেতর দেবে যাচ্ছে। এত বেশি ব্যথা পেলাম, চিৎকার না করে পারলাম না।

"পুরোটা সময়..." দাঁতে দাঁত চেপে ধরে বলল সে, "পুরোটা সময় ভেবেছি তুমি আমার পক্ষে...কিন্তু তুমি? তুমি আমার বিরুদ্ধে কাজ করছিলে! ওকে আমার সব তথ্য দিচ্ছিলে তুমি, তাই তো? আমার আর মেগসের সব তথ্য পাচার করছিলে যাতে পুলিশ আমার পেছনে লাগে। আর সে থেকে যায় নিরপরাধ! তোমার জন্যই মুক্তি পেয়ে গেছে ও, তাই না? তোমার জন্য–"

"না, মোটেও ওরকম কিছু ঘটেনি!" প্রতিবাদের চেষ্টা করলাম, "প্লিজ...শোন আমার কথা? আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম," ডানহাত ওপরে উঠে গেলো তার, ঘাড়ের কাছে চুল খামচে ধরলো সে, "স্কট, থামো, আমি ব্যথা পাচ্ছি। প্লিজ!"

আমাকে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করলো সে, দরজার দিকে হেঁচড়ে যাওয়ার

BanglaBook.org

সময়ও স্বস্তি পেলাম। তাহলে বাইরে ছুঁড়ে ফেলতে যাচ্ছে সে আমাকে? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

কিন্তু না, সিঁড়ির দিকে মোড় নিলো সে, দোতলায় তুলে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে, এখনও হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে ও, গালি দিচ্ছে, থুতু ছিটে পড়ছে তার মুখ থেকে। বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কাজ হলো না। আমার চেয়ে প্রচুর শক্তি ধরে স্কট। চিৎকার করতে চাইলাম, পারলাম না, গলা দিয়ে আওয়াজ বের করা যাচ্ছে না।

আতঙ্ক আর চোখের পানিতে অন্ধ হয়ে গেলাম। একটা ঘরে ছুঁড়ে ফেলা হলো আমাকে, পেছনে দড়াম করে লেগে গেলো দরজা। লক্ করে দিলো সে। গরম বমি উঠে এলো আমার মুখে, হড়হড় করে কার্পেটেই করে ফেললাম। চুপচাপ শুনলাম তারপর, কোন কিছু হলো না। ঘরে ঢুকলো না কেউ। বাড়িটা আচমকাই নীরব হয়ে গেছে।

স্পেয়ার রুমে আমি। আমার বাড়িতে এই ঘরটাকে টমের স্টাডি হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এখন এটা ওদের বাচ্চার নার্সারি। আর স্কটের বাড়িতে এটা একটা বক্স রুম। কাগজ আর ফাইলে ভর্তি। মান্ধাতার আমলের একটা অ্যাপেলের ম্যাক পিসিও আছে ঘরে। কয়েক বাক্স কাগজ সাজানো আছে, গায়ে নাম্বার লেখা। স্কটের ব্যবসার বিভিন্ন হিসেব হতে পারে। একদিকে হাজারো পোস্টকার্ড, প্যারিস শহরের স্কাই-লাইনের ছবি, গলিতে কিছু বাচ্চা স্কেটবোর্ডিং করছে, শ্যাওলায় ঢেকে গেছে পুরনো রেলওয়ে, এক গুহা থেকে সমুদ্রের ভিউ...পোস্টকার্ড কেন ঘাটতে লাগলাম আমি জানি না। ভয়টাকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য খুব সম্ভব।

টেলিভিশনের সেইসব দৃশ্যগুলো ভুলে থাকার চেষ্টা করলাম। কাদার ভেতর থেকে মেগানের গলিত মৃতদেহ তুলে আনছিলো ওরা। ওর ক্ষতস্থানগুলোর কথা মনে না করার চেষ্টা করলাম। চেষ্টা করলাম আসন্ন মৃত্যু দেখতে পেয়ে তার কেমন লেগেছিলো তা অনুভব না করার।

পোস্টকার্ডের পর পোস্টকার্ড উল্টাতে গিয়ে আঙুলে কিছু একটা কামড়ালো বলে মনে হলো। 'উফ' করে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম, তর্জনি নিখুঁতভাবে গোড়া থেকে কেটে গেছে। রক্তের ফোঁটা পড়লো জিন্সের ওপর। টি-শার্টে চেপে ধরে রক্ত ঠেকালাম। তারপর খুঁজে বের করলাম আসল কালপ্রিটকে।

ছবির ভাঙা ফ্রেম। চূড়ায় আমার রক্ত লেগে আছে এখন।

এই ছবিটা আমি আগে দেখিনি। মেগান আর স্কট একসাথে আছে এখানে। ক্যামেরার খুব কাছে তাদের মুখ, হাসছে মেয়েটা। তার দিকে প্রেমময় দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে স্কট। নাকি ঈর্ষাময় দৃষ্টি? কাঁচ ভেঙেছেও স্কটের চোখের কাছাকাছি। কাজেই তার অভিব্যক্তি বের করাটা কঠিন। ছবিগুলো নিয়ে মেঝেতে বসে পড়লাম, মাঝে মাঝে ভাঙা জিনিস ঠিক করতে মনে থাকে না। ঝগড়া করে কতোবার কতোকিছু ভেঙেছি আমি আর টম। আর ওই দেওয়ালের প্লাস্টার সরানো চিহ্নটা?

BanglaBook.org

দরজার অন্যপাশে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। স্কটের হাসির শব্দ শুনতে পেলাম, সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এলো আমার। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়েই ছুটলাম জানালার কাছে। পাল্লা খুলে ঝুঁকে গেলাম বাইরের দিকে, শুধুমাত্র আঙুলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। টমের নাম ধরে চিৎকার করলাম, কাজ হলো না। ও যদি বাগানেও বের হয়ে আসে, তা-ও আমার চিৎকার তার শোনার কথা নয়। এত দূরে যাবে না চিৎকার।

নিচের দিকে তাকিয়েই ভারসাম্য হারালাম। দ্রুত ভেতরে ঢুকে পড়লাম তারপর। কান্নার মতো দলা পাকিয়ে গেলো গলার কাছে।

"প্লিজ, স্কট..." চিৎকার করলাম, "প্লিজ!"

নিজের গলার স্বর নিজেরই ঘৃণা হলো আমার, মরিয়া একটা ভাব আছে ওতে। রক্তভেজা টি-শার্টের দিকে তাকালাম একবার। মেঝের ছবিটা থেকে সবচেয়ে লম্বা কাঁচের টুকরোটা তুলে নিলাম, পেছনের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম সাবধানে। আমার জন্য আর কোন পথ খোলা রাখা হয়নি হয়তো।

সিঁড়ির দিকে পায়ের শব্দ উঠে আসছে। দূরবর্তি কোণে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। নব ঘুরছে, বাইরে থেকে কেউ তালা খুলছে।

এক হাতে আমার হাতব্যাগ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্কট। আমার পায়ের দিকে ছুঁড়ে দিলো ওটা। অন্য হাতে এক টুকরো কাগজ তুলে রেখেছে সে।

"ন্যাস্টি ড্রিউ দেখছি একদম!" মেয়েলি কণ্ঠে পড়তে শুরু করলো সে, "প্রেমিকের সাথে ভেগে গেছে মেয়ে, এখন থেকে তাকে 'বি' বলে ডাকবো আমি। 'বি' তার কোন ক্ষতি করেছে। স্কট তার ক্ষতি করেছে।" কাগজটা মুঠো করে ধরে দুমড়ে ফেললো সে, আমার পায়ের কাছে ছুঁড়ে মারলো ওটা। "ওহ্ গড! আসলেই তোমার মাথায় সমস্যা আছে দেখছি।"

চারপাশে তাকালো সে। মেঝেতে পড়ে থাকা বমি আর আমার টি-শার্টের রক্ত দেখলো।

"কি বালটা শুরু করেছো আবার? নিজে পারফর্মেন্সে নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে, অ্যা? আমার কাজটা কমিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছো?" আবারও হাসলো সে, "আমার উচিত তোমার ঘাড় ভেঙে দেওয়া। কিন্তু কী জানো, ওই ঝামেলাটুকু করার যোগ্যও তুমি নও।" একপাশে সরে দাঁড়ালো সে, "আমার বাড়ি থেকে দূর হও এখন।"

ব্যাগটা তুলে নিয়ে দরজা বরাবর রওনা দিলাম আমি, একবার মনে হলো আবারও আমাকে ধরে ফেলবে স্কট। তবে শেষ মুহূর্তে ধরলো না। নিশ্চয় আমার চোখে ভীতি ফুটে উঠেছিলো, হাসতে শুরু করলো সে। হাসিতে ফেটে পড়েছিলো একদম। সামনের দরজাটা আমার পেছনে বন্ধ করে দেওয়ার পরও ওর হাসি শুনতে পাচ্ছিলাম পরিস্কার।

BanglaBook.org

শুক্রবার, ১৬ই আগস্ট, ২০১৩
সকাল

রাতে ঘুমাতে পারলাম না বললেই চলে। আধ-বোতল ওয়াইন খেয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করলাম, বন্ধ করার চেষ্টা করলাম হাতের কাঁপুনি, কিন্তু কাজ হলো না। প্রতিবার ঝিমিয়ে পড়তে শুরু করার পর মুহূর্তে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। মনে হচ্ছিলো ঘরের মধ্যে আমার সাথে স্কটও আছে। আলো জ্বালিয়ে বসে রইলাম। বাইরের শব্দগুলো কান পেতে শুনছি। স্বপ্নে দেখলাম বনের ভেতর টমের সঙ্গে হাটছি। ওখানেও ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলাম আমি।

গতকাল টমের জন্য একটা নোট রেখে গেছিলাম। স্কটের বাড়ি থেকে বের হয়ে তেইশ নাম্বারের দরজায় হামলে পড়েছিলাম, বেশ কিছুক্ষণ ধাক্কা দিয়েও ওদের কাউকে দেখলাম না। অ্যানা দরজা খুললেও আমার কিছু আসতো যেত না তখন। অগত্যা ওদের চিঠির বাক্সে একটা কাগজ রেখে সরে আসতে হলো। ওতে শুধু বলেছি, "ওইদিনের ব্যাপারে কথা ছিলো তোমার সাথে।"

অ্যানার হাতে পড়বে কি-না–এসব ভাবিওনি আমি। আসলে আমার একটা অংশ চাইছিলোই অ্যানা দেখুক ওটা! টমকে স্কটের নাম উল্লেখ করিনি। তাহলে স্কটের বাড়িতে গিয়ে তাকে চেপে ধরতো সে, তারপর খোদা জানে কী ঘটতো।

বাড়ি ফিরে যতদ্রুত সম্ভব পুলিশে ফোন করেছিলাম আমি। তার আগে কয়েক গ্লাস ওয়াইন খেয়ে নিজেকে শান্ত করেছিলাম। ডিটেক্টিভ ইন্সপেক্টর গাসকিলকে চাইলাম ফোনে, কিন্তু ওরা বলল উনি এখন থানায় নেই। আমাকে ডিটেক্টিভ রাইলির কাছে লাইন দেওয়া হলো।

"ও আমাকে তার বাড়িতে বন্দি করে রেখেছিলো।" দ্রুত বলেছিলাম, "হুমকি দিয়েছিলো আমাকে–"

কতক্ষণের জন্য 'বন্দি' করা হয়েছিলো আমাকে, জানতে চাইলো সে। উদ্ধৃত চিহ্নটা বাতাসে ঝুলে থাকতে শুনলাম আমি।

"জানি না ঠিক...আধ-ঘণ্টা হবে হয়তো।"

দীর্ঘ নীরবতা ওপাশে।

"আর সে আপনাকে হুমকিও দিয়েছে? ঠিক কোন্ ধরণের হুমকি, আমাকে বলবেন কি?"

"ও বলেছিলো আমার ঘাড় ভেঙে দেবে। মানে, ঘাড় ভেঙে দেওয়া উচিত।"

"ভেঙে দেওয়া উচিত?"

"এমনভাবে বলেছে যেন ভাঙাটা তার জন্য কোন ব্যাপার না।"

নীরবতা।

"আপনাকে আঘাত করেছে সে? কোনভাবে জখম করেছে কি?"

BanglaBook.org

"কালশিটে, কালশিটে ফেলে দিয়েছে।"

"মেরেছে আপনাকে?"

"না, চেপে ধরেছিলো শুধু।"

আরও কিছুক্ষণের জন্য নীরব হয়ে গেলো রাইলি। "মিস ওয়াটসন, স্কট হিপওয়েলের বাড়িতে আপনি কি করছিলেন?"

"আমাকে ডেকেছিলো ও। বলেছিলো কিছু নিয়ে কথা বলা দরকার তার–"

বিশাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে, "আপনাকে সতর্ক করা হয়েছিলো এর সাথে না জড়াতে। মানুষটাকে মিথ্যে বলেছেন আপনি, বলেছেন আপনি তার স্ত্রির বান্ধবি, তারপর একগাদা মিথ্যে গল্প শুনিয়ে দিয়েছেন, আর..." কিছু একটা বলতে গেছিলাম, থামকিয়ে দিলো রাইলি, "আমাকে শেষ করতে দিন প্লিজ! দৃশ্যত এই মানুষটি এখন প্রবল মানসিক চাপে আছে। আবার এমনও হতে পারে, ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক একজন মানুষ সে।"

"বিপজ্জনক তো বটেই, খোদার কসম লাগে, সেটাই আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি আমি।"

"আপনি আমাদের কোন উপকারে আসছেন না, ওখানে যাচ্ছেন, মিথ্যে বলছেন, বিরক্ত করছেন তাকে। আমরা একটা হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ঠিক মাঝামাঝি আছি, বুঝতে হবে আপনাকে। আমাদের অগ্রগতিতে আপনার এসব কাজ বাঁধা দিচ্ছে–"

"কোন অগ্রগতি?" হিসিয়ে উঠলাম আমি, "ঘোড়ার ডিমটা এগিয়েছেন আপনারা। বউকে খুন করেছে ওই ব্যাটা, এ আপনাকে বলে রাখলাম। একটা ছবি ভেঙে গুঁড়ো করে ফেলেছে সে, স্ত্রির সঙ্গে তার একটা ছবি। মেগানের ওপর প্রচণ্ড রাগ তার, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই–"

"ছবিটা আমরা দেখেছি। খুনের প্রমাণ হিসেবে এরকম সামান্য জিনিস দাঁড় করানো যায় না।"

"তাহলে আপনারা ওকে অ্যারেস্ট করবেন না?"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে, "আগামিকাল থানায় আসুন। একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে যান। আমরা দেখবো ব্যাপারটা...আর মিস ওয়াটসন? স্কট হিপওয়েল থেকে দূরে থাকবেন।"

বাড়ি ফিরে ক্যাথি আমাকে মদ খেতে দেখে ফেললো। খুশি হলো না মোটেও, তবে তাকে কোন রকম ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করলাম না। কাজটা কঠিন হতো। একবার সরি বলে ওপরের তলায় উঠে গেলাম। নিজের বিছানায় ফিরে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইলাম, ঘুমানোর চেষ্টা করছি। টমের ফোনের জন্য অপেক্ষা, তবে ফোন এলো না কোন।

ভোরের দিকে ঘুম ভাঙল। ফোনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, কোন কল

BanglaBook.org

আসেনি। চুল ধুয়ে পোশাক পরে প্রস্তুত হলাম ইন্টারভিউয়ের জন্য। হাত কাঁপছে আমার, পেটে যেন কেউ গিঁট বসিয়ে দিয়েছে। সকাল সকাল বের হচ্ছি, আগে থানায় যেতে হবে। একটা স্টেটমেন্ট দিতে হবে তাদের। এই স্টেটমেন্ট দিয়ে কোন উপকার হবে–এমন আশা করছি না। আগেও আমাকে সিরিয়াসলি নেয়নি তারা, এখনও নেবে না। ধরেই নেবে কল্পনার রাজ্যে এক পাক খেয়ে এসেছি।

স্টেশনে যাওয়ার পথে বার বার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম পেছনে। আচমকা একটা পুলিশের গাড়ি সাইরেন বাজালো, আক্ষরিক অর্থেই লাফিয়ে উঠলাম আমি। স্টেশনে পৌছে শক্ত করে রেলিং ধরে দাঁড়ালাম। নিজেদের মধ্যে গোপন করার কিছু নেই আর, স্কটের প্রকৃত চেহারা আমি দেখেছি, আমার চেহারা সে দেখেছে। হাস্যকর শোনাতে পারে, তবে নিজেকে বড়ই অরক্ষিত লাগছে এখন।

বিকেল

আমার জন্য ব্যাপারটা চুকে গেলো বলা যায়। গত কয়েকদিন পুরোটা সময় আমি ভেবেছিলাম এই কেসের গুরুত্বপূর্ণ কোন একটা অংশ আমি সমাধান করে ফেলতে পারবো, আমার মস্তিষ্কের কোথাও গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য লুকিয়ে আছে। তবে এখন দেখছি আমার ধারণা ভুল ছিলো। দরকারি কোন তথ্য আমার জানা নেই। লালচুলো লোকটাকে ধন্যবাদ, কাকতলিয়ভাবে ওই রাস্তাতে ওই সময় উপস্থিত থাকা ছাড়া আমার আর কোন ভূমিকা নেই এখানে।

গাসকিল অথবা রাইলিকে থানায় পাওয়া গেলো না। দুনিয়ার ওপর চরম বিরক্ত–এমন মুখ করে থাকা এক পুলিশের কাছে আমার স্টেটমেন্ট দিলাম। লেখা হলো, তারপর যত দ্রুত সম্ভব ওটা ভুলেও যাওয়া হবে–আমার জানা আছে। এক, যদি না নিকট ভবিষ্যতে কোন খানাখন্দে লাশ হিসেবে আমাকে আবিষ্কার করা হয়।

ইন্টারভিউ দিতে শহরের আরেক মাথায়ে যেতে হবে। কোন ঝুঁকি নিলাম না। ট্যাক্সি নিয়ে রওনা দিলাম। স্কটের সাথে মাঝরাস্তায় দেখা করার কোন ইচ্ছে আমার ছিলো না।

চাকরিটা আমার যোগ্যতার তুলনায় নিম্নমানের। তারপর ভেবে দেখলাম বিগত দুই বছরে আমি নিজেই আমার যোগ্যতার তুলনায় নেমে গেছি। কাজেই উচ্চবাচ্য না করে রাজি হয়ে যেতে হলো। এই চাকরির সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো (ফালতু বেতন আর ছোটখাটো চাকরি–এই দুই বৈশিষ্ট্য বাদে) যে কোন সময় উইটনির পথে স্কট বা অ্যানার সাথে ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে।

দুশ্চিন্তা করার কারণ যথেষ্টই আছে। ইদানিং ধাক্কা খাওয়াটা মোটামুটি নিয়মিত একটা অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছি। স্টেশনের পথে আমার কাঁধ চেপে ধরলো সে। লাফিয়ে উঠলাম রীতিমতো।

BanglaBook.org

"আরে আরে, আমি দুঃখিত" দ্রুত বলল লালচুলো লোকটা, "এত অল্পতেই ভয় পাও তুমি," হাসলো সে। আমার চেহারায় নিশ্চয় ভীতি ফুটে আছে, হাসি মুছে গেলো তার। "আমি সত্যিই দুঃখিত। ভয় দেখাতে চাইনি। ঠিক আছো?"

আমাকে জানালো, একটু আগেভাগে অফিস থেকে বের হয়ে গেছে সে। ড্রিংকের জন্য আমন্ত্রণ জানালো, সরাসরি না করে দিলাম। মুহূর্তখানেক পরই অবশ্য আমার মতো পাল্টে ফেলতে হলো।

"একটা ক্ষমাপ্রার্থনা পাওনা আছে তোমার।" জিন অ্যান্ড টনিক গলায় ঢালতে ঢালতে অ্যান্ডিকে (ওটাই তার নাম, পরে জানা গেলো) জানালাম, "ওইদিন ট্রেনে অদ্ভুত ব্যবহার করেছি আমি। আসলে, দিনটা খুব বাজে যাচ্ছিলো।"

"ঠিক আছে," বলল সে, অলস একটা হাসি তার মুখে, ফুরফুরে মেজাজে আছে। নিঃসন্দেহে দিনের প্রথম পাইন্ট হতে যাচ্ছে না তার জন্য।

"কি ঘটেছিলো জানতে চাইছিলাম আমি।" বললাম তাকে, "যে-রাতে প্রথম দেখা হলো আমাদের, যে-রাতে মেগ-মানে, ওই মহিলা হারিয়ে গেলো।"

"ওহ্, হ্যা। কেন? মানে...কি বলতে চাইলে, বুঝিনি ঠিক।"

লম্বা করে নিঃশ্বাস নিলাম, চেহারা লাল হয়ে যাচ্ছে আমার। যতবারই মানুষের সামনে স্বীকার করুন না কেন, প্রতিবারই নতুন করে লজ্জা চেপে ধরবে আপনাকে। "সেদিন মাতাল হয়ে ছিলাম তো, মনে করতে পারছি না কিছু। কয়েকটা জিনিস আমার জানা দরকার। যদি তুমি কিছু দেখে থাকো, মানে, আমার সাথে আর কারও কথা হচ্ছিলো কি-না...বা এ রকম কিছু?"

টেবিলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তার চোখের দিকে তাকাতে পারছি না। টেবিলের নিচ থেকে আমার পায়ে গুঁতো দিলো সে, "আরে কি ভাবছো? সেদিন কোন ভুল কিছু করোনি তুমি। আমরা কিছুক্ষণ কথা বলেছিলাম। আমিও মদ ভালোই খেয়েছিলাম, তাই মনে করতে পারছি না কী নিয়ে কথা হয়েছিলো। তারপর উইটনিতে নেমে পড়লে তুমি। আমিও এখানে নামি। সিঁড়িতে পিছলে পড়ে গেলে...মনে আছে? আমি তোমাকে তুলে দিলাম, আর ভীষণ লজ্জা পেলে তুমি। এখনকার মতো।" হাসলো সে, "একসাথে বের হয়েছিলাম আমরা। তোমাকে বলেছিলাম পাবে যাবে কি-না। কিন্তু তুমি বললে স্বামির সাথে দেখা করতে যাচ্ছো।"

"এতটুকুই?"

"না। তোমার আসলেই মনে নাই নাকি? কিছুক্ষণ পর, আধঘণ্টা হবে হয়তো, এক বন্ধু ফোন করে বলল রেললাইনের অন্যপাশের বারে বসে আছে সে। ওদিকে যাচ্ছিলাম, তখন আন্ডারপাসে পড়ে থাকতে দেখলাম তোমাকে। রক্ত-টক্ত বের হয়ে একাকার অবস্থা তখন তোমার। কাটা দাগ তোমার শরীরে, জানতে চেয়েছিলাম বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেবো কি-না। তবে তোমার মন খুবই খারাপ ছিলো তখন, স্বামির সাথে

BanglaBook.org

লেগেছিলে বলে ধরে নিয়েছিলাম। রাস্তা পার হচ্ছিলো সে, আমি জানতে চেয়েছিলাম গিয়ে তাকে চেপে ধরবো কি-না। মানা করেছিলে তুমি। এরপর গাড়ি চালিয়ে চলে গেলো সে, ওর সাথে একজন ছিলো।"

"এক মহিলা?"

মাথা নিচু হয়ে গেলো তার, "হুঁ। একসাথে গাড়িতে উঠে পড়লো তারা। আমি ভেবেছিলাম ওই মহিলাকে নিয়েই তোমার স্বামিপ্রবরের সাথে কুস্তি হয়ে গেছে একদফা।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি? হেটে চলে গেলে তুমি। মনে হচ্ছিলো দ্বিধায় পড়ে গেছো। বার বার বলছিলে কোন সাহায্যের দরকার তোমার নেই। আর ইয়ে, আমিও তখন আধ-মাতাল। কাজেই যে যার রাস্তা মাপলাম আমরা। আন্ডারপাস পার করে দোস্তের সাথে দেখা করলাম। এতটুকুই জানি আমি।"

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আমার মনে হলো ওপরে আমার জন্য অপেক্ষা করছে কেউ। অবশ্যই ওপরে কেউ ছিলো না, তবে পুরো বাড়িটা তিনবার চক্কর দিলাম। ক্যাথির ঘরের বিছানার তলে পর্যন্ত উঁকি দিয়ে দেখলাম কেউ লুকিয়ে আছে কি-না। তারপর ওপরে উঠে নিজের ঘরে শান্ত হয়ে বসলাম। অ্যান্ডির বলা কথাগুলো ভাবছি। আমার নিজের স্মৃতির সাথে মিলে যাচ্ছে, তবে স্বস্তিবোধ করতে পারলাম না।

খুব বড় কোন আবিষ্কার হয়নি এখানে। টম আর আমি রাস্তার মাঝে ঝগড়া বাঁধিয়েছিলাম। তারপর পিছলে পড়ে ব্যথা পেয়েছি। ঝড়ের বেগে এলাকা ত্যাগ করেছে টম, সাথে নিয়ে গেছে অ্যানাকে। পরে আবারও ফিরে এসেছে সে, আমাকে খুঁজেছে। আমি একটা ট্যাক্সি নিয়েছিলাম, হয়তো। নতুবা ট্রেনে করে ফিরে এসেছিলাম।

জানালার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম তারপরও মনে শান্তি পাচ্ছি না কেন? হয়তো এখনও সবগুলো প্রশ্নের উত্তর পাইনি। তারপরই আমাকে আঘাত করলো ভাবনাটা : অ্যানা।

টম আমাকে অ্যানার সঙ্গে গাড়িতে করে কোথাও যাওয়ার কথা বলেনি তো?

সবচেয়ে বড় কথা, গাড়িতে ওঠার সময় তার সাথে বাচ্চাটা ছিলো না।

তাহলে ওইসময় ইভি কার কাছে ছিলো?

শনিবার, ১৭ই আগস্ট, ২০১৩
সন্ধ্যা

টমের সাথে দেখা করা দরকার। যতবার ভাবছি, ততই অর্থহীন মনে হচ্ছে। সব কিছু স্পষ্টভাবে বোঝার জন্য তার সাথে কথা বলা দরকার। তাছাড়া দরজায় নোট

BanglaBook.org

রেখে এসেছি দু-দিন হয়ে গেলো। এখন পর্যন্ত কোন খবর নেই তার থেকে। গতকাল রাতে ফোন তোলেনি সে। সারাদিনেও না। কোথাও একটা ঝামেলা হয়েছে। সেই ঝামেলার সঙ্গে অ্যানা যে নিশ্চিতভাবে জড়িত তাতে আমার আর সন্দেহ থাকে না।

স্কটের সঙ্গে আমার সেদিন যা হলো, এটা জানতে পারলে টম আমার সাথে নিজেই কথা বলতে চাইবে। সেদিন গাড়িতে বসে আমাদের মধ্যে যা হয়েছিলো তা আমি ভুলে যেতে পারছি না। কিছু একটা অনুভব করেছিলাম...আমরা দু-জনেই।

কাজেই ফোনটা তুলে তার নাম্বারে ডায়াল করলাম। পেটের মধ্যে প্রজাপতি উড়ে বেড়ানোর অনুভূতি। সব সময় যেমনটা হয়। ও ফোন রিসিভ করার আগমুহূর্তের প্রতীক্ষা অনেক বছর আগে যেমন ছিলো, এখনও তেমনই আছে।

"হ্যালো?"

"টম, আমি বলছি।"

"হ্যা।"

অ্যানা নিশ্চয় ওর সাথে আছে, আমার নাম উচ্চারণ করলো না সে। একটু অপেক্ষা করলাম। আরেকটা ঘরে যাওয়ার সুযোগ দিচ্ছি তাকে। দীর্ঘশ্বাস শুনলাম তার।

"কি হয়েছে?"

"তোমার সাথে কথা বলা দরকার আমার, নোটে যেমনটা বলেছিলাম।"

"কি?" অবাক হয়ে গেলো সে।

"দু-দিন আগে তোমার ডাকবাক্সে একটা ছোট্ট নোট দিয়ে এসেছিলাম। ভেবেছিলাম আমাদের কথা বলা–"

"আমি কোন নোট পাইনি।" ভারি নিঃশ্বাস ফেললো সে, "বাল...এজন্যেই আমার ওপর ক্ষেপে আছে ও।"

তাহলে অ্যানা সরিয়ে ফেলেছে আমার নোট। দেয়নি ওকে।

"কি দরকার তোমার, বলো?" জানতে চাইলো টম।

ইচ্ছে করলো ফোন কেটে দেই। তারপর আবার ডায়াল করি ওর নাম্বারে, প্রথম থেকে শুরু করি কথা। ওকে বলি সোমবার বনের দিকে ঘুরতে যেতে আমার অনেক ভালো লেগেছিলো।

"একটা কথা জানতে চাইতাম–"

"কি কথা?" রুক্ষভাবে বলল সে। আসলেই বিরক্ত হয়েছে দেখা যাচ্ছে।

"সবকিছু কি ঠিক আছে?"

"কি চাও তুমি এবার, র‍্যাচেল?"

সব শেষ, এক সপ্তাহ আগে আমার জন্য ওর যতটুকু মায়া ছিলো তার কিছুই অবশিষ্ট নেই এখন। নোটটা রেখে আসার জন্য নিজেকে অভিশম্পাত করলাম। এ নিয়ে নির্ঘাত অ্যানার সাথে ভালোরকম ঝামেলা হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

"ওই রাতের ব্যাপারে আমাকে একটু বলবে? যেদিন মেগান হিপওয়েল নিখোঁজ হয়ে গেলো?"

"ওহ্ গড!" প্রথমেই শব্দ দুটো উচ্চারণ করলো সে, চরম বিরক্ত, "আমরা আগেই এটা নিয়ে কথা বলেছি। কিন্তু তুমি সেটাও ভুলে গেছো, তাই তো?"

"আমি শুধু–"

"তুমি মাতাল ছিলে, ঠিক আছে?" কর্কশ কণ্ঠে বলল সে, "তোমাকে বাড়ি ফিরে যেতে বলেছিলাম আমি। কিন্তু কথা তো শোনোনি। এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছো, তোমার জন্য গাড়ি নিয়ে বের হয়েছিলাম আমি। খুঁজেছিলাম তোমাকে। পাইনি।"

"অ্যানা কোথায় ছিলো তখন?"

"বাড়িতে।"

"বাচ্চাটার সাথে?"

"হ্যা, ইভির সাথে।"

"তোমার সাথে গাড়িতে ছিলো না সে?"

"না।"

"কিন্তু–"

"ওহ্, ঈশ্বরের দোহাই লাগে, ওর বের হওয়ার কথা ছিলো। আমার থাকার কথা ছিলো ইভির কাছে। ঠিক তখনই তুমি এসে সব ভণ্ডুল করে দিলে। বাইরে ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান বাতিল করে দিলো সে। আর আমার জীবনের কয়েক ঘণ্টা তোমাকে খুঁজতে গিয়ে স্রেফ নষ্ট করে ফেললাম।"

ফোন না করলেই ভালো হতো হয়তো। বার বার আশা জাগিয়ে তুলে ধ্বংস করে ফেলতে কারই বা ভালো লাগে! তলপেটে ঠাণ্ডা ইস্পাত ঢুকে গেছে এমন লাগলো আমার।

"ঠিক আছে। আমার একটু অন্যভাবে মনে পড়ছে তো সব, তাই আর কি টম, আমাকে যখন দেখেছিলে তখন কি আমি আহত ছিলাম? মাথায় কি একটা কাটা দাগ ছিলো?"

আরেকটা ভারি দীর্ঘশ্বাস, "যাক, কিছু একটা তো অন্তত মনে আছে তোমার। র‍্যাচেল, তুমি পাঁড় মাতাল ছিলে। নোংরা মদের গন্ধ আসছিলো তোমার থেকে। এদিক ওদিক হোঁচট খাচ্ছিলে।"

আমার গলা বন্ধ হয়ে এলো যেন। এমন কথা ওকে আগেও বলতে শুনেছি, শুধুমাত্র যখন আমার ওপর বিরক্ত থাকতো সে, আমাকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে যেতো, বিতৃষ্ণা ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট ছিলো না, তখন এভাবেই আমার সাথে কথা বলতো সে। পুরনো দিনে, সবচেয়ে বাজে দিনগুলোতে।

"রাস্তায় পড়ে গেছিলে তুমি, কাঁদছিলে, বিতিকিচ্ছি অবস্থা ছিলো তোমার। এটা এত গুরুত্ব দিচ্ছ কেন এখন?"

BanglaBook.org

উত্তর দেওয়ার ভাষা আমি খুঁজে পেলাম না। বেশ কিছুক্ষণ চুপ হয়ে থাকলাম। আবারও বলে গেলো টম, "দেখো, আমাকে রাখতে হচ্ছে। ফোন দেবে না, প্লিজ। তোমাকে আগেও অনুরোধ করেছি আমি, কতোবার বলতে হবে আর? ফোন কোরো না, নোট রেখে যে-ও না, এখানে এসো না। অ্যানা খুবই রাগ করে। ঠিক আছে?"

কলটা কেটে দিলো সে।

রবিবার, ১৮ই আগস্ট, ২০১৩
ভোর

নিচতলায় বসে বসে টিভি দেখলাম সারারাত। আসলে সঙ্গি হিসেবে ওটাকে খোলা রাখতে হলো। আতঙ্ক আসছে আর যাচ্ছে, শক্তিশালি একটা প্রবাহ। অতীতে ফিরে গেছি যেন, বহুদিন আগের ক্ষতমুখ খুলে দিয়েছে টম। তাজা আর নতুন একটা ক্ষত নিয়ে সারারাত বসে রইলাম।

বোকামি ছিলো, আমি জানি। ওর সাথে নতুন করে শুরু করার মতো চিন্তা আমি করলাম কি করে? সেদিনের মায়াটুকু হয়তো অপরাধবোধ থেকে এসেছিলো। তারপরও খারাপ তো লাগে। যন্ত্রণাকে আলিঙ্গন করলাম। না-হলে আমাকে ছেড়ে যাবে না এটা।

আর স্কটের সঙ্গে আমার মনোসংযোগ আছে এমনটা ভাবার মতো গাধামি আমি কি করে করলাম? কি করে ভাবলাম তাকে সাহায্য করতে পারবো? আসলেই গাধা আমি। আগেও ছিলাম, তবে ভবিষ্যতেও গাধামি চালিয়ে যাওয়ার কোন মানে কি আছে? না।

সারা রাত শুয়ে শুয়ে ঠিক করলাম এর একটা বিহিত করা দরকার। সব কিছু আমার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে হবে। এখান থেকে চলে যাবো আমি, দূরে কোথাও। আমার কুমারি-নামে ফিরে যাবো। তারপর নতুন একটা চাকরি খুঁজে নেবো। টমের সঙ্গে সব ধরণের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবো আমি। কেউ যেন আমাকে সহজে খুঁজে না পায় আর, সে ব্যবস্থা করবো আমি।

বেশিক্ষণ ঘুমাতে পারলাম না। সোফায় শুয়ে শুয়ে পরিকল্পনা করছি, প্রতিবার ঘুমে ঢলে পড়তে গেলেই টমের কণ্ঠ শুনতে পাই মাথার ভেতরে। যেন আমার সামনে বসে আছে সে, আমার পাশে, আমার কানে মুখ রেখে বলছে, পাঁড় মাতাল, নোংরা মাতাল, গন্ধ ছড়ানো মাতাল তুমি। লাফিয়ে উঠে যাচ্ছি সাথে সাথে। লজ্জায় ডুবে যাচ্ছি প্রতিবার। লজ্জা!

সেই সাথে দেজা ভ্যু। এই কথা আগেও কোথাও শুনেছি আমি। ঠিক ওই শব্দগুলোই!

BanglaBook.org

আগের স্মৃতি মনে পড়ে যায় আমার। প্রচণ্ড মাথাব্যথা নিয়ে ঘুম ভাঙা সেই সকাল, নখের ভেতরে ময়লা, মুখের ভেতরে যন্ত্রণা, যেন গালে কামড় পড়েছে, বালিশে রক্ত। বাথরুম থেকে বের হয়ে আসা টম, চেহারায় অর্ধেক রাগ, অর্ধেক কষ্টের অভিব্যক্তি। বন্যার পানির মতো আতঙ্ক আমাকে গ্রাস করে ফেলতো।

"কি হয়েছে?"

হাতে, বুকে কালশিটে দেখাতো তখন টম। আমি মেরেছি তাকে, আঘাত করে দাগ ফেলে দিয়েছি।

"বিশ্বাস করি না আমি, আমি কখনই তোমাকে মারতে পারি না টম। আমি কাউকে কখনও আঘাত করিনি এই জীবনে..."

"পাঁড়মাতাল হয়ে ছিলে তুমি, র‍্যাচেল...গতকাল যা করেছো কিচ্ছু মনে নাই তোমার? মনে নেই কি বলেছো?"

তারপর ঘটনার বর্ণনা দিয়ে যেতো সে। তবুও কিছু বিশ্বাস হতো না আমার। কাজগুলো আমি করেছি, এটা অবিশ্বাস্য ছিলো। তারপর গল্‌ফ ক্লাব দিয়ে বাড়ি মেরে প্লাস্টার খসানোর ওই জায়গাটা। ওটা তো চাক্ষুস প্রমাণ। এতোকিছুর পরও নিজের কীর্তির সঙ্গে একমত হতে পারতাম না আমি।

ধীরে ধীরে আগের রাতে কি করেছি তা নিয়ে প্রশ্ন না করতে শিখে গেলাম। ও যখন নিজে থেকে এসে আমাকে জানাতো গতরাতে কি সব করেছি, তা নিয়ে তর্ক না করতে শিখে গেলাম। বিশদ বর্ণনা শুনতে চাইতাম না আমি। শুনতে চাইতাম না নোংরা, বদ্ধমাতাল হয়ে কি কি করেছি। মাঝে মাঝে ও আমাকে বলতো রেকর্ড করে রাখবে সব, তারপর প্লে করে শোনাবে। কখনও অমন করেনি অবশ্য, সামান্য পরিমাণ হলেও দয়া দেখিয়েছে।

তারপর ওভাবে জেগে উঠতেও শিখে গেলাম। কি হয়েছে তা নিয়ে কোন প্রশ্ন না করা। ঘুম থেকে উঠে বলা যে আমি দুঃখিত। দুঃখিত, গতকাল যা করেছি। দুঃখিত, আমি এমন একজন মানুষ। দুঃখিত, আর কোনদিন এমন আচরণ করবো না আমি। কি করেছি আর কেমন আচরণ করবো না–সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র ধারণা পর্যন্ত আমার ছিলো না।

আসলেই আর কোনদিন ওসব করবো না আমি, আর নয়। স্কটকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত এজন্য। ওর জন্যই রাতের বেলায় বের হতে ভয় করছে আমার, মদ কেনা হচ্ছে না ওর জন্যই। মদ ধরা চলবে না আমার, মাতাল হওয়া চলবে না, তখনই সবচেয়ে বেশি অরক্ষিত হয়ে পড়ি আমি।

আমাকে শক্ত হতে হবে। আর কিছুই করার নেই।

চোখের পাতা আবারও ভারি হয়ে আসতে শুরু করেছে, বুকের কাছে নেমে এসেছে মাথা। টিভির ভলিউম কমিয়ে রেখেছি, শব্দ নেই বললেই চলে। ঘুরে শুলাম,

BanglaBook.org

গায়ের ওপর লেপ টেনে দিচ্ছি, ভেসে যাচ্ছি, টের পেলাম। ঘুম ধরেছে প্রচণ্ড, ঘুমিয়ে পড়ছি আমি। ঝড়ের বেগে ছুটে এলো মেঝে, লাফিয়ে সোজা হয়ে বসলাম। গলার কাছে উঠে এসেছে হৃদপিণ্ড। দেখেছি! পরিষ্কার দেখেছি দৃশ্যগুলো! স্মৃতির বন্যায় ভেসে গেলাম।

আন্ডারপাসে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তখন আমার দিকে ছুটে এসেছিলো সে। মুখের ওপর চড় মেরেছিলো। তারপর উঠিয়েছিলো হাত, চাবি ছিলো সেই হাতে।

তীক্ষ্ণ ব্যথা। ধারালো কোণযুক্ত ধাতব কিছু এসে আছড়ে পড়েছে আমার খুলির ওপরের দিকে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

অ্যানা

• • •

শনিবার, ১৭ই আগস্ট, ২০১৩

সন্ধ্যা

এভাবে কাঁদার জন্য নিজের ওপরই ঘেন্না ধরে গেলো আমার। নিজেকে বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে। গত কয়েক সপ্তাহ খুব বাজে গেছে আমার জন্য। টমের সাথেও আরেকদফা ঝগড়া করে ফেলেছি। কারণটা অনুমেয়, র‍্যাচেল।

হয়তো ওই নোটটা নিয়ে নিজেকে অযথাই কষ্ট দিচ্ছি আমি। র‍্যাচেলের সাথে দেখা করে ও আমাকে মিথ্যে বলেছিলো সেটা আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। কিছু একটা চলছে ওদের মধ্যে, এমন একটা ধারণা মাথা থেকে সরাতে পারছি না। এতকিছুর পর, আমাদের এতভাবে বিরক্ত করার পর, আমার আর আমার বাচ্চার ক্ষতি করার পরও কি করে ওই মেয়ের সাথে দেখা করতে যায় সে? তাছাড়া, র‍্যাচেলের পাশে দাঁড়ালে যে কোন পুরুষ আমাকেই বেছে নেবে। তাদের এমনকি র‍্যাচেলের মদ্যপানসহ সব খারাপ গুণগুলোর কথাও জানার দরকার নেই।

তারপর ভাবলাম, হয়তো মাঝে মাঝে এমনও হয়, যাদের সাথে অতীতে ইতিহাস আছে তারা সহজে ছেড়ে দেয় না। যতই চেষ্টা করে থাকুন না কেন, নিজেকে মুক্ত করা সম্ভব হয় না। একটা সময় কি হাল ছেড়ে দেবেন না আপনি?

বৃহস্পতিবার দরজায় আঘাত করে টমকে ডাকছিলো সে, মেজাজটা যা খারাপ হয়েছিলো না আমার! কিন্তু দরজা খোলার সাহস করিনি। সাথে একটা বাচ্চা থাকলে অরক্ষিত হয়ে পড়তে হয়। দুর্বল হয়ে পড়তে হয়। একা থাকলে বের হয়ে শালির মাথা ঠুকে দিতাম। কিন্তু ইভিকে সাথে নিয়ে আমি কোন ঝুঁকি নিতে পারি না। মানসিক ভারসাম্যহীন এক মহিলা ওই র‍্যাচেল, কখন কি করে বসে তার ঠিক আছে?

কেন এসেছিলো সেটা আমি জানি। পুলিশকে বলে দিয়েছি তো ওর কথা, তাই সে রেগে গেছে। পরের বাড়ি বয়ে এসেছে ঝগড়া করতে। আমি নিশ্চিত, এখানে এসে সে টমকে বলবে, যেন টম আমাকে বলে, আমি যেন তাকে না ঘাটাতে আসি।

অসহ্য!

একটা নোট রেখে গেছিলো সে–*আমাদের কথা বলা দরকার, যত দ্রুত সম্ভব ফোন করবে। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।* (গুরুত্বপূর্ণের নিচে তিনবার আন্ডারলাইন করা।)

কাগজটা সোজা ময়লার ঝুড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, পরে ওটা তুলে এনে আমার ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রেখেছি। ওখানে র‍্যাচেলের গতিবিধি রেকর্ড করা আছে। কখন

BanglaBook.org

ফোন করেছিলো, কতো তারিখে, কয়টার সময়। কখন তাকে এই এলাকায় দেখা গেছিলো, কয়টার সময়, কতো তারিখে–এই সব টুকে রাখা হয়েছে।

হ্যারাসমেন্ট লগ।

আমার প্রমাণাদি, যদি দরকার হয় আর কি। ডিটেক্টিভ রাইলিকে ফোন করে না পেয়ে মেসেজ দিলাম, র‍্যাচেলকে এদিকে আবারও দেখা গেছে। এখন পর্যন্ত তিনি ফোন ব্যাক করলেন না।

টমকে নোটের ব্যাপারে জানানো উচিত ছিলো। তবে পুলিশকে এসব জানাচ্ছি শুনলে সে ক্ষেপে উঠতে পারে। কাজেই ড্রয়ারে ঢুকিয়ে আশা করলাম র‍্যাচেল আর সব কিছুর মতোই এই নোট রাখার ব্যাপারটা ভুলে যাবে।

ভুলে সে যায়নি, আজ টমকে দেখলাম ফোনে গজ গজ করতে। র‍্যাচেল!

"নোট নিয়ে কি কাহিনী শুরু করেছো তুমি?" ফোন রেখে আমাকে এসে ধরলো টম।

ওকে বললাম নোটটা ফেলে দিয়েছি আমি। "ভেবেছিলাম তোমার পড়ার দরকার হবে না। ভেবেছিলাম আমার মতোই তাকে আমাদের জীবন থেকে দূর করে দিতে চাও তুমি।"

চোখ ঘোরালো সে, "আমি সেটার কথা বলছি না, তুমিও জানো সেটা। অবশ্যই র‍্যাচেলকে আমাদের জীবন থেকে বিদেয় করতে চাই আমি। তবে তোমার স্পাইগিরি আমার পছন্দ না। তুমি..." দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। "কিন্তু না। র‍্যাচেলও এমনটা শুরু করেছিলো। তুমি র‍্যাচেলের মতো আচরণ শুরু করছো।"

পেটের মধ্যে ঘুষি মারার মতো লাগলো কথাটা। আমার সাথে র‍্যাচেলের তুলনা দেওয়া হচ্ছে! চোখ থেকে পানি বের হয়ে এলো আমার, দোতলার বাথরুমে চলে এলাম তাড়াতাড়ি। ওপরে বসে অপেক্ষা করছিলাম কখন উঠে আসবে সে, আমাকে মানাবে, আদর করবে, সব সময় যেমনটা হয়।

কিন্তু এবার আধঘণ্টা পর নিচ থেকেই গলা চড়িয়ে বলল, "জিমে গেলাম, দুই ঘণ্টা পর ফিরবো।"

উত্তর দেওয়ার আগেই সামনের দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে যাওয়ার শব্দ শুনলাম।

এখন ঠিক র‍্যাচেলের মতোই আচরণ করছি আমি। গত রাতে বেঁচে যাওয়া আধ-বোতল রেড ওয়াইন নিয়ে ওর কম্পিউটারে চোখ বোলানোর চেষ্টা করছি। মহিলার আচরণ এমন কেন হয়েছে এখন একটু একটু বুঝতে পারি। সন্দেহের চেয়ে জঘন্য জিনিস সাংসারিক জীবনে আর নেই।

তার ল্যাপটপ একটা সময় ঠিক খুলে ফেললাম। পাসওয়ার্ডটা ছিলো 'ব্লেনহাইম,' আমাদের বাড়ি যে রাস্তা সেটার নাম। কোন শঠতাপূর্ণ ইমেইল দেখলাম না, কোন আবেগঘন চিঠিও খুঁজে পেলাম না, ঘনিষ্ঠ কোন ছবিও নেই ভেতরে। আধ-ঘণ্টা

BanglaBook.org

কাজের ইমেইল পড়তে ব্যয় করলাম। ঈর্ষাকাতর অবস্থায়ও ওই সব ইমেইল পড়া এত বিরক্তিকর! একটা সময় খটাস করে ল্যাপটপের ডালা বন্ধ করে সরিয়ে রাখলাম ওটাকে। ফুরফুরে হয়ে আছে মন, ওয়াইন আর ওর কম্পিউটারে পাওয়া একগাদা নির্দোষ মেইলকে ধন্যবাদ। আসলেই বোকার মতো সন্দেহ করছিলাম আমি। টম আমাকে ঠকাচ্ছে না।

ওপরে গিয়ে দাঁত ব্রাশ করলাম। চাই না আমার ওয়াইন খাওয়ার ব্যাপারটা সে টের পাক। বিছানার চাদর সরিয়ে নতুন চাদর পাড়বো, ঠিক করলাম। বালিশে সুগন্ধি স্প্রে করবো, কালো যে টেডিটা আমার জন্মদিনের জন্য কিনে দিয়েছে ও, পরবো সেটা। যখন বাড়িতে ফিরে আসবে, পুষিয়ে দেবো বিকেলের ঝগড়া।

চাদর টেনে সরাতে গিয়ে বিছানার নিচের একটা ব্যাগে পা বেঁধে গেলো। তাকিয়ে আমার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে এলো। ওর জিম ব্যাগ। ব্যাগ ছাড়াই জিমে গেছে সে? এক ঘণ্টা হয়ে গেলো ওর যাওয়ার।

হয়তো জিমে তার লকারে অতিরিক্ত পোশাক আর জিনিসপত্র আছে। হয়তো রাগ কমাতে কোন পাবে গিয়ে মদ খাচ্ছে সে। হয়তো এতক্ষণে ওই মেয়ের সাথে বিছানায় উঠে গেছে!

অসুস্থ বোধ করলাম। হাটু গেড়ে বসে ব্যাগটা খুলে পরীক্ষা করে দেখলাম। ওর সবকিছু ওখানে, ধোয়া, নতুন। আইপড শাফল, একমাত্র টেইনার প্যান্টটা, আর আরেকটা জিনিস। একটা মোবাইল ফোন। এটাকে কোনদিনও দেখিনি আমি।

বিছানায় বসে পড়লাম, হাতে ফোনটা। হাতুড়ির মতো বুকে ধাক্কা দিচ্ছে হৃদপিণ্ড। ফোনটা অন করবো আমি, করতেই হবে। জানি এ থেকে ভালো কোন ফলাফল আসবে না, তা-ও আমাকে করতে হবে কাজটা। লুকানোর কিছু না থাকলে জিম ব্যাগে অতিরিক্ত মোবাইলফোন রাখে না কেউ। আমার মাথায় কেউ একজন বলল, ফোনটা রেখে দাও। ভুলে যাও সব। কিন্তু ভুলে আমি গেলাম না, পাওয়ার বাটনে চেপে বসেছে আঙুল। অপেক্ষা করছি আলো জ্বলে ওঠার।

অপেক্ষা করলাম, করতেই থাকলাম। ডিসপ্লেতে আলো জ্বললো না।

চার্জ শেষ, ফোনটা ডেড হয়ে গেছে। মরফিনের মতো শান্তির একটা প্রবাহ বয়ে গেলো আমার শরীরে। এখন আমাকে আর কোন ভয়ঙ্কর সত্য জানতে হচ্ছে না। তবে আমার স্বস্তির পেছনে আরও বড় কারণ আছে। ডেড ফোন মানে অব্যবহৃত ফোন। অযাচিত একটা যন্ত্র এটা। চুপিসারে প্রেম করতে এর ব্যবহার হয় না। হয়তো ওর পুরাতন কোন ফোন এটা, ফেলে দেওয়া হয়নি বলে জিম ব্যাগে রেখে দিয়েছে? অথবা জিমে এটা খুঁজে পেয়েছে সে, কার ফোন হতে পারে ভেবে কুলোয়নি? ডেস্কে জমা দেওয়ার জন্য ব্যাগে রেখেছে?

অর্ধনগ্ন অবস্থায় বিছানা থেকে নামলাম, লিভিংরুমে গিয়ে কফি টেবিলের ড্রয়ার

BanglaBook.org

খুললাম। রাজ্যের পুরাতন তার-তুর রাখা হয়েছে সেখানে। তিনটা চার্জার পাওয়া গেলো। দ্বিতীয়টা লেগে গেলো এই ফোনের সাথে। চার্জ দিয়ে লুকিয়ে রাখলাম ফোনটাকে। তারপর শুধুই অপেক্ষা।

ফোন অন করে আশাব্যঞ্জক কিছু পাওয়া গেলো না।

সময় আর তারিখ। তারিখও নয়, বার।

সোমবার, তিনটা?
শুক্রবার, সাড়েচারটায়।

কখনও কখনও না করে দেওয়া হয়েছে।

আগামিকাল নয়।
বুধবার না।

আর কিচ্ছু নেই। প্রেমের কোন ইশারা নেই, কোন গূঢ় ইঙ্গিত নেই। বারোটার মতো টেক্সট মেসেজ, সবই একটা উইথহেল্ড নাম্বার থেকে। ফোনবুকে কারও নাম্বার সেভ করা নেই, কল লগ মুছে ফেলা হয়েছে।

মেসেজে তারিখের দরকার আমার নেই, ফোনই রেকর্ড করে ওসব। ওই মিটিংগুলো কয়েক মাস আগের, প্রায় এক বছর আগের কথা। প্রথম মেসেজটা গত বছরের সেপ্টেম্বরে দেওয়া হয়েছিলো। গলার কাছে দলা পাকিয়ে উঠলো আমার। সেপ্টেম্বর? ইভির বয়স তখন ছয়, আমি মোটা হয়ে গেছি তখন, বিধ্বস্ত, যৌন সম্পর্ক শুরু করার মতো শারীরিক অবস্থা আমার ছিলো না।

তারপর হেসে ফেললাম। আমার চিন্তাটা হাস্যকরই ছিলো বটে। অসম্ভব সুখি ছিলাম আমরা–আমি, টম আর আমাদের বাবু। এর মধ্যে র‍্যাচেলের কাছে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না টমের। ফোনটা ওরই না হয়তো।

তারপরও হ্যারাসমেন্ট লগ থেকে তারিখগুলো বের করে মেলানোর চেষ্টা করলাম। র‍্যাচেলের ফোনকলগুলোর দুটো মিলে গেলো মেসেজের ডেটের সাথে। তবে আরগুলো এক-দু-দিন আগে পরে, অথবা একেবারেই সম্পর্কহীন।

এমন কি হতে পারে, প্রথম থেকেই একসাথে আছে ওরা? আর টম আমাকে বলছে "তাকে বিরক্ত করা হচ্ছে!"

বাস্তবে ঘটছিলো কি? তারা পরিকল্পনা করছিলো নিশ্চয়? কিন্তু গোপন ফোন থাকতে ল্যান্ডলাইন ব্যবহার করা লাগলো কেন টমের? সরাসরি এটা দিয়েই কি আলাপ করতে পারতো না? র‍্যাচেল হয়তো আমাকে জানাতে চেয়েছে, তাই রাতে ফোন করেছে? আমাদের মধ্যে ঝামেলা বাঁধিয়ে দেওয়ার জন্য?

BanglaBook.org

যে চুলোতেই গিয়ে থাকুক টম, প্রায় দুই ঘণ্টা হয়ে গেছে। যে কোন মুহূর্তে চলে আসবে সে। বিছানা গুছিয়ে লগ আর সদ্য আবিষ্কৃত মোবাইল ফোনটা টেবিলের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে রাখলাম। নিচতলায় গিয়ে আরেক গ্লাস ওয়াইন ঢেলে দ্রুত খেয়ে ফেললাম। র‍্যাচেলকে ফোন করে চেপে ধরতে পারি কিন্তু ও যদি আমার মুখের ওপর হেসে বলে দেয়, "পুরোটা সময় তোমার নাকের ডগায় থেকে প্রেম করেছি আমরা। বালটা ছিঁড়েছো তুমি এতদিন?"

সহ্য করতে পারবো না। আমার সাথে থেকে টম ওই মহিলাকে ঠকিয়েছিলো। সুতরাং উল্টোটা ঘটতে পারে না?

দরজার বাইরের ফুটপাতে পায়ের শব্দ শুনলাম, জানি এটা টম। ওর নড়াচড়া আমার মুখস্থ। ওয়াইনের গ্লাসটা সিংকে ঢেলে ধুয়ে রাখলাম। রান্নাঘরের কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি।

"হ্যালো।" আমাকে দেখামাত্র বলল সে, ভেড়ার মতো দেখাচ্ছে তাকে, হাল্কা দুলছে।

"বেশ, বেশ! জিমে এখন বিয়ারও সাপ্লাই দেওয়া হয় নাকি?" শীতল কণ্ঠে বললাম।

হাসলো সে, "ব্যাগটা নিতে ভুলে গেছিলাম। কি আর করা, খাবে গেলাম।"

যেমনটা ভেবেছিলাম আমি। নাকি আমার চিন্তা ধরে ফেলে এমন বলল সে?

আমার কাছে এগিয়ে এসেছে, "কি করছো, বলো তো?" ঠোঁটে হাসি ঝুলছে, "তোমাকে দেখে অপরাধি মনে হচ্ছে।" আমার কোমরে হাত জড়িয়ে কাছে টানলো সে, মুখ থেকে বিয়ারের গন্ধ পেলাম পরিস্কার, "দুষ্টু হয়েছো তুমি খুব?"

"টম..."

"শস্‌স্‌," বলল সে, মুখে চুমু খেয়েছে, জিনসের বোতাম খুলতে শুরু করেছে এরই মধ্যে। আমাকে ঘুরিয়ে দাঁড় করালো, এসব করতে চাচ্ছিলাম না, তবে কিভাবে না বলতে হয় আমি জানি না। চোখ বন্ধ করলাম, ওর সাথে ওই মহিলাকে না ভাবার চেষ্টা করলাম এখন।

আগের দিনগুলোর স্মৃতি কল্পনাতে আনলাম আমি, ক্রেনহাম রোডের সেই ফাঁকা বাড়ির স্মৃতি। দম আটকানো, উন্মত্ত আর ক্ষুধার্ত সেই আমরা।

রবিবার, ১৮ই আগস্ট, ২০১৩
ভোর

ভয় পেয়ে জেগে উঠলাম, এখনও অন্ধকার বাইরে। ইভি কাঁদছে। ওর ঘরে উঠে গিয়ে দেখলাম সুন্দর ঘুমাচ্ছে সে, শক্ত করে মুঠোতে ধরে আছে কম্বল। বিছানায়

BanglaBook.org

ফিরে এলেও ঘুমাতে পারলাম না। বিছানার ঠিক পাশের ড্রয়ারে একটা ফোন পড়ে আছে, ভুলি কি করে? টমের দিকে একবার তাকিয়ে বুঝলাম বেঘোরে ঘুমাচ্ছে সে। পিছলে বিছানা থেকে নেমে এসে ড্রয়ারটা খুলে ফোনটা বের করে নেমে গেলাম নিচে।

রান্নাঘরে এসে ফোন অন করলাম। নিজেকে প্রস্তুত করছি। এই ফোনের রহস্য আমাকে সমাধান করতে হবে। জানতে হবে আমাকে। নিশ্চিত করে জানতে হবে। আমার জানাতে ভুল আছে এটা বোঝার ইচ্ছে আমার খুব, চাইছি আমার অনুমান ভুল হোক। ভয়েস মেইল আমাকে স্বাগতম জানালো। বলল, আমার কোন নতুন মেসেজ নেই, কোন সেভ্ড মেসেজও নেই। আমি কি স্বাগত জানানোর বার্তা পরিবর্তন করতে আগ্রহি?

কলটা কেটে দিয়েই আতঙ্কে ডুবে গেলাম। যে কোন সময় ফোন বেজে উঠতে পারে। আর তখন টমের কানে নির্ঘাত চলে যাবে সেই শব্দ। ফ্রেঞ্চ ডোর খুলে বের হয়ে আসলাম বাইরে।

দূরে ট্রেন গর্জন করছে। অনেক দূরে চলে গেছে এরইমধ্যে। বেড়ার কাছাকাছি এসে ভয়েস মেইলে ফোন করলাম। যন্ত্রটা জানতে চেয়েছিলো আমি কি স্বাগত জানানোর বার্তা পরিবর্তনে আগ্রহি কি-না? অবশ্যই আমি আগ্রহি।

একটা বিপ্ হলো, তারপর বিরতি। এরপরই আমি শুনতে পেলাম ওর কণ্ঠ।

"হাই, আমি বলছি। একটা মেসেজ রেখে যান।"

আমার হৃদপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেলো। এটা টমের ফোন না। এটা ওই মহিলার ফোন।

আবারও চালু করলাম।

"হাই, আমি বলছি। একটা মেসেজ রেখে যান।"

এটা তার গলা!

নড়তে পারছি না, নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। আবার প্লে করলাম, আবারও। মনে হচ্ছিলো অজ্ঞান হয়ে যাবো আমি। ঠিক তখনই দোতলার আলো জ্বলে উঠলো।

BanglaBook.org

র‍্যাচেল

• • •

রবিবার, ১৮ই আগস্ট, ২০১৩

ভোর

এক টুকরো স্মৃতি আমাকে পরের টুকরোতে পৌঁছে দিলো। অন্ধকারে হাতড়ে বেড়িয়েছি দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, তারপর আচমকা কিছু একটা ধরতে পেরেছি। যেন এই ঘরের দেওয়াল পর্যন্ত পৌঁছে গেছি, এখন এটা হাতড়ে যাওয়া যাবে পরের ঘরে।

প্রথমে সমস্যা হচ্ছিলো। একদম শুরুতে আমার মনে হয়েছিলো এটা আমার স্মৃতির অংশ, তারপর সন্দেহে পড়ে গেলাম। স্বপ্ন দেখছিলাম না তো? সোফায় বসে ছিলাম, পক্ষাঘাতগ্রস্তদের মতো স্তম্ভিত হয়ে। এই প্রথমবারের মতো ভুল কোন স্মৃতিকে সঠিক মনে করছি না আমি। প্রাথমিক ধারণার পর সম্পূর্ণ ভিন্ন বাস্তবতার সাথে গিয়ে ধাক্কা খেয়েছি, এমনটা এই প্রথম হতে যাচ্ছে না। তাহলে নিজের স্মৃতিকে বিশ্বাস করবো কি করে?

একবার টমের এক সহকর্মির পার্টিতে গেছিলাম, মাতাল হয়ে ছিলাম আমি। চমৎকার একটা রাত ছিলো, ভালো কেটেছিলো সময়। ক্লারাকে চুমু খেয়ে বিদায় জানিয়েছিলাম এটাও মনে আছে। ওই সহকর্মীর স্ত্রি ক্লারা, আন্তরিক আর যত্নশীল মহিলা। সে বলেছিলো মাঝে মাঝে আমাদের একসাথে বসা উচিত। আমার হাত ধরেছিলো বিদায়ের সময়।

BanglaBook.org

পরিষ্কার মনে আছে আমার এগুলো। কিন্তু কোনটাই সত্য ছিলো না। পরের দিন টম আমার সাথে কথা বলেনি। সে শুধু জানিয়েছিলো গতকাল তাকে কি ভীষণ লজ্জা আর কষ্ট দিয়েছি আমি। ক্লারার সাথে জড়িয়ে নোংরা নোংরা কথা শুনিয়েছি তাকে, বলেছি টম নাকি মহিলার সাথে প্রেম করার চেষ্টা করছিলো!

চোখ বন্ধ করলেই আমি ভদ্রমহিলার হাত অনুভব করি। উষ্ণ আর আন্তরিক। কিন্তু সেটা আসলে ঘটেইনি। যেটা ঘটেছিলো, আমাকে সেদিন কাঁধে তুলে ওই বাড়ি থেকে বের করে আনতে হয়েছিলো। চিৎকার করে টম আর ক্লারাকে গালমন্দ করেছিলাম আমি। আর বেচারি ক্লারা রান্নাঘরে বসে বসে কাঁদছিলো।

আমি দেখেছি, মনে আছে আমার। কিন্তু এত বড় ধাক্কা লেগেছিলো যে বিশ্বাস করতে পারিনি। একমাত্র ব্যাখ্যা কি হতে পারে এর?

টম যা বলেছে সব মিথ্যে!

একটু আগে ওকে কল্পনায় দেখিনি। ওটা আমার স্মৃতি ছিলো, বাস্তব জীবনেই

আমার মাথায় আঘাত করেছিলো সে। ঠিক সেভাবেই মনে আছে ক্লারার হাতে আমার হাত ধরে থাকা। মনে আছে সেই আতঙ্ক, যখন মেঝেতে গল্‌ফ ক্লাবের পাশে পড়েছিলাম আমি।

গল্‌ফ ক্লাবটা আমি না, আর কেউ চালিয়েছিলো।

কি করতে হবে আমি জানি না। জিন্সের ওপর ট্রেইনার পরলাম, নিচতলায় ছুটে নেমে এলাম তারপর। টমের বাড়িতে ফোন করলাম দু-বার। ধরলো না কেউ। কি করতে হবে জানি না। কফি বানালাম, ঠাণ্ডা হয়ে গেলেও স্পর্শ করার কথা মনে থাকলো না। ডিটেক্টিভ রাইলিকে ফোন করেই কেটে দিলাম। আমাকে বিশ্বাস করবে না মহিলা, এটুকু অন্তত জানা আছে আমার।

স্টেশনের দিকে রওনা দিলাম তারপর। রবিবার ট্রেন সার্ভিস কম। পরের আধঘণ্টার আগে কোন ট্রেন নেই। বেঞ্চে বসে থাকা ছাড়া আর কিছু করার ছিলো না। বার বার ভাবার সুযোগ পেলাম এবার।

সবকিছু মিথ্যা! আমি কল্পনা করিনি কিছু। ও আমার মাথায় ঘুষি মারছে এটা আমার কল্পনা ছিলো না, আমার পড়ে থাকা শরীর এড়িয়ে দ্রুত ছুটে যাচ্ছিলো সে, এটাও আমার কল্পনা ছিলো না। ওর মুষ্টিবদ্ধ হাত আমার কল্পনা ছিলো না। মহিলার সাথে তাকে গাড়িতে উঠে যেতে দেখা আমার কল্পনা ছিলো না।

আমি দুটো দৃশ্য একেবারে গুলিয়ে ফেলেছিলাম!

অ্যানা আমার থেকে সরে যাচ্ছিলো নীল এক জামা পরে, তবে সেটা আলাদা দৃশ্য। রৌদ্রালোকিত একটি দিনের ঘটনা ছিলো সেটা।

কিন্তু আন্ডারপাস থেকে হেটে বের হয়েছিলো টম আর অন্য কোন মহিলা। সেই মহিলার পরনে নীল রঙের জামা ছিলো না। সে পরেছিলো জিন্স আর লাল রঙের টি-শার্ট।

আর মহিলাটি ছিলো মেগান!

BanglaBook.org

অ্যানা

• • •

রবিবার, ১৮ই আগস্ট, ২০১৩

ভোর

সর্বশক্তি দিয়ে মোবাইলটা ছুঁড়ে মারলাম, বেড়ার ওপর দিয়ে উড়ে গেলো ওটা, তারপর ঢালু জায়গাটা দিয়ে গড়িয়ে নেমে গেলো রেল-লাইনের দিকে। আমার মনে হলো এখনও ওর গলা শুনতে পাচ্ছি। *হাই, আমি বলছি। একটা মেসেজ রেখে যান।* আমার মনে হয় অদূর ভবিষ্যতে অনেকবার শোনা লাগবে ওই কণ্ঠ।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে দেখলাম ও সিঁড়ির প্রায় নিচে নেমে এসেছে। আমার দিকে তাকালো, চোখ পিটপিট করলো কয়েকবার। ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করছে।

"কি হলো?"

"কিছু না।" গলার কম্পন নিজের কানেই বাজলো।

"বাইরে কি করছিলে তুমি?"

"কেউ এসেছিলো মনে হলো," বললাম আমি, "ঘুম ভেঙে গেলো হঠাৎ, তারপর ঘুমাতে পারলাম না আর।"

"ফোন এসেছিলো একটা।" চোখ ডলতে ডলতে বলল সে।

দুই হাত একসাথে চেপে ধরলাম কাঁপুনি ঠেকাতে, "ফোন? কোন ফোন?"

"টেলিফোন।" আমার দিকে যেভাবে তাকালো সেভাবে শুধু পাগলের দিকেই তাকায় একজন মানুষ, "টেলিফোন বাজলো, তারপর কেটে গেলো। কেউ একজন ফোন দিয়ে কেটে দিয়েছে।"

"ওহ্, আমি তো জানি না এইসব। কে করলো ফোন?"

হাসলো সে, "অবশ্যই জানো না তুমি। ঠিক আছো তো?" এগিয়ে এসে আমার কোমর জড়িয়ে ধরলো সে, "অদ্ভুত লাগছে তোমাকে।" আমাকে কিছুক্ষণ ধরে থাকলো ও, মুখ গুঁজেছে আমার বুকে। "এভাবে বের হবে না একা একা। ওটা আমার কাজ।"

"ঠিক আছি আমি।" বললাম ঠিকই তবে দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাওয়া ঠেকাতে চোয়াল শক্ত করে ফেলতে হলো।

"বিছানায় চলো।"

"আমি তো কফি বানাতে চাচ্ছিলাম," ওর থেকে সরে আসার জন্য চেষ্টা করতে করতে বললাম।

আমাকে ছেড়ে দিলো না ও। দু-হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে, ঘাড়ের পেছনে চেপে বসেছে তার এক হাত।

"আসো তো। বিছানায় চলো আমার সাথে। কোন রকম না শুনতে চাই না।"

BanglaBook.org

র‍্যাচেল

• • •

রবিবার, ১৮ই আগস্ট, ২০১৩

সকাল

কি করা উচিত ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না আমি। সোজা গিয়ে কলিংবেল চেপে ধরলাম। প্রথমে ফোন করে আসা উচিত ছিলো হয়তো। রবিবার সকালে কাউকে ফোন না করেই বাড়িতে চলে আসা একরকমের অভদ্রতা। আপন মনেই হেসে ফেললাম। হিস্ট্রিয়াগ্রস্তদের মতো অবস্থা এখন আমার। কি করছি সে ব্যাপারে কোন ধারণা নেই।

দরজা খোলার জন্য কেউ এলো না। বাড়ির পাশ দিয়ে হেটে যাওয়ার সময় হিস্ট্রিয়ার ভাবটা আরও বেড়ে গেলো যেন। ছোট পথটা দিয়ে হেটে যেতে যেতে দেজা ভ্যুর আরেকটা অভিজ্ঞতা হলো। এখন আমি শতভাগ নিশ্চিত, সেদিন ওই বাচ্চা মেয়েটার কোন ক্ষতি করতে চাইনি।

সামনে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটাও কি আমার কল্পনা?

না, সত্যিই ওটা অ্যানা। পেছনের বাগানে বসে আছে। ওর নাম ধরে ডাকলাম, তারপর বেড়া টপকাতে শুরু করলাম। আশা করেছিলাম ওর মুখে বিস্ময় বা ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠবে। তবে সে আজকে একটুও অবাক হলো বলে মনে হলো না।

"হ্যালো, র‍্যাচেল।" আমাকে বলল সে, উঠে দাঁড়িয়েছে, একহাতে ধরেছে তার মেয়েকে। আমার দিকে তাকিয়ে আছে ঠিক, তবে মুখে হাসির চিহ্নও নেই। শান্ত হয়ে আছে, চোখদুটো টকটকে লাল। ফ্যাকাসে মুখ, মেকআপ নেই।

"কি চাও তুমি?"

"কলিং বেল চাপলাম। খুললো না কেউ।" বললাম আমি।

"শুনতে পাইনি," মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে বলল সে। অর্ধেক ঘুরে গেলো আমার থেকে, যেন এখনই বাড়িতে ঢুকে পড়বে। তারপর থমকে গেলো। এখনও আমার উদ্দেশ্যে চিৎকার করছে না কেন তা আমি জানি না।

"টম কোথায়, অ্যানা?"

"বাইরে গেছে...আর্মিদের গেট টুগেদারে।"

"আমাদের যেতে হবে, অ্যানা।"

আমার কথা শুনে হাসতে শুরু করলো সে। **খিলখিল করে!**

BanglaBook.org

অ্যানা

• • •

রবিবার, ১৮ই আগস্ট, ২০১৩

সকাল

হঠাৎ করেই সবকিছু হাস্যকর মনে হলো আমার। বেচারি 'মোটকি' র‍্যাচেল আমার বাগানে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ লাল হয়ে আছে সে, ঘেমে ভুত। আমাকে বলছে, আমাদের যেতে হবে। আমাদের!

"কোথায় যাচ্ছি আমরা?" হাসি থামিয়ে তাকে প্রশ্ন করলাম তাকে। শূন্যদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো সে, কথা হারিয়ে ফেলেছে। "তোমার সাথে আমরা কোথাও যাচ্ছি না।"

ইভি গা মোচরাচ্ছে, কোলে থাকতে চাইছে না। আবার নামিয়ে দিলাম তাকে। মুখের চামড়া গরম হয়ে গেছে, গোসলের সময় যেখানে ঘষেছিলাম। গালে, মুখের ভেতরে, জিহ্বাতে ব্যথা করছে।

"কখন ফিরবে ও?" জানতে চাইলো সে।

"দেরি হবে।"

আমার কোন ধারণাই নেই কখন ফিরবে সে।। মাঝে মাঝে সারাদিন ওদের সাথে আড্ডা দেয় টম। অথবা, আমার ধারণা ছিলো সারাদিন *ওদের* সাথেই আড্ডা দিচ্ছে সে!

এখন আমি আর নিশ্চিত নই।

আমি শুধু জানি জিম ব্যাগটা সাথে করে নিয়ে গেছে। ফোনটা যে নেই সেটা বুঝে ফেলতে খুব বেশি সময় লাগবে না তার। ইভিকে নিয়ে আমার বোনের বাড়িতে চলে যাবো ভেবেছিলাম। কিন্তু ফোনটা নিয়ে ঝামেলায় পড়ে গেছি।

কেউ ওটা পেয়ে গেলে কি ঘটবে? লাইনের ওপর শ্রমিকরা সব সময় কাজ করছে। কারও হাতে পড়লে সে নিশ্চয় পুলিশকে দিয়ে দেবে ওটা? আমার হাতের ছাপ আছে ওই ফোনে।

উদ্ধার করাটা কঠিন হবে না। রাতের অন্ধকারে বের হতে হবে আমাকে। তাহলে হয়তো দেখতে পাবে না কেউ। র‍্যাচেল কিছু একটা জানতে চাইছে, এতক্ষণে খেয়াল করলাম। ওর জেরার মুখে পড়ার ধৈর্য আমার নেই। যথেষ্ট ক্লান্তি লাগছে।

"অ্যানা?" আমার কাছে এগিয়ে এলো সে, গভীর কালো চোখদুটো আমার চোখে কিছু একটা খুঁজছে। "ওদের কারও সাথে তোমার দেখা হয়েছে?"

BanglaBook.org

"কাদের সাথে?"

"ওর আর্মির বন্ধুদের কারও সাথে? একজনের সঙ্গেও কি তোমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে সে?"

দু-পাশে মাথা নাড়লাম আমি।

"তোমার মনে হয় না বিষয়টা অদ্ভুত?"

তখন প্রথমবারের মতো খেয়াল হলো সবচেয়ে অদ্ভুত দৃশ্যটা আমার সামনেই আছে। রবিবার সকালে *র‍্যাচেল* আমার বাগানে।

"ঠিক তা না," বললাম আমি, "ওরা ওর আরেক জীবনের অংশ। তুমি যেমন তার অন্য এক জীবনের অংশ। তোমারও এমন ভাবা উচিত ছিলো, তাই না? কিন্তু মনে হয় না এই জীবনে তোমার থেকে নিস্তার আছে আমাদের।" কেঁপে উঠলো র‍্যাচেল, আহত হয়েছে। "কি করছো তুমি এখানে, র‍্যাচেল?"

"আমি কেন এখানে তুমি জানো। তুমি জানো...কিছু একটা ঘটছে।" আমার জন্য উদ্বিগ্ন মনে হলো তাকে। অন্য যে কোন পরিস্থিতে ব্যাপারটা ছুঁয়ে দেওয়ার মতো হতে পারতো।

"কফি খাবে?" জানতে চাইলাম। দ্রুত মাথা দোলাল সে।

বাগানে বসেই কফি বানালাম, দু-জনেই চুপচাপ। নীরবতা যেন সঙ্গ দিচ্ছে আমাদের।

"কি বলতে চাইছো তুমি? টমের আর্মির বন্ধুরা কেউ বাস্তবে নেই? বানিয়ে বানিয়ে বলতো শুধু? অন্য কোন মেয়ের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে এই অজুহাতে?"

"আমি জানি না।" বলল সে।

"র‍্যাচেল?"

মুখ তুলে তাকালো এবার, পরিষ্কার ভীতি দেখলাম তার চোখে।

"আমাকে কিছু বলতে চাইছো তুমি?" জানতে চাইলাম।

"ওর বাবা-মা, ওদের সাথে দেখা হয়েছে তোমার কখনও?"

"না, ওরা কথা বলে না একে অন্যের সাথে। আমার সাথে চলে আসার পর থেকে রাগ করে টমের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছে।"

"সত্য নয় কথাটা।" বলল সে, "আমার সাথেও ওদের পরিচয় করিয়ে দেয়নি টম। আমাকে তারা চেনেই না। তাহলে আমার জন্য কেন তোমার ওপর রাগ করতে যাবে?"

মাথার ভেতর অন্ধকারে ভরে গেলো আমার। খুলির ঠিক পেছন দিকে। শান্তভাবে সবকিছু সমাধান করার চেষ্টা করছিলাম এতক্ষণ, ফোনের ভেতর মেগানের কণ্ঠ শোনার পর থেকেই। কিন্তু এখন সবগুলো পাঁপড়ি খুলে যেতে শুরু করলো যেন।

"তোমাকে আমি বিশ্বাস করলাম না," বললাম তাকে, "এটা নিয়ে মিথ্যা বলবে কেন ও?"

"কারণ ও সব কিছু নিয়েই মিথ্যা বলে।"

BanglaBook.org

উঠে দাঁড়িয়ে ওর থেকে দূরে সরে এলাম। টমের নামে এসব বলছে দেখে ওর ওপর রাগ হচ্ছিলো খুব। তারচেয়েও বেশি রাগ হচ্ছিলো নিজের ওপর। র‍্যাচেলের কথাগুলো আমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে। আমি সব সময়ই জানতাম টম মিথ্যে বলতে পারে। তবে অতীতে আমার জন্য সুখকর ছিলো ওই মিথ্যেগুলো।

"ভালো মিথ্যা বলতে পারে সে," বললাম আমি, "মাসের পর মাস তোমার কোন ধারণাও ছিলো না, তাই না? আমরা দেখা করতাম ক্রেনহাম রোডের একটা বাড়িতে, একে অন্যকে শারীরিকভাবে ভালোবেসে পাগল করে দিতাম। কিন্তু তুমি সন্দেহটা পর্যন্ত করতে পারোনি।"

ঠোঁট কামড়ে ধরলো সে, ঢোক গিলল, "মেগান? মেগানের ব্যাপারে কি বলবে?"

"আমি জানি। প্রেম করছিলো ওরা।" নিজের মুখ থেকে বের হওয়া শব্দগুলোই অদ্ভুত শোনালো আমার কানে। আমাকে ঠকিয়েছিলো সে, ঠকাচ্ছিলো আমাকে। "তোমার নিশ্চয় খুব সুখ লাগছে জেনে? কিন্তু মারা গেছে মেয়েটা, এখন ওসব আর গুরুত্বপূর্ণ কিছু না, তাই না?"

"অ্যানা..."

মাথার ভেতরের অন্ধকারটা আরও বেড়ে গেলো। খুলির ভেতরের পুরো অঞ্চলটা দখল করে ফেললো যেন। দৃষ্টি ঝাপসা করে দিচ্ছে আমার। ইভিকে চেপে ধরে টেনে নিয়ে যেতে থাকলাম ভেতরের দিকে। রীতিমতো বিদ্রোহ করে বসলো মেয়েটা।

"অ্যানা!"

"ওরা প্রেম করছিলো, এটুকুই ঘটেছে, র‍্যাচেল। আর কিছু না। তার অর্থ এই না যে–"

"–মেয়েটাকে খুনও করেছে টম?"

"এইসব বলবে না একদম!" চিৎকার করে উঠলাম, "আমার বাচ্চার সামনে এসব বলবে না তুমি!"

ইভিকে খেতে দিলাম, গত সপ্তাহের মধ্যে প্রথমবারের মতো ভদ্র বাচ্চার মতো খেলো। মনে হলো সে এখন জানে মা তার খাবার নিয়ে ভাবার চেয়েও জটিল কোন সমস্যায় আটকে আছে। ওর জন্য গর্ব হলো আমার। নিজেকে শান্ত মনে হলো অনেকটা। আবারও বাইরে বের হয়ে এসে দেখলাম বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে আছে র‍্যাচেল। একটা ট্রেন যেতে দেখছে।

"তুমিও ট্রেন দেখতে ভালোবাসো, তাই না?"

"ট্রেন!" নাক কুঁচকালাম, "অসহ্য লাগে আমার।"

সামান্য হাসলো র‍্যাচেল। খেয়াল করলাম, ও হাসলে বামদিকে টোল পড়ে। আগে কখনও লক্ষ্য করিনি। আসলে, ওকে কোনদিন হাসতেই দেখিনি আমি।

"আরেকটা মিথ্যে তাহলে।" বলল সে। "টম আমাকে বলেছিলো এই বাড়ির সব

BanglaBook.org

কিছু তোমার অনেক পছন্দ। ট্রেনগুলো পর্যন্ত। সে বলেছিলো, এই বাড়ি পাল্টানোর কোন ইচ্ছে তোমার নেই। এখানে আমি আগে ছিলাম, এসব নাকি তোমার কোন সমস্যা করে না।"

দু-পাশে মাথা নাড়লাম, "এ কথা সে তোমাকে কেন বলতে যাবে, একদমই বাজে কথা। এই বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়ার জন্য গত দু-বছর ধরে চাপ দিচ্ছি আমি তাকে!"

কাঁধ ঝাঁকালো সে, "কারণ ও মিথ্যা বলে, অ্যানা। সব সময়ই বলে।"

কোলে বসালাম ইভিকে। ঢুলু ঢুলু ভঙ্গিতে বসে রইলো মেয়েটা, রোদে বের হয়ে ঘুম পাচ্ছে তার।

"তাহলে ওই ফোনকলগুলো..." এতদিনে সবকিছু খাপে খাপে মিলে যেতে শুরু করেছে, " তোমার করা নয়? মানে, কিছু হয়তো তুমি করেছিলে, তবে বাকিগুলো..."

"মেগানের থেকে এসেছিলো? খুব সম্ভব।"

অদ্ভুত একটা ব্যাপার, এখন আমি জানি পুরোটা সময় ধরে ভুল মহিলাটিকে ঘৃণা করে এসেছিলাম। কিন্তু তারপরও র‍্যাচেলকে বিন্দুমাত্র পছন্দ করতে পারলাম না। এখন যেমন শান্ত, চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে, টম এই মেয়ের কোন দিকগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলো বেশ বুঝতে পারছি।

"কতদিন হলো জানো তুমি?" জানতে চাইলাম আমি, "মানে, ওদের সম্পর্কের?"

"আজকের আগে জানতাম না," বলল সে, "জানতাম না কী চলছে এখানে। শুধু জানতাম..."

থেমে গেলো সে। মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম তাকে। আমার স্বামি আমাকে কিভাবে ঠকিয়েছে তা জানতে যে আমার খুব ইচ্ছে, এমনটা নয়। র‍্যাচেল আর আমি...বিষণ্ন আর মোটকি র‍্যাচেল আর আমি একই পরিস্থিতিতে পড়ে গেছি–এই ভাবনাটাও অসহ্য।

"তোমার কি মনে হয় ওটা তার বাচ্চা?" আমাকে জিজ্ঞেস করলো সে, "মানে, টমের বাচ্চা ছিলো ওটা?"

ওর দিকে তাকালাম আমি, ওকে পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি না আর। শুধু অন্ধকার দেখছি। শুনতেও পাচ্ছি না ঠিক। কানের কাছে সমুদ্রের গর্জনের মতো কোন এক শব্দ শুনতে পাচ্ছি। অথবা মাথার ঠিক ওপর দিয়ে প্লেন গেলে যেমন শোনায়।

"কি বললে?"

"ওহ্...আমি দুঃখিত।" লাল হয়ে গেছে তার মুখ। "আমার বলাই উচিত হয়নি হয়তো। মেগান মারা যাওয়ার সময় প্রেগন্যান্ট ছিলো। আমি দুঃখিত।"

মোটেও দুঃখিত নয় সে, আমি জানি। ওর সামনে ভেঙে পড়তে চাই না আমি, কিন্তু নিচের দিকে তাকিয়ে যখন ইভিকে দেখলাম, বেদনার স্রোত যেন আছড়ে

BanglaBook.org

পড়লো আমার ওপর। ইভির ভাই অথবা, ইভির বোন...মারা গেছে! র‍্যাচেল আমার পাশে বসে পড়লো। আমার কাঁধে হাত রেখেছে।

"আমি দুঃখিত।" বলল সে, আমার ইচ্ছে করলো ওর মুখে একটা ঘুষি মারি। ওর ত্বকের স্পর্শ আমার ত্বকে, গা গুলিয়ে উঠলো আমার। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করলো তাকে, চিৎকার করতে ইচ্ছে করলো, কিন্তু পারলাম না। কিছুক্ষণ চুপচাপ আমাকে কাঁদতে দিলো সে। তারপর পরিষ্কার আর দৃঢ় কণ্ঠে বলল, "অ্যানা, আমাদের যাওয়া উচিত। আমার বাড়িতে আপাতত থাকতে পারো। যতদিন...যতদিন না আমরা সবকিছুর একটা সমাধান বের করে আনছি।"

চোখ মুছে ওকে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, "আমি টমকে ছেড়ে যাবো না, র‍্যাচেল। একটা প্রেম না-হয় করেইছে, কিন্তু এটা তো প্রথমবারের মতো না, তাই না?"

একটু হাসলাম আমি, ইভিও হাসলো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো র‍্যাচেল, "তুমি নিজেও জানো শুধু *একটা প্রেমের সম্পর্ক* নিয়ে আমি ভাবছি না। তুমি জানো, অ্যানা! আমি জানি তোমার জানা আছে।"

"আমরা কিচ্ছু জানি না।" ফিসফিস করে বললাম আমি।

"ওই রাতে তার সাথে একটা গাড়িতে উঠে গেছিলো মেগান। আমি দেখেছি। কিন্তু আমি মনে করতে পারিনি, সব সময় ভেবেছি ওটা তুমি, অ্যানা। কিন্তু এখন আমার মনে পড়েছে। খুব ভালো করে মনে পড়েছে আমার।"

"না।" ইভি তার কাঠির মতো হাত দিয়ে আমার মুখে চেপে ধরলো।

"আমাদের যেতে হবে অ্যানা, পুলিশের সাথে কথা বলতে হবে।" আমার দিকে এক পা এগিয়ে এলো সে, "তুমি ওর সাথে থাকতে পারো না, প্লিজ।"

রোদের মধ্যে দাঁড়িয়েও থর থর করে কাঁপছি আমি। শেষবার যখন মেগান আমাদের বাড়িতে এসেছিলো তখনকার কথা মনে করার চেষ্টা করলাম। আমাকে যখন বলেছিলো সে আর এখানে কাজ করবে না, তখন টমের অভিব্যক্তিটা কেমন ছিলো মনে পড়লো।

খুশি হয়েছিলো, না হতাশ?

প্রথম দিকে যখন ইভির দেখাশোনা করতে আসতো মেগান, একদিনের কথা মনে পড়ে গেলো। বান্ধবিদের সাথে দেখা করতে যাওয়ার কথা ছিলো, তবে প্রচণ্ড ক্লান্ত ছিলাম আমি। ঘুম ভাঙার আগেই টম বাড়ি ফিরে আসে, নিচে নেমে ওদের একসাথে দেখেছিলাম। কাউন্টারে হেলান দিয়েছিলো মেগান, আর টমও তার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো। ইভি চেয়ারে বসে কান্না করছিলো তখন, তবে দু-জনের একজনও সেদিকে লক্ষ্য করছিলো বলে মনে হয়নি।

ঠাণ্ডা লাগছে আমার। তখন থেকেই কি আমি জানতাম মেগানকে ও চায়?

BanglaBook.org

সোনালিচুলো সুন্দরি ছিলো মেগান, আমার মতো। সে তাকে চেয়েছিলো এটা আমি হয়তো জানতাম। ঠিক যেভাবে বিবাহিত পুরুষেরা স্ত্রি-সন্তান নিয়ে পথে হাটার সময় আমার দিকে তাকালেও আমি ঠিক টের পাই তারা আমাকে চাইছে। টম চেয়েছিলো মেগানকে, নিজের করে নিয়েছিলো, কিন্তু খুন নয়, সে এমন কিছু করতে পারে না।

টম পারে না এমন কিছু করতে। প্রেমময় সে, দুটি মেয়ের স্বামি, এক ফুটফুটে মেয়ের বাবা। বাবা হিসেবে সে চমৎকার, বিনা প্রশ্নে আমাদের যা দরকার এনে দেয়।

"তুমি ওকে ভালোবাসতে, এখনও ভালোবাসো তাকে, তাই না?" মনে করিয়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে বললাম।

দু-পাশে মাথা নাড়লো সে, তবে প্রভাবিত করার মতো নয়।

"ভালোবাসো তুমি তাকে। তাহলে নিশ্চয় জানো, এমন একটা কাজ করা ওর পক্ষে সম্ভব না?"

দাঁড়ালাম আমি, ইভিকে কোলে নিলাম, ওর কাছে এগিয়ে এসেছি, "ও করেনি কাজটা, র‍্যাচেল। করতে পারে না, তুমি জানো। এ ধরণের একজন মানুষকে তুমি ভালোবাসতে পারতে, বলো?"

"কিন্তু বেসেছিলাম তো।" করুণ কণ্ঠে বলল সে, "আমরা দু-জনেই ভালোবেসেছিলাম ওকে।" ওর গালেও নোনা পানি, সাবধানে মুছে ফেললো। কাজটা করতে গিয়ে মুখের ভাবটাই পাল্টে গেলো তার। আমার দিকে নয়, কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে আছে সে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে তার দৃষ্টি অনুসরণ করলাম। রান্নাঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে আছে টম। আমাদের দেখছে।

BanglaBook.org

মেগান

• • •

শুক্রবার, ১২ই জুলাই, ২০১৩

সকাল

আমাকে চিন্তায় ফেলে দিলো মেয়েটা, বা ছেলেটা। আমার মনে হয় মেয়েই হবে। কেন জানি না, তবে আমার মন বলছে ওটা মেয়ে। গতবারের মতোই টের পাচ্ছি বিষয়টা। তবে এবার বাচ্চাটা হাসছে। সময় নিচ্ছে। ওকে আমি ঘৃণা করতে পারি না, ছুঁড়ে ফেলতেও পারি না। ভেবেছিলাম ওকে সরিয়ে ফেলাটা আমার জন্য সহজ হবে। কখন ওর থেকে মুক্তি পাবো সেটার জন্যই মরিয়া হয়ে উঠবো হয়তো। তবে তেমন কিছু ঘটলো না। প্রতিবার অনাগত এই সন্তানের কথা ভাবতে গেলেই লিবির চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমি ওকে ফেলে দিতে পারি না। ভালোবাসবো ওকে।

না, তাকে ঘৃণা করতে পারি না আমি। তবে মাঝে মাঝে বাবুটা খুব ভয় দেয় আমাকে। ভয় লাগে ও আমার কি হাল করবে, অথবা আমি ওর কি অবস্থা করবো! এই ভয়টা আজ ভোর পাঁচটায় আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিলো। জানালা খোলা, তারপরও ঘামে আমার শরীর ভিজে গেছে। একাকি আমি, স্কটও নেই। কোন এক কনফারেন্সে যেন গেছে সে, আজ রাতে ফিরবে।

আমার যে কী হয়েছে! যখন একা থাকার জন্য পাগল হয়ে থাকি, ভুতের মতো আমার আশেপাশে ঘুরঘুর করে স্কট। আর যখন ও চলে যায়, তখন কেন ওকে এত করে ফিরে পেতে চাই? নীরবতা অসহ্য লাগছে। জোরে জোরে কথা বলে নিস্তব্ধতা কাটিয়ে উঠতে চাইলাম। যদি আবারও ঘটে বিষয়টা?

যদি আমাকে, আমাদেরকে স্কট গ্রহণ না করে? যদি বুঝে ফেলে বাচ্চাটা ওর না? বাচ্চাটা ওরও হতে পারে, তবে আমার তা মনে হয় না। বোকামি করছি আমি। স্কট কিভাবে জানবে এসব? ও তো খুশিতে পাগল হয়ে যাবে, বাচ্চাটা যে আর কারও হতে পারে তা ও ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করবে না। আর আমি যদি বলে দেই তাহলে কষ্ট পাবে না খুব? আমি স্কটকে কষ্ট দিতে চাই না।

আমি যে এমন, এতে আমার হাত নেই।

"তুমি যেমন তাতে তোমার হাত নেই।" কামাল বলেছিলো এমনটাই।

ছয়টার সময় কামালের নাম্বারে ফোন দিলাম। নিস্তব্ধতা আমাকে চেপে ধরেছে, ভয় পেতে শুরু করেছি। টেরাকে ফোন করা যেতো, তবে ও সবকিছু নিয়ে হুলুস্থুল বাঁধিয়ে দেয়। এই মুহূর্তে কামাল ছাড়া আর কারও কথা ভাবতে পারছি না। কামালের বাড়ির নাম্বারে ফোন দিলাম এবার। জানালাম, আমি বিপদে আছি। কি

BanglaBook.org

করতে হবে বুঝতে পারছি না, মাথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমার।

সাথে সাথে চলে এলো সে। প্রশ্ন না করেই, এমন নয় তবে জেরাজাতীয় কোন কথোপকথন হলো না সেটা। হয়তো ওভাবেই বলেছি আমি। যতটা না তারচেয়েও বাজে অবস্থায় আছি বুঝিয়েছি। হয়তো ও ভেবেছিলো একা বাসায় আমি কোন ধরণের *পাগলামি* করতে চলেছি।

রান্নাঘরে বসলাম আমরা, এখনও ভোর কাটেনি। সাড়ে সাতটা বাজে। ডাইনিং টেবিলে বসে থাকলো সে, হাত দুটো সামনে ভাঁজ করে রেখেছে। হরিণ চোখ আমার চোখে নিবদ্ধ। ভালোবাসা টের পেলাম। জঘন্য ব্যবহার করার পরও আমার সাথে ভালো আচরণ করছে সে।

আগে যা হয়েছিলো, ওকে ক্ষমা করে দিলাম। ঠিক যেমনটা ও আমাকে করে দেবে আশা করছি। ও আমার সব দুশ্চিন্তা সরিয়ে দিলো, মুছে দিলো পাপ। আমাকে বলল যদি নিজেকে নিজে ক্ষমা করতে না পারি, তাহলে এই চক্র চলতেই থাকবে। আর এখন আমার পালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে করাও উচিত হবে না। মেয়েটা আমার ভেতরে বড় হচ্ছে।

"আমি ভয় পাচ্ছি।" ওকে বললাম, "যদি সবকিছু আবারও ভুল হয়ে যায়? আমার যদি কোন সমস্যা থাকে? স্কটের দিক থেকে যদি কোন সমস্যা হয়? আবারও যদি একা হয়ে যাই আমি? একা একা জীবন কাটানো আমার জন্য অনেক ভয়ের, মানে, সাথে একটা বাচ্চা নিয়ে..."

সামনে ঝুঁকে এসে আমার হাতে হাত রাখলো সে, "আর কোন ভুল তুমি করবে না। করবে না তুমি। এখন তুমি কোন শোকাহত, সন্তানহারা এক কিশোরি মেয়ে নও, সম্পূর্ণ নতুন একজন মানুষ তুমি। আগের চেয়ে শক্ত তুমি। প্রাপ্তবয়স্ক। একা থাকার ভয় তোমাকে আর করতে হবে না।"

কিছু বললাম না এবার। চোখ বন্ধ করলেই সবকিছু ফিরে আসে। ঘুমানোর পর্যায়ে চলে গেলেই ধাক্কা দিয়ে আমাকে জাগিয়ে দেয় স্মৃতিগুলো। একা একটা বাড়িতে আমি, বাচ্চাটার কান্না শুনতে পাচ্ছি। নিচতলায় ম্যাকের ফুটবলের শব্দ শুনবো এই আশায় কান পেতে আছি। জানি এই শব্দটা আমার আর কোনদিন শোনা হবে না।

"স্কটের ব্যাপারে তোমাকে কি করতে হবে আমি তা বলতে পারি না। তোমাদের সম্পর্কটা...মানে, আমার কিছু উদ্বেগ আছে এ নিয়ে। কিন্তু তোমার সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে। ওকে বিশ্বাস করতে পারবে কি-না, তোমার আর তোমার সন্তানের যত্ন নেওয়ার জন্য ওর ওপর ভরসা করবে কি-না এই সিদ্ধান্ত তোমাকেই নিতে হবে। তবে আমার মনে হয় নিজের ওপর বিশ্বাস করতে পারো তুমি, মেগান। তুমি নিজের ওপর বিশ্বাস করে সঠিক কাজটা করতে পারো।"

বাইরে, লনে আমাকে এক কাপ কফি বানিয়ে এনে দিলো সে। নামিয়ে রেখে

BanglaBook.org

ওকে জড়িয়ে ধরলাম। কাছে টেনে আনলাম খুব। পেছনে একটা ট্রেন গতি কমাচ্ছে, সিগন্যালের কাছে এসে গেছে। শব্দটা আমাদের ঘিরে ধরলো যেন বেড়ার মতো। আমার মনে হলো এখন আমরা সম্পূর্ণ একা। আমাকে জড়িয়ে ধরলো কামালও। চুমু খেলো আমার ঠোঁটে।

"ধন্যবাদ," বললাম, "এখানে আসার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।"

হেসে আমার থেকে সরে এলো সে, আমার চোয়ালে বুড়ো আঙুল ছোঁয়ালো, "সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে, মেগান।"

"তোমার সাথে পালিয়ে যেতে পারি না আমি? তুমি আর আমি...আমরা কি একসাথে সরে পড়তে পারি না?"

হাসলো সে, "আমাকে তোমার দরকার নেই। পালিয়ে যাওয়ারও দরকার নেই তোমার। ঠিক হয়ে যাবে সব। তুমি আর তোমার সন্তান ভালো থাকবে।"

শনিবার, ১৩ই জুলাই, ২০১৩
সকাল

কি করতে হবে তা এখন জানি। গতকাল সারাদিন ভেবেছি, সারা রাতও। ঘুমাতে পারিনি বললেই চলে। স্কট বাড়ি ফিরেছিলো বাজে মুড নিয়ে। খাওয়া, বিছানায় আমার সাথে সঙ্গম আর ঘুমানো ছাড়া কিছুই ভাবতে পারছিলো না সে। আর কোন কিছুর সময় তার নেই। প্রসঙ্গটা তোলার মতো ভালো সময় হয়তো ওটা ছিলো না।

পাশে গরম আর অশান্ত ওকে নিয়ে প্রায় সারা রাত জেগে জেগে শুয়ে থাকলাম। আমার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেলো, সঠিক কাজটা করতে যাচ্ছি আমি। সবকিছুই ঠিক পদ্ধতিতে করবো এবার। যদি সবকিছু আমি ঠিকমতো করি তাহলে কোন কিছু ভুল হওয়ার উপায় থাকে না নিশ্চয়? আর যদি তারপরও খারাপ কিছু হয়ে যায়, সেটা আর আমার দোষ থাকবে না, তাই না? মেয়েটাকে বড় করবো আমি নিজে, ওকে জানাবো প্রথম থেকেই সবকিছু সঠিকভাবে করে এসেছি তার জন্য। যখন থেকে জেনেছি সে আসবে, তখন থেকেই। এতটুকু আমার কাছ থেকে পাওয়ার দাবি রাখে আমার সন্তান। আর এতটুকু ঋণ লিবির কাছে আমার আছে। এবার সবকিছু অন্যরকমভাবে শেষ করতে হবে আমাকে।

শুয়ে শুয়ে সব ভাবলাম, এতদিনে কোন ধরণের মানুষ ছিলাম আমি, শিশু, উচ্ছৃঙ্খল কিশোরি, পালিয়ে যাওয়া মেয়ে, মাগি, প্রেমিকা, জঘন্য মা, জঘন্য স্ত্রি...জানি না এরপর আমি কখনও সুবোধ গৃহিণী হয়ে থাকতে পারবো কি-না! তবে ভালো একজন মা, এটা হওয়ার চেষ্টা আমি করতে পারি।

কাজটা কঠিন হবে। হয়তো আজ পর্যন্ত করা সবচেয়ে কঠিন কাজটাই হতে যাচ্ছে এটা। কিন্তু সত্য বলতে যাচ্ছি আমি। আর কোন মিথ্যা নয়, আর কোন

BanglaBook.org

লুকোচুরি নয়, আর পালিয়ে যাওয়ার নয়, আর কোন বাড়িয়ে বলা নয়। সবকিছু খুলে বলবো, ঠিক যা ঘটেছে, ঠিক যা করেছি আমি এতোদিন।

তারপর দেখা যাক সে আমাকে ভালোবাসতে পারে কি-না। যদি না পারে, তো বেশ! সেভাবেই পরের পদক্ষেপ নেওয়া যাবে।

সন্ধ্যা

ওর বুকে আমার হাত, সর্বশক্তি দিয়ে ওকে ঠেলছি। কিন্তু শক্তিতে পেরে উঠছি না, আমার চেয়ে প্রচুর শক্তি ধরে সে। বাহু দিয়ে আমার কণ্ঠার ওপর চেপে ধরেছে, কপালে শিরা দপ দপ করছে টের পাচ্ছি। চোখ ঝাপসা হয়ে উঠছে, চিৎকার করতে চেষ্টা করছি, দেওয়ালে ঠেকে আছে আমার পিঠ। ওর টি-শার্ট মুঠোতে ধরে খামচে ধরলাম, অবশেষে আমাকে ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো সে। রান্নাঘরের দেওয়ালে পিছলে মেঝেতে বসে পড়লাম আমি।

কাশতে কাশতে থুতু ছিটালাম চারপাশে, চোখ থেকে ঝরঝর করে পানি গড়িয়ে পড়লো। আমার থেকে কয়েক ফিট দূরে দাঁড়িয়ে ছিলো সে, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালো এবার। চট করে দু-হাত তুলে এনে গলা বাঁচালাম। ওর চেহারায় লজ্জা ফুটে উঠেছে এখন।

আমি বলতে চাইলাম, "ঠিক আছি, আমি ভালো আছি।"

মুখ খুলতে শব্দ বের হলো না, আরেক দফা কেশে উঠলাম। অবিশ্বাস্য যন্ত্রণা গলায়। কিছু একটা বলছে ও, কিন্তু কিছুই শুনতে পেলাম না আমি। মনে হলো আমরা দু-জনেই পানির নিচে। আমার মনে হলো ও আমাকে সরি বলছে।

টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়ালাম, ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দৌড়ে গেলাম দোতলায়। বেডরুমে ঢুকে পেছনে দড়াম করে লাগিয়ে দিলাম দরজা। বিছানায় বসে চুপচাপ অপেক্ষা করলাম তারপর, ও এলো না। খাটের নিচ থেকে ব্যাগ বের করে কিছু কাপড় বের করলাম, আয়নাতে একবার চোখ পড়লো। মুখের কাছে হাত তুলে আনলাম, ভৌতিক রকমের ফ্যাকাসে হয়ে আছে মুখ, বিবর্ণ হয়ে উঠেছে ঠোঁটজোড়া, লাল টকটক করছে দুই চোখ।

আমার একটা অংশ ভীষণ চমকে গেছে, আগে কোনদিন এভাবে আমাকে মারেনি ও। তবে আরেকটা অংশ এমন কিছুই আশা করেছিলো। ওকে ধীরে ধীরে এমন আচরণের দিকেই ঠেলে দিয়েছিলাম আমি। ধীরে ধীরে ড্রয়ার থেকে জিনিসগুলো বের করতে শুরু করলাম, আন্ডারওয়্যার, দুটো টি-শার্ট, ব্যাগের মধ্যে ঢোকালাম।

ওকে কিছুই বলতে পারিনি এখনও। মাত্র শুরু করেছিলাম। ওকে খারাপ অভ্যাসগুলো বলছিলাম প্রথমে। প্রথমেই বাচ্চার কথা বলে যদি বলতাম ওটার বাবা সে নাও হতে পারে, খুবই রূঢ় শোনাতো।

BanglaBook.org

বাইরের বাগানে বসে ছিলাম আমরা, অফিসের গল্প করছিলো সে। তারপর খেয়াল করলো আমি ঠিক শুনছি না তার কথা।

"তোমাকে একঘেয়েমিতে ফেলে দিচ্ছি না তো?" জানতে চাইলো সে।

"না...উম...একটু হয়তো।" হাসলো না সে, "আসলে আমি একটু বিক্ষিপ্ত। কিছু কথা বলতাম তোমাকে। তোমার হয়তো ভালো লাগবে না শুনতে...কিন্তু..."

"শুনতে ভালো লাগবে না এমন কি আবার?"

আমার বোঝা উচিত ছিলো ওটা ঠিক সময় নয়, মুড পুরোপুরি অফ হয়ে গেছে তার। সন্দিহান হয়ে উঠেছে, আমার মুখের প্রতিটা ইঞ্চি ক্লু খুঁজতে শুরু করেছিলো সে। তখনই বোঝা উচিত ছিলো এখন ওকে ওসব বলা খুবই বাজে একটা কাজ হবে। হয়তো আমি বুঝেও ছিলাম, কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছিলো। সঠিক কাজটা করা লাগবে আমাকে।

ওর পাশে বসে হাত ধরলাম।

"শুনতে-ভালো-লাগবে-না এমন কি বলতে চাও?" আবারও জানতে চাইলো সে, কিন্তু আমার হাত ছেড়ে দিলো না।

বললাম ভালোবাসি তাকে, তার প্রতিটা পেশী শক্ত হয়ে আছে টের পাচ্ছি। যেন ও জানে কি শুনতে যাচ্ছে, ভয়ঙ্কর কিছু শোনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে ফেলেছে। যখন কেউ এভাবে ভালোবাসি বলে, তখন তো এমনই করে সবাই, তাই না?

ওকে যখন বললাম আমি কিছু ভুল করেছি, হাত ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে। রেললাইনের দিকে কয়েক গজ এগিয়ে গিয়ে আমার দিকে ঘুরে তাকালো।

"কেমন ভুল?" এখনও ওর গলা শান্ত।

"আমার সাথে বসবে, প্লিজ?" বললাম।

দু-পাশে মাথা নাড়লো সে, "কেমন ভুল, মেগান?"

গলা চড়ে গেছে তার।

"আসলে...সম্পর্কটা শেষ, কিন্তু আরেকজন ছিলো আমার জীবনে।" নিচের দিকে তাকিয়ে বললাম। ওর দিকে তাকাতে পারছি না।

নিঃশ্বাসের ফাঁকে কিছু একটা বলল সে, ঠিক শুনতে পারলাম না। ওপরের দিকে তাকালাম, আবারও লাইনের দিকে মুখ করে তাকিয়েছে। কপালে হাত উঠে গেছে তার। ওর দিকে এগিয়ে গেলাম তখন, পেছন থেকে ওর কোমরে হাত রাখতেই লাফিয়ে উঠলো সে। দূরে সরে গিয়ে থুতু ফেললো মাটিতে, বাড়ির দিকে রওনা দিয়েছে আমার দিকে না তাকিয়ে।

"আমাকে ছুঁবি না তুই, মাগি কোথাকার!"

তখনই ওকে ওর মতো থাকতে দেওয়া উচিত ছিলো। সময় দেওয়া উচিত ছিলো তাকে, মাথা ঠাণ্ডা হয়ে আসলে আবারও কথা বলা উচিত ছিলো আমার। কিন্তু

BanglaBook.org

সব বাজে কথা শেষ করে ভালো খবরটা তাকে দিতে চাইছিলাম। তাই ওর পিছু নিয়ে আমিও বাড়িতে ফিরে আসলাম।

"স্কট, প্লিজ। শোনো একটু? তুমি যেমন ভাবছো ততটা খারাপ নয় ব্যাপারটা। তাছাড়া সম্পর্কটা চুকে গেছে। প্লিজ শোন, প্লিজ..."

আমাদের দু-জনের ছবিটা তুলে ধরলো সে। ওর প্রিয় একটা ছবি। আমাদের দ্বিতীয় বিবাহবার্ষিকিতে ওর জন্য বাঁধাই করে দিয়েছি উপহার হিসেবে। এই মুহূর্তে সর্বশক্তি দিয়ে আমার মাথা বরাবর ছুঁড়ে মারলো ছবিটা। পেছনের দেওয়ালে বিকট শব্দ করে ভাঙল ছবিটা, সাথে সাথে আমার দিকে ঝাঁপ দিলো সে। কনুই ধরে টেনে নিয়ে আসলো, ঘরের পুরোটা দূরত্ব ধাক্কা দিয়ে পার করে আছড়ে ফেললো দেওয়ালে। সজোরে মাথা ঠুকে গেলো পেছনে, তারপর বাহু দিয়ে আমার গলা চেপে ধরলো সে। চোখ বন্ধ করে রেখেছে, যাতে আমার দম আটকে ওঠা চেহারা দেখতে না হয় তাকে।

ব্যাগ গোছানো হয়ে গেলে সব কিছু আবারও আনপ্যাক করতে শুরু করলাম। ব্যাগ হাতে নেমে এলে আমাকে নিশ্চয় বের হতে দেবে না সে? খালি হাতে বের হতে হবে। হাতব্যাগ আর ফোন ছাড়া কিছু নিতে পারবো না।

তারপর সিদ্ধান্ত পাল্টালাম আবার। ব্যাগ নতুন করে গুছালাম। কোথায় যাবো জানি না, তবে যেতে আমাকে হবেই। চোখ বন্ধ করলেই ওর হাত অনুভব করছি গলায়। এভাবে থাকা সম্ভব না।

সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আর পালিয়ে যাওয়া নয়। তবে আজ রাতটা এখানে থাকা চলবে না। ও যা করেছে তারপর থাকা চলবে না এখানে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। ধীরে ধীরে উঠে আসছে। মনে হলো অনন্তকাল ধরে উঠে আসছে সে। কিন্তু উঠে আসা এই স্কট এখন কেমন মানুষ? অনুতপ্ত স্বামি, নাকি ঘাতক?

"মেগান?" দরজা খোলার চেষ্টা করলো না সে, "মেগান...আমি দুঃখিত তোমাকে মেরেছি বলে।"

ওর গলায় কান্নার ছোঁয়া টের পেলাম। চড়চড় করে মাথায় রাগ উঠে গেলো আমার। *এখন কাঁদতে এসো না, ভুলেও সেই সাহস কোরো না তুমি!* আমার সাথে একটু আগে যা করেছে তারপর এমন করার অধিকার তাকে কে দিয়েছে? ইচ্ছে করলো দরজা খুলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। ওর মুখের চামড়া ছিলে দেই। হুঙ্কার ছেড়ে বলতে ইচ্ছে করলো দরজার সামনে থেকে যেন সরে যায় সে। আমার থেকে যেন দূরে থাকে।

জিহ্বা সংযত করলাম। বোকা নই আমি, তার রেগে থাকার কারণ আছে। বিবেচকের মতো চিন্তা করতে হবে আমাকে। দু-জনের জন্য চিন্তা করতে হবে। একটু আগে আমার গায়ে হাত তুলে নৈতিকভাবে আমার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে স্কট।

BanglaBook.org

আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এখন আমি। দরজার বাইরে ওর গলা শুনতে পেলাম। আমার কাছে ক্ষমা চাইছে, কিন্তু এতে কান দিলাম না, আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাকি আছে।

ওয়ারড্রোবের শেষ মাথায় তিনসারি জুতোর বাক্স। গাঢ় ধূসর বাক্সটা থেকে পুরাতন মোবাইল ফোনটা বের করলাম। অনেকদিন ধরে এটা ব্যবহার করা হয় না। তবে আজকে সময় হয়েছে। সত্য বলে দেবো আমি। আজ আর কোন ভুল পদক্ষেপ নয়, কোন মিথ্যা কথা নয়। বাবাকে সন্তানের দায়িত্ব নিতে হবে এবার।

বিছানায় বসে পাওয়ার সুইচ চেপে ধরলাম। প্রার্থনা করলাম সামান্য চার্জ যেন অবশিষ্ট থাকে। আলো জ্বলে উঠলো স্ক্রিনে, ঘোর ঘোর লাগলো আমার, যেন নেশাগ্রস্ত হয়ে আছি। রক্তে অ্যাড্রেনালিনের প্রবাহ। উপভোগ করতে শুরু করেছি সবকিছু। সত্য প্রকাশের উত্তেজনা, ওর মুখোমুখি হওয়ার উত্তেজনা। দিন শেষে সবাইকেই জানতে হবে তার অবস্থান কোথায়।

ওর নাম্বারে ফোন দিলাম। যেমন ভেবেছিলাম, সরাসরি ভয়েস মেইলে চলে গেলো কলটা। ফোন কেটে দিয়ে একটা মেসেজ পাঠালাম *কথা বলা দরকার। জরুরি। ফোন দিও।*

তারপর শুধুই প্রতীক্ষা।

কল লগের দিকে তাকালাম। শেষবার এই ফোন ব্যবহার করেছিলাম এপ্রিলে। অনেকগুলো কল, সবগুলোই উপেক্ষিত। মার্চের শেষ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত ফোনকলগুলো রিসিভ করা হয়নি। বলেছিলাম ওর বাড়িতে গিয়ে হানা দেবো, বউয়ের কাছে ফাঁস করে দেবো সব। তবুও আমাকে এড়িয়ে গেছে সে, হুমকিগুলো পর্যন্ত পাত্তা দেয়নি। এবার আর এড়িয়ে যেতে দেওয়া হবে না তাকে। আমার কথা শুনতে হবে।

যখন সম্পর্কটা শুরু করেছিলাম, খেলা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না ব্যাপারটা। একঘেয়েমি কাটানোর একটা উপায়। মাঝে মাঝে ওর সাথে দেখা করতাম আমি। গ্যালারিতে এসে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যেতো, হাসতো, ফ্লার্ট করতো। ক্ষতির কিছু তো ছিলো না। গ্যালারি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর বাড়িতে বসে বসে আমিই একঘেয়েমির শিকার হয়ে গেলাম। কিছু একটা দরকার ছিলো আমার, যে কোন কিছু।

তারপর একদিন, স্কট ছিলো না বাড়িতে, রাস্তাতে ইচ্ছে করেই ওর সামনে পড়ে গেলাম। কফির জন্য আমন্ত্রণ জানালাম ওকে। যেভাবে আমার দিকে তাকিয়েছিলো ও, এতেই সব বোঝা হয়েছিলো আমার। বাড়িতে কফিপর্ব শেষ করতে না করতেই শারীরিক সম্পর্ক হয়ে গেলো আমাদের। আর তারপর, আবারও ঘটলো ব্যাপারটা। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু করিনি আমি। আমাকে কেউ চাইছে–এতটুকু অনুভব করতে চেয়েছিলাম শুধু। কাউকে আমি নিয়ন্ত্রণ করছি...এইটুকু দরকার ছিলো

BanglaBook.org

আমার। আমি চাইনি বউকে রেখে আমার সাথে কেটে পড়ুক সে। শুধু চেয়েছিলাম আমার জন্য বউকে ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছে হোক তার। কেউ আমাকে এতটা মরিয়া হয়ে চাইবে এতটুকুই তো চেয়েছিলাম আমি।

জানি না ঠিক কোন সময় থেকে একটা বিশ্বাস জন্মেছিলো ওর সাথে আমার সম্পর্কটা আরও দূরে এগিয়ে যেতে পারে। বিশ্বাস জন্মেছিলো, আমরা একে অন্যের জন্যই জন্মেছি। তবে ঠিক সেই সময়েই আমার থেকে সরে যেতে শুরু করলো সে। মেসেজ দেওয়া বন্ধ করে দিলো, আমার ফোনকল রিসিভ করা থামিয়ে দিলো। এর আগে ওভাবে কেউ প্রত্যাখ্যান করেনি আমাকে। সহ্য করতে পারলাম না। তারপর একটা ঘোরে চলে গেলাম যেন। ভেবেছিলাম কোন ঝামেলা ছাড়াই বের হয়ে আসতে পারবো। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে অত সহজও ছিলো না বিষয়টা।

স্কট এখনও দরজার বাইরে বসে রয়েছে। সাড়াশব্দ পাচ্ছি না, তবে টের পাচ্ছি। বাথরুমে গিয়ে আবারও ডায়াল করলাম ওর নাম্বারে। ভয়েস মেইলে চলে গেলো কল। কয়েকবার ফোন করেও যখন রিসিভ করলো না কেউ, একটা মেসেজ রাখলাম।

"ফোনটা ধরো, না-হলে তোমার বাড়িতে আসছি। এবার ফাঁকা বুলি ঝাড়ছি না আমি। কথা আছে তোমার সাথে, এড়ানোর চেষ্টা কোরো না।"

বাথরুমে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। সিংকের এক কোণে রেখেছি ফোন। চাচ্ছি বেজে উঠুক ওটা। ফোনের স্ক্রিন যেন জেদ করেই ধূসর আর অন্ধকার হয়ে থাকলো। চুল আঁচড়ে দাঁত ব্রাশ করলাম। একটু মেকআপ দিলাম। স্বাভাবিক রঙ ফিরে এসেছে মুখে। এখনও চোখ লাল আমার, গলায় ব্যথা। তবে দেখে বোঝার উপায় নেই। পঞ্চাশ গোনার পরও যদি ফোন বেজে না ওঠে তাহলে নেমে গিয়ে সোজা ওর বাড়ির দরজায় নক্ করবো।

ফোনটা বাজলো না।

জিন্সের পকেটে ফোনটা ঢুকিয়ে দ্রুত বেডরুম পার হলাম। দরজা খুলে দেখলাম ল্যান্ডিংয়ে বসে আছে স্কট। দু-হাত দিয়ে হাটু জড়িয়ে রেখেছে। মাথা নিচু করে আছে সে। আমাকে দেখতে পেলো না। কাজেই যত দ্রুত সম্ভব ওর পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকলাম। ভয় হচ্ছিলো আবারও পেছন থেকে এসে আমাকে ধরে ফেলবে। উঠে দাঁড়ানোর শব্দ পেলাম তার।

"মেগান? কোথায় যাচ্ছো? ওই লোকের কাছে–"

"আর কোন ওই *লোক* নেই, ঠিক আছে? সম্পর্কটা শেষ হয়ে গেছে।"

"প্লিজ, দাঁড়াও! মেগান, যে-ও না।"

ওর এইসব কথা শোনার কোন ইচ্ছে আমার নেই। নিজেকে করুণা করছে মানুষটা, তবে আমার গলা এখনও জ্বলছে। যেন এসিড ঢেলে দেওয়া হয়েছে ওখানে। ওর মুখ থেকে কোন কিছু শোনার ইচ্ছে আমার নেই।

BanglaBook.org

"আমার পেছনে আসার চেষ্টা করবে না।" হিসিয়ে উঠে বললাম তাকে, "আমার পিছু নিলে আর ফিরে আসবো না আমি। যদি মাথা ঘুরিয়ে তোমার চেহারা দেখতে পাই, ওই শেষ আমার মুখ দেখবে তুমি।"

দ্রুত ফুটপাতে নেমে এলাম। তারপর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখলাম, আমার পেছন পেছন বের হলো না সে। হাটতে শুরু করলাম, প্রথমে দ্রুত, তারপর আস্তে। তেইশ নম্বরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। প্রথমবারের মতো অপ্রস্তুত মনে হলো নিজেকে। সাহস হারিয়ে ফেলেছি। কয়েক মিনিট দরকার নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে।

হেটে গেলাম সামনে, বাড়ি পার করে আন্ডারপাসে ঢুকে পড়লাম, সেখান থেকে পার্কে। তারপর আরও একবার ওর নাম্বারে ডায়াল করলাম।

এবার জানালাম, পার্কে দাঁড়িয়ে আছি। এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবো। ওর জন্য শেষ সুযোগ। এবারও যদি দেখা করতে না আসে, তো বেশ। সরাসরি তার বাড়িতে যাচ্ছি আমি।

চমৎকার একটা সন্ধ্যা। সাতটা পেরিয়ে গেছে, তবে এখনও উষ্ণ আর আলোকিত। কয়েকটা বাচ্চা এখনও দোলনা আর স্লাইডে খেলছে। হঠাৎই মনে হলো এখানে আর কোনদিনও আমার মেয়েকে নিয়ে স্কটের সাথে আসা হবে না। আজকের পর থেকে আমাদের আর সুখি পরিবারের কল্পনায় আনতে পারলাম না। আর সম্ভব নয় সেটা।

আজ সকালেও আমার মনে হচ্ছিলো সবকিছু খোলাখুলি বলে দেওয়াই সবচেয়ে ভালো উপায় হতে পারে, একমাত্র উপায় সম্ভবত। আর কোন মিথ্যে নয়, লুকোচুরি নয়। তারপর আমাকে ও এভাবে মারলো! হতাশ হয়ে যাইনি অবশ্য, আরও নিশ্চিত হয়েছি, আমার পথটাই সঠিক।

পরিণতিস্বরূপ একাকি বসে আমি, স্কট শুধু রেগে নয়, ভগ্নহৃদয়ে যেতে দিয়েছিলো আমাকে। এখন মনে হচ্ছে খুব ঠিক কোন কাজ আমি করছিলাম না। আমি হয়তো মানসিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালি ছিলাম না। বেপরোয়া হতে গিয়ে কতো ক্ষতি করে দিলাম সবার!

হয়তো ওই সাহসটুকু আমার দরকার ছিলো ভিন্ন এক কারণে। না, সত্য বলার জন্য না, একাকি পথ চলার জন্য। আমার মেয়ে আর নিজের স্বার্থ দেখতে হলে ওদের দু-জনকে ছেড়ে যেতে হবে আমার। পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই।

উঠে দাঁড়িয়ে আরেকবার চক্কর দিলাম পার্কে। ফোন বেজে উঠবে এমন একটা অর্ধ-আশা, অর্ধ-আতঙ্ক কাজ করছে মনে। শেষ পর্যন্ত ফোনটা বেজে উঠলো না দেখে স্বস্তিই পেলাম। ব্যাপারটাকে একটা সঙ্কেত হিসেবে ধরে নিলাম আমি, বের হয়ে এলাম পার্ক থেকে। নিজের বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।

BanglaBook.org

স্টেশন পেরোতেই ওর সাথে দেখা হয়ে গেলো। দ্রুত আন্ডারপাস থেকে ছিটকে বের হয়ে এলো যেন। কাঁধ ঝুঁলে পড়েছে, শক্ত হয়ে আছে মুঠো। নিজেকে থামানোর আগেই ওর নাম ধরে ডাক দিয়ে ফেললাম।

ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকালো সে, "মেগান, কি হচ্ছে এবার?"

পরিষ্কার ক্রোধ তার মুখে। কিন্তু কাছে আসার ইশারা করলো সে।

"এসো।" কাছাকাছি পৌছালে বলল সে, "এখানে কথা বলা যাবে না। আমার গাড়িটা ওখানে রেখে এসেছি।"

"আমার শুধু–"

"এখানে নয়।" আমার হাত শক্ত করে ধরলো সে। তারপর চাপ কমালো, "নিরিবিলি কোথাও চলো, কথা হবে।"

গাড়িতে উঠে বসার সময় মুখ ঘুরিয়ে তাকালাম। আন্ডারপাসের ভেতর অন্ধকার। তারপরও মনে হলো ভেতরে কারও উপস্থিতি অনুভব করছি আমি। ছায়ার ভেতর থেকে কেউ একজন আমাদের চলে যেতে দেখলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

র‍্যাচেল

• • •

রবিবার, ১৮ই আগস্ট, ২০১৩

বিকেল

টমকে দেখতে পাওয়ার সাথে সাথে ছুটে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়লো অ্যানা। বুকের ভেতরে হাতুড়ির মতো বাড়ি পড়ছে আমার। সাবধানে অনুসরণ করলাম ওকে। স্লাইডিং ডোরের ঠিক বাইরে অপেক্ষা করলাম। একে অন্যকে আলিঙ্গন করেছে ওরা, হাত দিয়ে অ্যানাকে ঢেকে ফেলেছে সে। ওদের মাঝে বাচ্চা মেয়েটা। অ্যানার মাথা ঝুঁকে গেছে। কাঁধ কাঁপছে তার। ওর চুলের ওপর থুতনি ঠেকিয়েছে টম, তবে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

"কি হয়েছে বলো তো?" জানতে চাইলো সে, ঠোঁটের এককোণে হাসির রেখা ফুটে উঠেছে, "বলতেই হচ্ছে, বাড়ি ফেরার পর তোমাদের দুই ভদ্রমহিলাকে গল্প করতে দেখবো এমনটা আশা করিনি।"

হাল্কা কণ্ঠে কথাটা বলেছে, তবে আমাকে বোকা বানাতে পারলো না। আমাকে আর কোনদিনই ধোঁকা দিতে পারবে না সে। কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুললাম, তারপর আবারও বন্ধ করে ফেলতে হলো। বলার মতো কিছু নেই আমার।

"র‍্যাচেল? তুমি কি বলবে কি হচ্ছে এখানে?" জানতে চাইলো সে। অ্যানাকে ছেড়ে আমার দিকে এক পা এগিয়ে এলো। আমি এক পা পিছিয়ে গেলাম। আমার অবস্থা দেখে হেসে ফেললো সে।

"কি সমস্যা তোমার? মাতাল হয়েছো আবারও?" ওর চোখ বলছে আমার মদ স্পর্শ না করার ব্যাপারটা তার বোঝা হয়ে গেছে, তবে এই মুহূর্তে আমাকে মাতাল অবস্থায় পেলেই খুশি হতো সে। পেছনের পকেটে হাত পুরে দিয়েছি, আমার ফোনটা আছে ওখানে। শক্ত আর স্বস্তিদায়ক। তবে আরও আগে ফোন করা উচিত ছিলো আমার। আমাকে বিশ্বাস করুক আর না করুক, অন্তত একজন হলেও পুলিশ আসতো এখানে।

টম এখন আমার থেকে মাত্র দুই ফিট দূরে দাঁড়িয়ে, দরজার ঠিক ভেতরে সে, আমি ঠিক বাইরে।

"তোমাকে আমি দেখেছিলাম, টম।" অবশেষে বলতে পারলাম আমি। "তুমি ভেবেছিলে আমার কিছুই মনে থাকবে না, কিন্তু মনে আমার আছে। সেদিন রাতে তোমাকে দেখেছিলাম আমি, আমার মাথায় আঘাত করে ওখানে, ওই অন্ধকার আন্ডারপাসে ফেলে রাখার পর..."

"কিসের কথা বলছো তুমি?"

BanglaBook.org

"যে-রাতে মেগান হিপওয়েল হারিয়ে গেলো, আন্ডারপাসে..."

"ওহ্, বাজে কথা রাখো তো।" আমার কথাটা হাত নেড়েই উড়িয়ে দিলো সে, "তোমার গায়ে আমি কখনই হাত তুলিনি। পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছিলে তুমি।" অ্যানার হাত ধরে তাকে কাছে টেনে নিলো সে, "ডার্লিং, এজন্যে তোমার মন খারাপ? ওর কথায় কান দিও না তো, জীবনেও ওর গায়ে হাত তুলিনি আমি।" অ্যানার কাঁধে হাত জড়িয়ে তাকে কাছে নিয়ে এসেছে সে, "আগেই বলেছিলাম না, কেমন মানুষ এই মহিলা? মদ খেলে আর হুঁশ থাকে না তার। বেশিরভাগ সময় আজগুবি সব স্মৃতি বানিয়ে ফেলে–"

"ওর সাথে গাড়িতে উঠেছিলে তুমি। আমি দেখেছিলাম তোমাকে যেতে।"

এখনও হাসছে সে, তবে আগের মতো জোর নেই সে হাসিতে। জানি না কল্পনা করছি কি-না, তবে কিছুটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাকে। অ্যানার কাঁধ থেকে হাত ছেড়ে দিলো সে। স্বামির দিকে পিঠ ফিরিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসে পড়লো অ্যানা, কোলে ছটফট করছে বাচ্চাটা।

মুখের কাছে একটা হাত তুলে ধরে কাউন্টারের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো সে, "গাড়িতে কার সাথে উঠতে দেখেছিলে আমাকে?"

"মেগানের সাথে।"

"ওহ্, তাই তো!" অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো সে, "শেষ যে-বার আমাদের কথা হয়েছিলো, তখন তুমি বলেছিলে আমি অ্যানাকে নিয়ে গাড়িতে উঠেছিলাম আর এখন সেটা হয়ে গেলো মেগান। আগামি সপ্তাহে কার কথা বলবে, হুম? প্রিন্সেস ডায়ানা?"

আমার দিকে মুখ তুলে তাকালো অ্যানা, চেহারায় দ্বিধা আর আশার ছাপ, "তুমি নিশ্চিত না, র‍্যাচেল?"

ওর পাশে হাটু গেঁড়ে বসে পড়লো টম, "অবশ্যই নিশ্চিত না সে। সব কিছু বানিয়ে বলছে। এই কাজ সব সময়ই করে ও, নতুন কিছু না। ভেবো না তো তুমি, র‍্যাচেলের সাথে আমি কথা বলবো।" আমার দিকে তাকালো সে, "এবার সত্যিই নিশ্চিত করবো যেন সে আর কোনদিন আমাদের মধ্যে না আসে।"

অ্যানা এখন কাঁপছে। টমের মুখের দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে সে, একটু সততা আশা করছে তার কাছ থেকে। চিৎকার করে ডাকলাম তাকে, ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলাম আমার কাছে।

"তুমি জানো, অ্যানা। ভেতর থেকে জানো, ও তোমাকে মিথ্যা বলছে। মেয়েটার সাথে নিয়মিত শুয়েছে সে..."

এক সেকেন্ডের জন্য কেউ কিচ্ছু বলল না। টমের দিক থেকে আমার দিকে ঘুরে তাকালো অ্যানা, তারপর আবারও টমের দিকে। কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলেছিলো সে, তারপর থেমে গেলো আবারও।

BanglaBook.org

"অ্যানা? এসবের মানে কি, আমার সাথে মেগান হিপওয়েলের কোন সম্পর্কই..."

"ফোনটা আমি খুঁজে পেয়েছি, টম।" শোনা যায় না এমনভাবে বলল অ্যানা, "প্লিজ, আর মিথ্যে বোলো না। আর কোন মিথ্যা নয়।"

বাচ্চাটা নড়ে উঠলো, ঘুম ভাঙতে চলেছে। সাবধানে তাকে অ্যানার কোল থেকে তুলে নিলো টম। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। মেয়েকে দুলিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে, বিড়বিড় করে কিছু একটা গেয়ে শোনাচ্ছে তাকে। ঠিক কি বলছে, শুনতে পেলাম না আমি। অ্যানার মাথা ঝুঁকে গেছে নিচের দিকে। দুই চোখে পানির বন্যা। টপটপ করে টেবিলের ওপর আছড়ে পড়ছে সেগুলো।

"কোথায় ওটা?" আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ালো টম, "ফোনটা কোথায়, অ্যানা? তোমার কাছে?" আমার দিকে ঘুরে তাকালো সে।

"কোন ফোনের ব্যাপারে জানি না আমি।" বললাম তাকে, অ্যানা যদি আরেকটু আগে আমাকে বলতো এই ব্যাপারে!

"অ্যানা?" আমাকে উপেক্ষা করলো সে, "র‍্যাচেলকে দিয়েছো তুমি ওটা?"

মাথা নাড়লো অ্যানা।

"কোথায় তাহলে?"

"ফেলে দিয়েছি।" বলল সে, "বেড়ার ওপর দিয়ে, রেললাইনের পাশে।"

"লক্ষ্মী মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে..." অন্যমনস্ক হয়ে বলল, উপায় বের করার চেষ্টা করছে। পরের পদক্ষেপটা কি নেবে ঠিক করার চেষ্টা করছে। আমার দিকে সামান্য তাকিয়ে অন্যদিকে মুখ ফেরালো সে। প্রথমবারের মতো তাকে পরাজিত মনে হলো।

অ্যানার দিকে ফিরলো আবার, "তুমি সব সময় ক্লান্ত থাকতে। তোমার আগ্রহই ছিলো না ওসবে। সব চিন্তা ছিলো তোমার বাচ্চাকে নিয়ে। ঠিক না? সব সময় নিজের কথা ভেবেছো তুমি। নিজের কথা!"

আবারও নিজের অবস্থান ওপরে তুলে নিয়েছে সে, ফিরে পেয়েছে গতি। "আর মেগান খুবই...মানে, সহজলভ্য ছিলো। প্রথমে ওর বাড়িতে হয়েছিলো ব্যাপারটা," বলে যাচ্ছে সে, "কিন্তু স্কট জেনে ফেলবে এই ভয়ে তটস্থ থাকতো সবসময়। কাজেই আমরা সুয়্যানে দেখা করা শুরু করলাম। তোমার নিশ্চয় মনে আছে সেসব দিনের কথা? আমাদের শুরু যেখানে, যখন ক্রেনহ্যামের সেই বাড়িতে যেতাম আমরা? তুমি বুঝবে।" কাঁধের ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকালো সে, "অ্যানা আর আমি প্রথমদিকে ওখানেই দেখা করতাম। পুরনো মধুর দিনগুলোতে।"

এক হাত থেকে আরেক হাতে বাচ্চাটাকে নিলো সে। কাঁধে ঘুমাতে দিয়েছে, "তোমার মনে হচ্ছে আমি নিষ্ঠুরের মতো কথা বলছি? উঁহু...সত্য বলছি আমি। ঠিক যেমনটা তুমি চেয়েছিলে। তাই না, অ্যানা? তুমি আমাকে বলেছো মিথ্যা না বলতে।"

মাথা তুললো না অ্যানা। টেবিলের ওপরটা ধরে রেখেছে, শরীর শক্ত হয়ে গেছে তার।

BanglaBook.org

সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেললো টম, "সত্যি বলছি আমি।" আমার সাথে কথা বলছে এখন সে, সরাসরি তাকিয়ে আছে আমার দিকে, "তোমার কোন ধারণাই নেই তোমার মতো মানুষের সাথে মানিয়ে চলা কতোটা বিরক্তিকর। আর বাল...আমি চেষ্টা কম করিনি। অনেক চেষ্টা করেছি তোমাকে সাহায্য করতে। তোমাদের দু-জনকেই...মানে, দু-জনেই ভালোবেসেছিলাম আমি। কিন্তু কি আর করার ছিলো আমার? তোমরা দু-জনই যে অবিশ্বাস্যরকমের দুর্বল!"

"জাহান্নামে যাও, টম!" চিৎকার করে টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ালো অ্যানা, "ওর পর্যায়ে নামিয়ে আনবে না তুমি আমাকে!"

ওর দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম টম আর অ্যানাকে কি চমৎকার মানিয়েছে। আমার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর সে, আর এজন্যই কথাটা সহ্য করতে পারেনি। তার স্বামি খুনি আর প্রতারক সেটা নিয়ে তার আপত্তি দেখা যায়নি, কিন্তু আমার সাথে তার তুলনা? এটা সে নিতে পারলো না।

ওর পাশে চলে গেলো টম, "আমি দুঃখিত, ডার্লিং। অমন করে বলাটা আমার উচিত হয়নি।" ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিলো অ্যানা। আমার দিকে তাকালো টম, "আমার সর্বোত্তম চেষ্টা আমি করেছি, র‍্যাচেল। ভালো একজন স্বামি হতে চেষ্টা করেছিলাম আমি। অনেক মাতলামি আর পাগলামি সহ্য করেছি তোমার। তোমাকে ঠকানোর আগে প্রচুর সহ্য করেছি ওসব।"

"মিথ্যে বলেছিলে তুমি আমাকে। বুঝিয়েছিলে সব আমার দোষ। বিশ্বাস করিয়ে ছেড়েছিলে আমি কারও যোগ্য নই, আমাকে কষ্ট পেতে দেখেছো, আমাকে–"

কাঁধ ঝাঁকালো সে, "তোমার কোন ধারণা আছে কি পরিমাণ একঘেয়ে হয়ে উঠেছিলে তুমি, র‍্যাচেল? কতোটা কুৎসিত হয়েছো? সকালে বিছানা থেকে নেমে আসার ইচ্ছেটুকু তোমার হতো না। কারণ? তোমার মন খারাপ থাকতো। গোসল করা বা তোমার চুলগুলো পরিস্কার করার ইচ্ছে পর্যন্ত তোমার ছিলো না। খোদা! ধৈর্য হারিয়েছিলাম যে, সেটা কি খুব অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার? মোটেও বিস্ময়কর কিছু ছিলো না সেটা, বুঝলে! নিজের সন্তুষ্টির জন্য অন্য কোন পথ বেছে নিতে হয়েছিলো আমাকে। দোষ দেবে তো? নিজেকে দোষ দাও, র‍্যাচেল।"

রাগ থেকে উদ্বেগে পাল্টে গেলো তার চেহারা, অ্যানার দিকে ঘুরেছে। "অ্যানা, তোমার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা ছিলো, খোদার কসম! মেগানের সাথে যা করেছি ওটা–ওটা শুধুই আনন্দের জন্য। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সঙ্গিনি সে নয়, স্বীকার করছি। তবে আমার একটু মুক্তির দরকার ছিলো। এতটুকুই। আমাদের সম্পর্কটা অনন্তকালের ছিলো না। আমাদের পরিবারের মধ্যে চলে আসার কথা ছিলো না তার, তোমার-আমার মধ্যে বাঁধা হয়ে দাঁড়ানোর কোন সম্ভাবনা ছিলো না। এটা তোমাকে বুঝতে হবে।"

"তুমি..." কিছু একটা বলার চেষ্টা করলো অ্যানা।

BanglaBook.org

এক হাত ওর কাঁধে রেখে আল্‌তো করে চাপ দিলো টম, "বলো, ডার্লিং?"

"ইভির দেখাশোনা করানোর জন্য তাকে এনেছিলে তুমি।" থুতু ছুঁড়লো অ্যানা, "এখানে, আমাদের বাড়িতে যখন কাজ করছিলো, তখনও তার সাথে বিছানায় যাচ্ছিলে তুমি...যখন আমাদের বাচ্চার দেখাশোনা করতে আসছিলো সে?"

হাত সরিয়ে ফেললো সে, চোখেমুখে পরিষ্কার লজ্জা ফুটিয়ে তুলেছে, "খুবই খারাপ একটা কাজ করে ফেলেছি। আমি ভেবেছিলাম...সত্যি বলতে কি, আমি কিছুই ভাবছিলাম না। আমার ভুল হয়েছিলো, পুরো ব্যাপারটাই ছিলো ভুল।" মুখোশের আড়ালে চেহারা নিয়ে গেছে সে আবার, দু-চোখে রাজ্যের নিষ্কলুসতা, "তখন আমি জানতাম না, অ্যানা। বিশ্বাস করো, তখন আমি জানতাম না সে একটা বাচ্চাকে খুন করে এসেছে। তাহলে ওকে কখনোই ইভির দেখাশোনা করাতে আনতাম না। বিশ্বাস করো?"

কোন রকম আগাম সঙ্কেত না দিয়েই লাফিয়ে উঠলো অ্যানা। বিকট এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়েছে চেয়ার। চমকে উঠলো বাচ্চা মেয়েটাও।

"আমার কাছে দাও ওকে! আমার কাছে দাও!" বলল ও, দু-হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সামনে।

তার কাছে বাচ্চাটাকে দিলো না টম, একটু সরে গেলো পেছনে।

"এখনই, টম! আমার কাছে দাও ওকে। আমার কাছে দাও!"

হেটে সরে গেলো টম, বাচ্চাটাকে দোল খাওয়াচ্ছে, ফিসফিস করে কিছু একটা বলছে তাকে। আবারও ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছে তাকে। তারপর অ্যানা চিৎকার করতে শুরু করলো। প্রথমে *আমার কাছে দাও, আমার কাছে দাও*, তারপর বোঝার অযোগ্য একধরণের জান্তব চিৎকার। বাচ্চাটাও চেঁচিয়ে উঠলো তারস্বরে। টম তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে, অ্যানাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করছে সে। কাজেই মহিলাকে শান্ত করার দায়িত্বটুকু আমাকেই নিতে হলো। টেনে বাইরে আনলাম তাকে। নিচু গলায় জরুরি ভঙ্গিতে কথা বললাম তার সাথে।

"তোমাকে শান্ত হতে হবে, অ্যানা! আমার কথা বুঝতে পারছো? তোমাকে শান্ত হতে হবে, আমি চাই ওর সাথে কথা বলো তুমি। একটুখানি সরিয়ে রাখো ওর মনোযোগ। আমাকে একবার পুলিশে ফোন করতে দাও, ঠিক আছে?"

দু-পাশে মাথা নাড়ছে সে, সারা শরীর কেঁপে উঠছে তার। আমার হাত খামচে ধরলো, ত্বকের ভেতরে দেবে যাচ্ছে তার নখগুলো।

"কিভাবে পারলো ও?"

"অ্যানা, আমার কথা শোনো। ওকে একটুখানি ব্যস্ত রাখো তুমি।"

অবশেষে আমার দিকে তাকিয়ে দ্রুত মাথা নাড়লো সে। "ঠিক আছে।"

"শুধু...আমি জানি না। এই দরজা থেকে সরিয়ে রাখো ওকে। একটু ব্যস্ত রাখো, প্লিজ।"

BanglaBook.org

ভেতরে চলে গেলো সে। লম্বা করে শ্বাস নিলাম। স্লাইডিং ডোর থেকে কয়েক পা সরে গেছি। বেশিদূরে নয়, লনের ওপর এসে দাঁড়িয়েছি। ওরা এখনও রান্নাঘরে। আরেকটু দূরে সরে এলাম আমি।

বাতাস বইছে, গরম পরিবেশটা ভেঙে পড়ছে আস্তে আস্তে। বৃষ্টির গন্ধ পেলাম বাতাসে। গন্ধটা খুবই পছন্দ আমার। পেছনের পকেটে হাত দিয়ে মোবাইলটা বের করে আনলাম। হাত কাঁপছে খুব। কিপ্যাড আনলক করতেই পারলাম না। দ্বিতীয় প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হলো, তৃতীয়বারের মাথায় খুলতে পারলাম। এক মুহূর্তের জন্য ডিটেক্টিভ রাইলিকে ফোন করার কথা ভাবলাম আমি, হাজার হলেও পরিচিত একজন পুলিশ অফিসার। কল লগ বেয়ে নেমে গেলাম, কিন্তু উনার নাম্বারটা পেলাম না। হাল ছেড়ে দিয়ে ট্রিপল নাইনে ডায়াল করতে গেলাম। দ্বিতীয়বার নাইন স্পর্শ করার সময় মেরুদণ্ডের ঠিক নিচে জোরালো একটা লাথি অনুভব করলাম।

ঘাসের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছি, বুকের ভেতর থেকে সব বাতাস বের হয়ে গেলো। হাত থেকে ছিটকে গেছে ফোনটা। হাটুতে ভর দিয়ে উঠছি, বুকের খাঁচায় বাতাস ঢোকার আগেই টম তুলে নিলো ওটা।

"ধীরে, র‍্যাচ। ধীরে..." বলল সে, আমার এক বাহু ধরে জোর খাটিয়ে টেনে তুলল, "বোকার মতো কিছু করতে যেও না।"

ঘরে ফিরিয়ে আনলো সে আমাকে, বাধা দিলাম না। জানি, এই মুহূর্তে লড়াই করার মানে হয় না। পালাতে আমি পারবো না। দরজার ভেতরে ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো আমাকে। পেছনের স্লাইডিং ডোরটা সপাটে লাগিয়ে দিলো, তালা মেরে দিলো তারপর। চাবিটা রান্নাঘরের টেবিলে আছড়ে ফেললো।

অ্যানা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। ছোট্ট একটা হাসি দিলো আমার উদ্দেশ্যে। পুলিশে ফোন করতে যাচ্ছি এই তথ্যটা টমকে কেন দিলো মহিলা? বুঝলাম না। বাচ্চার জন্য রাতের খাবার রান্না করতে শুরু করেছে অ্যানা। কেতলিটা তুলে চুলোতে বসিয়ে দিলো। আমাদের বাকিদের জন্য চা বানাচ্ছে। পরিবেশটা এতেঠই ঘরোয়া, মনে হলো চাইলেই ওদের গুডবাই বলতে পারি, তারপর রাস্তায় নেমে যেতে পারি আমি। কাজটা করার জন্য পা নিশপিশ করছিলো আমার, কয়েক পা এগিয়েও গেলাম।

পথরোধ করে দাঁড়ালো টম। আমার গলায় চেপে বসেছে তার হাত। সামান্য একটু চাপ দিলো সেখানে।

"তোমাকে নিয়ে এখন কি করবো আমি, বলো তো, র‍্যাচ?"

BanglaBook.org

মেগান

• • •

শনিবার, ১৩ই জুলাই, ২০১৩

সন্ধ্যা

গাড়িতে ওঠার আগে খেয়ালই করিনি ওর হাতে রক্ত লেগে আছে।

"হাত কেটে ফেলেছো তুমি।" বললাম তাকে।

উত্তর দিলো না সে, হাতের গিঁটগুলো স্টিয়ারিংয়ের ওপর শক্ত হয়ে চেপে বসে আছে।

"টম, তোমার সাথে কথা বলা দরকার আমার।" বন্ধুভাবাপন্ন কণ্ঠে আলাপ চালানোর চেষ্টা করলাম। "তোমাকে জ্বালাতন করার জন্য দুঃখিত, কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই লাগে, হঠাৎ উধাও হয়ে গিয়েছিলে তুমি!"

"দুঃখপ্রকাশ করতে হবে না তোমাকে," বলল সে, "আসলে, তোমার ওপর রেগে নেই আমি। আরেকটা ব্যাপার...আরেকটা ব্যাপারে মেজাজটা খারাপ হয়ে আছে।" আমার দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলো সে, ব্যর্থ হলো পুরোপুরি, "এক্স-ওয়াইফ নিয়ে ঝামেলা। জানোই তো কেমন হয় এসব।"

"তোমার হাতে কি হয়েছে?" জানতে চাইলাম।

"এক্স-ওয়াইফ নিয়ে ঝামেলা।" আবারও বলল সে, কেমন এক গা শিউরানো কণ্ঠে। করলি উডের বাকি পথটা চুপচাপ পার হলাম আমরা।

পার্কিংলটের শেষ প্রান্তে গিয়ে থামলাম। এখানে আগে কখনও আসা হয়নি আমার। আশেপাশে কোথাও কেউ নেই। সন্ধ্যার দিকে থাকেও না। কখনও কিছু কিশোর বিয়ারের ক্যান নিয়ে বসে হয়তো। আজকে তারাও নেই।

ইঞ্জিন বন্ধ করে আমার দিকে ঘুরে তাকালো টম, "হুম, কি যেন বলতে চাইছিলে।"

ওর গলায় এখনও রাগ, তবে আগের মতো তীব্র নয়। তারপরও একটু আগের অভিজ্ঞতার পর কোন রেগে থাকা পুরুষের পাশে বসে থাকতে খুব একটা ভালো লাগার কথা না আমার। কাজেই স্বাভাবিক হাটা যায় কি-না জানতে চাইলাম। চোখ ঘুরিয়ে রাজি হলো সে।

বাইরেটা এখনও উষ্ণ, গাছের নিচে ডাঁশপোকাদের আখড়া, সূর্যের আলো আসছে লতা-পাতার ফাঁক দিয়ে। পথের ওপর অদ্ভুত আলোর খেলা। মাথার ওপর দোয়েল ডাকছে রাগতভঙ্গিতে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ হাটলাম আমরা। আমি সামনে, একটু পেছনে টম। কি বলতে

BanglaBook.org

হবে ভাবার চেষ্টা করছি। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে যাক চাই না। বার বার মনে করিয়ে দিলাম নিজেকে, আমি সঠিক কাজটা করতে চলেছি এখন।

ঘুরে দাঁড়ালাম, খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সে। আমার কোমর জড়িয়ে ধরলো, "এখানে? এটাই চাও তুমি?"

"না," সরে আসলাম সামান্য, "ওসব না।"

ক্রমশ সরু হয়ে উঠেছে পথ, হাটার গতি কমালাম। আমার সাথে তাল মিলিয়ে গতি কমালো সে-ও।

"তাহলে কি?"

বুক ভরে শ্বাস নিলাম, এখনও ব্যথা করছে গলা। "আমি প্রেগন্যান্ট।"

কোন প্রতিক্রিয়া নেই ওর মুখে, একদম শূন্য। মনে হলো ডেনটিস্টের সাথে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে–এমন কোন খবর দিয়েছি ওকে।

"অভিনন্দন!" বলল সে।

আরেকবার শ্বাস নিলাম, "টম, তোমাকে এটা বলছি কারণ...মানে, বাচ্চাটা তোমার হতে পারে এমন একটা সম্ভাবনা আছে।"

আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলো সে, তারপর হাসলো, "আচ্ছা? কি সৌভাগ্য আমার! তাহলে? আমরা পালিয়ে যাবো এখান থেকে, আমরা তিনজন? তুমি, আমি আর আমাদের সন্তান? যাবো কোথায়? স্পেনে?"

"আমার মনে হয়েছিলো তোমার জানা দরকার, কারণ–"

"অ্যাবর্শন করে ফেলো।" বলল সে, "মানে, বাচ্চাটা তোমার স্বামির হলে ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছে তাই করতে পারো। কিন্তু আমার হলে, ঝেড়ে ফেলো ওটাকে। সিরিয়াসলি, বোকামি কোরো না, আরেকটা বাচ্চা নেওয়ার ইচ্ছে নেই আমার।" আমার মুখের এক পাশে আঙুল বোলালো সে, "আরেকটা কথা বলতে হচ্ছে বলে দুঃখিত, কিন্তু তুমি ঠিক মাতৃস্নেহ উথলে পড়া কোন মেয়ে নও, মেগ্‌স।"

"তুমিও ইচ্ছে করলে বাচ্চাটার দায়িত্ব নিতে পারো..."

"আমার কথা শুনতে পাওনি, নাকি?" হঠাৎই ধমকে উঠলো সে, ঘুরে দাঁড়িয়ে গাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেছে, "মা হিসেবে তুমি জঘন্য হবে, মেগান। ঝেড়ে ফেলো বাচ্চাটাকে।"

পেছন থেকে ছুটে গেলাম, প্রথমে জোরে হেটে, তারপর দৌড়ে। কাছাকাছি পৌছে জোরে ধাক্কা দিলাম তাকে। চিৎকার করলাম ওর উদ্দেশ্যে, ওর মুখের চামড়া খামচে উঠিয়ে ফেলতে চাইলাম। সে শুধু হাসলো। অনায়াসে সরিয়ে রাখতে পারলো আমাকে। নোংরা গালি দিলাম ওকে, ওর পুরুষত্ব নিয়ে অপমান করলাম, ওর একঘেয়ে বউ আর কুৎসিত বাচ্চা নিয়ে যা তা বললাম।

জানি না এত রেগে গেলাম কেন। আর কি আশা করেছিলাম? রাগ করবে টম,

BanglaBook.org

ভেবেছিলাম, নতুবা উদ্বিগ্ন হবে, বা মন খারাপ করবে খুব। কিন্তু এটা আশা করিনি আমি। প্রত্যাখ্যান না, একেবারে অস্বীকার করে বসেছে সে। ও চায় আমি চলে যাই, আমার বাচ্চা আর আমি ওর জীবন থেকে চলে যাই, এমনটাই চায় সে!

চিৎকার করে বললাম, "আমি তোমার জীবন থেকে যাবো না, তোমাকে এর খেসারত দিতে হবে। তোমার বাকি জীবন ধরে খেসারত দিতে হবে এর জন্য..."

এখন আর হাসছে না সে। আমার দিকে এগিয়ে আসছে। হাতে একটা কিছু ধরে আছে এখন।

পড়ে গেছি আমি, পিছলে গেছি মনে হয়। মাথা ঠুকে গেছে কিছুর সাথে। অসুস্থ হয়ে পড়েছি হঠাৎ করে। সবকিছু লাল হয়ে এসেছে। উঠতে পারছি না আমি

একটা দোয়েল মানে দুঃখ, দুটো হলে খুশির খবর, তিনটে মানে একটি মেয়ে...তিন নম্বরে আটকে গেলাম, আর মনে করতে পারছি না। শব্দে ভরে আছে আমার মাথা, মুখভর্তি রক্ত। দোয়েলগুলো হাসছে, আমাকে নিয়ে উপহাস করছে, কর্কশ তাদের কণ্ঠ।

একটা খবর।

খারাপ খবর।

ওদের দেখতে পাচ্ছি এখন, সূর্যের বিপরীতে কালো হয়ে আছে। পাখিগুলো নয়, আর কিছু।

আর কেউ আসছে।

আর কেউ কথা বলছে আমার সাথে।

দ্যাখো এখন, আমাকে কি করতে বাধ্য করলে তুমি!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

র‍্যাচেল

• • •

রবিবার, ১৮ই আগস্ট, ২০১৩

বিকেল

লিভিংরুমে ত্রিভুজাকারে বসে আছি আমরা। সোফায় টম, চমৎকার একজন বাবা আর দায়িত্বশীল একজন স্বামি। কোলে বাচ্চাকে নিয়ে আছে, পাশে বসে আছে তার স্ত্রি। প্রাক্তন স্ত্রিটি বসেছে তাদের সামনে। চা খাচ্ছে। খুবই সামাজিক একটি দৃশ্য।

চামড়ার আর্মচেয়ারে বসে আছি আমি। বিয়ের পর দম্পতি হিসেবে আমাদের কেনা প্রথম আসবাব ছিলো এটি। বিলাসবহুল, মাখনের মতো নরম আর আরামদায়ক একটা চেয়ার। এটা ডেলিভারি পাওয়ার পর বাচ্চাদের মতো খুশি হয়ে উঠেছিলাম আমি। মাঝে মাঝে কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে থাকতাম এখানে। নিজেকে নিরাপদ আর সুখি মনে হতো তখন।

ভাবতাম, বিয়েও এমন। নিরাপদ, উষ্ণ আর আরামদায়ক।

আমাকে দেখছে টম, ভ্রু কুঁচকে আছে তার। কিভাবে পরিস্থিতি সামলাবে ভাবছে হয়তো। দেখেই বোঝা যায় অ্যানাকে নিয়ে তার কোন উদ্বেগ নেই। তার সমস্যা হলাম আমি।

"ও অনেকটা তোমার মতো ছিলো।" হঠাৎই বলে উঠলো স্ত্রি, সোফায় হেলান দিয়েছে। কোলের বাচ্চাটাকে আরেকটু আরামদায়ক অবস্থানে নিয়ে এলো, "বেশ, অনেকটা তোমার মতো ছিলো, আবার ছিলোও না। তবে তোমার এই একটা বৈশিষ্ট্য তার ছিলো, অগোছালো। তুমি জানো আমার এসব সহ্য হয় না।" আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো সে, "চকচকে বর্মখচিত নাইট, আমি।"

"তুমি কারও নাইট না," সোজাসাপ্টা বলে দিলাম।

"আহ্, র‍্যাচ ভুলে গেছো সব? অনেক দুঃখ ছিলো তোমার, সবেমাত্র তোমার আব্বু মারা গেছিলো। আর চাইছিলে কেউ একজন বাড়িতে আসুক, একজন ভালোবাসুক তোমাকে। আমি তো সবই দিয়েছি ওসব, তাই না? তুমি ধরে রাখতে পারোনি সে তো তোমার দোষ। সেজন্য আমাকে দায়ি করতে পারো না তুমি।"

"তোমাকে অনেক কিছুর জন্যই দায়ি করতে পারি আমি, টম।"

"না, না।" একটা আঙুল নড়াল সে, "ইতিহাসের পুণর্লিখন না করি আমরা। তোমাকে ভালোভাবে রেখেছিলাম আমি। ভালো ব্যবহার করেছিলাম। মাঝে মাঝে...বেশ, তুমি বাধ্য করেছ তোমার গায়ে হাত তুলতে। কিন্তু তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করেছিলাম আমি। যত্ন নিয়েছিলাম তোমার।"

BanglaBook.org

প্রথমবারের মতো টের পেলাম আমাদের যেভাবে মিথ্যে বলতো, ঠিক সেভাবেই নিজের কাছেও মিথ্যে বলে গেছে সে। বিশ্বাস করে প্রতিটা শব্দ উচ্চারণ করছে এখন। ও আসলেই বিশ্বাস করে আমার সাথে ভালো ব্যবহার করতো।

আচমকা কেঁদে উঠলো বাচ্চাটা, তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। অজান্তেই দাঁড়িয়ে গেলো অ্যানা, "ওর কাপড় পাল্টাতে হবে।"

"এখন না।"

"ভিজিয়ে ফেলেছে সব, টম। পাল্টাতে হবে কাপড়। নিষ্ঠুরের মতো কথা বোলো না।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অ্যানার দিকে তাকালো সে, তবে বাচ্চাটাকে তার হাতে তুলে দিলো। অ্যানার চোখে চোখে তাকানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার দিকে তাকালও না সে। ওপরের তলায় যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিলো সে, আমার হৃদপিণ্ড গলার কাছে লাফিয়ে উঠতে শুরু করে, পরমুহূর্তেই স্বস্তির সাথে দেখলাম টম ওর একটা হাত ধরে ফেলেছে।

"এখানেই পাল্টাও। ন্যাপি পাল্টাতে ওপরে যাওয়া লাগবে কেন?"

রান্নাঘরে ঢুকে বাচ্চাটার ন্যাপি খুলে টেবিলে রাখলো অ্যানা। বর্জ্যের গন্ধে ঘরটা ভরে গেছে। পেটের ভেতরে পাক দিয়ে উঠলো আমার।

"কেন, টম? এটা তো আমাদের বলবে তুমি? কেন খুন করলে মেগানকে?" অ্যানার হাত পেছনে থেমে গেছে, টের পেলাম। ঘরটা এখনও নিশ্চুপ, বাচ্চাটার দুর্বোধ্য মৃদু শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই এখানে।

মাথা নাড়লো টম, "তোমার মতো ছিলো ও, র‍্যাচেল। কোন কিছু ছেড়ে দিতে শেখেনি। বুঝতে শেখেনি কখন তার অংশটুকু শেষ হয়ে গেছে। ও একদমই...কথা শুনলো না মেয়েটা। সব সময় কিভাবে আমার সাথে ঝগড়া করতে মনে আছে তো? সব সময় শেষ কথাটা তুমিই বলতে চাইতে, মনে আছে? মেগান অনেকটা অমন ছিলো, আমার কথা সে শুনলো না।"

সামনে ঝুঁকে এলো সে, দু-হাত হাটুতে, "যখন শুরু করেছিলাম, নিছক মজা করার জন্যই। ব্যাপারটা ছিলো শুধুই শারীরিক ভালোবাসার। আমার মনে হতো এমনটাই ভাবে সে-ও। তারপর হঠাৎ কী যে হলো, মত পাল্টে ফেললো সে। স্কট তার সাথে একটু খারাপ ব্যবহার করলো কি করলো না, আমার সাথে এসে ঘ্যান ঘ্যানানি। একঘেয়েমির শিকার হলেই আমার কাছে এসে প্যান প্যান। চলো, আমরা চলে যাই কোথাও। চলো, সব নতুন করে শুরু করি। অ্যানা আর ইভিকে ছেড়ে চলে যেতে বলতো সে, যেন আমি তেমনটা করবো কখনও! তার মনমতো কিছু না পেলেই রেগে যেত খুব। হুমকি দিতো আমার বাড়িতে এসে অ্যানাকে সব বলে দেওয়ার।

BanglaBook.org

"তারপর আচমকা থেমে গেলো জ্বালাতন। কী যে স্বস্তি পেয়েছিলাম বলার মতো না। মনে হয়েছিলো মাথা থেকে আমার ভুত ভেগেছে ওর। কিন্তু না, ওই শনিবার আমাকে ফোন দিয়ে বসলো। মেসেজে জানালো কথা বলতে চায় আমার সাথে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলার আছে তার...ইত্যাদি। যথারীতি এড়িয়ে গেলাম তাকে। তখন হুমকি দেওয়া শুরু করলো। বাড়িতে চলে আসার হুমকি দিলো আবার, এবার আমি একটু ভয় পেলাম। সেদিন অ্যানার বের হওয়ার কথা। বান্ধবিদের সাথে দেখা করতে যাবে সে, আমি বাচ্চা সামলাবো। এমনটাই ঠিক হয়েছিলো। মনে আছে, ডার্লিং? প্রথমে ঠিক করলাম এটা কোন সমস্যা হবে না। অ্যানা থাকবে না, বাড়িতে আসুক না মেগান! আমি কথা বলে ওকে নিরস্ত করবো। বোঝাবো ওকে। কিন্তু তারপর তুমি এলে, র‍্যাচেল। আর সবকিছু ভজঘট পাকিয়ে দিলে।"

সোফায় হেলান দিলো সে, দু-পা ছড়িয়ে বসেছে। বিশালদেহি লোক, প্রচুর জায়গা লাগলো।

"তোমার জন্য...পুরো ঘটনাটা তোমার জন্য ঘটেছে, র‍্যাচেল। অ্যানা আর তার বান্ধবিদের সঙ্গে ডিনারে যেতে পারলো না। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এলো সে। রেগে বোম হয়ে ছিলো, স্টেশনের বাইরে তোমাকে দেখেছে। কোন এক লোকের সাথে মাতাল হয়ে ঢলাঢলি করছো। ওর ভয় হলো আমাদের বাড়িতে এসে হানা দেবে তুমি। ইভির জন্য ভয় হচ্ছিলো তার।"

"কাজেই, মেগানের সাথে সব ঠিক করার পরিবর্তে আমাকে বের হয়ে আসতে হলো তোমার সাথে ক্যাচাল মেটাতে!" ঠোঁট বেঁকে গেলো তার, "খোদা, দেখতেই ময়লার স্তুপের মতো লাগছিলো তোমাকে, মুখ থেকে ভুড়ভুড়ে গন্ধ আসছিলো ওয়াইনের। আর সেই অবস্থায় আমাকে চুমু খেতে চেষ্টা করেছিলে, মনে পড়ে?"

দম বন্ধ হয়ে মারা যাওয়ার ভান করলো সে, তারপর ফেঁটে পড়লো হাসিতে। তার সাথে গলা মেলালো অ্যানা। জানি না তার কাছে বিষয়টা মজার মনে হয়েছে তাই, নাকি টমকে শান্ত রাখতে এমনটা করতে বাধ্য হলো?

"তোমাকে পরিস্কার করে একটা কথা বোঝানোর দরকার ছিলো আমার–তোমাকে আমার বা আমার পরিবার বা আমার বাড়ির ধারেকাছেও দেখতে চাই না আমি। রাস্তায় যাতে সিন ক্রিয়েট করতে না পারো তাই তোমাকে নিয়ে গেছিলাম আন্ডারপাসে। তোমাকে বলেছিলাম সরে থাকতে। কান্নাকাটি লাগিয়ে দিয়েছিলে তখন, ঘ্যান ঘ্যানানি চলছিলো সমানে। কাজেই তোমার মাথায় একটা ঘুষি মেরে ঘ্যান ঘ্যান থামাতে হলো।" দাঁতে দাঁত পিষে কথা বলছে সে, এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি ওর চোয়ালের পেশি শক্ত হয়ে এসেছে। "মেজাজ একেবারেই খারাপ হয়ে গেছিলো আমার। চাইছিলাম তোমরা সবাই আমার জীবন থেকে সরে থাকো, তুমি, মেগান। আমার একটা পরিবার আছে, আমার একটা সুন্দর জীবন আছে।"

BanglaBook.org

অ্যানার দিকে তাকালো। বাচ্চাটাকে শিশুদের উঁচু চেয়ারে বসাচ্ছে সে। "জীবনে তুমি আসার পরও, মেগান আসার পরও, আমার জীবনটা সুন্দর করে সাজাতে পেরেছি আমি।

"এর কিছুক্ষণ পরেই মেগানকে দেখলাম, সরাসরি ব্লেনহাইম রোড ধরে হাটছে। ওকে বাড়ি পর্যন্ত পৌছে দিতে পারতাম না, অ্যানার সাথে কথা বলতে দিতে পারতাম না আমি। কাজেই অন্য কোথাও গিয়ে কথা বলার প্রস্তাব দিলাম। আমার উদ্দেশ্যও অমনই ছিলো, কথা বলার। এর বেশি কিছু করার ইচ্ছে আমার ছিলো না। গাড়িতে উঠে করলি উডসে গেলাম, ওখানে আগেও মাঝে মাঝে গেছিলাম আমরা। নীতিটা সহজ-সরল। ঘর ভাড়া না পেলে মেয়েকে নিয়ে গাড়ির মধ্যে লাগাও।"

সোফা থেকেই টের পেলাম, কেঁপে উঠেছে অ্যানা।

"বিশ্বাস করবে অ্যানা? সেদিন যা ঘটেছে, তার কিছুই আমার ইচ্ছায় ঘটেনি।" তার দিকে একবার তাকিয়ে নিজের হাতের তালুতে চোখ বোলাল, "বাচ্চাটা নিয়ে হাবিজাবি বলছিলো, ও জানতো না বাচ্চাটা আমার না, স্কটের। সব কিছু প্রকাশ করে দিতে চাইছিলো সে। বললাম, বাচ্চাটা আমার হলে তো এসব মেনে নিতে কোন সমস্যা নেই, কিন্তু ওটা তো আর আমার না। ওকে বলছিলাম, 'তোমার বাচ্চা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। আমার সংশ্লিষ্টতা দেখি না এ ব্যাপারে।' " মাথা নাড়লো টম, "মন-মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো মেগানের, আর মেগানের মেজাজ র‍্যাচেলের মতো না। কান্নাকাটির ধার ওই মেয়ে ধারতো না, চিৎকার করছিলো সে, জঘন্য সব কথা বলছিলো। সরাসরি অ্যানার কাছে যেতে চাইছিলো, তাকে এড়িয়ে যাওয়া চলবে না, বলছিলো। বলেছিলো তার বাচ্চাকে আমি এড়িয়ে যেতে পারবো না...ওহ্ গড! থামার নমুনাই ছিলো না তার। তাই...আমি জানি না, ওকে চুপ করাতে হতো আমার। একটা পাথর তুলে নিলাম..." ডানহাতের দিকে তাকালো সে, যেন এখনও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সব, দীর্ঘশ্বাস ফেললো জোরে, "আর আমি শুধু..." চোখ বন্ধ করে ফেললো সে, "একবার মাত্র মেরেছিলাম, কিন্তু ও..." গাল ফুলিয়ে ধীরে ধীরে শ্বাসটা ছেড়ে দিলো সে। "ওকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্য আমার ছিলো না, কিন্তু ঝরঝর করে রক্ত পড়ছিলো ওর মাথা থেকে। কাঁদছিলো সে, ভয়াবহ শব্দ বের হচ্ছিলো ওর গলা থেকে। বুকে হেঁচরে হেঁচরে আমার থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছিলো...আমার আর কিছুই করার ছিলো না। শেষ করতে হতো ব্যাপারটা।"

সূর্য ডুবে গেছে। ঘরটা অন্ধকার। টমের নিঃশ্বাস ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। শেষ কখন ট্রেনের শব্দ শুনেছি মনে করতে পারলাম না।

"ওকে গাড়ির বুটের মধ্যে ভরে ফেললাম," বলে চলল সে, "বনের আরও গভীরে ঢুকে পড়লাম তারপর। আশেপাশে কেউ ছিলো না। কাজেই খুঁড়তে হলো

BanglaBook.org

আমাকে...” ভাসা ভাসা নিঃশ্বাস নিচ্ছে সে এখন, “খালি হাতে খুঁড়তে হলো কবর। ভয় করছিলো খুব, কেউ যদি চলে আসে! ব্যথা পাচ্ছিলাম, মাটিতে লেগে নখ উপড়ে গেছিলো কয়েকটা। অনেক সময় লেগেছিলো কাজটা শেষ করতে। মাঝে একবার থেমে অ্যানাকে ফোন করে বলতে হলো, তোমাকে খুঁজতে বের হয়েছি আমি।”

গলা পরিষ্কার করলো সে, “মাটি নরম ছিলো, কিন্তু যতটা চাইছিলাম ততটা গভীর করতে পারলাম না গর্তটা। কেউ চলে আসবে এই ভয়ে ছিলাম তো! ভেবেছিলাম পরে আবারও তার লাশটা সরিয়ে ফেলতে পারবো আমি। যখন সবকিছু থিতিয়ে আসবে আর কি...অন্য কোথাও, আরও ভালো কোন জায়গাতে ওকে কবর দিতাম। কিন্তু এরপর টানা বৃষ্টি পড়া শুরু করলো, আর সুযোগ এলো না।”

আমার দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালো সে, “আমি জানতাম পুলিশ স্কটের পেছনে লাগবে। সব সময় আমাকে তার ব্যাপারে বলতো মেয়েটা। খুব সন্দেহবাতিক লোক ওই স্কট। সব সময় তার মেইল ঘাঁটে, সব সময় বউয়ের ওপর একটা চোখ রাখে। আমি ভেবেছিলাম...মানে, পরিকল্পনা ছিলো ওর বাড়িতে ফোনটা রেখে আসবো কোন এক সময়। বিয়ার খাওয়ার ছুতোতে গিয়ে রেখে আসা যেতো। প্রতিবেশি হিসেবে সান্ত্বনা দিতে তো হয়, তাই না? আসলে খুব ভালো করে ভাবতে পারিনি, পরিকল্পনা করার মতো অবস্থা আমার ছিলো না। পরিকল্পিতভাবে কাউকে খুন করিনি আমি, জঘন্য একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই ছিলো না ওটা।”

এরপরই টমের আচরণ পাল্টে গেলো। এই মেঘ এই রোদ্দুর অবস্থা তার মাঝে। রান্নাঘরে ঢুকে অ্যানার কোল থেকে নিয়ে নিলো ইভকে।

“টম...” বাঁধা দিতে চাইলো সে।

“ঠিক আছে,” স্ত্রির দিকে তাকিয়ে হাসলো সে, “একটু কোলে নেই না ওকে?”

ফ্রিজ থেকে একটা বিয়ারের বোতল বের করে আনলো, “নেবে একটা?”

মাথা নাড়লাম।

“না, না নেওয়াই ভালো হবে মনে হয়।”

ওর কথা শুনতে পেলাম না ঠিকমতো। মাথায় ঝড়ের বেগে চিন্তা চলছে, ও নড়ে ওঠার আগে সামনের দরজায় কি পৌছাতে পারবো? যদি শুধু ছিটকানি তুলে দেওয়া থাকে তাহলে অবশ্যই পারবো। কিন্তু তালা দেওয়া থাকলে ঝামেলা হয়ে যাবে।

আচমকা সোজা হয়েই ছুটলাম, হলওয়ে ধরে দৌড়ে চললাম। আরেকটু হলে দরজার হাতলটা নাগালে পেয়ে যেতাম, তখনই মাথার পেছনে আছড়ে পড়লো বোতলটা। তীব্র যন্ত্রণা বিস্ফোরিত হলো খুলির পেছনে। নিমেষে সবকিছু সাদা হয়ে এলো। হাটুর ওপর আছড়ে পড়লাম। মুঠোয় করে আমার চুল ধরে টেনে নিয়ে চলল সে। লিভিংরুমে এনে ছেড়ে দিলে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকলাম। আমার কোমরের দু-

BanglaBook.org

পাশে পা ফাঁক দাঁড়িয়ে রইলো। মেয়েকে এখনও কোলে রেখেছে সে, কিন্তু অ্যানা টানাটানি শুরু করে দিলো এবার।

"আমার কোলে দাও ওকে, টম। তুমি ব্যথা দেবে ওকে। প্লিজ, আমার কাছে দাও ওকে?"

রাগত চোখে তাকালেও চিৎকার করতে থাকা বাচ্চাটাকে ওর হাতে তুলে দিলো টম। কিছু একটা বলছে ও। কি বলছে বুঝতে পারলাম না। পানির ভেতর দিয়ে যেন ভেসে এলো ওর কণ্ঠস্বর। শব্দগুলো শুনতে পাচ্ছি, তবে অর্থ বের করতে পারছি না। আমার সাথে কি হচ্ছে?

"ওপরে চলে যাও।" বলল সে, "বেডরুমে গিয়ে দরজা লাগিয়ে বসে থাকো। কাউকে ফোন করবে না, ঠিক আছে? কথার কথা বলছি না আমি, অ্যানা। কাউকে ফোন করবে না তুমি। ইভিকে এখানে রেখে ফোন করতে যে-ও না। সবকিছু জঘন্য হয়ে উঠুক এমনটা আমরা চাই না।"

আমার দিকে তাকালো না অ্যানা। বাচ্চাটাকে বুকে চেপে ধরে দ্রুত আমাকে টপকে দোতলায় চলে গেলো সে।

নিচু হলো টম, আমার জিনসের কোমর ধরে টেনে নিয়ে চলল। রান্নাঘরের মেঝেতে হেঁচরে পৌছালাম আমি, লাথি মারলাম প্রাণপনে। কিছু একটা ধরার চেষ্টা করলাম। কাজ হলো না। ভালোমত দেখতেও পাচ্ছি না। চোখ ভরে এসেছে পানিতে, সব কিছু ঝাপসা দেখছি। মেঝেতে টোকা লেগে মাথার ভেতরের ব্যথাটা সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বমির একটা চাপ তীব্রভাবে ধাক্কা দিলো আমাকে, সাদা, গরম একধরণের ব্যথা কপালের সাথে যুক্ত হলো।

তারপর আর কিছু মনে নেই আমার।

BanglaBook.org

অ্যানা

• • •

রবিবার, ১৮ই আগস্ট, ২০১৩

সন্ধ্যা

মেঝেতে পড়েছিলো ও, রক্ত ঝরছিলো সমানে। কিন্তু আমার মনে হলো ক্ষতটা মারাত্মক কিছু না, নোংরা কাজটা শেষ করেনি টম। আমি ঠিক নিশ্চিত না কিসের জন্য অপেক্ষা করছে সে। মেগানের চেয়ে এই কাজটা কঠিন হচ্ছে তার জন্য। এক সময় ওকে ভালোবাসতো তো

দোতলায় উঠে এলাম, ইভিকে শুইয়ে দিয়েছি। এটাই তো আমি চেয়েছিলাম, তাই না? এবার র‍্যাচেল চিরতরে বিদায় হবে। আর কখনও ফিরে আসবে না সে। কয়েক বছর ধরে এমন কিছু একটার স্বপ্ন দেখছি আমি। এভাবে ব্যাপারটা ঘটুক তা অবশ্যই চাইনি। তবে র‍্যাচেলবিহীন জীবন আমি পেতে চলেছি অবশেষে। আমি, টম আর ইভি থাকবো সেখানে। এমনটাই হওয়া উচিত ছিলো সব সময়।

এক মুহূর্তের জন্য কল্পনায় বিভোর হয়ে উঠলাম ঠিক, তারপর থেমে গেলো সব। আমি আর কোনদিনও নিরাপদে থাকতে পারবো না। আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে না সে, তাছাড়া কে বলেছে আরেকটা মেগানের উৎপত্তি হবে না ভবিষ্যতে? অথবা আরও খারাপ কিছু ঘটতে পারে। ভবিষ্যতে আরেকজন অ্যানা থাকতে পারে।

ইভিকে শুইয়ে দিয়ে নিচতলায় নেমে এলাম। ডাইনিং টেবিলে বসে একটা বিয়ার খাচ্ছে সে। প্রথমে র‍্যাচেলের পা দেখতে পেলাম শুধু, নিথর। ভাবলাম কাজটা শেষ করে ফেলেছে টম। কিন্তু মাথা নাড়লো ও, জানালো ঠিক আছে র‍্যাচেল।

"একটু অজ্ঞান হয়েছে আর কি," বলল সে। এটাকে আর দুর্ঘটনা বলতে পারবে না।

সুতরাং অপেক্ষা করলাম আমরা। একটা বিয়ার এনে ওর পাশে বসলাম আমি। একসাথে পান করলাম দু-জন। মেগানের ব্যাপারে দুঃখপ্রকাশ করলো টম, আমাকে চুমু খেল। বলল পুষিয়ে দেবে সবকিছু, এখান থেকে চলে যাবো আমরা, ঠিক যেমনটা চেয়েছিলাম আমি।

জানতে চাইলো ওকে ক্ষমা করতে পারবো কি-না। আমি বললাম, পারবো। সময়ের সাথে ক্ষমা করতে পারবো ওকে। আমাকে বিশ্বাস করলো সে। অন্তত আমার তেমনটাই মনে হলো।

আবহাওয়ার খবরে যেমনটা বলা হয়েছিলো, বাইরে ঝড় শুরু হয়ে গেছে।

BanglaBook.org

বজ্রপাতের শব্দে জ্ঞান ফিরলো র‍্যাচেলের। গুঙিয়ে উঠছে সে, মেঝেতে নড়া-চড়া করছে।

"যাওয়া উচিত তোমার।" বলল সে, "দোতলায় চলে যাও।"

ওর ঠোঁটে চুমু খেলাম, তারপর সরে এলাম ওখান থেকে। দোতলার দিকে গেলাম না, হলওয়ের ফোনটা তুলে ধরেছি। সঠিক সময়ের অপেক্ষা। টম এখন র‍্যাচেলের সাথে কথা বলছে।

মেয়েটা কাঁদছে বলে মনে হলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

র‍্যাচেল

• • •

রবিবার, ১৮ই আগস্ট, ২০১৩

সন্ধ্যা

কিছু একটার শব্দ শুনলাম, হিসহিসে ধরণের। আলোর ঝলকানি। বুঝতে পারলাম বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। ঝমঝমে বৃষ্টি। অন্ধকার আবার নামলো কখন?

ঝড় হচ্ছে বাইরে। মাথার ভেতরের অসহ্য যন্ত্রণা আমাকে আমার মধ্যে ফিরিয়ে আনলো। পরিস্থিতি বুঝতে পেরে হৃদপিণ্ডটা গলার কাছে উঠে এলো আমার।

মেঝেতে পড়ে আছি। রান্নাঘরের মেঝেতে। কষ্ট হলেও মাথা তুলতে পারলাম, এক কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু হলাম। রান্নাঘরের টেবিলে বসে আছে সে। ঝড় দেখছে। দুই হাতে একটা বিয়ারের বোতল ধরে।

"কি করা উচিত আমার, র‍্যাচ?" জানতে চাইলো সে, "এখানে প্রায় আধঘণ্টার মতো বসে আছি আমি। একটা মাত্র প্রশ্ন করছি নিজেকে। আমার জন্য কোন রাস্তাটা খোলা রাখতে যাচ্ছো তুমি?"

বড় এক চুমুক দিলো বিয়ারের বোতলে। বসে থাকার মতো অবস্থানে পৌছাতে পারলাম এবার। রান্নাঘরের কাপবোর্ডে হেলান দিয়েছি। মাথা ঘুরছে, মুখের ভেতরটা ভেসে যাচ্ছে লালায়।

মনে হলো বমি করে উল্টে ফেলবো সব। বমি ঠেকাতে ঠোঁট কামড়ে ধরে নখ গাঁথালাম তালুতে। এই ঝামেলা থেকে বের হয়ে আসতে হবে আমাকে। দুর্বল হলে চলবে না এখন। কারও ওপর ভরসা করতে পারছি না, অ্যানা পুলিশে ফোন করবে না। আমার জন্য মেয়ের নিরাপত্তার ঝুঁকি নেবে না সে।

"তোমাকে স্বীকার করতেই হবে," বলল সে, "নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে এনেছো তুমি। ভেবে দেখো, যদি আজ আমাদের একা থাকতে দিতে, এই অবস্থায় তো আর আসতে হতো না তোমাকে? আমাদের কাউকেই আজকের দিনটা দেখতে হতো না। ওই রাতে যদি তুমি ওখানে না নামতে, অ্যানা যদি দৌড়ে বাড়ি ফিরে না আসত, তাহলে শুধু কথা বলেই মেগানকে বিদায় দিতে পারতাম আমি। আমাকে হয়তো...খুনটা করতে হতো না। মেজাজ হারাতাম না আমি, ওর গায়ে হাত তুলতাম না। এসবের কিছুই ঘটতো না আজ।"

ফোঁপানির মতো একটা দলা আমার গলায় আটকে গেছে, জোর করে গিলে ফেললাম। টম সব সময় এই কাজটা করে, এর ওপর তাকে রীতিমতো বিশেষজ্ঞ বলা চলে। সব কিছুকে আমার দোষ হিসেবে দেখায় সে।

BanglaBook.org

বিয়ারটা শেষ করে খালি বোতলটা টেবিলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে দিলো সে। দুঃখি ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে এগিয়ে এলো আমার দিকে। এক হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

"এসো, হাত ধরো, উঠে দাঁড়াও, র‍্যাচ, ওঠো!"

আমাকে টেনে তুলতে দিলাম তাকে। রান্নাঘরের কাউন্টারে পিঠ ঠেকে আছে এখন। আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে, চেপে ধরেছে আমাকে। মুখের কাছে হাত তুলে আমার চোখের পানি মুছে দিলো।

"তোমাকে নিয়ে কি করা উচিত আমার, র‍্যাচ? কি করা উচিত আমার?"

"তোমাকে কিছু করতে হবে না।" বললাম আমি, হাসার চেষ্টা করলাম, "তুমি জানো তোমাকে ভালোবাসি আমি, এখনও। তুমি জানো কাউকে এই ব্যাপারে বলবো না...তোমার ক্ষতি করতে পারি আমি, বলো?"

হাসলো সে, চওড়া আর চমৎকার তার হাসি। একসময় আমাকে গলিয়ে ফেলতো। সশব্দে ফুঁপিয়ে উঠলাম। বিশ্বাস করতে পারছি না আমরা এই পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি। আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের মুহূর্তগুলো মিথ্যে ছিলো।

আমাকে কিছুক্ষণ কাঁদতে দিলো সে, কিন্তু এসব নিশ্চয় একঘেয়ে লাগছিলো ওর, হাসি মুছে গেছে মুখ থেকে। হিংস্রভাবে বেঁকে গেছে ঠোঁট।

"যথেষ্ট হয়েছে, র‍্যাচ, যথেষ্ট হয়েছে। প্যান প্যান বন্ধ করো।" একগাদা টিস্যু তুলে দিলো আমার হাতে, "নাক ঝেড়ে ফেলো এখন।"

অক্ষরে অক্ষরে পালন করলাম তার নির্দেশ।

আমার দিকে তাকিয়ে রইলো সে, পর্যবেক্ষণ করছে যেন, "লেকের পাশে যে সেদিন গেলাম, তুমি ভেবেছিলে আমার জীবনে তোমার ফিরে আসার সুযোগ আছে, তাই না?" হাসতে শুরু করলো সে, "ভেবেছিলে, তাই না? অবশ্যই। আমার চোখে চোখ রেখে অনুনয়মাখা দৃষ্টি দেওয়ার চেষ্টা করছিলে। ইচ্ছে করলেই তোমাকে পেতে পারতাম আমি, তাই না? তোমাকে পাওয়া খুব সহজ।" ঠোঁট কামড়ে ধরে কান্না ঠেকালাম। আমার কাছে এগিয়ে এসেছে সে, "তুমি ওই কুকুরগুলোর মতো, বুঝলে? ওই যে, থাকে না–সারা জীবন মানুষের কাছ থেকে পাত্তা পায় না, যত ইচ্ছা লাথি মারো তাদের, আবার তোমাকে দেখলেই লেজ নাড়াতে নাড়াতে দৌড়ে আসবে। থাকার একটা সুযোগ ভিক্ষা চাইবে, আশা করবে এবার সবকিছু অন্যরকম হতে চলেছে। এবার এমন একটা কিছু করতে পারবে সে, যেন তুমি তাকে ভালোবাসো। ঠিক ওইরকম তুমি, তাই না, র‍্যাচ? তুমি একটা কুকুর।"

আমার কোমরে হাত গলিয়ে দিলো, ঠোঁটে ঠোঁট রাখলো। জিভ ঢুকিয়ে দিয়েছে আমার মুখে, ওর জিভ আমার মুখের ভেতরে যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। শক্ত হয়ে উঠলো ওর নিচে, টের পেলাম। জানি না শেষ এখানে যখন ছিলাম তার পর কতটুকু পরিবর্তন এসেছে ঘরটার। অ্যানা কি কাপবোর্ডগুলো এদিক ওদিক করেছে?

BanglaBook.org

স্প্যাগেটিগুলো অন্য কোন কৌটাতে সরিয়েছে? বা ওজন মাপার যন্ত্রটা বাম থেকে নিয়ে গেছে ডানে? আমি জানি না, শুধু আশা করতে পারি কিছু সরানো হয়নি কিছু। পেছনের ড্রয়ারের ভেতরে হাত গলিয়ে দিলাম।

"তুমি ঠিক বলেছো, জানো?" চুমু শেষ হতে বললাম আমি। মুখ তুলে ওর কাছে নিয়ে এলাম, "হয়তো সে-রাতে আমি ব্লেনহাইম রোডে না এলে মেগান আজও বেঁচে থাকতো।"

মাথা দোলাল সে, আমার ডানহাত পরিচিত কোন এক বস্তু স্পর্শ করেছে। হাসিমুখে ওর দিকে ঝুঁকে এলাম, বামহাতে কোমর জড়িয়ে রেখেছি ওর। কানের কাছে ফিসফিস করে বললাম, "কিন্তু সত্যি তোমার মনে হয়...ভুলে যে-ও না ওর মাথা ভেঙে দেওয়া মানুষটা স্বয়ং তুমি...তারপরও তোমার মনে হয়, আমিই মেগানের মৃত্যুর জন্য দায়ি?"

ঝটকা দিয়ে মাথা সরিয়ে নিতে চাইলো সে, ঠিক সেই সময় সামনে ঝাঁপিয়ে পড়লাম আমি, পুরো ওজনটাই চাপিয়ে দিলাম ওর ওপর। ভারসাম্য হারিয়ে ডাইনিং টেবিলে আছড়ে পড়লো সে, দ্রুত পা তুলে ওর পায়ের পাতায় সজোরে আঘাত হানলাম। ব্যথায় ককিয়ে উঠে সামনে ঝুঁকে পড়লো, সাথে সাথে মুঠোভর্তি চুল ধরে নিজের দিকে টেনে আনলাম মাথা, একই সাথে সপাটে হাঁটু তুলে মারলাম। নাকের তরুণাস্থি ভাঙার মধুর শব্দ কানে এলো। চিৎকার করে উঠলো টম, ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিলাম তাকে। টেবিলের ওপর থেকে চাবির গোছা তুলেই ছুট লাগালাম। ও হাটু গেঁড়ে উঠে বসার আগেই ফ্রেঞ্চ ডোর দিয়ে বের হয়ে গেলাম আমি।

সোজা বেড়া বরাবর দৌড়ালাম, কাদায় পা পিছলে গেলো আমার। বেড়া পর্যন্ত পৌছানোর আগেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। মুখে আঁচড়ে দিচ্ছে, থুতুর সাথে গালির বন্যা বইয়ে দিচ্ছে রক্তের ফাঁকে।

"বেকুব! বেকুব এক হারামজাদি তুই! আমাদের থেকে দূরে থাকতে পারলি না কেন? কেন আমাকে একা থাকতে দিলি না?"

ওর থেকে পিছলে সরে এলাম। কিন্তু যাওয়ার মতো কোন জায়গা নেই আর। বেড়া পর্যন্ত পৌছাতে পারবো না আমি, বাড়ির ভেতরে ঢুকতে পারবো না। চিৎকার করে উঠলাম, কিন্তু কে শুনবে আমার চিৎকার? বৃষ্টি, বজ্রপাত আর এগিয়ে আসার ট্রেনের শব্দের ভেতরে?

বাগানের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দৌড়ে গেলাম আমি। শেষ মাথায় আর কোন পথ নেই। বেড়ার পাশে যেখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি, ওখানেই বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে আগে একবার দাঁড়িয়েছিলাম। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, আমার দিকে এখনও এগিয়ে আসছে টম। লম্বা লম্বা পা ফেলছে। হাতের ওপরের অংশ দিয়ে মুখ মুছছে, থুতুর

BanglaBook.org

সাথে বের করে দিচ্ছে রক্ত। পেছনে ট্রেনের কম্পন পর্যন্ত অনুভব করতে পারছি। শব্দ বেড়ে গেছে অনেক। টমের ঠোঁট নড়ছে, একটা কিছু বলছে সে। শুনতে পাচ্ছি না আমি। নড়লাম না, আমার কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার আগেও নড়লাম না আমি। শেষ মুহূর্তে চরকির মতো পাক খেয়ে সরে দাঁড়ালাম, কর্কস্ক্রুর পুরোটা ঢুকিয়ে দিলাম ওর ঘাড়ের পেছনে।

চোখ বড় বড় হয়ে গেছে, টু শব্দটি না করে মাটিতে আছড়ে পড়লো সে। এক হাত গলার কাছে তুলে ধরেছে, আমার চোখে রেখেছে তার চোখ। দেখে মনে হলো কাঁদছে মানুষটা। যতক্ষণ পারলাম তাকিয়ে থাকলাম তার দিকে। তারপর ঘুরে দাঁড়ালাম। ট্রেন পার হচ্ছে আমাদের পাশ দিয়ে। ভেতরে অসংখ্য যাত্রি বই আর ফোনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে রেখেছে।

উষ্ণতায়, নিরাপদে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে তারা।

বৃহস্পতিবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩
সকাল

ইলেক্ট্রিক্যাল লাইটের মৃদু গুঞ্জনের মতো অনুভব করা যায় ব্যাপারটা। সিগন্যালের কাছে আসার সাথে সাথে ট্রেনের আবহাওয়াই পাল্টে যায় এখন। আমি একা নই, আরও অনেকেই গলা বাড়িয়ে তাকায় বাড়িগুলোর দিকে। কখনও কখনও ওদের গলাও শোনা যায়।

"ঐ যে, ওটা। না না, ওটা না, ওইটা। বাঁয়ে। ঐ যে। বেড়ার কাছে ওই গোলাপের ঝাড়গুলোর কাছে, ওখানেই ঘটেছিলো ঘটনাটা।"

বাড়ি দুটো অবশ্য এখন খালি। পনেরো আর তেইশ নাম্বার। জানালার পর্দা সরানো, দরজা দুটো খোলা, দেখে মনে হবে এখনও কোন পরিবার সেখানে বাস করছে। তবে আমি জানি ভেতরটা জনশূন্য, প্রদর্শনীর জন্য এখনও খোলা আছে সব।

বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে বাড়ি দুটো। এস্টেট এজেন্টরা ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ঘরগুলোর ভেতর তাদের স্বতঃস্ফূর্ত পদচারণা। ওরা এভাবে ঘুরে বেড়ায় দেখে আমার খারাপই লাগে। বাড়িটা আমার স্বপ্ন দেখার দিনগুলো শুরু করে দিয়ে গেছিলো। পরে যা হয়েছিলো আর শেষ সেই রাত–এ দুটো স্মৃতি ভুলে থাকার চেষ্টা করি সব সময়। পারি না অবশ্য।

রক্তে ভেজা আমরা দু-জন পাশাপাশি বসে ছিলাম সোফায়। আমি আর অ্যানা। ভ্রিদ্বয়। অ্যাম্বুলেন্সের জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমরা। অ্যানা ফোন করেছিলো তাদের, ফোন করেছিলো পুলিশে, সবকিছু সে-ই সামলেছিলো। প্যারামেডিকরা এসে

BanglaBook.org

দেখলো খুব বেশি দেরি হয়ে গেছে। টমকে বাঁচানো তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তাদের ঠিক পেছনেই এলো পুলিশ। তারপর ডিটেক্টিভ গাসকিল আর রাইলি। আমাদের এখানে একসাথে দেখে আক্ষরিক অর্থেই হা হয়ে গেলো ওদের মুখ। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে গেলো ওরা, জবাব দিতে পারলাম না। নড়তেও পারছিলাম না আমি। অ্যানা শান্ত আর স্থির হয়ে কথা বলল ওদের সাথে।

"এখানে যা ঘটেছে সেটাকে আত্মরক্ষা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না, অফিসার।" বলল সে, "পুরো ঘটনাটা জানালা দিয়ে দেখেছি আমি। কর্ক-স্ক্রু নিয়ে ওর দিকে ছুটে গেছিলো টম, মেরে ফেলতো ওকে। র‍্যাচেলের আর কোন উপায় ছিলো না। আমি ওর..." প্রথমবারের মতো আমতা-আমতা করলো সে, ওই একবারই তাকে কাঁদতে দেখলাম আমি, "...ওর রক্তপাত বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পারিনি। পারিনি!"

ইউনিফর্ম পরা পুলিশ ওপর থেকে ইভিকে নিয়ে এলো। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, পুরোটা সময় শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে ছিলো মেয়েটা। সবাই মিলে পুলিশ স্টেশনে রওনা দিলাম তারপর। আমাকে আর অ্যানাকে আলাদা ঘরে রেখে প্রশ্ন করে চলল তারা। উত্তর দিতে, মনোযোগ দিতে সমস্যা হচ্ছিলো আমার। বললাম, ও আমাকে বোতল দিয়ে মেরেছিলো, তারপর কর্ক-স্ক্রু নিয়ে তাড়া করেছিলো, কোনমতে ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ওর ঘাড়ে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম আমি।

ওরা আমাকে পরীক্ষা করে দেখলো। মাথা, হাত আর নখ।

"আত্মরক্ষার সময় পাওয়া আঘাত তো এমন হয় না।" সন্দেহের সাথে বলল রাইলি।

ওরা চলে গেলো। একজন ইউনিফর্মড অফিসারের সাথে রেখে গেছে। ঘাড়ে ব্রনওয়ালা সেই অফিসার, ক্যাথির বাসায় এসেছিলো সে।

"মিসেস ওয়াটসনের বক্তব্যের সাথে আপনার কথা পুরোপুরি মিলে গেছে। আপনি এখন যেতে পারেন।" ফিরে এসে রাইলি বলল। আমার চোখের দিকে তাকাতে পারছিলো না সে।

হাসপাতালে গেলাম ওখান থেকে। মাথায় সেলাই করে দিলো ওরা।

টমকে নিয়ে প্রচুর খবর ছাপানো হলো পরের কয়েকটা দিন। জানতে পারলাম কোনদিনও আর্মিতে ছিলো না সে। তবে দু-বার চেষ্টা করেছিলো ঢোকার। দু-বারই বাদ পড়েছিলো। ওর বাবার ব্যাপারেও সব মিথ্যে বলেছিলো সে। বাবার জমানো সব টাকা নিয়ে এসেছিলো একবার, তারপর খুইয়েছিলো সব। বাবা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, কিন্তু টম তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। কারণ, বাড়িটা নতুন করে মর্টগেজ করানোর জন্য প্রয়োজনিয় টাকা দিতে অস্বীকার করেছিলেন ভদ্রলোক। সব সময় মিথ্যা বলেছিলো টম।

যেখানে দরকার সেখানে।

BanglaBook.org

যেখানে দরকার নেই সেখানেও!

স্কট মেগানের ব্যাপারে কথা বলছে এমন একটা স্মৃতি আমার পরিস্কার মনে আছে। ও বলেছিলো মেগান কে আমি তা জানি না পর্যন্ত। আর আমারও ঠিক সেরকমই মনে হয় এখন। টমের সম্পূর্ণ জীবনটা মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিলো, মিথ্যা আর অর্ধ-সত্য বলে নিজেকে শক্ত এক চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো সে। আমি আর অ্যানা পটে গেছিলাম ওতেই, দু-জনেই ভালোবেসেছিলাম ওকে। মুখোশের আড়ালে ওর দুর্বল চেহারা দেখতে পেলে কি আর ভালোবাসতাম?

আমি অন্তত বাসতাম। সব ক্ষমা করে দিয়ে ওর সাথে থাকতে পারতাম আমি। জীবনে ভুল তো আমিও কম করিনি!

সন্ধ্যা

নরফোল্ক সৈকতের কাছাকাছি এক হোটেলে উঠেছি। আগামিকাল আরও দক্ষিণে যাবো, এডিনবার্গে, হয়তো। নয়তো আরও দক্ষিণে। এখনও আমার মনস্থির করতে পারিনি। আমি শুধু চাই পেছনের শহর থেকে যথেষ্ট দূরত্বে সরে যেতে। টাকা খুব একটা সমস্যা না, পুরো ঘটনাটা জানার পর মা উদার হয়ে উঠেছেন খুব। আপাতত টাকা নিয়ে আমাকে ভাবতে হবে না।

একটা গাড়ি ভাড়া করে হল্কহ্যামে গেলাম আজ বিকেলে। গ্রামের ঠিক বাইরে এক চার্চে মেগানের ছাইভস্ম কবর দেওয়া হয়েছে। ওর মেয়ের কঙ্কালের ঠিক পাশে।

লিবির পাশে।

কবর দেওয়ার সময় কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিলো। *বাচ্চাটার মৃত্যুর পেছনে মেগানের হাত রয়েছে* এমন এক গুজব ওঠাই এর একমাত্র কারণ। তবে শেষ পর্যন্ত চার্চের অনুমতি মিললো। শেষ পর্যন্ত সবাই একমত হলো জীবনে যে-ই ভুলই করে থাকুক না কেন মেয়েটা, তার জন্য যথেষ্ট শাস্তিও সে পেয়ে গেছে।

ওখানে পৌছাতে পৌছাতে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। দৃষ্টিসীমার মধ্যে কোন প্রাণি চোখে পড়লো না। গাড়ি থামিয়ে কবরস্থান পর্যন্ত হেটে গেলাম। ডানদিকের সবচেয়ে দূরবর্তি কোণে ছিলো ওর শেষ ঠিকানা। শুধু নাম আর তারিখ লেখা এক কবর-ফলক।

তাতে লেখা নেই কোন এক 'মেগানের মধুর স্মৃতি স্মরণে,' 'প্রেমময়ী স্ত্রি,' 'কন্যা' কিংবা 'মা'...কিচ্ছু নেই। ওর বাচ্চার কবরেও শুধু 'লিবি' লেখা আছে।

না থাকুক্‌গে ওসব আড়ম্বর, তা-ও তো ঠিকমতো তার নাম দুটো লেখা আছে ওতে। একা একা ট্রেনের লাইনের পাশে তো আর পড়ে থাকতে হচ্ছে না!

আরও জোরে নেমে এলো বৃষ্টি। চার্চইয়ার্ডের মাঝ দিয়ে হেটে ফেরার সময় লক্ষ্য

BanglaBook.org

করলাম চ্যাপেলের নিচে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। এক সেকেন্ডের জন্য মনে হলো স্কট ওটা। বৃষ্টির পানি চোখ থেকে সরিয়ে আবার লক্ষ্য করলাম, যাজক ভদ্রলোক সেখানে দাঁড়িয়ে। এক হাত তুলে আমাকে অভিবাদন জানালেন।

গাড়িতে অর্ধ-দৌড়ে পৌছালাম। অপ্রয়োজনিয় এক আতঙ্ক আটকে ধরেছে যেন চারপাশ থেকে। স্কটের সাথে শেষ দেখাতে যেভাবে আমার ওপর চড়াও হয়েছিলো সে, শেষদিকে বুনো আর ভ্রমগ্রস্ত হয়ে উঠেছিলো। পাগলামির দ্বারপ্রান্তে পৌছে গেছিলো সে। তার জন্য এই পৃথিবীতে শান্তি বলে কিছু কি আর অবশিষ্ট থাকবে? যেভাবে বেঁচে অভ্যস্ত ছিলো সে, যেভাবে তাদের দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম আমি, তাদের ক্ষতিকে আমারও ক্ষতি বলে মনে হয় এখন।

স্কটকে একটা মেইল পাঠিয়ে এতদিন বলা সব মিথ্যার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলাম। টমের ব্যাপারেও দুঃখপ্রকাশ করতে চাইলাম। মাতাল হয়ে না থাকলে আরও আগেই ওর ধোঁকাবাজি বুঝতে পারতাম আমি।

আসলেই কি পারতাম? আমার জন্যও হয়তো এই পৃথিবীতে শান্তি বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

আমার মেইলের রিপ্লাই সে দিলো না। দেবে এমন আশাও করিনি আমি।

হোটেলে পৌছে চেক-ইন করলাম। চামড়ার এক আর্মচেয়ারে বসে ওয়াইনের গ্লাস হাতে নিতে কেমন লাগবে ইত্যাদি ভাবা বন্ধ করার জন্য বন্দরে হাটতে বেরুলাম।

প্রথম ড্রিংক নেওয়ার মাঝপথে কেমন চাঙ্গা হয়ে ওঠা হতো একসময়! আজকে কতদিন হলো মদ ছাড়ার? বিশ দিন। আজকের দিনটা ধরলে একুশ। তিন সপ্তাহ হয়ে যাচ্ছে। মদ ছাড়ার সবচেয়ে বড় স্পেলটা চলছে আমার।

অবাক করার মতো একটা ব্যাপার, শেষ গ্লাস মদটা আমার হাতে তুলে দিয়েছিলো ক্যাথি। পুলিশ আমাকে বাড়ি পৌছে দিয়ে গেছিলো, ওকে পুরো ঘটনাটা তারাই খুলে বলেছিলো। নিজের ঘর থেকে জ্যাক ড্যানিয়েলের একটা বোতল বের করে দু-জনের জন্যই গ্লাস ভর্তি করে ঢেলেছিলো সে। কান্না থামাতেই পারছিলো না, বার বার বলছিলো নিজের আচরণের জন্য প্রচণ্ড দুঃখিত সে। যেন পুরো ব্যাপারটার জন্য সে-ই দায়ি। হুইস্কিটা পেটে পড়ার প্রায় সাথে সাথে বমি করে পুরোটা উল্টে দিয়েছিলাম। তারপর থেকে আজতক আর মদ স্পর্শ করিনি। ইচ্ছে করেনি এমন নয়।

বন্দরে পৌছে বামদিকে ঘুরে গেলাম, শেষমাথায় পৌছে অনন্ত বেলাভূমিতে হাটছি। ইচ্ছে করলে এ পথে হল্কহামে ফিরে যাওয়া সম্ভব। অন্ধকার নেমেছে, পানির স্পর্শে ঠাণ্ডা লাগছে খুব। তারপরও হেটে চললাম। ক্লান্তির শেষ প্রান্তে পৌছানোর আগ পর্যন্ত হেটে যেতে চাই আমি। হয়তো তখন ঘুমাতে পারবো শান্তিতে।

BanglaBook.org

জনশূন্য সৈকত। ঠাণ্ডাও খুব। দাঁতে দাঁত যাতে বাড়ি না খায় সেজন্য চোয়াল শক্ত করে রাখতে হচ্ছে। নুড়ির ওপর দিয়ে হেটে গেলাম, সৈকতের কুঁড়েগুলো পার হচ্ছি। দিনের আলোতে অসম্ভব সুন্দর দেখায় এদের, রাতে দেখে মনে হচ্ছে অশুভের ছায়ারা দাঁড়িয়ে আছে সারি বেঁধে। বাতাস বয়ে গেলেই জ্যান্ত হয়ে উঠছে তারা। সমুদ্রের গর্জনের আড়ালে তাদের নড়ে ওঠার শব্দ ঢেকে যাচ্ছে। কেউ অথবা কিছু...এগিয়ে আসছে কাছে।

ঘুরে দাঁড়ালাম আমি, ছুটলাম ফিরতি পথে।

জানি ওখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, তারপরও আমার পেট থেকে গলা পর্যন্ত বেড়ে ওঠা আতঙ্ক ভুলে যাওয়ার জন্য এই *জানা*টা যথেষ্ট নয়। দৌড়ে চললাম আমি, বন্দরের উজ্জ্বল আলোতে এসে দাঁড়ানোর আগ পর্যন্ত থামতে পারলাম না।

ঘরে ফিরে এসে বিছানায় বসে থাকি আমি কাঁপুনি থামানোর জন্য। মিনিবার খুলে পানির বোতল বের করে খাই। ছোট ছোট জিনের বোতলগুলো স্পর্শ করি না। ওগুলো আমাকে ঘুম পাড়াতে পারে, তাও ওদের এড়িয়ে চলি। ঘুম পাড়াবে ওরা, একই সাথে আমাকে অরক্ষিত করে তুলবে। পা পিছলাবো আবারও। বোতলগুলো আমাকে সেই উল্টোদিকে ঘুরে তাকানোর স্মৃতি ভুলিয়ে দেবে, তবুও ওদের এড়িয়ে চললাম আমি।

সে-রাতে ট্রেনটা আমাদের পার করে চলে গেছিলো। পেছনে একটা শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম, ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলাম অ্যানা বের হয়ে এসেছে। ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছিলো সে। টমের পাশে বসে পড়ে গলার ক্ষতে হাত চেপে ধরেছিলো।

আমি ওকে বলতে চাইছিলাম, রক্ত থামানোর চেষ্টা করে কাজ হবে না। এখন কেউ আর তাকে সাহায্য করতে পারবে না। একটু পর অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছিলাম ওর রক্তপাত থামানোর চেষ্টা অ্যানা করছে না। বরং মৃত্যু নিশ্চিত করছে! কর্ক-স্ক্রু আরও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঢোকাচ্ছে ভেতরে। বিড়বিড় করে কিছু একটা বলছিলো তার উদ্দেশ্যে, তবে সেটা আমি শুনতে পাইনি।

বিছানায় ফিরে এসে আলো জ্বালালাম। ঘুম আসবে না জানি, তবে চেষ্টা করতে হবে। আশা করি, একদিন দুঃস্বপ্নগুলো থেমে যাবে। মাথার ভেতরে দুঃসহ সেই স্মৃতিগুলো বার বার দেখা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব হবে সেদিন।

জানি, সামনে লম্বা একটা রাত পড়ে আছে।

আগামিকাল ঘুম থেকে খুব ভোরে উঠতে হবে।

ধরতে হবে ট্রেন।

BanglaBook.org